Vaisnava-Slokas (Bengali)

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ ঃ ২০০১, ২০০০ কপি
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২০০৩, ৩০০০ কপি

মুদ্রণ ঃ
শ্রীমায়াপুর চন্দ্র প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর ৭৪১ ৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন ঃ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫

E-mail: shyamrup@vsnl.net
Web: www.krishna.com

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

উৎসর্গ

যাঁরা
শ্রীল প্রভুপাদের
মতো প্রচার
এবং
জীবন যাপন
করতে চান,
তাঁদের সকলকে

সূচীপত্র

ক) মুখবন্ধ
খ) ভূমিকা
গ) কেন শ্লোক শেখা
ঘ) শ্লোক শেখার উপযোগী কিছু পরামর্শ
ঙ) কেমন করে এই গ্রন্থ ব্যবহার করতে হবে
চ) কৃতজ্ঞতা স্বীকার
১) ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ১
২) জপ-কীর্তন ৯
৩) আচার-আচরণ ২৩
৪) মৃত্যু ৩৫
৫) দেবতা ৩৮
৬) ভক্ত ১ ৪৩
(ভক্তসঙ্গ, ভক্তসেবা, ভক্তপূজা, ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ এবং অনুগমন)
৭) ভক্ত ২ ৫১
(সাধারণ বিষয়ে নির্দেশ, সহিষ্ণুতা, কাম এবং মন)
৮) ভক্ত ৩ ৬০
(প্রচার, দয়া ও কল্যাণমূলক কর্ম)
৯) ভক্ত ৪ ৬৬
(গুণ, বৈশিষ্ট্য, পারমার্থিক দৃষ্টি ও দিব্য অবস্থান)
১০) ভক্তিমূলক সেবা ১ ৮১
(প্রভাব, লাভ, গুণ, বিশ্বাস ও সন্দেহ)
১১) ভক্তিমূলক সেবা ২ ৯৬
(নীতি, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত)
১২) কর্তব্য ১০৮
১৩) গুরু / শিষ্য ১১২
১৪) মানবজন্ম ১২৪
১৫) নির্বিশেষবাদ ১৩০
(শূন্যবাদ ও কৃষ্ণভাবনামৃত)

১৬) কলিযুগ ১৩৪
(লক্ষণ ও যুগধর্ম)
১৭) জ্ঞান ১৪০
১৮) শ্রীকৃষ্ণঃ ১ ১৪৯
(পরম প্রভু, নিয়ন্তা, পালনকর্তা, স্বামী এবং জড় ও চিন্ময় সব কিছুর উৎস এবং যিনি ব্যক্তিগতভাবে এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন।)
১৯) শ্রীকৃষ্ণঃ ২ ১৬৩
(অচিন্ত্য, দিব্য, সর্বব্যাপক প্রভু, শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছাক্রমে জ্ঞাত হন।)
২০) শ্রীকৃষ্ণঃ ৩ ১৭০
(গুণাবলী, ঐশ্বর্য ও স্বভাব)
২১) ভক্তের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের আচরণ ১৭৮
২২) মায়া ১৮৩
(প্রকৃতি, গুণ, সংসার, জড় বাসনা, মন, ইন্দ্রিয়, কর্ম, কৃষ্ণভাবনামৃত ও মুক্তি)
২৩) অভক্ত (গৃহমেধী) ২০১
২৪) আত্মা ও পরমাত্মা ২১২
২৫) জড় জগৎ ও চিন্ময় জগৎ ২১৯
২৬) শ্রীমদ্ভাগবত ২২৪
২৭) কাল ও ইতিহাস ২২৮
২৮) বর্ণাশ্রম ২৩১
২৯) বেদ ২৩৬
৩০) যোগ ২৪০
(তপশ্চর্যা, বৈরাগ্য ও আত্মসমর্পণ)
৩১) অনুক্রমণিকা ২৪৬

মুখবন্ধ

যখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের জনৈক শিষ্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি মহোদয়ের মুখপদ্মনিঃসৃত শ্লোকাবলী ও উদ্ধৃতিগুলি 'গৌড়ীয় কণ্ঠহার' নামক গ্রন্থে গ্রথিত করেছিলেন এবং সেটি তাঁকে উৎসর্গ করেন, তখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রশংসা করে লিখেছিলেন—"আপনার গুম্ফিত 'কণ্ঠহার' পাইয়া আমার যে কত আনন্দ হইল, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমার নাই। তবে গৌড়ীয়ের কণ্ঠহার নিষ্কপট-গৌড়ীয় শুদ্ধ ভক্ত গুরুবর্গের গলায় পরাইয়া দিয়া আমি যে হরিজন সেবার অধিকার পাইব, তাহা আপনি সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অনেকে গৌণী বিদ্ধা ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া হরিসেবার পরিবর্তে ভগবানকে 'ভোগের বস্তু' মনে করেন, তাঁহারাও এই 'হার' কণ্ঠে ধারণ করিলে তাঁহাদের স্বরূপের অভিজ্ঞান হইবে এবং আমাদের ন্যায় কাঙালের সহ বিদ্বেষ করিতে বিরত হইতে পারেন, মনে হয়।

"নিজেকে শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার-পরিচয়ে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃত-লীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ মার্জন সেবার উপকরণরূপ-শতমুখীসূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং দুঃসঙ্গানুকরণ-বর্জন-কার্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।"

অনুরূপ লক্ষ্য নিয়ে, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় গুরুভ্রাতা এবং শ্রীল প্রভুপাদের উপযুক্ত শিষ্য রোহিণীনন্দন প্রভু অতীব সতর্কভাবে শ্রীল প্রভুপাদের অসংখ্য উদ্ধৃতি সংকলন করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর প্রতি তাঁর আন্তরিক আবেশ এবং প্রেমবশত তিনিই এই কাজে নিঃসন্দেহে সব চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। ঠিক একটি মৌমাছির মতো শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী, টেপ এবং পত্রাবলীর পুষ্পোদ্যান থেকে তিনি এই সব অমৃত সংগ্রহ করেছেন এবং এই চমৎকার গ্রন্থে এইগুলি সংকলিত করেছেন।

ভবিষ্যতে পৃথিবীর ঐতিহাসিকগণ শ্রীল প্রভুপাদকে এই যুগের সবচেয়ে মহিমামণ্ডিত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিস্বরূপে স্বীকৃতি দেবেন। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে তাঁরা তাঁর দীপ্তি দর্শনে অক্ষম। এই জন্য তাঁর শিষ্যদেরই কর্তব্য তাঁর মহিমা প্রচার করা। তা আমরা যত বেশি করতে পারব, এই কলিযুগের অন্ধকার ততই দূরীভূত হবে।

শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রেষ্ঠতম জ্যোতির্ময় চন্দ্ররূপে দর্শন করাতে এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে যে কোনও ভক্তকে সক্ষম করবে, কারণ বৈদিক শাস্ত্রস্বরূপ সূর্যের দিব্য রশ্মিরাজির প্রতিফলনে এই চন্দ্র সফল হয়েছে, এবং সেই প্রতিফলনে বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার বহুমূল্য রত্নরাজির মতো স্ফটিকস্বচ্ছ রূপ পরিগ্রহ করেছে। শ্রীপাদ রোহিণীনন্দন প্রভু অতীব মহিমান্বিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের উপযুক্ত কণ্ঠহাররূপে এই রত্নরাজি গ্রথিত করেছেন। একই সঙ্গে, সাধারণ জীবগণও এই কণ্ঠহারের অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় বিমুগ্ধ হবেন।

—ভক্তিচারু স্বামী

ভূমিকা

কল্পনা করুন, একটি বৃহৎ নগরীর দ্বারদেশে আপনি এক নবাগত ব্যক্তি। এই নগরীটি কোন সাধারণ জড় নগরীর মতো নয়। এই স্বয়ং উদ্ভাসিত নগরীর রাজপথ, উদ্যান এবং অট্টালিকাগুলি ভাস্কর্যময় শব্দে সুন্দরভাবে বিরচিত। উদ্যানগুলি উত্তমশ্লোকের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম, রূপ, গুণ এবং লীলাবিলাস কীর্তন করে। ভগবানের নিজের বাণীতে নির্মিত যে গুরুত্বপূর্ণ অট্টালিকাসমূহ, সেইগুলি তাঁর মহিমা বিস্তারের প্রচেষ্টায় তাঁর ভক্তগণ কর্তৃক বিরচিত শিল্পে পরিবৃত, কেন না ভগবান উত্তমশ্লোক,—তিনিই এই নগরীর রাজা। তাদের মধ্যে প্রবেশের যে দিব্য আনন্দ, তা লাভ করার প্রস্তুতিপর্বে, কোনও ভক্ত যখন এই সকল নির্মিতির চারিপাশে বেষ্টিত এবং এদের প্রতিবিম্ব ধারণকারী পুষ্করিণীগুলির গভীর আবর্তে অবগাহন করে, তখন তার সমস্ত তৃষ্ণা এবং অবসাদ প্রশান্তি লাভ করে।

এক সপ্রতিভ ব্যক্তির স্নিগ্ধ চকিত দৃষ্টিতে অভ্যর্থিত হয়ে, আপনি নগরীদ্বার অতিক্রম করলেন। তিনিই নগরীর পথপ্রদর্শক। নারদ মুনির মতোই তাঁর পছন্দসই যে কোনও দিকে তিনি অনায়াসে এবং মুহূর্তমধ্যে ভ্রমণ করতে পারেন। তিনি আপনার হাত ধরে নিয়ে যান এবং আপনারই মনোরথে ভ্রমণ করার শিক্ষা আপনাকে দেন।

তাঁর সুদৃঢ় কোমল মুষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে, আপনি নিজেকে সেই নগরীর উপরে উড়ন্ত অবস্থায় দেখতে পান এবং তার বিশাল, সীমাহীন পরিধির প্রতি এক পলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আপনি উপরের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করেন যে, সেই সুসমৃদ্ধ নগরী আপনাকে যুগপৎ চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে ফেলেছে। আপনি আপনার চক্ষু মুদিত করলেন এবং দেখলেন যে, সেই নগরী আপনার অন্তরেও ঝঙ্কৃত হচ্ছে!

ঠিক যেমন কোনও সাধারণ নগরী সুসংবদ্ধ বিভিন্ন অঞ্চলাদি নিয়ে গঠিত হয়, তেমনি এই নগরীও মহিমাকীর্তন ও তাৎপর্য ব্যাখ্যার বিশেষ বিশেষ সেবায় পারদর্শী শ্লোক গোষ্ঠীগুলিকে অধিকার করে আছে। যথাসম্ভব কার্যকর হতে উদ্‌গ্রীব কিছু শ্লোককে একাধিক স্থানে উদ্‌গীত হতে শোনা যায়। এমন কি, জড়জাগতিক কিংবা নাস্তিক প্রকৃতির শ্লোকগুলিও সরস্বতী মাতা এবং অন্যান্য বৈষ্ণবের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হয়েছে।

অকস্মাৎ রাজ-আদেশে আপনার পথপ্রদর্শক আপনাকে ছেড়ে চলে যায়। আপনি একাকী দাঁড়িয়ে থাকেন, বাইরে।

আবার সেই নগরীতে প্রবেশ করার জন্য আপনার কত আকাঙ্ক্ষা! আপনি একজন ভিখারীকে দেখলেন এবং একটি ক্ষুদ্র পথনির্দেশিকা গ্রন্থ পেলেন।

সেই গ্রন্থটি খুলে আপনি চিন্ময় শব্দময় সেই নগরীর মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। যখন একটি শ্লোক প্রতিধ্বনি করতে শুরু করল, তখন আপনি নিজেকে আবার সেই নগরীর মধ্যে দেখতে পেলেন। আপনি হতচকিত হয়ে পড়লেন, এক অপরিচিত শহরে পথহারা

নবাগত ব্যক্তির মতো নিজেকে অনুভব করলেন। যখন আপনি পথনির্দেশিকা গ্রন্থটি অনুধাবন করলেন, তখন এই নবাগত মনোভাব এক সুখময় পরিচয়সূত্রে মিলিত হল, কেন না যে সমস্ত স্থানগুলি আপনি ভ্রমণ করলেন, সেইগুলি আপনার চিন্ময় গুরুদেবের প্রিয়, যিনি এখনও তাঁর বাণীর মধ্যে আপনার অন্তরে বিরাজ করছেন। যতই আপনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় শ্লোকগুলির মাঝে তীর্থ পর্যটন করতে থাকেন, ততই শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দির দর্শনের মতোই রোমাঞ্চিত হতে থাকেন!

সেই দিব্য শব্দ-নগরীর মধ্যে সতত ভ্রমণচারী আপনি অন্যদেরও সেই দিব্য চেতনার মাঝে নিয়ে যেতে অভিলাষ করেন। ট্যাক্সিচালক যেমন তার যাত্রীদের গন্তব্যস্থলে দ্রুত পৌঁছে দিতে আকুল হয়, তেমনি আপনিও পথঘাট ও দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ভালভাবে জেনে নেন। এখন আপনিও নবাগতদের হাত ধরে নিয়ে যান। সেই বিস্ময়কর নগরীর অভিজ্ঞতা লাভে আপনি যত বেশি তাদের সাহায্য করেন, ততই তার বিস্ময় আপনার মধ্যে আরও বেশি প্রস্ফুটিত হতে থাকে।

কেন শ্লোক শেখা

আমাদের শাস্ত্র চক্ষুলাভে সাহায্য করে

(ক) আমাদের দিব্যস্তরে স্থিরত্ব লাভে সহায়তা করে।

(খ) সর্বত্র এবং সর্বদা আমাদের মনকে কৃষ্ণভাবনামৃতে অবিশ্রান্তভাবে নিমগ্ন রাখতে সাহায্য করে।

(গ) উত্তেজিত মনকে সংযত করতে সহায়তা করে।

(ঘ) যথাযথভাবে পার্থক্য নির্ণয় করতে শেখায়। (*গীতা* ১৬/২৪)

(ঙ) প্রয়োজনের সময় সাহায্য করে। (*গীতা* ২/১৪, ৫/২২, ৮/১৫-১৬, *ভাগবত* ১/১৫/২৮-৩০)

(চ) এমন কি আমরা যদি পশুজন্মও পাই; তখনও পথের সন্ধান দেয়। (*ভাগবত* ৮/৩/১)

প্রামাণিকভাবে কথা বলতে সাহায্য করে
(গীতা ১৭/১৫ তাৎপর্য)

(ক) দক্ষভাবে অতীত মামলার ইতিবৃত্ত এবং আইন গ্রন্থের উদ্ধৃতি নির্দেশ করে আইনজীবী দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে তাঁর মামলার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। আমাদের সিদ্ধান্তকেও প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শ্রুতি এবং স্মৃতি—এই দুই রকমের শাস্ত্র থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়ার সামর্থ্য আমাদের থাকা উচিত।

(খ) বিরোধীপক্ষকে পরাজিত করা চাই। শ্রীল প্রভুপাদ কখনও কখনও একটি শ্লোকের একটি পংক্তি (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, *গীতা* ৯/১৪ শ্লোকের ৪র্থ পংক্তি) কিংবা একটি শব্দ (*গীতার* ১৩/৩ শ্লোক থেকে 'চ' শব্দটি) মাত্র উদ্ধৃতি দিয়েও মায়াবাদী যুক্তিকে পরাস্ত করতেন।

(গ) আমাদের শ্রোতাগণ যেন আমাদের শ্রদ্ধা করেন এবং আমাদের বাণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। পুলিশের উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয় যে, তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত আইন সম্পর্কিত জ্ঞানে শক্তিমান ব্যক্তি। তেমনি, কোনও প্রচারক 'শ্লোকাবলীর শক্তিতে শক্তিমান' হয়ে থাকলে, তিনি আস্থাশীল, শ্রদ্ধাভাজন এবং কর্মোদ্যোগে উদাত্ত হয়ে থাকেন।

আমাদের উপস্থাপনার গুণগতমান বৃদ্ধি করে

(ক) নিপুণভাবে শ্লোক নির্দেশ করা বা উদ্ধৃতি দেওয়া একটি ভাল প্রবচনের সার ভিত্তি। (এই প্রসঙ্গে *ভাগবতের* ৩/২৫/৮ সংখ্যক শ্লোক সম্বন্ধে প্রদত্ত শ্রীল প্রভুপাদের প্রবচনকে বিশ্লেষণ করুন।)

(খ) শ্রোতাদের আগ্রহ অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করে।

(গ) আমাদের উপস্থাপনাকে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তোলে।

(ঘ) আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মর্মার্থ বিস্তারিত করতে, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে এবং তা সমর্থনের অনুকূল ধারণা লাভে সহায়তা করে।

(ঙ) একটি শ্লোকের গভীর অর্থ তথা কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শন সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভে সহায়তা করে।

জল্পনা-কল্পনা করার প্রবণতাকে প্রতিরোধ করে

(ক) "অভক্ত যেমন কল্পনা প্রবণ, ভক্ত তেমনি চিন্তাশীল।"

(খ) *গীতা* ১৬/২৩

(গ) শুধু দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক : শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শাস্ত্র নিষ্ঠা ছিল যেন "পাষাণের লেখা" আর *'রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিনে'* রূপে বিখ্যাত ছিলেন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর।

(ঘ) "ধর্ম (ধর্ম-শাস্ত্র) ছাড়া দর্শন মানসিক জল্পনা মাত্র।"

ইস্কনকে যথার্থ পারমার্থিক সংস্কৃতিরূপে স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত হতে সাহায্য করে

(ক) একটি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় তার ভাষা এবং চিন্তার গভীরতার মাধ্যমে।

(খ) আমাদের গ্রন্থ *ভাগবত* রয়েছে, কিন্তু আমাদের অবশ্যই ব্যক্তি *ভাগবত* থাকাও প্রয়োজন, যাঁরা এই সমস্ত গ্রন্থগুলিকে 'আদ্যোপান্ত', "পুঙ্খানুপুঙ্খ" "প্রতিনিয়ত" অধ্যয়ন

করতে করতে আয়ত্ত করেছেন। (পরিপ্রশ্নেন, *গীতা* ৪/৩৪) এবং সেইভাবে তাঁদের জীবন যাপন করছেন।

বুদ্ধি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভজনায় যুক্ত করে
(গীতা ১৮/৭০)

(ক) শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে এবং স্মরণ করতে সাহায্য করে (*স্মর্তব্য সততং বিষ্ণুঃ*)। যিনি "উত্তম শ্লোক" রূপে পরিচিত।

(খ) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চমৎকার গুণাবলীর বর্ণনায় নিজেদের নিমগ্ন করার মাধ্যমে।

(গ) এবং ভগবানের মুখ নিঃসৃত শ্লোক সমূহ চর্চা।

প্রার্থনা করতে শেখায়

(ক) মহান ভক্তদের দ্বারা নিবেদিত প্রার্থনাগুলি শেখার মাধ্যমে। (*ভাগবত* ৪/২৪/৭৪, ৪/৩০/৩ এবং ৭/৯/১৮)

এক চিন্ময় বিনোদন স্বরূপ

(ক) *গীতা* ৬/১৭

(খ) এটা একটা মজা

(গ) এটা সমস্ত প্রাপ্তির পূর্ণতা (*ভাগবত* ১/৫/২২)

(ঘ) যখন আমরা অসুস্থতাবশত প্লেইন এবং গাড়ি চলা কিংবা লাইনে অপেক্ষা করার দরুণ কোন আবদ্ধ অবস্থার মধ্যে থাকি, তখনকার জন্যে।

(ঙ) সংস্কৃত শেখার জন্যে।

(চ) এক প্রকার সাংস্কৃতিক উপলব্ধিস্বরূপ।

আমাদের স্মৃতিশক্তির বিকাশে সহায়তা করে

(ক) আমাদের স্মৃতিশক্তির চর্চা এবং বিকাশের জন্যে। স্মৃতিশক্তি মাংসপেশীর মতোই তার প্রয়োগের তারতম্য অনুযায়ী দুর্বল বা সবল হতে পারে।

(খ) আমাদের বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করে।

চিত্তশুদ্ধির উপায় স্বরূপ

(ক) চিন্ময় শব্দের সঙ্গ করা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ কিংবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ থেকে অভিন্ন—যিনি বলেন, বৈষ্ণব মারা যান "তাঁর যুক্তি মন্দ", কেন না আপনি আজও বাণীর মধ্যে বেঁচে আছেন। (*ভাগবত* ১/৫/৩৮, ১/৩/৪০ এবং *গীতা* ১৫/১৫)

(খ) শ্লোক শেখা আমাদের মনকে চিন্ময় শব্দে নিবিষ্ট করতে বাধ্য করে শুদ্ধ ভক্ত তাঁর সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নামে মনকে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করেন এবং শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ কীর্তন বা জপ করেই তিনি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত। তবে নতুন ভক্ত একটি নতুন শ্লোক শেখার নির্ভীকতাকে তার সাধনার একটি সহযোগী অঙ্গ বলে উপলব্ধি করতে পারে।

(গ) শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিকে প্রতিরোধ করে।

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে এবং মৃত্যুকে স্মরণ করতে সাহায্য করে

(ক) *গীতা* ৮/৫-৬ এবং ভাগবত ২/১/৬

(খ) ভাগবত ৮/৩/২৫

(গ) *কৃষ্ণ ত্বদীয়*, মুকুন্দমালা স্তোত্র

(ঘ) শঙ্করাচার্যের *'ভজ গোবিন্দ'*

শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন আমরা যেন—

(ক) বিশেষ করে *শ্রীঈশোপনিষদ, কুন্তিদেবীর প্রার্থনা, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত* ১ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় এবং *শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক*—এইগুলি আমাদের শেখা আবশ্যক, অধিকন্তু প্রতিদিন আমরা যে ভজনগুলি গাই, সেইগুলিরও অর্থ আমাদের ভালভাবে জানা প্রয়োজন। তিনি শিশুদেরও *ভগবদ্গীতা* শেখার উপদেশ দিয়েছিলেন।

(খ) শ্রীল প্রভুপাদ নিজেও শ্লোকাবলী শিখেছিলেন। শৈশবে, অন্যান্য শ্লোকের সঙ্গে তিনি *চাণক্য শ্লোক* এবং *ভগবদ্গীতার* একাদশ অধ্যায়টিও মুখস্থ করেছিলেন।

(গ) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত শ্লোকাবলীর ধারাবাহিকতাই ছিল সাধারণত শ্রীল প্রভুপাদের প্রবচন এবং তাৎপর্যের ভিত্তি। কখনও একটি শ্লোকের সরলার্থ নিয়ে একটা তাৎপর্য নিবদ্ধ হয়েছে (যেমন *ভাগবত* ৮/৩/২৪), কিংবা তাঁর চিন্তাসূত্রে নিখুঁতভাবে সংযুক্ত কতকগুলি শ্লোকের প্রবাহ নিয়ে তাঁর একটি প্রবচন সম্পূর্ণরূপে গ্রথিত হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদের অনুপম রচনাশৈলী ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং মর্মভেদী। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর যা শাস্ত্র থেকে কখনও কেশাগ্র পরিমাণও বিচ্যুত হয়নি, তা চিন্ময় ধ্বনির প্রতিধ্বনি করে গেছে। তিনি সাধু, গুরু এবং শাস্ত্রে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে মনন, জীবন যাপন এবং প্রচার করেছিলেন—"আমি বুঝতে পারি যে, আমি বলেছি বলেই লোকে কথাটা গ্রহণ না করতেও পারে, কিন্তু কেমন করে বৈদিক শাস্ত্রকে মানুষ অবিশ্বাস করতে পারে?"

"আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো না, আমিও তোমাদের প্রতারণা করব—শুধু শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ কর"

এমন কি শ্রীল প্রভুপাদের ব্যবহৃত বহু দৃষ্টান্ত এবং উপমা (যেগুলিকে আমি প্রথমে তাঁরই সৃষ্টি বলে মনে করেছিলাম) যেমন, হাত এবং পাকস্থলী, অন্ধ এবং খোঁড়া, ডঃ ব্যাঙ, মূর্খের অভিধান, কুলি এবং তার বোঝা—এইগুলি শাস্ত্র এবং অন্যত্র থেকে নেওয়া। আমাদের উদ্ধার করার, প্রত্যয় উৎপন্ন করার তথা আকর্ষণ করার প্রচেষ্টায় তাঁর যে সহানুভূতিশীল প্রতিভা, তা ছাড়া আর কোন কিছুই নতুন ছিল না।

শ্লোক শেখার উপযোগী কিছু পরামর্শ

* পাঠের সময় যখনই কোন বক্তা কোন শ্লোকের উদ্ধৃতি দেবেন, তা সতর্ক ভাবে শুনবেন।

* যখন প্রতিদিন *শ্রীমদ্ভাগবতের* শ্লোকের আবৃত্তি করা হয়, প্রতিদিনকার সেই শ্লোকগুলি শেখার চেষ্টা করুন ("*শ্রীমদ্ভাগবতের* সব কটা শ্লোকই আমাদের মুখস্থ করা দরকার")।

* কিংবা যখন শব্দার্থ পড়া হয়, তখন কিছু সংস্কৃত শব্দের অর্থ শেখার চেষ্টা করুন এবং এইভাবে আপনার শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করুন।

* নিয়মিতভাবে শ্রীল প্রভুপাদের টেপ শুনুন এবং কখন কিভাবে তিনি কোন্ শ্লোকের উদ্ধৃতি করেন, তা লক্ষ্য করুন।

* যে সমস্ত শ্লোক আপনার এর মধ্যেই শেখা হয়ে গেছে, সেইগুলির পুনরাবৃত্তি করুন। যেমন, গুর্বষ্টক প্রার্থনা। প্রচারের জন্যে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। (ক'জন ভক্ত 'সংসার দাবানল'-এর প্রতিটি শব্দের অর্থ জানে?)

* প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে শ্লোক শেখার চেষ্টা করুন।

* প্রতিদিন এমন কি কয়েক মিনিটও যদি আমরা নিজেদের এই ব্যাপারে নিযুক্ত করি, তা হলে আমরা এক ধরনের রুচি অনুভব করব যা ক্রমেই বাড়তে থাকবে। যদি এটা নিয়মিত অভ্যাস না করেন, তা হলে এই রুচি কমে যেতে পারে (শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পাঠের ব্যাপারেও এই একই নীতি প্রযোজ্য)।

* অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে শ্লোক শেখা সহজতর হতে পারে।

* সুযোগ পেলেই আপনার জানা শ্লোকের প্রয়োগ করুন।

* মনে রাখবেন, শ্রীকৃষ্ণই হলেন আমাদের স্মৃতিশক্তির উৎস। সুতরাং শ্লোক মুখস্থ করার অসীম সামর্থ্য আমাদের রয়েছে।

* শ্লোকের সারমর্ম উপলব্ধির চেষ্টা করুন এবং তা যেন আপনার জীবনকে বাস্তবে প্রভাবিত করে অর্থাৎ শুধু যেন তোতা পাখির মতো বাহ্য ভাবে মুখস্থ না করা হয়।)

* একটা বক্তব্য বিষয় নিয়ে ভাবুন এবং তৎক্ষণাৎ প্রাসঙ্গিক শ্লোকগুলির কথা চিন্তা করুন।

* একটা লক্ষ্য সামনে রেখে সমস্ত শ্লোকগুলিকে এমনভাবে সাজিয়ে নিন যাতে সেইগুলি মনের মণিকোঠায় সদা প্রস্তুত থাকে।

* গ্রন্থপাঠ বা শ্রবণের সময় যদি কোন শ্লোক আপনার ভাল লাগে যা আপনি শিখতে চান, তা হলে তা লিখে নিন, কয়েকবার তা আবৃত্তি করুন এবং কোন্ কোন্ প্রসঙ্গে শ্লোকটি উদ্ধৃত করা যায়, তা লক্ষ্য করুন।

* বহু শ্লোক ভাসা ভাসা না শিখে বরং অল্প কিছু শ্লোক ভালভাবে শিখুন।

* সমার্থক শব্দগুলিও শিখুন যাতে করে যখনই আপনি কোন শ্লোক আবৃত্তি করবেন, তখনই যেন তার অর্থের একটা পরিষ্কার চিত্র আপনার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

* শ্লোকের যে অংশটুকু আপনি উদ্ধৃত করতে ইচ্ছুক, সেখানে পৌঁছানোর জন্যে গোটা শ্লোকটা না বলে শুধু সেই প্রাসঙ্গিক অংশটুকুই উদ্ধৃত করা অভ্যাস করুন।

* যখন আপনি কোন শ্লোক উদ্ধৃত করবেন, তা উচ্চ স্বরে, স্পষ্ট করে, ধীরগতিতে পাঠ করুন এবং এই সম্বন্ধে ধ্যান করুন। এর পর কি বলবেন, সেই কথা চিন্তা করে বাতিব্যস্তের মতো শ্লোক বলা উচিত নয়।

* এইভাবে শ্লোক সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং আবৃত্তি করা আপনার জীবনধারারই অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করার চেষ্টা করুন।

কেমন করে এই গ্রন্থ ব্যবহার করতে হবে

এই গ্রন্থ শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষারই একটি সঙ্গী এবং আমাদের ও অপরের জীবনে শ্লোক প্রয়োগ করার সামর্থ্যকে যথাসম্ভব ব্যাপক করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গ্রন্থটি রূপায়িত হয়েছে।

প্রসঙ্গ

এই গ্রন্থকে প্রামাণিক করার উদ্দেশ্যে, যে সমস্ত শ্লোক শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষত তাঁর প্রবচন এবং প্রচারে ব্যবহার করেননি, সেইগুলি অন্তর্ভুক্ত করার প্রলোভনকে সংযত করেছি। এই জন্যে শ্রীল প্রভুপাদ কখন কিভাবে একটি শ্লোকের ব্যবহার করেছেন তা লক্ষ্য করার অভ্যাস আমি গড়ে তুলেছি এবং প্রত্যেকটি শ্লোকের জন্যে একাধিক প্রসঙ্গের উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। আপনি সেই সমস্ত প্রসঙ্গগুলি খুঁজে দেখতে পারেন এবং নিজেও প্রসঙ্গ নিরূপণ করতে পারেন এবং এইভাবে কোন্ প্রসঙ্গে শ্লোকগুলি ব্যবহার করা যায়, তা বুঝতে পারেন।

পরিশিষ্ট

আপনার শ্লোক শেখার সাহায্যার্থে পরিশিষ্ট ব্যবহার করা চলবে। চর্চা হিসেবে, পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ শ্লোকের তালিকা পড়ে শ্লোকের উদ্ধৃতি দেওয়ার চেষ্টা করুন।

পরিশিষ্টের একটি শ্লোক দেখুন এবং কোথা থেকে সেই শ্লোকটি নেওয়া হয়েছে তা সনাক্ত করতে আপনার সামর্থ্য যাচাই করুন।

পাঠ এবং প্রবচন দান

আপনার প্রস্তুতি পর্বে প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ের শ্লোকগুলি দেখুন এবং নিজে নিজে সেইগুলি আবৃত্তি করুন। এইগুলি অনুপ্রেরণার আকর বিশেষ।

প্রবচন শ্রবণ

যখন কোন বক্তার মুখে অপরিচিত শ্লোকের উদ্ধৃতি শুনছেন, তা তখন খুঁজে বার করার চেষ্টা করুন।

ধারারক্ষা

বহু বৈষ্ণবের আকাঙ্ক্ষার ফলস্বরূপ এই গ্রন্থ রচনা সম্ভব হল। "কখন সম্পূর্ণ হবে? কখন প্রকাশিত হচ্ছে?" —বৈষ্ণবদের ক্রমাগত এই সব উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের কথা এখনও আমার মস্তিষ্কে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শুধু আর একটি শ্লোকের গ্রন্থ হতে গিয়ে আমাদের প্রিয় শ্রীল প্রভুপাদের উদ্ধৃত সমস্ত শ্লোক নিয়েই এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ রূপে বিকশিত হয়ে উঠছে।

এই লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করতে আমাকে অনুগ্রহ করে জানাবেন : (ক) কোনও ভুল যদি আপনার চোখে ধরা পড়ে (এবং তার সম্ভাব্য সংশোধন), (খ) আরও কিছু শ্লোক যেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় বলে আপনি মনে করেন, সেই সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ কখন কোথায় সেই শ্লোক প্রয়োগ করেছিলেন, এই ব্যাপারে একটা-দুটো প্রসঙ্গেরও উল্লেখ করতে পারেন। (গ) কিছু অপ্রচলিত বাক্যাংশ বা শ্লোক কেন শ্রীল প্রভুপাদ প্রয়োগ করেছিলেন, এই ব্যাপারে যেখানে অস্পষ্টতা আছে, তা প্রয়োগের ব্যাপারে আপনার যদি কোনও উপলব্ধি থাকে, তা হলে তা জানাতে পারেন। (ঘ) হারিয়ে যাওয়া কোন শব্দার্থ যদি আপনার জানা থাকে, (ঙ) হারানো প্রসঙ্গ এবং (চ) কোনও শ্লোক বর্জনের ব্যাপারে আপনার পরামর্শ এবং (ছ) এই গ্রন্থের উন্নতিকল্পে আপনার পরামর্শ—এইসব ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারেন যাতে আমরা একটি নিখুঁত ভবিষ্যৎ সংস্করণ প্রকাশ করতে পারি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১৯৭৮-এর একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে বহু ভক্ত এই গ্রন্থ রচনায় সহযোগিতা করেছেন—ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী, শ্রীশুকবাক দাস, শ্রীবৈয়াসকি দাস, শ্রীপ্রভাস দাস এবং শ্রীসর্বভাবনা দাস বাংলা ভাষায় উদ্ধৃত শ্লোকের ব্যাপারে সাহায্য

করেছেন। সংস্কৃত শ্লোকের সংশোধনে শ্রীকর্ণামৃত দাস, শ্রীকুশক্রন্ত দাস, শ্রীমহাবিষ্ণু দাস, শ্রীধৃষ্টকেতু দাস এবং শ্রীসত্যনারায়ণ দাস সাহায্য করেছেন। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস স্বামী এবং শ্রীরামানুজাচার্য দাস হিন্দি এবং সংস্কৃত সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। শ্রীঅমিত দাস উপদেশ দিয়েছেন এবং গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। শ্রীদ্রবিড় দাস, শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাস, শ্রীমৎ জয়াদ্বৈত স্বামী, শ্রীকৃপাময় দাস, শ্রীমৎ শিবরাম স্বামী ও শ্রীমহাদ্যুতি দাস এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু এবং ধারণা সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করেন। এই গ্রন্থের প্রস্তুতি পর্বে শত শত ঘণ্টা ধৈর্য সহকারে সময় ব্যয় করেছেন শ্রীমতী রাধাপ্রিয়াদেবী দাসী, শ্রীরাধানাথ দাস এবং শ্রীরামাই দাস। আরও অনেকে যেমন শ্রীমৎ প্রহ্লাদানন্দ স্বামী, শ্রীগৌর দাস, শ্রীইন্দ্রিয়েশ দাস এবং বৃন্দাবন ইন্‌স্টিটিউটের শ্লোক অধ্যয়নের ছাত্ররা—এঁরা সকলেই আমাকে সাহায্য করেছিলেন এবং এঁদের সকলকেই আমি ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছুক।

আপনাদের দাস্য লাভে আকাঙ্ক্ষী
রোহিণীনন্দন দাস

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং
গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব
৩রা জুলাই, ১৯৮৯

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

(ভাগবত ১১/৫/৩২)

কৃষ্ণ-বর্ণম্—কৃষ্-ণ এই বর্ণ দুটি পুনরাবৃত্তি করছেন; ত্বিষা—গায়ের বর্ণ; অকৃষ্ণম্—কৃষ্ণবর্ণ নয় (গৌরবর্ণ); স-অঙ্গ—সঙ্গীসহ; উপাঙ্গ—সেবকবৃন্দ; অস্ত্র—অস্ত্র; পার্ষদম্—অন্তরঙ্গ পার্ষদ; যজ্ঞৈঃ—যজ্ঞের দ্বারা; সংকীর্তন-প্রায়ৈঃ—সংকীর্তন প্রধান; যজন্তি—তাঁরা আরাধনা করেন; হি—নিশ্চিতরূপে; সুমেধসঃ—সুমেধা-সম্পন্ন ব্যক্তি।

এই কলিযুগে, সুমেধা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অবিরাম কৃষ্ণ-কীর্তনকারী ভগবানের অবতারকে আরাধনা করার জন্য সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যদিও তাঁর গায়ের বর্ণ অ-কৃষ্ণ, তবুও তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি তাঁর সঙ্গী, সেবক, অস্ত্র এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদে পরিবৃত।

(মহারাজ নিমির প্রতি শ্রীকরভাজন)

উদিল অরুণ পূরব ভাগে ।
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, অরুণোদয়-কীর্তন ১)

উদিল—উদিত হল; অরুণ—উদীয়মান রক্তিম সূর্য; পূরব—পূর্ব; ভাগে—ভাগে বা দিকে; দ্বিজমণি—দ্বিজগণের মধ্যে মণিস্বরূপ; গোরা—গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু; অমনি—তৎক্ষণাৎ; জাগে—জাগলেন।

পূর্বভাগে যখন রক্তিম সূর্য উদিত হল, দ্বিজমণি গৌরসুন্দর তখনই জেগে উঠলেন।

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥

(মহাভারত, বিষ্ণু-সহস্রনাম-স্তোত্র)

সুবর্ণ-বর্ণঃ—যাঁর গায়ের রঙ সোনার মতো; হেম-অঙ্গঃ—গলিত সোনার মতো দেহ; বর-অঙ্গঃ—যাঁর দেহ সুগঠিত; চন্দন-অঙ্গদী—চন্দনে চর্চিত দেহ; সন্ন্যাস-কৃৎ—সন্ন্যাস গ্রহণ করে; শমঃ—আত্ম-সংযমশীল; শান্তঃ—শান্তিময়; নিষ্ঠা—নিষ্ঠা; শান্তি—হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচারের মাধ্যমে শান্তি আনয়নকারী; পরায়ণ—সর্বদা ভক্তিমূলক সেবাপরায়ণ।

মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের গায়ের রঙ সোনার মতো। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর সুললিত সমগ্র দেহটি কাঁচা সোনার মতো। তাঁর সমস্ত দেহ চন্দন-চর্চিত। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন এবং খুব আত্ম-সংযমশীল হবেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে, তিনি ভক্তিমূলক সেবায় নিষ্ঠাপরায়ণ এবং সংকীর্তন-আন্দোলন প্রচার করবেন।

ধ্যেয়ম্—ধ্যান করার যোগ্য; সদা—সব সময়; পরিভব—জড় অস্তিত্বের গ্লানি; ঘ্নম্—ধ্বংসকারী; অভীষ্ট—অভীষ্ট; দোহম্—যা প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করে; তীর্থ—সমস্ত তীর্থের এবং মহান সন্তপুরুষদের; আস্পদম্—ধাম; শিব-বিরিঞ্চি—শিব এবং ব্রহ্মার মতো শ্রেষ্ঠতম দেবতাদের দ্বারা; নুতম্—অবনত; শরণ্যম্—আশ্রয় গ্রহণের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত; ভৃত্য—আপনার দাসগণের; আর্তিহম্—আর্তি-হরণকারী; প্রণতপাল—হে প্রণত ব্যক্তিদের পালনকারী; ভবাব্ধি—ভবসমুদ্র; পোতম্—যা একটি উপযুক্ত নৌকা (ভব-সমুদ্র উত্তরণের জন্য); বন্দে—বন্দনা করি; মহাপুরুষ—হে ভগবান মহাপ্রভু; তে—আপনার; চরণারবিন্দম্—চরণকমল।

সর্বদা ধ্যান করার উপযুক্ত ভগবানের চরণকমলে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি। তিনি তাঁর ভক্তদের গ্লানি ধ্বংস করেন। তিনি তাঁর ভক্তদের দুঃখ দূর করেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করেন। সমস্ত তীর্থের আবাস এবং সমস্ত সাধুদের আশ্রয় সেই চরণকমল শিব এবং ব্রহ্মারও আরাধ্য। তিনি দেবতাদের জন্ম-মৃত্যুর সাগর অতিক্রম করার নৌকাস্বরূপ।

(চৈঃ চঃ আদি ২/২২ তাৎপর্য)

অথবা

হে প্রিয় প্রভু! আপনি মহাপুরুষ তথা পরম পুরুষ ভগবান। আমি আপনার চরণ-কমলের বন্দনা করি। এই চরণকমল একমাত্র নিত্য ধ্যেয় বস্তু। এই চরণযুগল জড় জীবনের হতবুদ্ধিকর অবস্থাকে বিদূরিত করে এবং মুক্তভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভের জন্যে আত্মার সর্বোত্তম কামনাকে পূর্ণ করে। হে প্রিয় ভগবান! আপনার চরণকমল সমস্ত তীর্থের আশ্রয়স্বরূপ; ভক্তিমূলক সেবা-মার্গের সমস্ত প্রামাণিক সন্তদের আশ্রয়স্বরূপ। ব্রহ্মা এবং শিবের মতো শক্তিশালী দেবতাদের দ্বারা সেই চরণযুগল পূজিত হন। হে ভগবান, আপনি এতই কৃপাময় যে, যাঁরা শুধুমাত্র সশ্রদ্ধভাবে আপনার কাছে প্রণত হন, আপনি স্বেচ্ছায় তাঁদের রক্ষা করেন এবং আপনি কৃপা করে আপনার ভৃত্যদের আর্তি হরণ করেন। সিদ্ধান্তে বলা যায়, হে প্রভু! আপনার চরণকমল জন্ম-মৃত্যুর সাগর অতিক্রম করার পক্ষে উপযুক্ত নৌকাস্বরূপ, আর এই জন্য শিব এবং ব্রহ্মাও আপনার চরণকমলে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

(নিমি রাজাকে শ্রীকরভাজন)

ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং

(চৈঃ চঃ আদি ১/৩)

ষড়ৈশ্বর্যৈঃ—ছয়টি ঐশ্বর্যে; পূর্ণঃ—পূর্ণ; যঃ—যিনি; ইহ—এখানে; ভগবান্—পরম পুরুষ ভগবান; সঃ—তিনি; স্বয়ম্—স্বয়ং; অয়ম্—এই।

তিনিই হচ্ছেন ষড় ঐশ্বর্যে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে ।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর-সাবরণ-শ্রীগৌর-পাদপদ্মে-প্রার্থনা-১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; প্রভু—হে প্রভু; দয়া—দয়া; কর—কর; মোরে—আমাকে; তোমা—তুমি; বিনা—ছাড়া; কে—কে; দয়ালু—দয়ালু; জগৎ-সংসারে—এই জড় জগতে।

হে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু! অনুগ্রহ করে আমাকে দয়া কর, কেন না এই ত্রিজগতের মধ্যে তুমি ছাড়া অধিক দয়ালু আর কে আছে?

পতিতপাবন হেতু তব অবতার ।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর-সাবরণ-শ্রীগৌর-পাদপদ্মে-প্রার্থনা-২)

পতিত—পতিতদের; পাবন—পবিত্রকারী; হেতু—কারণ; তব—তোমার; অবতার—অবতার; মো সম—আমার মতো; পতিত—পতিত; প্রভু—হে প্রভু; না—না; পাইবে—পাবে; আর—আর কাউকে।

শুধুমাত্র দেহবদ্ধ পতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্যই আপনার অবতার, কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলছি যে, আমার থেকে অধিক উপযুক্ত কোন কৃপাপ্রার্থী আপনি খুঁজে পাবেন না, কেন না আমার মতো পতিত আর কেউ নেই।

হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী ।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর-সাবরণ-শ্রীগৌর-পাদপদ্মে-প্রার্থনা-৩)

হা—হে; হা—হে; প্রভু নিত্যানন্দ—নিত্যানন্দ প্রভু; প্রেমানন্দ—শুদ্ধ প্রেমের আনন্দ; সুখী—সুখী; কৃপা—কৃপা; অবলোকন—দৃষ্টি নিক্ষেপ; কর—কর; আমি—আমি; বড়—অত্যন্ত; দুঃখী—অসুখী।

হে প্রিয় নিত্যানন্দ প্রভু! যেহেতু চিন্ময় প্রেমের আনন্দে তুমি সর্বদাই খুব সুখী, তাই অনুগ্রহ করে তোমার কৃপাদৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ কর, কেন না আমি খুব অসুখী (এবং এই কৃপাদৃষ্টি প্রভাবে আমিও সুখী হতে পারি)।

নিতাই-পদকমল কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায় ।

(নরোত্তম দাস ঠাকুর-মনঃশিক্ষা ১)

ভগবান শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণকমল কোটি কোটি চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মতো সুশীতল। সেই চরণযুগলের ছায়াতে সমস্ত জগৎবাসী আশ্রয় নিয়ে, সংসার-দাবানল থেকে মুক্ত হয়ে, স্নিগ্ধ হতে পারেন।

আর কবে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে ।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর-লালসাময়ী প্রার্থনা ২)

আর কবে আমি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর করুণা লাভ করব? তাঁর কৃপায় কবে আমার সংসার-ভোগবাসনা তুচ্ছ বলে অনুভূত হবে?

অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি ।

(নরোত্তম দাস ঠাকুর-মনঃশিক্ষা ৩, প্রার্থনা থেকে)

(পোষ-না-মানা বন্য পশুদের মতো মানুষ কেন তাদের দুর্লভ মনুষ্যজন্ম বৃথা নষ্ট করছে?) মিথ্যা দেহচেতনায় আবদ্ধ হয়ে তারা পাগল হয়ে গেছে এবং এভাবেই ভগবান শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে তাদের নিত্য সম্বন্ধকে তারা ভুলে গেছে। সেই রকম বিস্মৃতি পরায়ণ ব্যক্তিরা মায়াশক্তির অসত্য প্রকাশকে সত্য বলে গ্রহণ করে।

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই ।
দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তা'র সাক্ষী জগাই-মাধাই ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর-ইষ্টদেবের বিজ্ঞপ্তি ৩, প্রার্থনা থেকে)

ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শচীসুত ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর ভগবান শ্রীবলরাম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। সবচেয়ে অধঃপতিত দীনহীন ব্যক্তিগণ সকলেই হরিনাম কীর্তনের মাধ্যমে তাঁদের অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার পেলেন। জগাই ও মাধাই-এর কাহিনী এই সত্যের সাক্ষ্যস্বরূপ।

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥

(চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক ৬/৭৪-৭৫)

বৈরাগ্য—কৃষ্ণভাবনার প্রতিকূল বিষয়ে বৈরাগ্য; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **নিজ**—নিজের; **ভক্তিযোগ**—ভক্তিমূলক সেবা; **শিক্ষার্থম্**—শুধু শিক্ষাদানের জন্য; **একঃ**—অদ্বিতীয়; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **পুরাণঃ**—সনাতন; **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর; **শরীর-ধারী**—শরীর ধারণ করে; **কৃপা-অম্বুধিঃ**—দিব্য কৃপার সমুদ্র; **যঃ**—যিনি; **তম্**—তাঁর নিকট; **অহম্**—আমি; **প্রপদ্যে**—আত্মসমর্পণ করি।

বৈরাগ্যবিদ্যা ও নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপধারী এক সনাতন পুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন, আমি তাঁর নিকট সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করি।

(শ্রীল শিবানন্দ সেনের ৩য় পুত্র কবি-কর্ণপুর রচিত)

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ ।

(নরোত্তম দাস ঠাকুর-সাবলা-শ্রীগৌর-মহিমা ৩, প্রার্থনা থেকে)

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পার্ষদগণ যে জড় কলুষ থেকে নিত্যমুক্ত—শুধুমাত্র তা উপলব্ধি করার মাধ্যমে একজন তৎক্ষণাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য ধামে উন্নীত হতে পারেন।

আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্তনৈক-পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥

(চৈতন্য ভাগবত-১/১)

আজানুলম্বিত-ভুজৌ—হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত বাহুবিশিষ্ট পুরুষদ্বয়; **কনক-অবদাতৌ**—স্বর্ণাভ উজ্জ্বল জ্যোতি বিকীরণশীল; **সঙ্কীর্তনৈক-পিতরৌ**—সংকীর্তন আন্দোলনের পিতৃদ্বয় (জনক, প্রবর্তক); **কমলায়তাক্ষৌ**—পদ্মফুলের মতো আয়ত লোচনবিশিষ্ট; **বিশ্বম্ভরৌ**—বিশ্বের ভরণপোষণকারী; **দ্বিজবরৌ**—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদ্বয়; **যুগধর্মপালৌ**—কৃষ্ণনাম-সংকীর্তনরূপ যুগধর্মের পালক; **বন্দে**—বন্দনা করি; **জগৎ-প্রিয়করৌ**—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হিতকারী; **করুণা-অবতারৌ**—ভগবানের মহাবদান্য পরম করুণাময় অবতার।

যাঁদের বাহুদ্বয় হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত, দেহ স্বর্ণাভ উজ্জ্বল জ্যোতি বিকীরণকারী, চক্ষু পদ্মফুলের পাপড়ির মতোই বিস্তৃত, যাঁরা ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যুগধর্মের পালক, বিশ্বের মহান ভরণপোষণকারী, ভগবানের মহাবদান্য পরম করুণাময় অবতার ও যাঁরা হরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তক—সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি বন্দনা করি।

(বৃন্দাবন দাস ঠাকুর)

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১/২)

বন্দে—বন্দনা করি; **শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **নিত্যানন্দৌ**—এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে; **সহ-উদিতৌ**—একই সময়ে সমুদিত; **গৌড়-উদয়ে**—গৌড়দেশের পূর্ব দিগন্তে; **পুষ্পবন্তৌ**—চন্দ্র ও সূর্য একত্রে; **চিত্রৌ**—বিস্ময়করভাবে; **শম্-দৌ**—মঙ্গলপ্রদ; **তমঃ-নুদৌ**—অন্ধকারনাশক।

গৌড়দেশের পূর্ব দিগন্তে একই সময়ে অতি বিস্ময়করভাবে সূর্য ও চন্দ্রের মতো যাঁরা উদিত হয়েছেন, সেই পরম মঙ্গল প্রদাতা এবং অজ্ঞান ও অন্ধকারনাশক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি বন্দনা করি।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১/৪, বিদগ্ধ-মাধব থেকে)

অনর্পিত—যা অর্পিত হয়নি; চরীম্—পূর্বে; চিরাৎ—বহুকাল পর্যন্ত; করুণয়া—করুণাবশত; অবতীর্ণঃ—অবতীর্ণ হয়েছেন; কলৌ—কলিযুগে; সমর্পয়িতুম্—দান করার জন্য; উন্নত—উন্নত; উজ্জ্বল-রসাম্—উজ্জ্বল রসময়ী; স্ব-ভক্তি—স্বীয় ভক্তি; শ্রিয়ম্—সম্পদ; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; পুরট—স্বর্ণ থেকেও; সুন্দর—সুন্দরতর; দ্যুতি—দ্যুতি; কদম্ব—সমূহ; সন্দীপিতঃ—সমুদ্ভাসিত; সদা—সর্বদা; হৃদয়-কন্দরে—হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে; স্ফুরতু—প্রকাশিত হোন; বঃ—তোমাদের; শচীনন্দনঃ—শচীমাতার পুত্র।

পূর্বে যা অর্পিত হয়নি, উন্নত ও উজ্জ্বল রসময়ী নিজের সেই ভক্তি-সম্পদ দান করার জন্য যিনি করুণাবশত কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, স্বর্ণ থেকেও সুন্দর দ্যুতিসমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শচীনন্দন শ্রীহরি সর্বদা তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হোন।

(শ্রীল রূপ গোস্বামী)

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১/৫)

রাধা—শ্রীমতী রাধারাণী; কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের; প্রণয়—প্রণয়ের; বিকৃতিঃ—বিকার; হ্লাদিনী শক্তিঃ—শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বা আনন্দদায়িনী শক্তি; অস্মাৎ—এই হেতু; এক-আত্মানৌ—স্বরূপত একাত্মা বা অভিন্ন; অপি—হওয়া সত্ত্বেও; ভুবি—পৃথিবীতে; পুরা—অনাদি কাল থেকে; দেহ-ভেদম্—ভিন্ন দেহ; গতৌ—ধারণ করেছেন; তৌ—রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ে; চৈতন্য-আখ্যম্—শ্রীচৈতন্য নামক; প্রকটম্—প্রকটিত; অধুনা—এখন; তৎ-দ্বয়ম্—সেই দুজনের—শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের; চ—এবং; ঐক্যম্—একত্রে; আপ্তম্—প্রাপ্ত; রাধা—শ্রীমতী রাধারাণীর; ভাব—ভাব; দ্যুতি—কান্তি; সুবলিতম্—বিভূষিত; নৌমি—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; কৃষ্ণ-স্বরূপম্—যিনি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ তাঁকে।

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার-স্বরূপা; সুতরাং শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। এই জন্য তাঁরা (শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ) একাত্মা। কিন্তু একাত্মা হলেও তাঁরা অনাদিকাল থেকে গোলোকে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। এখন (কলিযুগে) সেই দুই দেহ পুনরায় একত্রে যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন। শ্রীমতী

রাধারাণীর এই ভাব ও কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি।

(স্বরূপ দামোদর গোস্বামী)

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম ।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

(চৈতন্য-ভাগবত)

পৃথিবীতে যত নগর এবং গ্রাম রয়েছে, সর্বত্রই আমার পবিত্র নাম প্রচার হবে।

(বৃন্দাবন দাস ঠাকুর)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধা-কৃষ্ণ নহে অন্য।

(চৈতন্য-ভাগবত)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলিত তনু ছাড়া অন্য কেউ নন।

(বৃন্দাবন দাস ঠাকুর)

জপ-কীর্তন

পবিত্র নামের শ্রবণ ও কীর্তন, নামের গুণাবলী ও প্রভাব এবং অপরাধ ও মন্ত্র

কৃষ্ণোৎকীর্তন-গান-নর্তন-পরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধি
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্মৎসরৌ পূজিতৌ ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥

(শ্রীশ্রীষড়্-গোস্বাম্যষ্টক ১)

কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের; উৎকীর্তন—উচ্চস্বরে কীর্তন করে; গান—গান; নর্তন—নাচ; পরৌ—আসক্ত; প্রেম—শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম; অমৃত—অমৃতের; অম্ভোনিধি—যাঁরা সমুদ্রের মতো; ধীর—ধীর; অধীর—চঞ্চল; জন—জনগণ; প্রিয়ৌ—প্রিয়; প্রিয়করৌ—প্রিয়কারী; নির্মৎসরৌ—মাৎসর্য-বিহীন; পূজিতৌ—আরাধ্য; শ্রীচৈতন্য—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর; কৃপা-ভরৌ—কৃপার আধার; ভুবি—পৃথিবীতে; ভুবঃ—পৃথিবীর; ভারা—ভার; অবহন্তারকৌ—হরণকারী; বন্দে—বন্দনা করি; রূপ-সনাতনৌ—রূপ ও সনাতন গোস্বামী; রঘুযুগৌ—রঘুনাথ দাস এবং রঘুনাথ ভট্ট—এই দুই জন; শ্রীজীব-গোপালকৌ—শ্রীজীব এবং গোপাল ভট্ট গোস্বামীর প্রতি।

শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী—এই ষড়্গোস্বামীর চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করি। তাঁরা সর্বদাই নর্তনে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তনে নিযুক্ত আছেন। তাঁরা যেন ঠিক ভগবৎ-প্রেমের সমুদ্রের মতো। ধীর ও অধীর—এই দুই ধরনের মানুষদের কাছেই তাঁরা প্রিয়, কেন না তাঁরা হচ্ছেন একেবারেই মাৎসর্য-বিহীন। তাঁরা যা কিছুই করেন, সবই সকলের পক্ষে আনন্দদায়ক। আর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা তাঁরা পূর্ণরূপে লাভ করেছেন। এভাবেই তাঁরা জড় জগতের সমস্ত দেহবদ্ধ জীবগণকে উদ্ধার করার ব্রতে নিযুক্ত আছেন।

(শ্রীনিবাস আচার্য)

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

(গীতা ৯/১৪)

সততম্—নিরন্তর; কীর্তয়ন্তঃ—কীর্তন করে; মাম্—আমাকে; যতন্তঃ—যত্নশীল হয়ে; চ—এবং; দৃঢ়ব্রতাঃ—দৃঢ়ব্রত; নমস্যন্তঃ—নমস্কার করে; চ—ও; মাম্—আমাকে; ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে; নিত্যযুক্তাঃ—নিরন্তর যুক্ত হয়ে; উপাসতে—উপাসনা করে।

দৃঢ়নিষ্ঠ ও যত্নশীল হয়ে, সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং আমাকে প্রণাম করে, এই সমস্ত মহাত্মারা সর্বদা যুক্ত হয়ে ভক্তিপূর্বক আমার উপাসনা করে।

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥

(ভাগবত ৩/৩৩/৬)

যৎ—যাঁর; নামধেয়—নামের; শ্রবণ—শ্রবণ করার ফলে; অনুকীর্তনাৎ—এবং কীর্তন করার ফলে; যৎ—যাঁর; প্রহ্বণাৎ—নমস্কার করার ফলে; যৎ—যাঁর; স্মরণাৎ—স্মরণ করার ফলে; অপি—ও; ক্বচিৎ—কখনও কখনও; শ্ব-অদঃ—সব চাইতে অধঃপতিত শ্বপচ কুলোদ্ভুত; অপি—ও; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; সবনায়—বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার; কল্পতে—যোগ্যতা অর্জন করে; কুতঃ—কি কথার আছে; পুনঃ—পুনরায়; তে—আপনার; ভগবন্—হে পরমেশ্বর ভগবান; নু—অবশ্যই; দর্শনাৎ—দর্শনের ফলে।

হে ভগবন্! যাঁর নাম শ্রবণ, অনুকীর্তন, প্রণাম ও স্মরণ করা মাত্র চণ্ডাল এ যবন কুলোদ্ভুত ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের যোগ্য হয়ে উঠে, এমন যে প্রভু তুমি, তোমার দর্শনের প্রভাবে কি না হয়?

(ভগবান কপিলদেবের প্রতি দেবহূতি)

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

(ভাগবত ৩/৩৩/৭)

অহো বত—কি অদ্ভুত; শ্বপচঃ—অন্ত্যজ আদি নীচ কুলোদ্ভুত; অতঃ—এই কারণ হেতু; গরীয়ান্—শ্রেষ্ঠ; যৎ—যাঁদের; জিহ্বাগ্রে—জিহ্বায়; বর্ততে—বিরাজ করে; নাম—দিব্যনাম; তুভ্যম্—আপনার প্রতি; তেপুঃ—অনুষ্ঠিত হয়েছে; তপঃ—তপশ্চর্যা; তে—তাঁরা; জুহুবুঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন; সস্নুঃ—সমস্ত পবিত্র তীর্থে স্নান করেছে; আর্যাঃ—সদাচারী; ব্রহ্ম—সমস্ত বেদ; অনুচুঃ—পাঠ করেছেন; নাম—দিব্যনাম; গৃণন্তি—কীর্তন করেন; যে—যাঁরা; তে—আপনার।

হে ভগবান! যাঁদের জিহ্বায় আপনার নাম বিরাজ করে, তাঁরা যদি অত্যন্ত নীচকুলেও জন্মগ্রহণ করেন, তা হলেও তাঁরা শ্রেষ্ঠ। যাঁরা আপনার নাম কীর্তন করেন, তাঁরা সব রকম তপস্যা করেছেন, সমস্ত যজ্ঞ করেছেন, সর্বতীর্থে স্নান করেছেন এবং সমস্ত বেদ পাঠ করেছেন, সুতরাং তাঁরা আর্য মধ্যে পরিগণিত।

(ভগবান কপিলদেবের প্রতি দেবহূতি)

ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

(গীতা ৮/১৩)

ওঁ—ওঙ্কার; ইতি—এই; একাক্ষরম্—এক অক্ষর; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; ব্যাহরন্—উচ্চারণ করতে করতে; মাম্—আমাকে (কৃষ্ণকে); অনুস্মরন্—স্মরণ করে; যঃ—যিনি; প্রয়াতি—প্রয়াণ করেন; ত্যজন—ত্যাগ করে; দেহম্—দেহ; সঃ—তিনি; যাতি—প্রাপ্ত হন; পরমাম্—পরম; গতিম্—গতি।

যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে পবিত্র ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই পরমা গতি লাভ করবেন।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

(পদ্ম পুরাণ)

নামঃ—দিব্যনাম; চিন্তামণিঃ—সর্বপ্রকার পারমার্থিক অভীষ্ট প্রদাতা; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন; চৈতন্যরসবিগ্রহঃ—সর্বপ্রকার চিন্ময় রসের মূর্ত বিগ্রহ; পূর্ণঃ—পূর্ণ; শুদ্ধঃ—সর্বপ্রকার জড় কলুষ থেকে মুক্ত; নিত্য—নিত্য; মুক্তঃ—মুক্ত; অভিন্নত্বাৎ—অভিন্ন হবার ফলে; নাম—দিব্য নামের; নামিনোঃ—এবং নামীর।

শ্রীকৃষ্ণের নাম চিন্ময় চিন্তামণি বিশেষ, তা চৈতন্যরসের বিগ্রহস্বরূপ। তা পূর্ণ অর্থাৎ মায়িক বস্তুর মতো আবদ্ধ ও খণ্ড নয়; তা শুদ্ধ, অর্থাৎ মায়া-মিশ্র নয়; তা নিত্য মুক্ত অর্থাৎ সর্বদা চিন্ময়, কখনও জড় সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না, যেহেতু নাম ও নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নেই।

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥

(ভাগবত ১/৮/৩৬)

শৃণ্বন্তি—শ্রবণ করেন; গায়ন্তি—কীর্তন করেন; গৃণন্তি—গ্রহণ করেন; অভীক্ষ্ণশঃ—নিরন্তর; স্মরন্তি—স্মরন করেন; নন্দন্তি—আনন্দিত হন; তব—তোমার; ঈহিতম্—কার্যকলাপ; জনাঃ—মানুষেরা; তে—তাঁরা; এব—অবশ্যই; পশ্যন্তি—দেখতে পান; অচিরেণ—শীঘ্রই; তাবকম্—তোমার; ভব-প্রবাহ—জন্ম-মৃত্যুর স্রোত; উপরমম্—নিবৃত্তি; পদাম্বুজম্—শ্রীপাদপদ্ম।

হে শ্রীকৃষ্ণ! যাঁরা তোমার অপ্রাকৃত চরিত-কথা নিরন্তর শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন, স্মরণ করেন এবং অবিরাম উচ্চারণ করেন, অথবা অন্যে তা করলে আনন্দিত হন, তাঁরা অবশ্যই তোমার শ্রীপাদপদ্ম অচিরেই দর্শন করতে পারেন, যা একমাত্র জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহকে নিবৃত্ত করতে পারে।

(কুন্তী দেবী)

গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায় ।
সংসার-বিষানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর-ইষ্টদেবে বিজ্ঞপ্তি-২, প্রার্থনা থেকে)

হরিনাম সংকীর্তনরূপে ভগবৎপ্রেম গোলোক বৃন্দাবন থেকে এই জগতে অবতরণ করেছে। কেন আমার তাতে রতি হল না? দিন ও রাত ধরে সংসার বিষের অনলে আমার হৃদয় জ্বলছে। কিন্তু তবুও তাকে প্রশমিত করার কোন উপায় আমি গ্রহণ করছি না।

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি ।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥

(পদ্ম পুরাণ)

রমন্তে—আনন্দ লাভ করেন; যোগিনঃ—যোগীগণ; অনন্তে—অনন্তে; সত্য-আনন্দে—যথার্থ আনন্দে; চিৎ-আত্মনি—চিন্ময় সত্তায়; ইতি—এইভাবে; রাম—রাম; পদেন—পদের দ্বারা; অসৌ—তিনি; পরম—পরম; ব্রহ্ম—সত্য; অভিধীয়তে—বলা হয়।

অনন্ত সত্যানন্দ—চিদাত্মাস্বরূপ পরমতত্ত্বে যোগীরা আনন্দ লাভ করেন। এই জন্যই পরম-ব্রহ্মবস্তুকে রাম নামে অভিহিত করা হয়।

ওঁ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ

(বেদান্তসূত্র ৪/৪/২২)

অনাবৃত্তিঃ—মুক্ত; শব্দাৎ—দিব্য শব্দের দ্বারা।

দিব্য শব্দের দ্বারা মুক্ত হওয়া যায়।

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ ।
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৫২)

সেই বীজ লাভ করার পর, মালী হয়ে সেই বীজটিকে হৃদয়ে রোপণ করতে হয় এবং শ্রবণ, কীর্তনরূপ জল তাতে সিঞ্চন করতে হয়।

(শ্রীল রূপ গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয় ।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/১০৭)

কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তা কখনও (শুদ্ধ ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন অভিধেয়ের) সাধ্য নয়। কেবলমাত্র শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত চিত্তে তার উদয় সম্ভব।

(শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্ ।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

(ভাগবত ১০/১৪/৩)

জ্ঞানে—জ্ঞানের জন্য; প্রয়াসম্—চেষ্টা; উদপাস্য—সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে; নমন্তঃ—প্রণাম করে; এব—শুধু; জীবন্তি—জীবন ধারণ করেন; সৎ-মুখরিতাম্—শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা কীর্তিত; ভবদীয়-বার্তাম্—আপনার সম্বন্ধে কথা; স্থানে—তাদের জড়-জাগতিক পদে; স্থিতাঃ—স্থিত থেকে; শ্রুতিগতাম্—শ্রবণের দ্বারা লব্ধ; তনু—দেহের দ্বারা; বাক্—বাক্য; মনোভিঃ—এবং

মন; যে—যিনি; প্রায়শঃ—প্রায়শই; অজিত—হে অজেয়; জিতঃ—জিত; অপি—সত্ত্বেও; অসি—হন; তৈঃ—তাঁদের দ্বারা; ত্রিলোক্যাম্—ত্রিলোকের মধ্যে।

যাঁরা তাদের সামাজিক পদে স্থিত হয়েও মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনামূলক জ্ঞানকে দূরে নিক্ষেপ করেন, দেহ, মন ও বাক্য দিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে আপনার লীলাকথা শ্রবণ করেন এবং আপনি ও আপনার শুদ্ধ ভক্তদের মুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করে জীবন ধারণ করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে আপনাকে জয় করেন, যদিও ত্রিলোকের কোনও ব্যক্তি অন্য কোন উপায়ে আপনাকে জয় করতে পারে না। (প্রজাপতি ব্রহ্মা)

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥

(ভাগবত ১০/১/৪)

নিবৃত্ত—নিবৃত্ত; তর্ষৈঃ—কাম কিংবা জড় ক্রিয়া; উপগীয়মানাৎ—যা গান করা হয়; ভব-ঔষধাৎ—যা ভবরোগের যথার্থ ঔষধ; শ্রোত্র—শ্রবণের পন্থা; মনঃ—মনের চিন্তার বিষয়; অভিরামাৎ—আনন্দদায়ক মহিমা কীর্তন থেকে; কঃ—কে; উত্তম-শ্লোক—উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের; গুণ-অনুবাদাৎ—গুণ-কীর্তন করা থেকে; পুমান্—ব্যক্তি; বিরজ্যেত—বিরত হবে; বিনা—ছাড়া; পশু-ঘ্নাৎ—পশুঘাতক কিংবা আত্মঘাতী।

পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তিত হয় গুরু-পরম্পরার ধারা অনুসারে। এই জড় জগতের ক্ষণস্থায়ী মিথ্যা গুণকীর্তনে যাঁরা আদৌ আগ্রহী নয়, তাঁরাই ভগবানের মহিমা কীর্তনে আনন্দ লাভ করেন। ভবরোগের অধীনে যারা জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হচ্ছে, সেই সব দেহবদ্ধ জীবদের পক্ষে ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তন হল যথার্থ ঔষধ। তাই, পশুঘাতক বা আত্মঘাতী ছাড়া ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্তনে আর কেই বা বিরত হবে? (মহারাজ পরীক্ষিৎ)

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥

(ভাগবত ১/২/১৭)

শৃণ্বতাম্—ভগবানের কথা শ্রবণে আগ্রহশীল; স্ব-কথাঃ—তাঁর স্বীয় কথা; কৃষ্ণঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; পুণ্য—পুণ্য; শ্রবণ—শ্রবণ; কীর্তনঃ—কীর্তন; হৃদি অন্তঃস্থঃ—হৃদয়াভ্যন্তরে; হি—অবশ্যই; অভদ্রাণি—জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনা; বিধুনোতি—নাশ করে; সুহৃৎ—হিতকারী; সতাম্—সাধুদের।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেন এবং যিনি হচ্ছেন সাধুদের সুহৃদ, তিনি তাঁর পবিত্র কথা শ্রবণ ও কীর্তনে রতিযুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগবাসনা বিনাশ করেন।

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥

(ভাগবত ২/১/১১)

এতৎ—এই; নির্বিদ্যমানানাম্—যাঁরা সম্পূর্ণরূপে সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত; ইচ্ছতাম্—যাঁরা সর্বপ্রকার জড় সুখভোগে ইচ্ছুক; অকুতঃ-ভয়াম্—সর্বপ্রকার সংশয় ও ভয় থেকে মুক্ত; যোগিনাম্—আত্মতৃপ্তদের; নৃপ—হে রাজন্; নির্ণীতম্—নির্ধারিত; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; নাম—পবিত্র নাম; অনু—সর্বদা অনুসরণ করে; কীর্তনম্—কীর্তন।

হে রাজন্! মহান আচার্যদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা সকলের জন্য সিদ্ধি লাভের নিশ্চিত তথা নির্ভীক মার্গ। এমন কি যাঁরা সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছেন, যাঁরা সব রকম জড়-জাগতিক সুখভোগের প্রতি আসক্ত এবং যাঁরা দিব্যজ্ঞান লাভ করার ফলে আত্মতৃপ্ত হয়েছেন, তাঁদের সকলের পক্ষে এটিই হচ্ছে সিদ্ধি লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। (শ্রীশুকদেব গোস্বামী)

দ্রষ্টব্য : নির্ণীতম্—শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে, সমস্ত শাস্ত্রীয় নির্দেশগুলি 'পূর্ব থেকেই নির্ণীত হয়েছে', তাই সেগুলি রাষ্ট্রীয় আইনের মতোই মানতে হবে।

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্ ।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥

(ভাগবত ১/১/১৪)

আপন্নঃ—আবদ্ধ হয়ে; সংসৃতিম্—জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তে; ঘোরাম্—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; যৎ—যা; নাম—ভগবানের অপ্রাকৃত নাম; বিবশঃ—অচেতনভাবে; গৃণন্—উচ্চারণ করে; ততঃ—তার ফলে; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; বিমুচ্যেত—মুক্ত হয়; যৎ—যা; বিভেতি—ভীত হন; স্বয়ম্—সাক্ষাৎ; ভয়ম্—ভয়।

জন্ম-মৃত্যুর ভয়ঙ্কর আবর্তে আবদ্ধ মানুষ বিবশ হয়েও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম উচ্চারণ করতে করতে অচিরেই সেই সংসারচক্র থেকে মুক্ত হয়, সেই নামে স্বয়ং মহাকালও ভীত হন।

(সূত গোস্বামীর প্রতি মুনি-ঋষিগণ)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্ ।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥

(কলিসন্তরণ উপনিষদ)

ইতি—এই; ষোড়শকম্—ষোল; নাম্নাম্—পবিত্র নামের; কলি—কলিযুগের; কল্মষ—পাপ (ময়লা); নাশনম্—নাশকারী; ন—না; অতঃ—তারপর; পরতর—উৎকৃষ্টতর; উপায়ঃ—উপায়; সর্ব—সমস্ত; বেদেষু—বেদে; দৃশ্যতে—দেখা যায়।

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের এই ষোলটি নাম বিশেষত কলিযুগের পাপ নাশের জন্যই উদ্দিষ্ট। নিজেকে কলিযুগের কলুষ থেকে মুক্ত রাখতে হলে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যুগধর্ম হিসাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মতো অন্য কোন মহান পন্থা সমস্ত বৈদিক গ্রন্থে অনুসন্ধান করেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

(প্রজাপতি ব্রহ্মা)

জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার ।
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে ॥

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, অরুণোদয় কীর্তন, প্রথম ভাগ ৬, গীতাবলী থেকে)

এই সার কথা জেনে রাখা উচিত যে, এই জীবন অনিত্য এবং বহু বিপদ ও দুঃখে পরিপূর্ণ। তাই যত্ন সহকারে হরিনামকে আশ্রয় করে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকতে হবে।

বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া,
মুখে বল হরি হরি ॥

(লোচন দাস ঠাকুর, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের দয়া, শ্লোক-২)

যদি কৃষ্ণভাবনামৃতে ভাবিত হতে চাও, তা হলে ইন্দ্রিয় তর্পণ ত্যাগ করতে হবে। হরিনামের রসে মগ্ন হয়ে মুখে শুধু হরি হরি, হরে কৃষ্ণ বলে জপ কীর্তন করতে হবে।

এক হরি নামে যত পাপ হরে ।
পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে ॥

একবার মাত্র শুদ্ধভাবে হরিনাম করলে যত পাপ হরণ হয়, তত পাপ করার সাধ্য কোন পাপীর নেই।

নাম্নো হি যাবতী শক্তিঃ পাপ-নির্হরণে হরেঃ ।
তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী নরঃ ॥

(বৃহদ্ বিষ্ণু পুরাণ)

নাম্নঃ—নাম; হি—নিশ্চিতরূপে; যাবতী—যতদূর পর্যন্ত; শক্তিঃ—শক্তি; পাপ—পাপ; নির্হরণে—হরণে; হরেঃ—হরির; তাবৎ—সে পর্যন্ত; কর্তুং—করতে; ন—না; শক্নোতি—সক্ষম হয়; পাতকম্—পতনের কারণস্বরূপ যে পাপ; পাতকী—পাপী; নরঃ—ব্যক্তি।

শুধুমাত্র হরিনাম কীর্তন বা জপ করার ফলে একজন পাতকী যত পাপ দূর করতে পারে, তত পাপ করার সামর্থ্যও তার নেই।

তস্মাৎ সঙ্কীর্তনং বিষ্ণোর্জগন্মঙ্গলমংহসাম্ ।
মহতামপি কৌরব্য বিদ্ধ্যৈকান্তিকনিষ্কৃতম্ ॥

(ভাগবত ৬/৩/৩১)

তস্মাৎ—অতএব; সঙ্কীর্তনম্—সমবেতভাবে ভগবানের পবিত্র নামের কীর্তন; বিষ্ণোঃ—ভগবান বিষ্ণুর; জগৎ-মঙ্গলম্—জড় জগতের সবচেয়ে মঙ্গলময় অনুষ্ঠান; অংহসাম্—পাপকর্মের জন্য; মহতাম্ অপি—এমন কি অত্যন্ত গুরুতর; কৌরব্য—হে কুরুবংশোদ্ভূত; বিদ্ধি—জানবে; ঐকান্তিক—ঐকান্তিক; নিষ্কৃতম্—নিষ্কৃতি বা প্রায়শ্চিত্ত।

হে কুরুরাজ, হরিনাম সংকীর্তন এমন কি মহাপাপের ফলকেও নির্মূল করতে পারে। তাই হরিনাম সংকীর্তনই হচ্ছে জগতের সবচেয়ে মঙ্গলময় অনুষ্ঠান। অনুগ্রহ করে তা হৃদয়ঙ্গম করুন যাতে অন্যেরাও তা নিষ্ঠাভরে গ্রহণ করে।

(শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ ॥

(শিক্ষাষ্টক ১)

চেতঃ—হৃদয়ের; দর্পণ—আয়না; মার্জনম্—পরিষ্কার করে; ভব—ভব- সংসারের; মহা-দাবাগ্নি—ভয়ঙ্কর দাবানল; নির্বাপণম্—নিভিয়ে দেয়; শ্রেয়ঃ—সৌভাগ্যের; কৈরব—শ্বেত পদ্ম; চন্দ্রিকা—চাঁদের জোৎস্না; বিতরণম্—বিতরণ করে; বিদ্যা—বিদ্যা; বধূ—পত্নী; জীবনম্—জীবন; আনন্দ—আনন্দের; অম্বুধি—সমুদ্র; বর্ধনম্—বর্ধিত করে; প্রতিপদম্—প্রতি পদক্ষেপে; পূর্ণ-অমৃত—পূর্ণ অমৃতের; আস্বাদনম্—আস্বাদন; সর্ব—সকলের; আত্ম-স্নপনম্—আত্মার অবগাহন; পরম্—পরম; বিজয়তে—জয়যুক্ত হোন; শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্—শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনামের সঙ্কীর্তন।

চিত্তরূপ দর্পনের মার্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দ-সমুদ্রের বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণ অমৃত আস্বাদন-স্বরূপ এবং সর্ব স্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন বিশেষভাবে জয়যুক্ত হোন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৩/৮/১২৬)

হরেঃ নাম—ভগবানের দিব্যনাম; হরেঃ নাম—ভগবানের দিব্যনাম; হরেঃ নাম—ভগবানের দিব্যনাম; এব—অবশ্যই; কেবলম্—একমাত্র; কলৌ—এই কলিযুগে; ন অস্তি—নেই; এব—অবশ্যই; ন অস্তি—নেই; এব—অবশ্যই; ন অস্তি—নেই; এব—অবশ্যই; গতিঃ—গতি; অন্যথা—অন্য কোন।

এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা ছাড়া আর অন্য কোন গতি নেই, আর অন্য কোন গতি নেই, আর অন্য কোন গতি নেই।

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

(ভাগবত ১১/২/৪০)

এবং-ব্রতঃ—এভাবেই যখন কেউ নৃত্য-কীর্তনে ব্রতপরায়ণ হন; স্ব—নিজে; প্রিয়—অত্যন্ত প্রিয়; নাম—ভগবানের দিব্যনাম; কীর্ত্যা—কীর্তন করে; জাত—এভাবেই বিকশিত হয়; অনুরাগঃ—অনুরাগ; দ্রুত-চিত্তঃ—অত্যন্ত আগ্রহভরে; উচ্চৈঃ—জোরে জোরে; হসতি—হাসে; অথো—ও; রোদিতি—ক্রন্দন করে; রৌতি—উত্তেজিত হয়; গায়তি—গান করে; উন্মাদ-বৎ—উন্মাদের মতো; নৃত্যতি—নৃত্য করে; লোক-বাহ্যঃ—কে কি বলে তার অপেক্ষা না করে।

কেউ যখন ভক্তিমার্গে যথার্থ উন্নতি সাধন করে এবং তার অতি প্রিয় ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করে আনন্দমগ্ন হন, তখন তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম কীর্তন করেন। তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন এবং কখনও উন্মাদের মতো নৃত্য করেন। বহিরের লোকেরা কে কি বলে সেই সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান থাকে না।

(মহারাজ নিমির প্রতি শ্রীহরি)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

(শিক্ষাষ্টক-৬)

নয়নম্—নয়নযুগল; গলৎ-অশ্রু-ধারয়া—বিগলিত অশ্রুধারা; বদনম্—বদন; গদ্গদ—গদ্গদ; রুদ্ধয়া—রুদ্ধ; গিরা—স্বর; পুলকৈঃ—পুলক; নিচিতম্—ব্যাপ্ত; বপুঃ—শরীর; কদা—কবে; তব—তোমার; নাম-গ্রহণে—নাম গ্রহণ করার সময়; ভবিষ্যতি—হবে।

হে প্রভু! তোমার নাম-গ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হবে? বাক্য নিঃসরণ সময়ে বদনে গদ্গদ স্বর বের হবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হবে?

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হবে পুলক শরীর ।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর-লালসাময়ী প্রার্থনা-১)

কবে আমার সেই দিন হবে যখন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম গ্রহণ করা মাত্রই আমার শরীর পুলকিত হবে? 'হরি হরি' বলে ডাকা মাত্র কবে আমার প্রেমাশ্রু নির্গত হবে?

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

(শিক্ষাষ্টক-২)

নাম্নাম্—ভগবানের দিব্য নামের; অকারি—প্রকাশিত; বহুধা—বহুপ্রকার; নিজ-সর্ব-শক্তিঃ—তাঁর নিজের সমস্ত শক্তি; তত্র—তাতে; অর্পিতা—অর্পিত; নিয়মিতঃ—বিধি-বিহিত; স্মরণে—স্মরণ করায়; ন—না; কালঃ—সময়ের বিবেচনা; এতাদৃশী—এতই; তব—তোমার; কৃপা—কৃপা; ভগবন্—হে ভগবান; মম—আমার; অপি—যদিও; দুর্দৈবম্—দুর্ভাগ্য; ঈদৃশম্—এমন; ইহ—এই (দিব্য নামে); অজনি—জাত; ন—না; অনুরাগঃ—অনুরাগ।

হে পরমেশ্বর ভগবান! তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন, এই জন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' আদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করেছ। সেই নামে তুমি তোমার সর্বশক্তি অর্পণ করেছ এবং সেই নাম স্মরণের স্থান-কাল-পাত্র আদির কোন রকম বিধি বা বিচার করনি। হে প্রভু! জীবের প্রতি এভাবেই কৃপা করে তুমি তোমার নামকে সুলভ করেছ, তবুও আমার এমনই দুর্দৈব যে, সেই নাম গ্রহণ করার সময় আমি অপরাধ করি এবং তার ফলে তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মায় না।

নাম-অক্ষর বাহির হয় বটে, নাম নাহি হয় ।

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

হরিনাম যান্ত্রিকভাবে উচ্চারণ করলে, মুখে যদিও হরে কৃষ্ণ উচ্চারণ হচ্ছে, প্রকৃত শুদ্ধ নাম তা কখনই নয়।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

(শিক্ষাষ্টক-৩)

তৃণাৎ-অপি—সকলের পদদলিত তৃণ থেকেও; সুনীচেন—প্রাকৃত মর্যাদা-রহিত ভাব সমন্বিত; তরোরিব—একটি বৃক্ষের মতো; সহিষ্ণুনা—সহিষ্ণুযুক্ত; অমানিনা—মাননীয় হওয়া সত্ত্বেও যিনি সম্মানের প্রত্যাশা করেন না; মানদেন—সম্মানের যোগ্য না হলেও সকলকে সম্মান প্রদান করে; কীর্তনীয়ঃ—কীর্তন করা উচিত; সদা—সর্বক্ষণ; হরিঃ—ভগবানের দিব্যনাম।

যিনি নিজেকে সকলের পদদলিত তৃণের থেকেও ক্ষুদ্র বলে মনে করেন, যিনি বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু, যিনি নিজে মান শূন্য এবং অন্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের অধিকারী।

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা ।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য, ১৯/১৫৬)

ভগবদ্ভক্ত যদি এই জড় জগতে ভক্তিলতার সেবা করার সময় কোন বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করেন, তা হলে ভক্তিলতার পাতা শুকিয়ে যায়। এই প্রকার বৈষ্ণব অপরাধকে মত্ত হস্তীর আচরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে ।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্ ॥
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি-সকলম্ ।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥

(দশ নাম-অপরাধ, পদ্ম পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড ২৫/১৫-১৮)

সতাম্—সৎ ও সাধু ব্যক্তিদের; নিন্দা—নিন্দা; নাম্নঃ—পবিত্র হরিনামের; পরমম—পরম; অপরাধম্—অপরাধ; বিতনুতে—হয়; যতঃ খ্যাতিম্ যাতম্—যাঁরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মহিমা প্রচারে নিয়োজিত; কথমু সহতে—কখনই সহ্য করবে না, বা কি করে সহ্য করবে; তদ্বিগর্হাম্—সেই রকম নিন্দা বা অপরাধ; শিবস্য—শিবের; শ্রীবিষ্ণোঃ—শ্রীবিষ্ণু; যঃ—যিনি; ইহ—এই জড় জগতে; গুণ—জড় গুণ; নাম—নাম; আদি-সকলম্—সব কিছু; ধিয়া—ধারণায়; ভিন্নম্—ভিন্ন; পশ্যেৎ—দেখতে পায়; সঃ—সে; খলু—নিঃসন্দেহে; হরিনাম—হরিনাম; অহিতকরঃ—অপরাধজনক।

১) যিনি হরিনামের মহিমা প্রচারে তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, সেই ধরনের মহান বৈষ্ণবের নিন্দা করা শ্রীনাম প্রভুর চরণে সবচেয়ে বড় অপরাধ। এমন কি কোন মহান ভক্তও যদি এই রকম অপরাধ করেন, নাম প্রভু কখনও তা সহ্য করেন না। ২) এই জড় জগতে শ্রীবিষ্ণুর নাম পরম কল্যাণময়। বিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সবই চিন্ময়,

পরম জ্ঞানময়। তাই কেউ যদি ভগবানের নাম, গুণ ও লীলাদিকে ভগবান থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন, তা হলে তা অপরাধমূলক। আবার শিব আদি দেবতাদের নামকে শ্রীবিষ্ণুর নামের সাথে অভিন্ন বলে মনে করাও অপরাধ।

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্ ।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি-
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥

গুরোঃ—গুরুদেবের; অবজ্ঞা—সাধারণ মানুষ বলে অবজ্ঞা করা; শ্রুতি-শাস্ত্র-নিন্দনম্—বৈদিক শাস্ত্রের নিন্দা করা; তথা—সেই রকম; অর্থ-বাদঃ—কোন অর্থ আরোপ করা; হরি নাম্নি—পবিত্র হরিনাম; কল্পনম্—কল্পনা; নাম্নঃ—পবিত্র নাম; বলাদ্—শক্তিতে; যস্য—যার; হি—প্রকৃতপক্ষে; পাপ—পাপের; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; ন—নয়; বিদ্যতে—হয়; তস্য—তার; যমৈঃ—তপস্যার দ্বারা; হি—বাস্তবিক; শুদ্ধিঃ—শুদ্ধি।

৩) গুরুদেবকে সাধারণ জড় মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করা। ৪) শ্রুতি-শাস্ত্রের নিন্দা করা। ৫) হরিনামে কাল্পনিক অর্থ আরোপ করা এবং ৬) হরিনামের মহিমাকে কাল্পনিক বা অতিস্তুতি বলে মনে করা—এগুলি নামের চরণে অপরাধ। ৭) যারা মনে করে, হরে কৃষ্ণ মন্ত্র জপ বা কীর্তন করলে যেহেতু সমস্ত পাপ খণ্ডন হয়, তা হলে সমস্ত প্রকার পাপকর্ম করে নামের বলেই তা খণ্ডন করব, তারা কোনও তপস্যা করেও, সমস্ত প্রকার যমযন্ত্রণা ভোগ করেও—কোন উপায়েই শুদ্ধ হতে পারবে না। নামবলে এই পাপবুদ্ধিই হরিনামের চরণে সবচেয়ে বড় অপরাধ।

ধর্ম-ব্রত-ত্যাগহুতাদি-সর্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥

ধর্ম—ধর্ম অনুষ্ঠান বা পুণ্যকর্ম; ব্রত—তপস্যাদি পালনের ব্রত; ত্যাগ—ত্যাগ; হুত—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ কিংবা যজ্ঞীয় নিবেদন; আদি—ইত্যাদি; সর্ব—সব; শুভ—শুভ; ক্রিয়া—বেদের কর্মকাণ্ডে বর্ণিত ক্রিয়া; সাম্যম্—সমতা; অপি—ও; প্রমাদঃ—অমনোযোগী হওয়া; অশ্রদ্দধানে—শ্রদ্ধাহীন; বিমুখে—বিমুখ; অপি—ও; অশৃণ্বতি—শ্রবণে অনিচ্ছুক; যঃ—যে; চ—এবং; উপদেশঃ—উপদেশ; শিব—কল্যাণকর; নাম—নামের প্রতি; অপরাধঃ—অপরাধ।

৮) হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনকে ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ, তপস্যা ও অগ্নিহোত্রাদি কর্মকাণ্ডীয় শুভ ক্রিয়ার সঙ্গে সমান বা অভিন্ন বলে মনে করা এক ভয়ঙ্কর নামাপরাধ। ৯) শ্রবণে অনিচ্ছুক, নাস্তিক এবং হরিনামে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিদের কাছে নামের মাহাত্ম্য প্রচার করাও একটি অপরাধ।

শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ ।
অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥

শ্রুত—যে শুনেছে; অপি—এমন কি; নাম—পবিত্র হরিনাম; মাহাত্ম্যম্—মাহাত্ম্য; যঃ—যে; প্রীতি—প্রীতি; রহিতঃ—রহিত; অধমঃ—অধম; অহম্—অহংকার; মম—আমার বলে যে মিথ্যা অধিকার বোধ; আদি—ইত্যাদি; পরমঃ—পরম (আমি এবং আমার অধিকৃত বস্তুকেই আমার পরম স্বার্থ বলে গণ্য করা); নাম্নি—হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রে; সঃ—সে; অপি—ও; অপরাধ—অপরাধ; কৃৎ—করছে।

১০) দিব্য হরিনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেও যে ব্যক্তি মনে করে—এই দেহই আমি এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সব কিছুই আমার এবং এভাবেই জড়-জাগতিক আসক্তি বজায় রাখে, নামের প্রতি প্রীতি রহিত সেই নরাধম নামের চরণে অপরাধী। ১১) হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার সময়ে অমনোযোগী হওয়া একটি নামাপরাধ।

দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জনের ঘরে,
তব 'হরিনাম' কেবল 'কৈতব'।

(ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী)

হে দুষ্ট মন! তুমি কি রকম বৈষ্ণব? সস্তা প্রতিষ্ঠার লোভে তুমি নির্জনে বসে হরিনাম করার ভান করছ, কিন্তু তোমার এই নির্জন ভজন শুধু প্রতারণা মাত্র।

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্ ।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥

(পদ্ম পুরাণ)

নাম-অপরাধ—পবিত্র হরিনামের প্রতি অপরাধ; যুক্তানাম্—মনোযোগী হয়ে; নাম—হরিনাম; অন্য—অবাঞ্ছিত; এব—নিশ্চিতভাবে; হরন্তি—হরণ করে; অঘম্—অপরাধ; অবিশ্রান্তি—অবিশ্রান্ত; প্রযুক্তানি—প্রকৃষ্টরূপে নিযুক্ত; তানি—তারা; এব—যথার্থই; অর্থ—উদ্দেশ্য; করাণি—সম্পাদন করে; চ—এবং।

হরিনামের প্রতি যারা অপরাধ করে, তাদেরও হরে কৃষ্ণ নাম জপের বিধান দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা যদি জপ করে চলে, ক্রমে ক্রমে তারা নিরপরাধে জপ করতে পারবে। শুরুতে যদিও বা অপরাধ হয়, তবুও পুনঃপুনঃ জপের ফলে সেই সব অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ ।

(পদ্ম পুরাণ)

সম্প্রদায়-বিহীনা—যথার্থ সম্প্রদায় বা গুরু-পরম্পরা-ধারা থেকে বিযুক্ত; যে—যা; মন্ত্রাঃ—মন্ত্র; তে—ওই সকল; নিষ্ফলাঃ—নিষ্ফল; মতাঃ—বিবেচিত হয়।

যে ব্যক্তি যথার্থ সম্প্রদায় বা গুরু-পরম্পরা থেকে বিযুক্ত, সে যে মন্ত্রই জপ করুক না কেন, তা নিষ্ফল বলে বিবেচিত হয়।

আচার-আচরণ

ধর্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে ।
নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥

(ভাগবত ১/২/৯)

ধর্মস্য—ধর্মের; হি—অবশ্যই; আপবর্গ্যস্য—পরম মুক্তি; ন—না; অর্থঃ—অর্থ; অর্থায়—জাগতিক লাভের জন্য; উপকল্পতে—উদ্দেশ্য; ন—না; অর্থস্য—জড় বিষয় লাভের; ধর্ম-এক-অন্তস্য—পরম ধর্ম আচরণকারী; কামঃ—ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ; লাভায়—ফল লাভ; হি—যথার্থ; স্মৃতঃ—মহর্ষিদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

সমস্ত ধর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে চরম মুক্তি লাভ করা। তা কখনও জড় বিষয় লাভের আশায় অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। অধিকন্তু, তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, যাঁরা পরম ধর্ম অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা যেন কখনই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশী না হন। (সূত গোস্বামী)

ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্ ।

(ভাগবত ৬/৩/১৯)

ধর্মম্—প্রকৃত ধর্মনীতি; তু—কিন্তু; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; ভগবৎ—পরম পুরুষ ভগবানের দ্বারা; প্রণীতম্—প্রণীত।

যথার্থ ধর্মনীতি প্রণীত হয়েছে পরম পুরুষ ভগবানের দ্বারা। (যমরাজ)

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

(ভাগবত ৬/৩/২০)

স্বয়ম্ভুঃ—শ্রীব্রহ্মা; নারদঃ—মহর্ষি নারদ; শম্ভু—শ্রীশিব; কুমারঃ—চার কুমার; কপিলঃ—ভগবান কপিলদেব; মনু—স্বায়ম্ভুব মনু; প্রহ্লাদঃ—প্রহ্লাদ মহারাজ; জনকঃ—জনক মহারাজ; ভীষ্মঃ—পিতামহ ভীষ্ম; বলিঃ—বলি মহারাজ; বৈয়াসকিঃ—ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী; বয়ম্—আমরা (যমরাজ)।

শ্রীব্রহ্মা, মহর্ষি নারদ, শ্রীশিব, চার কুমার, ভগবান কপিলদেব (দেবহূতি পুত্র), স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ মহারাজ, জনক মহারাজ, পিতামহ ভীষ্ম, বলি মহারাজ, শুকদেব গোস্বামী এবং আমি নিজে ধর্মনীতি সম্বন্ধে অবগত। (যমরাজ)

পৃথিবীতে যাহা কিছু ধর্ম নামে চলে ।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে ॥

(চৈতন্য ভাগবত)

পৃথিবীতে ধর্ম নামে যা কিছু চলছে, শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সেগুলি সবই প্রতারণায় পরিপূর্ণ। (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর)

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্ ॥

(ঈশোপনিষদ-১)

ঈশ—ভগবানের দ্বারা; আবাস্যম্—নিয়ন্ত্রিত; ইদম্—এই; সর্বম্—সমস্ত; যৎ কিঞ্চ—যা কিছু; জগত্যাম্—জগতের মধ্যে; জগৎ—স্থাবর ও জঙ্গম সব কিছু; তেন—তাঁর দ্বারা; ত্যক্তেন—নির্দিষ্ট; ভুঞ্জীথাঃ—গ্রহণ করা কর্তব্য; মা—করবে না; গৃধঃ—লোভ; কস্য স্বিদ্—অন্য কারও; ধনম্—ধন।

এই জগতের স্থাবর ও জঙ্গম সব কিছুরই নিয়ন্তা ও মালিক হলেন ভগবান। তাই, জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক সম্পদ, যা ভগবান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, শুধু তাই গ্রহণ করতে হবে। অন্যের সম্পদে লোভ করা উচিত নয়।

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥

(গীতা ১/৪০)

অধর্ম—অধর্ম; অভিভবাৎ—প্রাদুর্ভাব হলে; কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ; প্রদুষ্যন্তি—ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হয়; কুলস্ত্রিয়ঃ—কুলবধূগণ; স্ত্রীষু—স্ত্রীলোকেরা; দুষ্টাসু—অসৎ চরিত্রা হলে; বার্ষ্ণেয়—হে বৃষ্ণিবংশজ; জায়তে—উৎপন্ন হয়; বর্ণ-সঙ্করঃ—অবাঞ্ছিত প্রজাতি।

হে কৃষ্ণ! অধর্মের দ্বারা অভিভূত হলে কুলবধূগণ ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হয় এবং হে বার্ষ্ণেয়! কুলস্ত্রীগণ অসৎ চরিত্রা হলে অবাঞ্ছিত প্রজাতি উৎপন্ন হয়।

গবয়া-ধনবান, ধান্য-ধনবান্

গবয়া—গাভী; ধনবান্—ধনবান; ধান্য—ধান চাল আদি শস্য; ধনবান্—ধনবান।

যার পর্যাপ্ত ধান-চাল আদি শস্য এবং প্রচুর গাভী রয়েছে, সেই প্রকৃত ধনী।

তেজীয়সাম্ ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা

(ভাগবত ১০/৩৩/২৯)

তেজীয়সাম্—যাঁরা পারমার্থিক শক্তিসম্পন্ন; ন—হন না; দোষায়—দোষযুক্ত; বহ্নেঃ—আগুনের; সর্ব—সব কিছুই; ভুজঃ—সর্বগ্রাসী; যথা—যেমন।

আগুন যেমন সর্বগ্রাসী হয়েও শুদ্ধ থাকে, পারমার্থিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও তাঁদের আপাত পাপকর্মের জন্য দোষযুক্ত হন না। (শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥

(ভাগবত ১০/৩৩/৩০)

ন—না; এতৎ—এই; সমাচরেৎ—আচরণ করা উচিত; জাতু—কখনও; মনসা—মনের দ্বারা; অপি—এমন কি; হি—নিশ্চিতরূপে; অনীশ্বরঃ—যিনি ঈশ্বর বা নিয়ন্তা নন; বিনশ্যতি—তিনি বিনষ্ট হন; আচরন্—আচরণ করে; মৌঢ্যাৎ—মূঢ়তাহেতু; যথা—যেমন; অরুদ্রঃ—যিনি রুদ্র বা শিব নন; অব্ধিজম্—সমুদ্র থেকে জাত; বিষম্—বিষ।

যিনি ঈশ্বর নন, তিনি যেন মনে মনেও মহান অধিকারীর আচরণ অনুকরণ না করেন। মূঢ়তাবশত কেউ যদি সেই রকম অনুকরণ করেন, তা হলে তিনি আত্মঘাতী হবেন, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যিনি রুদ্র নন, তিনি যদি বিষের সমুদ্র পান করার চেষ্টা করেন, তা হলে তিনি শুধু আত্মঘাতীই হবেন। (শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)

গোপীজন-বল্লভ গিরিবরধারী

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, গীতাবলী থেকে)

শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনদের প্রিয়তম এবং শ্রেষ্ঠ পর্বত গোবর্ধন ধারণকারী।

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্যা চাপ্রিয়বাদিনী ।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

মাতা—স্নেহময়ী মা; যস্য—যার; গৃহে—গৃহে; ন—না; অস্তি—থাকেন; ভার্যা—স্ত্রী; চ—এবং; অপ্রিয়-বাদিনী—যিনি কটু কথা বলেন, সেই রকম স্ত্রী; অরণ্যম্—বন; তেন—তার দ্বারা; গন্তব্যম্—গন্তব্য; যথা—যেমন; অরণ্যম্—বন; তথা—তেমন; গৃহম্—গৃহ।

কোনও ব্যক্তির গৃহে যদি স্নেহশীলা মা না থাকেন, কিংবা তার স্ত্রী যদি প্রিয়ভাষিণী না হয়, তা হলে বনে গমন করাই (সন্ন্যাস গ্রহণ) তার কর্তব্য, কেন না তার গৃহটিও ইতিমধ্যেই অরণ্যতুল্য একটি স্থান মাত্র।

ঋণকর্তা পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যভিচারিণী ।
ভার্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

ঋণকর্তা—ঋণী; পিতা—বাবা; শত্রুঃ—শত্রু; মাতা—মা; চ—এবং; ব্যভিচারিণী—অবিশ্বাসী; ভার্যা—স্ত্রী; রূপবতী—সুন্দরী; শত্রুঃ—শত্রু; পুত্রঃ—পুত্র; শত্রুঃ—শত্রু; অপণ্ডিতঃ—অজ্ঞ।

পরিবার জীবনে চার রকমের শত্রু রয়েছে—ঋণী পিতা, পতির প্রতি অবিশ্বাসী মাতা, খুব সুন্দরী স্ত্রী এবং অজ্ঞ ও বোকা পুত্র।

বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ।

(চাণক্য পণ্ডিত)

বিশ্বাসঃ—বিশ্বাস; ন—কখনই না; এব—নিশ্চিতরূপে; কর্তব্যঃ—কর্তব্য; স্ত্রীষু—স্ত্রীলোককে; রাজ-কুলেষু—রাজনীতিবিদকে; চ—এবং।

রাজনীতিবিদ এবং স্ত্রীলোককে কখনও বিশ্বাস করতে নেই।

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ ।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

মাতৃবৎ—মায়ের মতো; পর-দারেষু—অপর ব্যক্তির স্ত্রীকে; পর-দ্রব্যেষু—পরের দ্রব্য; লোষ্ট্রবৎ—মাটির ঢেলার মতো; আত্ম-বৎ—নিজের মতো; সর্ব-ভূতেষু—সমস্ত জীবকে; যঃ—যিনি; পশ্যতি—দেখেন; সঃ—তিনি; পণ্ডিতঃ—পণ্ডিত।

যিনি পরস্ত্রীকে মায়ের মতো দেখেন, পরের দ্রব্যকে মাটির ঢেলার মতো তুচ্ছ বলে মনে করেন এবং সমস্ত জীবকে নিজের মতো দর্শন করেন—তিনিই হচ্ছেন পণ্ডিত।

কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্মিকঃ ।
কাণেন চক্ষুষা কিংবা চক্ষুঃ পীড়ৈব কেবলম্ ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

কঃ-অর্থ—কি মূল্য; পুত্রেণ—পুত্রের; জাতেন—জাত; যঃ—যে; ন—না; বিদ্বান্—বিদ্বান; ন—না; ধার্মিকঃ—ধার্মিক; কাণেন-চক্ষুষা—কাণা চক্ষু; কিংবা—অথবা; চক্ষুঃ—চক্ষু; পীড়া—পীড়া; এব—নিশ্চয়ই; কেবলম্—কেবল।

যে পুত্র ধার্মিকও নয়, বিদ্বানও নয়, সে পুত্রের কি মূল্য? সেই রকম পুত্রকে শুধু একটি কাণা চোখের সঙ্গেই তুলনা করা যায়, যা কেবল যন্ত্রণাই দান করে।

পুত্রার্থে ক্রিয়েৎ ভার্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্ ।

(বৈদিক নির্দেশ)

পুত্র—পুত্র; অর্থে—উৎপাদনের জন্য; ক্রিয়েৎ—গ্রহণ করা কর্তব্য; ভার্যা—স্ত্রী; পুত্র—পুত্র; পিণ্ড—পিণ্ড; প্রয়োজনম্—প্রয়োজনে।

পুত্র উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পত্নী গ্রহণ করা কর্তব্য এবং তেমন পুত্র উৎপাদন করতে হবে, যে পিণ্ডদানের যোগ্যতা-সম্পন্ন।

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা ।
বাস্যতে তদ্বনং সর্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

একেন—একটি; অপি—ও; সুবৃক্ষেণ—ভাল বৃক্ষ; পুষ্পিতেন—পুষ্পিত; সুগন্ধিনা—সুগন্ধযুক্ত; বাস্যতে—সুবাসিত করে; তৎ—সেই; বনম্—বন; সর্বম্—সমগ্র; সু-পুত্রেণ—সুপুত্রের দ্বারা; কুলম্—কুল; যথা—যেমন।

একটি সুগন্ধিযুক্ত পুষ্পিত বৃক্ষ যেমন সমগ্র বনকে সুবাসিত করে, ঠিক তেমনই একটি মাত্র সুপুত্র সমস্ত কুলকে মহিমান্বিত করতে পারে।

একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা ।
দহ্যতে তদ্বনং সর্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

একেন—এক; অপি—শুধু; কু-বৃক্ষেণ—মন্দ বৃক্ষ; কোটরস্থেন—কোটরস্থ; বহ্নিনা—আগুন দ্বারা; দহ্যতে—পুড়ে যায়; তৎ—সেই; বনম্—বন; সর্বম্—সমগ্র; কু-পুত্রেণ—মন্দ পুত্রের দ্বারা; কুলম্—কুল; যথা—যেমন।

একটি মাত্র মন্দ বৃক্ষের কোটরস্থ বহ্নি যেমন সমগ্র বনকে ভস্মীভূত করতে পারে, ঠিক তেমনই একটি মাত্র মন্দ পুত্র সমগ্র কুলকে ধ্বংস করতে পারে।

যথা বীজম্ যথা যোনী ।

যথা—যেমন; বীজম্—বীজ (পিতা); যথা—যেমন; যোনী—গর্ভ (মাতা)।

যেমন পিতা-মাতা, তেমনই সন্তান।

অথবা

শিশুর মানসিক অবস্থা পিতা-মাতার মানসিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত।

মূর্খাঃ যত্র ন পূজ্যন্তে ধান্যং যত্র সুসঞ্চিতম্ ।
দম্পত্যোঃ কলহো নাস্তি তত্র শ্রীঃ স্বয়মাগতাঃ ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

মূর্খাঃ—মূর্খগণ; যত্র—যেখানে; ন—না; পূজ্যন্তে—পূজিত হয়; ধান্যম্—শস্য; যত্র—যেখানে; সুসঞ্চিতম্—সুসঞ্চিত; দম্পত্যোঃ—স্বামী-স্ত্রী'র; কলহঃ—ঝগড়া; নাস্তি—নেই; তত্র—সেখানে; শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবী; স্বয়ম্—স্বয়ং; আগতাঃ—এসেছেন।

যেখানে মূর্খগণ পুজিত হয় না, ধান্যাদি শস্য যেখানে সুসজ্জিত থাকে, যেখানে দাম্পত্য কলহ নেই, সেখানে লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং সমাগত হন।

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং অমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্ ।
নীচাদপ্যুত্তমং জ্ঞানং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥

(চাণক্য পণ্ডিত, নীতিদর্পণ ১/১৬)

বিষাৎ—বিষ থেকে; অপি—এমন কি; অমৃতম্—অমৃত; গ্রাহ্যম্—গ্রহণীয়; অমেধ্যাৎ—অপবিত্র স্থান থেকে; অপি—ও; কাঞ্চনম্—স্বর্ণ; নীচাৎ—নীচ কুলোদ্ভূত ব্যক্তির কাছ থেকে; অপি—ও; উত্তমম্—সর্বশ্রেষ্ঠ; জ্ঞানম্—জ্ঞান; স্ত্রী-রত্নম্—স্ত্রীরত্ন; দুষ্কুলাৎ—নীচ পরিবার থেকে; অপি—ও।

বিষ থেকেও অমৃত গ্রহণ করা কর্তব্য, অপবিত্র স্থান থেকেও স্বর্ণ গ্রহণ করা কর্তব্য, নীচ কুলোদ্ভূত ব্যক্তির কাছ থেকেও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আহরণ করতে হবে এবং নীচ বংশোদ্ভূত হলেও গুণবতী পত্নী গ্রহণীয়।

আত্মমাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা ।
ধেনুর্ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

আত্ম-মাতা—নিজের মা; গুরোঃ পত্নী—গুরুর পত্নী; ব্রাহ্মণী—ব্রাহ্মণের পত্নী; রাজ-পত্নিকা—রাজার পত্নী; ধেনুঃ—গাভী; ধাত্রী—ধাত্রী; তথা—সেই রকম; পৃথ্বী—পৃথিবী; সপ্ত এতা—এই সাত জন; মাতরঃ—মা; স্মৃতাঃ—পরিচিত।

নিজের মা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রানী মা, গাভী, ধাত্রী ও পৃথিবী—এই সাত জন মাতা বলে পরিচিত।

ঋষি শ্রাদ্ধে অজা যুদ্ধে প্রভাতে মেঘ গর্জনে ।
দাম্পত্য কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

ঋষি—ঋষি; শ্রাদ্ধে—শ্রাদ্ধে; অজা—পুরুষ ছাগল; যুদ্ধে—যুদ্ধে; প্রভাতে—প্রভাতে; মেঘ—মেঘ; গর্জনে—গর্জনে; দাম্পত্য—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে; কলহে—কলহে; চ—এবং; এব—নিশ্চিতরূপে; বহু—বহু; আরম্ভে—আরম্ভে; লঘু—অল্প; ক্রিয়া—কার্য।

বনে দেহত্যাগকারী ঋষির শ্রাদ্ধে, দুটো ছাগলের যুদ্ধে, প্রভাতে মেঘের গর্জনে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় শুরুতে খুবই আড়ম্বর হয়, কিন্তু তার ফল খুবই নগণ্য।

ঐহিষ্টং যৎ তৎ পুনর্জন্মজয়ায় ।

(রামায়ণ)

ঐহিষ্টম্—ঈপ্সিত; যৎ—যা; তৎ—তা; পুনঃ—পুনরায়; জন্ম—জন্ম; জয়ায়—জয়ের জন্য।

পুনর্জন্ম জয়ের প্রচেষ্টায় আপনার সব কুশল তো?

বিঃ দ্রঃ একজন রাজা (দশরথ) কেমন করে একজন মুনিকে (বিশ্বামিত্র) কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করছেন, তা বুঝাতে শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রশ্নটির উল্লেখ করতেন।

অবিদ্যং জীবনং শূন্যং দিক্‌শূন্যাশ্চ অবান্ধবাঃ ।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্বশূন্যা দরিদ্রতা ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

অবিদ্যম্—বিদ্যাহীন; জীবনম্—জীবন; শূন্যম্—শূন্য; দিক্ শূন্যাঃ—তাদের সকল দিক শুধু শূন্য; চ—এবং; অবান্ধবাঃ—বান্ধব-বিহীন; পুত্র-হীনম্—পুত্রহীন; গৃহম্—গৃহ; শূন্যম্—শূন্য; সর্ব-শূন্যা—সব কিছু শূন্য; দরিদ্রতা—দারিদ্র্য।

জ্ঞানহীন জীবন শূন্য, বন্ধুবান্ধবহীন ব্যক্তির সব দিক শূন্য, পুত্রহীন গৃহ শূন্য, আর দরিদ্র ব্যক্তির সমগ্র জগৎটাই শূন্য।

দারিদ্র দোষো গুণরাশিনাশী

(সংস্কৃত প্রবাদ)

দারিদ্র—দারিদ্র্য; দোষঃ—দোষ; গুণ—গুণ; রাশি—পুঞ্জ; নাশী—নাশ করে।

দারিদ্র্য দোষ মানুষের গুণরাশিকে ধ্বংস করে।

অথবা

যখনই কোন ব্যক্তি দারিদ্র-প্রপীড়িত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার আভিজাত্য, শিক্ষা, সৌন্দর্য ও ধনের অহঙ্কার চূর্ণ হয়।

খীরাচোর্ য়া হীরাচোর্, চোর্ তো চোর্ হ্যায় ।

(হিন্দী প্রবাদ)

খীরা—ছোট শশা জাতীয় ফল; চোর্—চোর; য়া—অথবা; হীরা—হীরা; চোর্—চোর; চোর্—চোর; তো—সুতরাং; চোর্—চোর; হ্যায়—হয়।

খীরাচোর কিংবা হীরাচোর, চোর তো চোরই।

যাবদর্থ-প্রয়োজনম্

যাবৎ—যতদূর পর্যন্ত, যতটুকু ; অর্থ—অর্থ; প্রয়োজনম্—প্রয়োজন।

কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের উদ্দেশ্যে দেহকে সমর্থ রাখার জন্য যতটুকু অর্থ প্রয়োজন, শুধু ততটুকু অর্থই গ্রহণ করা উচিত।

রাজপুত্র চিরঞ্জীব মা জীব মুনিপুত্রক ।
জীব বা মরো সাধু-র্মা জীব মরো ইতি ॥

রাজপুত্র—হে রাজপুত্র; চিরৎ—দীর্ঘকাল; জীব—জীবিত হও; মা জীব—জীবিত থেকো না; মুনি—মুনি; পুত্রক—হে পুত্র; জীব—বেঁচে থাক; বা—অথবা; মর—মর; সাধু—হে সাধু; মা—না; জীব—বেঁচে থেকো; মরো—মৃত্যুবরণ কর; ইতি—এভাবেই।

হে রাজপুত্র! তুমি দীর্ঘজীবী হও, হে প্রিয় ব্রহ্মচারী! তোমার এখনই মৃত্যু হোক, হে সাধু! তুমি বেঁচে থাক কিংবা দেহত্যাগ কর, কিন্তু হে কসাই! তুমি মৃত্যুবরণ করো না, আবার বেঁচেও থেকো না।

দুষ্টা ভার্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

দুষ্টা—দুষ্টা; ভার্যা—স্ত্রী; শঠম্—শঠ; মিত্রম্—বন্ধু; ভৃত্যঃ—ভৃত্য; চ—এবং; উত্তর-দায়কঃ—উত্তর দানকারী; স-সর্পে—সাপের সঙ্গে; চ—এবং; গৃহে—গৃহে; বাসঃ—বাস; মৃত্যুঃ—মৃত্যু; এব—নিশ্চিতরূপে; ন—না; সংশয়ঃ—সন্দেহ।

যাঁর স্ত্রী দুষ্টা, বন্ধু প্রতারক, যাঁর ভৃত্যরা মুখের উপর উত্তর দেয়, তিনি সর্পময় গৃহে বাস করছেন। তাঁর মৃত্যু অবধারিত।

ন স্ত্রীয়ম্ স্বতন্ত্রম্ অর্হতি ।

(মনু সংহিতা ৯/৩)

ন—না; স্ত্রীয়ম্—স্ত্রীদের; স্বতন্ত্রম্—স্বাধীনতা; অর্হতি—অনুমোদিত হয়।

নারীদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেন যে, একজন স্বাধীন নারী কখনও সুখী হতে পারে না, যেহেতু সে যথাযথভাবে তার স্বাধীনতাকে কাজে লাগাতে পারে না।

অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ

(মহাভারত)

অশ্বত্থামা—অশ্বত্থামা নামক; হত—হত; ইতি—এভাবেই; গজঃ—হাতি।

অশ্বত্থামা নামক হাতিটি হত হয়েছে। (দ্রোণাচার্যের প্রতি যুধিষ্ঠিরের বিখ্যাত মিথ্যা বচন)

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট গৃহ নষ্ট গৃহিণীর দোষে ।

(বাংলা প্রবাদবাক্য)

অধার্মিক রাজার রাজ্যে প্রজারা কেউ সুখী হতে পারে না, আর স্ত্রী যদি অলস হয়, সেই গৃহে কেউ সুখী হতে পারে না।

আপন রুচিতে খাও, পরের রুচিতে পর ।

(বাংলা প্রবাদ)

নিজের রুচি অনুসারে খাও এবং পরের রুচি অনুসারে পোশাক পর।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

(গীতা ৩/২১)

যৎ যৎ—যে যেভাবে; আচরতি—আচরণ করেন; শ্রেষ্ঠঃ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তৎ তৎ—সেই সেভাবেই; এব—অবশ্যই; ইতরঃ—সাধারণ; জনঃ—মানুষ; সঃ—তিনি; যৎ—যা; প্রমাণম্—প্রমাণ; কুরুতে—স্বীকার করেন; লোকঃ—সারা পৃথিবী; তৎ—তা; অনুবর্ততে—অনুসরণ করে।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরা তার অনুকরণ করে। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, অন্য লোকে তারই অনুসরণ করে।

খাব কি খাব না যদি খাও তো পৌষে ।
যাব কি যাব না যদি যাও তো শৌচে ॥

(বাংলা প্রবাদ)

খাব কি খাব না—এই রকম দ্বন্দ্ব যদি থাকে, তা হলে না খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর যদি খেতেই হয় তো পৌষ মাসে খাওয়া যেতে পারে। আর কোথাও যাব কি যাব না—এই রকম সন্দেহ থাকলে, না যাওয়াই ভাল। তবে যদি মল-মূত্র ত্যাগের জন্য যেতে হয়, তবে অবশ্যই যেতে হবে।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি ।

(বাংলা প্রবাদ)

মাছ ধরব, অথচ গায়ে কোন জল লাগবে না।

শঠে শাঠ্যমাচরেৎ

(চাণক্য-শ্লোক)

শঠে—প্রতারকের সঙ্গে; শাঠ্যম্—প্রতারণামূলক ভাবে; আচরেৎ—আচরণ করা উচিত।

প্রতারকের সঙ্গে প্রতারণামূলক আচরণ করাই উচিত।

দ্রষ্টব্য ঃ ভাগবতের ৭/৫/৭ শ্লোকে শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন, কেমন করে একজন সৎ ব্যক্তি প্রতারকের সঙ্গে আচরণ করবেন।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ ।

(বাংলা প্রবাদ)

অতিরিক্ত ভক্তিভাব দেখানো চোরের লক্ষণ।

অর্ধ-কুক্কুটি-ন্যায়

(বাংলা প্রবাদ)

অর্ধ—অর্ধেক; কুক্কুটি—মুরগী; ন্যায়—যুক্তি।

অর্ধেক মুরগী-বিষয়ক যুক্তি।

বিঃ দ্রঃ—শ্রীল প্রভুপাদ নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন ভগবদ্গীতাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করি (গীঃ ১০/১৪)। কোনও বোকা ব্যক্তি ভাবতে পারে, "আমি যদি মুরগীর মাথাটা কেটে ফেলি, তা হলে তাকে না খাইয়েও আমি ডিমগুলি পেতে পারি।" আমাদের সেই রকম বোকা হলে চলবে না।

নগ্ন-মাতৃকা-ন্যায়

(বাংলা প্রবাদ)

নগ্ন—বস্ত্রহীন; মাতৃকা—মা; ন্যায়—যুক্তি।

নগ্ন মাতা-সম্বন্ধীয় যুক্তি।

(মা তাঁর শৈশবে বস্ত্রহীন ছিলেন বলে মা হওয়ার পরেও বস্ত্রহীন থাকবেন—এই রকম মনে করা ঠিক নয়। তেমনই কোন সাধু ব্যক্তির অতীত দুষ্কর্ম নিয়ে অযথা সমালোচনা করা ঠিক নয়।)

আপনার ধন বিলায়ে দিয়ে,
ভিক্ষা মাগে পরের দ্বারে।

(বাংলা গান)

নিজের ধন বিতরণ করে, পরের দরজায় ভিক্ষা করছে।

অথবা

আমরা আমাদের বৈদিক সংস্কৃতি ত্যাগ করে বিদেশে গিয়ে ভিক্ষা করছি।

বন্ধ্যা কি বুঝিবে প্রসব-বেদনা

(সাধারণ বাক্য)

বন্ধ্যা কখনও সন্তান প্রসবের বেদনা যে কি রকম তা বুঝতে পারে না।

গড্ডলিকা প্রবাহ

(সংস্কৃত প্রবাদ)

গড্ডলিকা—ভেড়ার দল; প্রবাহ—প্রবাহ।

পরিণাম চিন্তা না করে অন্ধভাবে একে অপরের অনুসরণ করার যুক্তি।

দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীল প্রভুপাদ কখনও কখনও হিন্দীতে বলতেন—ভেড়া-চাল অর্থাৎ ভেড়ার চলন।

কানা ছেলের নাম 'পদ্মলোচন'

(বাংলা প্রবাদ)

কানা ছেলেকে পদ্মলোচন নামে ডাকা সম্পর্কিত যুক্তি।

ঠাকুর দেখিয়ে পয়সা রোজগার করার থেকে রাস্তায় ঝাড়ু দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা ভালো। (ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী)

গৃহম্ শত্রুনপি প্রাপ্তম্ বিশন্তমকুতোভয়ম্

(সংস্কৃত প্রবাদ)

গৃহম্—গৃহে; শত্রুন্—শত্রুকে; অপি—এমন কি; প্রাপ্তম্—অভ্যর্থিত হয়; বিশন্তম্—প্রবেশ করলে; অকুতো-ভয়ম্—ভয়হীন।

এমন কি কোন শত্রুও যদি আপনার ঘরে আসেন, তাঁর সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে তিনি যে আপনার শত্রু তা তিনি ভুলে যাবেন।

দ্রব্যমূল্যেন শুদ্ধতে

(অজ্ঞাত উৎস)

দ্রব্য—বস্তু; মূল্যেন—মূল্যের দ্বারা; শুদ্ধতে—শুদ্ধ হয়।

(কোন বস্তুর উৎস শুদ্ধ না হতে পারে, কিন্তু) যদি কোন বস্তুকে মূল্য দিয়ে কেনা হয়, তা হলে সেটি শুদ্ধ হয়ে যায়।

অন্ধ-পঙ্গু-ন্যায়

(বাংলা প্রবাদ)

অন্ধ আর খোঁড়া বিষয়ক যুক্তি।

যাত্রাদলে নারদ

দ্রঃ ১। আধুনিক ভারতীয় যাত্রা বা নাটকে মহান নারদ মুনিকে ভুলবশত একজন বিদূষকের ভূমিকায় উপস্থাপিত করা হয়। সুতরাং এই প্রবাদটি সহজিয়াদের অনুকরণ কিংবা দুর্নাম রটনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে।

দ্রঃ ২। শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, (চৈঃ চঃ আদি ১০/১৩)
"পেশাদারী বাদক এবং অভিনেতাদের ভক্তিমূলক কোনও বোধ নেই। তাই যদিও তারা যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে তাদের অনুষ্ঠান সম্পাদন করে, তবুও তাতে কোন প্রাণ থাকে না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর তাদেরকেই যাত্রাদলের নারদ বলতেন। যাত্রাদলে কোন ব্যক্তি হয়তো নারদের অভিনয় করছে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে আদৌ সে নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করে না, কারণ সে ভক্ত নয়।

সাচ্ বলে তো মারে লাথ, ঝুটা জগৎ মোহয়ে

(হিন্দী প্রবাদ)

সাচ্—সত্য; বলে—বলা; তো—তা হলে; মারে—মারা; লাথ—লাথি; ঝুটা—মিথ্যা; জগৎ—জগৎ; মোহয়ে—মোহিত করে।

সত্য কথা বললে তাকে লাঠি দিয়ে পিটানো হয়, কিন্তু কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে, সবাই মোহিত হয় (এবং তাকে মনোহারী উপহার দান করে)।

গরীব মানুষ চিচিঙ্গা খায়, হাগতে গেলে ঘোড়া যায় ।

(বাংলা প্রবাদ)

গরীব মানুষ সস্তা দামের চিচিঙ্গা খায়, কিন্তু যখন মলত্যাগ করতে যায়, তখন সে ঘোড়ায় চড়ে যায়।

প্রকৃষ্ট-রূপেন (সংস্কৃত ব্যাকরণ)

প্রকৃষ্ট—খুব সুন্দরভাবে; রূপেন—রূপে।

প্রকৃষ্টরূপে।

বিঃ দ্রঃ—'প্র' উপসর্গটি গীতা ও ভাগবতের বিভিন্ন শ্লোকে দেখা যায়, যেমন—প্রণিপাতেন (গীঃ ৪/৩৪), প্রমত্তঃ (ভাঃ ৫/৫/৪), প্রব্রজিত (ভাঃ ১/১/২) এবং প্রবক্ষ্যামি (গীঃ ৯/১) ইত্যাদি।

শ্ব যদি ক্রিয়তে রাজা সঃ কিং ন সো উপর্হনম্

(অজ্ঞাত উৎস)

কোনও কুকুরকে যদি রাজা করা হয়, তার মানে কি এই যে, সে তার জুতা চাটার অভ্যাস ছেড়ে দেবে?

যস্য হি যঃ স্বভাবস্যতস্যাসো দুরতিক্রমঃ

(অজ্ঞাত উৎস)

যার যা স্বভাব, তা ত্যাগ করা খুবই কঠিন।

অথবা

আমাদের অভ্যাস হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় স্বভাব।

মৃত্যু

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্

(গীতা ১০/৩৪)

মৃত্যুঃ—মৃত্যু; সর্ব-হরঃ—সর্ব হরণকারী; চ—ও; অহম্—আমি।

আমিই হচ্ছি সর্বগ্রাসী মৃত্যু।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥

(গীতা ২/২৭)

জাতস্য—যার জন্ম হয়েছে; হি—যেহেতু; ধ্রুবঃ—নিশ্চিত; মৃত্যুঃ—মৃত্যু; ধ্রুবম্—নিশ্চিত; জন্ম—জন্ম; মৃতস্য—মৃতের; চ—এবং; তস্মাৎ—অতএব; অপরিহার্যে—অবশ্যম্ভাবী; অর্থে—বিষয়ে; ন—নয়; ত্বম্—তুমি; শোচিতুম্—শোক করা; অর্হসি—উচিত।

যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। অতএব তোমার অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করার সময় শোক করা উচিত নয়।

ভজন কর সাধন কর মরতে জানলে হয় ।

(বাংলা প্রবাদ)

সারা জীবন ধরে যে সাধন ভজন করা হয়, মৃত্যুর সময় তার পরীক্ষা হয়।

কৃষ্ণ ত্বদীয়পদপঙ্কজ-পঞ্জরান্তম্
অদ্যৈব বিশতু মে মানসরাজহংসঃ ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥

(মুকুন্দমালা-স্তোত্র)

কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ; ত্বদীয়—আপনার; পদ-পঙ্কজ—পাদপদ্মের; পঞ্জর—পিঞ্জর; অন্তম্—ভেতরে; অদ্য—আজ; এব—নিশ্চিতরূপে; বিশতু—প্রবেশ করুক; মে—আমার; মানস—আমার মনের; রাজ-হংসঃ—রাজহংস; প্রাণ-প্রয়াণ—প্রাণের প্রস্থান; সময়ে—সময়ে; কফ—কফ; বাত—দেহগত বায়ু; পিত্তৈঃ—পিত্ত; কণ্ঠ—কণ্ঠ; অবরোধন—শ্বাস অবরোধ; বিধৌ—সেই অবস্থায়; স্মরণম্—স্মরণ; কুতঃ—কি করে তা সম্ভব; তে—তোমার।

হে কৃষ্ণ! আমি প্রার্থনা করি আমার মনের রাজহংস যেন এখনই তোমার পাদপদ্মে ডুব দেয় এবং তাদের পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অন্যথায়, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়,

যখন আমার কণ্ঠ কফ, বাত ও পিত্তে অবরুদ্ধ হবে, তখন তোমাকে স্মরণ করা কি করে সম্ভব হবে?

(সম্রাট কুলশেখর)

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া ।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥

(ভাগবত ২/১/৬)

এতাবান—এই সমস্ত; সাংখ্য—জড় ও চেতন সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান; যোগাভ্যাম্—যৌগিক ক্রিয়া; স্বধর্ম—বর্ণাশ্রম-ধর্ম; পরিনিষ্ঠয়া—পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার ফলে; জন্ম—জন্ম; লাভঃ—লাভ; পরঃ—পরম; পুংসাম্—মানুষের; অন্তে—শেষ সময়ে; নারায়ণ—পরমেশ্বর ভগবান; স্মৃতিঃ—স্মরণ।

জড় ও চেতন সম্বন্ধীয় যথাযথ জ্ঞান লাভের পন্থা বা সাংখ্য জ্ঞান, যোগ অনুশীলন অথবা যথাযথভাবে বর্ণাশ্রম অনুশীলন—এই সব কয়টি পন্থারই পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তিম সময় পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

(গীতা ৮/৫)

অন্তকালে—অন্তিম সময়ে; চ—ও; মাম্—আমাকে; এব—অবশ্যই; স্মরন্—স্মরণ করে; মুক্ত্বা—ত্যাগ করে; কলেবরম্—দেহ; যঃ—যিনি; প্রয়াতি—প্রয়াণ করেন; সঃ—তিনি; মদ্ভাবম্—আমার স্বভাব; যাতি—লাভ করেন; নাস্তি—নেই; অত্র—এখানে; সংশয়ঃ—সন্দেহ।

মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

(গীঃ ৮/৬)

যম্ যম্—যেমন যেমন; বা—বা; অপি—ও; স্মরন্—স্মরণ করে; ভাবম্—ভাব; ত্যজতি—ত্যাগ করেন; অন্তে—অন্তিমকালে; কলেবরম্—দেহ; তম্ তম্—সেই সেই; এব—অবশ্যই; এতি—প্রাপ্ত হন; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; সদা—সর্বদা; তৎ—সেই; ভাব—ভাব; ভাবিতঃ—তন্ময়চিত্ত।

মৃত্যুর সময় যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।

হরিং বিনা মৃত্যুং ন তরন্তি

(অজ্ঞাত উৎস)

হরিম্—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; বিনা—কৃপা ছাড়া; মৃত্যুম্—মৃত্যুকে; ন—না; তরন্তি—অতিক্রম করতে পারে।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির কৃপা ছাড়া কেউ মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে না।

দ্রষ্টব্য ঃ কখনও কখনও 'মৃত্যুং' শব্দটির স্থলে 'সৃতিং' (জন্মান্তর) শব্দটি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও অর্থ প্রায় একই রূপ থাকছে।

কীর্তির্যস্য স জীবতি

(অজ্ঞাত উৎস)

কীর্তিঃ—সুখ্যাতি; যস্য—যাঁর; স—তিনি; জীবতি—বেঁচে থাকেন।

যিনি কোন মহান কীর্তি স্থাপন করে যান (তাঁর শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির দ্বারা), তিনিই নিত্যকাল বেঁচে থাকেন।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পুরস্তাৎ ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

(শ্বেতাঃ ৩/৮)

বেদ—জানি; অহম্—আমি; এতম্—তাঁকে; পুরুষম্—পুরুষ; মহান্তম্—পরম; আদিত্য—সূর্যের মতো; বর্ণম্—উজ্জ্বল; তমসঃ—অন্ধকার; পুরস্তাৎ—উপরে; তম—তাঁকে; এব—নিশ্চিতরূপে; বিদিত্বা—জেনে; অতিমৃত্যুম্—অমরত্ব; এতি—লাভ করে; ন—না; অন্যঃ—অন্য; পন্থা—পথ; বিদ্যতে—আছে; অয়নায়—মুক্তির জন্য।

আমি সেই পরম মহান পুরুষকে জেনেছি যিনি অন্ধকারের ঊর্ধ্বে, যিনি সূর্যের মতোই ভাস্বর। তাঁকে যিনি জানেন, কেবল তিনিই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনকে অতিক্রম করতে পারেন। এ ছাড়া মুক্তি লাভের অন্য কোন পন্থা নেই।

ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ মূঢ়মতে ।
সম্প্রাপ্তে সন্নিহিতে কালে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥

(শঙ্করাচার্য)

ভজ—শুধু ভজনা কর; গোবিন্দম্—গোবিন্দকে; ভজ—শুধু ভজনা কর; গোবিন্দম্—গোবিন্দকে; ভজ—শুধু ভজনা কর; গোবিন্দম্—গোবিন্দকে; মূঢ়-মতে—হে মূঢ়মতি; সম্প্রাপ্তে—প্রাপ্ত হলে; সন্নিহিতে—নিকটবর্তী; কালে—কালে; ন—না; হি—বাস্তবিকই; রক্ষতি—রক্ষা করে; ডুকৃঞ্-করণে—ব্যাকরণের ডুকৃঞ্ উপসর্গ ও প্রত্যয় নিরূপণ।

হে মূঢ়মতি! প্রত্যয় ও উপসর্গ বিষয়ে তোমার ব্যাকরণগত বাকচাতুরি এবং তোমার দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা মৃত্যুকাল সন্নিহিত হলে তোমাকে আদৌ রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং শুধু গোবিন্দকে ভজনা কর, গোবিন্দকে ভজনা কর, গোবিন্দকে ভজনা কর।

গায়ে গু মাখলে যমে ছাড়ে না

(বাংলা প্রবাদ)

আমার পাপকর্মের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যদি আমার সারা গায়ে মল-মূত্র লেপনও করে থাকি, যমরাজ আমাকে ছাড়বেন না।

কিংবা

কেউই কোনওভাবেই মৃত্যুকে এড়াতে পারেন না।

⚜ ⚜ ⚜

দেবতা

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥

(গীতা ৩/১২)

ইষ্টান্—বাঞ্ছিত; ভোগান্—ভোগ্যবস্তু; হি—অবশ্যই; বঃ—তোমাদের; দেবাঃ—দেবতারা; দাস্যন্তে—দান করবেন; যজ্ঞভাবিতাঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে; তৈঃ—তাঁদের দ্বারা; দত্তান্—প্রদত্ত বস্তুসকল; অপ্রদায়—নিবেদন না করে; এভ্যঃ—দেবতাদের; যঃ—যে; ভুঙ্ক্তে—ভোগ করে; স্তেনঃ—চোর; এব—অবশ্যই; সঃ—সে।

যজ্ঞের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু প্রদান করবেন। সুতরাং দেবতাদের দেওয়া বস্তু দেবতাদের নিবেদন না করে যে ভোগ করে, সে নিশ্চয়ই চোর।

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥

(ভাগবত ১২/১৩/১৬)

নিম্নগানাম্—নিম্নগামী নদীদের মধ্যে; যথা—যেমন; গঙ্গা—গঙ্গানদী; দেবানাম্—সমস্ত আরাধ্যদেবের মধ্যে; অচ্যুতঃ—অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; যথা—যেমন; বৈষ্ণবানাম্—বিষ্ণুভক্তদের মধ্যে; যথা—যেমন; শম্ভুঃ—শিব; পুরাণানাম্—পুরাণসমূহের মধ্যে; ইদম্—এই; তথা—সেই রকম।

ঠিক যেমন সমস্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠতমা, সমস্ত আরাধ্য বিগ্রহের মধ্যে অচ্যুতই পরম,

বৈষ্ণবদের মধ্যে শিবই শ্রেষ্ঠতম, তেমনি এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। (সূত গোস্বামী)

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪৫)

ক্ষীরম্—দুধ; যথা—যেমন; দধি—দই; বিকার-বিশেষ—বিশেষ রূপান্তর; যোগাৎ—সংযোগে; সঞ্জায়তে—রূপান্তরিত হয়; ন—না; হি—বাস্তবিকই; ততঃ—দুধ থেকে; পৃথক্—পৃথক; অস্তি—হয়; হেতোঃ—কারণ; যঃ—যিনি; শম্ভুতাম্—শিবের প্রকৃতি; অপি—ও; তথা—এভাবেই; সমুপৈতি—গ্রহণ করে; কার্যাৎ—বিশেষ কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে; গোবিন্দম্—গোবিন্দকে; আদি-পুরুষম্—আদিপুরুষ; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

দুগ্ধ যেরূপ বিকার বিশেষ-যোগে দধি হয়, তবুও কারণরূপ দুগ্ধ থেকে পৃথক তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্যবশতঃ 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪৮)

যস্য—যাঁর; এক—এক; নিশ্বসিত—নিশ্বাসের; কালম্—কাল; অথ—এভাবেই; অবলম্ব্য—অবলম্বন করে; জীবন্তি—জীবন ধারণ করে; লোম-বিলো-জাঃ—লোমকূপ থেকে জাত; জগৎ-অণ্ড-নাথাঃ—ব্রহ্মাণ্ডের প্রভুগণ (ব্রহ্মাগণ); বিষ্ণুঃ মহান্—পরম ঈশ্বর মহাবিষ্ণু; সঃ—সেই; ইহ—এখানে; যস্য—যাঁর; কলা-বিশেষঃ—কলা-বিশেষ; গোবিন্দম্—গোবিন্দকে; আদি-পুরুষম্—আদিপুরুষ; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

মহাবিষ্ণুর একটি নিঃশ্বাস বাহির হয়ে যে কাল পর্যন্ত অবস্থিতি করে, তাঁর লোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মাদি সেই কালমাত্র জীবিত থাকেন। সেই মহাবিষ্ণু যাঁর কলাবিশেষ অর্থাৎ অংশের অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি যদ্বদত্র।

ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪৯)

ভাস্বান্—উজ্জ্বল সূর্য; যথা—যে রকম; অশ্মশকলেষু—বিভিন্ন রকমের পাথরে; নিজেষু—তাঁর নিজের; তেজঃ—তেজ; স্বীয়ম্—তাঁর নিজের; কিয়ৎ—কিয়ৎ পরিমাণে; প্রকটয়তি—প্রকট করেন; অপি—ও; যদ্বৎ—অনুরূপভাবে; অত্র—এখানে; ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; যঃ—যিনি; এষঃ—তিনি; জগৎ-অণ্ড-বিধান-কর্তা—ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান বিধাতা; গোবিন্দম্—গোবিন্দকে; আদি-পুরুষম্—আদিপুরুষ; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

সূর্য যেরূপ সূর্যকান্তাদি মণিসমূহে নিজ তেজ কিয়ৎ পরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ বিভিন্নাংশ-স্বরূপ ব্রহ্মা যা থেকে শক্তি প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিধান করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৫২)

যৎ—যাঁর; চক্ষুঃ—চক্ষু; এষঃ—এই; সবিতা—সূর্য; সকল-গ্রহাণাম্—সকল গ্রহের; রাজা—রাজা; সমস্ত-সুর—সমস্ত দেবতাদের; মূর্তিঃ—মূর্তি; অশেষ-তেজাঃ—অশেষ তেজসম্পন্ন; যস্য—যাঁর; আজ্ঞয়া—আজ্ঞায়; ভ্রমতি—ভ্রমণ করে; সংভৃত—পূর্ণ; কাল-চক্রঃ—কালচক্র; গোবিন্দম্—গোবিন্দকে; আদিপুরুষম্—আদিপুরুষ; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

গ্রহসকলের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্তি সবিতা বা সূর্য জগতের চক্ষুস্বরূপ; তিনি যাঁর আজ্ঞায় কাল চক্রারূঢ় হয়ে ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

(গীতা ৭/২০)

কামৈঃ—কামনাসমূহের দ্বারা; তৈঃ—সেই; তৈঃ—সেই; হৃত—বিকৃত; জ্ঞানাঃ—জ্ঞান; প্রপদ্যন্তে—প্রপত্তি করে; অন্য—অন্য; দেবতাঃ—দেব-দেবীদের; তম্—সেই; তম্—সেই; নিয়মম্—নিয়ম; আস্থায়—পালন করে; প্রকৃত্যা—স্বভাবের দ্বারা; নিয়তাঃ—নিয়ন্ত্রিত হয়ে; স্বয়া—স্বীয়।

জড় কামনা-বাসনার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারা অন্য দেব-দেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে বিশেষ নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করে।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে ।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥

(গীতা ৭/২২)

সঃ—সে; তয়া—সেই; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা সহকারে; যুক্তঃ—যুক্ত হয়ে; তস্য—তাঁর; আরাধনম্—আরাধনা; ঈহতে—প্রয়াস করেন; লভতে—লাভ করেন; চ—এবং; ততঃ—যা থেকে; কামান্—কামনাসমূহ; ময়া—আমার দ্বারা; এব—কেবল; বিহিতান্—বিহিত; হি—অবশ্যই; তান্—সেই।

সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার আরাধনা করেন এবং সেই দেবতার কাছ থেকে আমারই দ্বারা বিহিত কাম্য বস্তু অবশ্যই লাভ করেন।

ধনং দেহি রূপং দেহি রূপবতীভার্যাং দেহি

(চণ্ডী)

ধনম্—ধন; দেহি—দাও; রূপম্—রূপ; দেহি—দাও; রূপবতী-ভার্যাম্—সুন্দরী স্ত্রী; দেহি—দাও।

হে পূজনীয়া দুর্গাদেবী! অনুগ্রহ করে আমাকে ধন দাও, রূপ দাও, বল, খ্যাতি, সুন্দরী স্ত্রী আদি দাও।
(যারা জড় উন্নতি কামনা করে, তারা এই মন্ত্রে দুর্গাদেবীর উপাসনা করে।)

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্ ।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥

(গীতা ৭/২৩)

অন্তবৎ—সীমিত এবং অস্থায়ী; তু—কিন্তু; ফলম্—ফল; তেষাম্—তাদের; তৎ—সেই; ভবতি—হয়; অল্পমেধসাম্—অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের; দেবান্—দেবতাগণ; দেবযজঃ—দেবোপাসকগণ; যান্তি—প্রাপ্ত হন; মৎ—আমার; ভক্তাঃ—ভক্তগণ; যান্তি—প্রাপ্ত হন; মাম্—আমাকে; অপি—অবশ্যই।

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের আরাধনা লব্ধ সেই ফল অস্থায়ী। দেবতাদের উপাসকেরা তাঁদের আরাধ্য দেবতাদের লোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু আমার ভক্তরা আমার পরম ধাম প্রাপ্ত হন।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্‌ধ্রুবম্ ॥

(পদ্ম পুরাণ, হরিভক্তি বিলাসে উদ্ধৃত ১/১১৭ এবং ১/৭৩)

যঃ—যিনি; তু—সে যা হোক; নারায়ণম্—পরম পুরুষ ভগবান, যিনি ব্রহ্মা ও শিবের প্রভু; দেবম্—ভগবান; ব্রহ্ম—প্রভু ব্রহ্মা; রুদ্র—প্রভু শিব; আদি—এবং অন্যান্যরা; দৈবতৈঃ—সেই ধরনের দেবতাগণ সহ; সমত্বেন—সমপর্যায়ে; এব—অবশ্যই; বীক্ষেত—পর্যবেক্ষণ করা; সঃ—সে ধরনের ব্যক্তি; পাষণ্ডী—পাষণ্ডী; ভবেৎ—অবশ্যই হন; ধ্রুবম্—অবশ্যই।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মা ও শিবকে ভগবান নারায়ণের সমতুল্য বলে মনে করে, সে একজন অপরাধী ও পাষণ্ডী।

অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিনু ভাই,
এই ভক্তি পরম কারণ ।

(নরোত্তম দাস ঠাকুর, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা)

হে ভাই! তোমাকে বলছি, তুমি যদি পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হতে চাও, তা হলে দেবতাদের কাছ থেকে কোনও বর পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না।

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে ।
স্বমাতরম্ পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ ॥

(স্কন্দ পুরাণ)

বাসুদেবম্—ভগবান বাসুদেবকে; পরিত্যজ্য—পরিত্যাগ করে; যঃ—যিনি; অন্যদেবম্—অন্য দেবতার; উপাসতে—উপাসনা করেন; স্বমাতরম্—নিজের মাকে; পরিত্যজ্য—পরিত্যাগ করে; শ্বপচীম্—পিশাচীকে; বন্দতে—বন্দনা করে; হি—নিশ্চিতরূপে; সঃ—তিনি।

যিনি ভগবান বাসুদেবকে পরিত্যাগ করে অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তিনি সেই ব্যক্তির মতো আচরণ করেন যে তার নিজের মাকে পরিত্যাগ করে একজন পিশাচীর আশ্রয় গ্রহণ করে।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

(গীতা ৯/২৩)

যে—যাঁরা; অপি—ও; অন্য—অন্য; দেবতা—দেবতা; ভক্তাঃ—ভক্তরা; যজন্তে—পূজা করেন; শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ—শ্রদ্ধা সহকারে; তে—তাঁরা; অপি—ও; মাম্ এব—আমাকেই; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; যজন্তি—পূজা করেন; অবিধিপূর্বকম্—অবিধিপূর্বক।

হে কৌন্তেয়! যাঁরা অন্য দেবতাদের ভক্ত এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের পূজা করেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করেন।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥

(গীতা ৯/২৫)

যান্তি—লাভ করেন; দেবব্রতাঃ—দেবতাদের উপাসক; দেবান্—দেবতাদের; পিতৃন্—পূর্বপুরুষদের; যান্তি—প্রাপ্ত হন; পিতৃব্রতাঃ—পিতৃপুরুষদের; ভূতানি—ভূত-প্রেত উপাসকগণদের; যান্তি—লাভ করেন; ভূতেজ্যাঃ—ভূত-প্রেত আদির উপাসকগণ; যান্তি—লাভ করেন; মৎ—আমার; যাজিনঃ—ভক্তগণ; অপি—কিন্তু; মাম্—আমাকে।

দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; পিতৃপুরুষদের উপাসকেরা পিতৃলোক লাভ করেন, ভূত-প্রেত আদির উপাসকেরা ভূতলোক লাভ করেন এবং আমার উপাসকেরা আমাকেই লাভ করেন।

ভক্ত ১

ভক্তসঙ্গ, ভক্তসেবা, ভক্তপূজা, ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ এবং অনুগমন

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

(শ্রীবৈষ্ণব প্রণাম)

বাঞ্ছা-কল্প-তরুভ্যঃ—যাঁরা বাঞ্ছা কল্পতরু; চ—এবং; কৃপা—কৃপার; সিন্ধুভ্যঃ—যাঁরা সমুদ্রতুল্য; এব—নিশ্চিতরূপে; চ—এবং; পতিতানাম্—পতিতদের; পাবনেভ্যঃ—পবিত্রকারী; বৈষ্ণবেভ্যঃ—বৈষ্ণবগণকে; নমঃ নমঃ—পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম।

আমি সমস্ত বৈষ্ণবগণকে পুনঃপুনঃ আমার সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করি। তাঁরা ঠিক কল্পতরুর মতো সকলের বাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন এবং তাঁরা সমস্ত পতিত জীবদের প্রতি পূর্ণরূপে দয়াশীল।

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥

(ভাগবত ৩/২৫/২০)

প্রসঙ্গম্—আসক্তি; অজরম্—প্রবল; পাশম্—বন্ধন; আত্মনঃ—আত্মার; কবয়ঃ—বিদ্বান ব্যক্তিগণ; বিদুঃ—জান; সঃ এব—সেই; সাধুষু—ভক্তদের; কৃতঃ—প্রযুক্ত; মোক্ষ-দ্বারম্—মুক্তির দ্বার; অপাবৃতম্—উন্মুক্ত।

প্রতিটি তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিই ভালভাবে জানেন যে, জড় আসক্তি আত্মার সব চাইতে বড়

বন্ধন। কিন্তু সেই আসক্তি যখন স্বরূপ-সিদ্ধ ভক্তদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়, তখন তাঁর কাছে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

(দেবহুতির প্রতি ভগবান কপিলদেব)

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্ ।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥

(ভাগবত ৫/৫/২)

মহৎ-সেবাম্—শুদ্ধ ভক্ত ও গুরুদেবের সেবা; দ্বারম্—দ্বার; আহুঃ—বলা হয়; বিমুক্তেঃ—সংসার বন্ধন মোচনের; তমঃ-দ্বারম্—সংসাররূপ নরকের দ্বার; যোষিতাম্—স্ত্রীলোক এবং ধন সম্পদের; সঙ্গি-সঙ্গম্—সঙ্গির সঙ্গ; মহান্তঃ—মহাত্মা; তে—তাঁরা; সম-চিত্তাঃ—সকলের প্রতি সমদর্শী; প্রশান্তাঃ—অত্যন্ত শান্ত; বিমন্যবঃ—ক্রোধ রহিত; সুহৃদঃ—সকলের সুহৃদ; সাধবঃ—সমস্ত সৎগুণ সমন্বিত বা যিনি অপরের দোষ দর্শন করেন না; যে—যাঁরা।

পণ্ডিতেরা শুদ্ধ ভক্ত ও গুরুদেবের সেবাকেই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার দ্বারস্বরূপ এবং স্ত্রীসঙ্গীদের সঙ্গকেই নরকের দ্বার বলেছেন। যাঁরা সাধু, তাঁরা মহাত্মা, সমচিত্ত, প্রশান্ত, অক্রোধ এবং সকলের সুহৃদ। (পুত্রদের প্রতি ভগবান ঋষভদেব)

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

(ভাগবত ২/৪/১৮)

কিরাত—প্রাচীন ভারতের একটি অঞ্চল; হূণ—জার্মানি এবং রাশিয়ার একটি অংশ; আন্ধ্র—দক্ষিণ ভারতের একটি অঞ্চল; পুলিন্দ—গ্রীক; পুল্কশা—আর একটি অঞ্চল; আভীর—প্রাচীন সিন্ধুপ্রদেশের একটি অংশ; শুম্ভাঃ—আর একটি অঞ্চল; যবনাঃ—তুর্কী; খসাদয়ঃ—মঙ্গোলিয়ার একটি অঞ্চল; যে—তারাও; অন্যে—অন্যেরা; চ—ও; পাপা—পাপকর্মে আসক্ত; যৎ—যাঁর; অপাশ্রয়-আশ্রয়াঃ—ভক্তের শরণ গ্রহণ করে; শুধ্যন্তি—তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়; তস্মৈ—তাঁকে; প্রভবিষ্ণবে—শক্তিমান শ্রীবিষ্ণুকে; নমঃ—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুল্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খস, তথা অন্যান্য সমস্ত জাতির পাপাসক্ত মানুষেরা যাঁর ভক্তদের শরণ গ্রহন করার ফলে শুদ্ধ হতে পারে, আমি সেই পরম শক্তিশালী পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

(শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥

(ভাগবত ১/২/১৬)

শুশ্রূষোঃ—ভগবৎ-কথা শ্রবণাভিলাষী; শ্রদ্দধানস্য—মনোযোগ ও সাবধানতা সহকারে; বাসুদেব—বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয়; কথা—কথা; রুচিঃ—আসক্তি; স্যাৎ—সম্ভব হয়; মহৎ-সেবয়া—ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার ফলে; বিপ্রাঃ—হে ব্রাহ্মণগণ; পুণ্য-তীর্থ—যাঁরা সব রকম পাপ থেকে মুক্ত; নিষেবণাৎ—সেবা করার মাধ্যমে।

হে ব্রাহ্মণ ঋষিগণ! সব রকমের পাপ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ভগবদ্ভক্তদের সেবা করার ফলে মহৎ-সেবা সাধিত হয়। এই ধরনের সেবার ফলে কৃষ্ণকথা শ্রবণে আসক্তির উদয় হয়। (সূত গোস্বামী)

ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পাঞাছে কেবা

(নরোত্তম দাস ঠাকুর-প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা)

যদি গুরু ও আচার্যগণের সেবা না করা হয়, তা হলে কারও পক্ষেই মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়।

তাঁদের চরণ সেবি' ভক্তসনে বাস ।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর-নাম-সংকীর্তন ৭)

যে সমস্ত ভক্তরা ষড়গোস্বামীর চরণ-কমলের সেবা করছেন, জন্মে জন্মে আমি যেন সেই সব ভক্তদের সঙ্গে বাস করতে পারি—এই আমার অভিলাষ।

এই ছয় গোসাঞি যার, মুঞি তাঁর দাস ।
তাঁ' সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর-নাম-সংকীর্তন ৬)

আমি ষড়্গোস্বামীর দাসের অনুদাস। তাঁদের পবিত্র চরণ-ধূলি আমার পাঁচ প্রকার খাদ্য।

শুদ্ধভকত- চরণ-রেণু,
ভজন-অনুকূল ।
ভকত-সেবা, পরম-সিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল ॥

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-শুদ্ধ-ভকত ১, শরণাগতি)

শুদ্ধ ভক্তদের চরণের ধূলি ভজনের অনুকূল। আর ভক্তের সেবাই হচ্ছে কচি প্রেম-লতার মূল এবং পরম সিদ্ধি।

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

(পদ্ম পুরাণ)

আরাধনানাম্—বিবিধ উপাসনার মধ্যে; সর্বেষাম্—সমস্ত; বিষ্ণোঃ—শ্রীবিষ্ণুর; আরাধনম্—উপাসনা; পরম্—সর্বশ্রেষ্ঠ; তস্মাৎ—তার থেকে; পরতরম্—শ্রেয়; দেবি—হে দেবী; তদীয়ানাম্—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভক্তদের; সমর্চনম্—অধিক অনুরাগযুক্ত পূজা।

মহাদেব পার্বতীকে বললেন, "হে দেবি! অন্যান্য দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বিষ্ণুর আরাধনা থেকেও তাঁর ভক্তের পূজা করা শ্রেষ্ঠ।"

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা

(ভাগবত ১১/১৯/২১)

মৎ—আমার; ভক্ত—ভক্তদের; পূজা—পূজা; অভ্যধিকা—অধিক মাহাত্ম্য-পূর্ণ।

আমার ভক্তের পূজা (আমার পূজার থেকেও) অধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ ।
মদ্ভক্তানাং চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমাঃ মতাঃ ॥

(আদি পুরাণ)

যে—যারা; মে—আমার; ভক্তজনাঃ—ভক্ত; পার্থ—হে পার্থ; ন—না; মে—আমার; ভক্তঃ—ভক্ত; চ—এবং; তে—তারা; জনাঃ—মানুষেরা; মদ্ভক্তানাম্—আমার ভক্তদের; চ—এবং; যে—যারা; ভক্তাঃ—ভক্ত; তে—তারা; মে—আমার; ভক্ততমাঃ—সর্বোত্তম ভক্ত; মতাঃ—আমি মনে করি।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, "হে পার্থ! যারা কেবল আমারই ভক্ত, তারা বস্তুত আমার ভক্ত নয়। কিন্তু যারা আমার ভক্তের ভক্ত তাদেরই উত্তম ভক্ত বলে জানবে।"

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা ।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈ-
র্বিনামহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥

(ভাগবত ৫/১২/১২)

রহূগণ—হে মহারাজ রহূগণ; এতৎ—এই জ্ঞান; তপসা—কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা; ন যাতি—লাভ করা যায় না; ন—না; চ—ও; ইজ্যয়া—সাড়ম্বরে পূজা করার মাধ্যমে; নির্বপণাৎ—সন্ন্যাস-আশ্রমের মাধ্যমে; গৃহাৎ—গৃহস্থ-আশ্রম পালন করার মাধ্যমে; বা—অথবা; ন ছন্দসা—বেদ পাঠ দ্বারাও নয়; ন—না; এব—অবশ্যই; জল-অগ্নি-সূর্যৈঃ—জল, অগ্নি ও সূর্যদেবের পূজার দ্বারা; বিনা—ব্যতীত; মহৎ-পাদ-রজঃ—মহাত্মার শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা; অভিষেকম্—অভিষেক।

হে মহারাজ রহূগণ! মহাজনের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণার দ্বারা অভিষিক্ত না হলে তপস্যার দ্বারা, বৈদিক অর্চনাদির দ্বারা, সন্ন্যাস পালন দ্বারা, গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন দ্বারা, বেদপাঠ দ্বারা অথবা জল-অগ্নি-সূর্যের পূজার দ্বারা কখনই ভগবদ্ভক্তি লব্ধ হয় না।

(জড় ভরত)

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

(ভাগবত ৭/৫/৩২)

ন—না; এষাম্—গৃহব্রতদের; মতিঃ—প্রবৃত্তি; তাবৎ—ততক্ষণ পর্যন্ত; উরুক্রম-অঙ্ঘ্রিম্—অসাধারণ কার্য সম্পাদনে সক্ষম পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; স্পৃশতি—স্পর্শ করে; অনর্থ—অনর্থ; অপগমঃ—বিনাশ; যৎ—যার; অর্থঃ—অর্থ; মহীয়সাম্—মহান ভগবদ্ভক্তদের; পাদ-রজঃ—শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণার দ্বারা; অভিষেকম্—অভিষেক; নিষ্কিঞ্চনানাম্—সম্পূর্ণরূপে জড় আসক্তি থেকে মুক্ত; ন বৃণীত—গ্রহণ করতে পারে না; যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত।

মানুষের মতি যতক্ষণ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা অভিসিক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা অনর্থ নাশক কৃষ্ণ-পাদপদ্ম স্পর্শ করতে পারে না।

(প্রহ্লাদ মহারাজ)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

(ভাগবত ৩/২৫/২৫)

সতাম্—ভগবদ্ভক্তদের; প্রসঙ্গাৎ—ঘনিষ্ঠ সঙ্গের প্রভাবে; মম—আমার; বীর্য—অদ্ভুত কার্যকলাপ; সংবিদঃ—আলোচনার ফলে; ভবন্তি—হয়; হৃৎ—হৃদয়ের; কর্ণ—কর্ণের; রস-আয়নাঃ—তৃপ্তিজনক; কথাঃ—কথা; তৎ-জোষণাৎ—সেই কথার আস্বাদন থেকে; আশু—শীঘ্র; অপবর্গ—অপবর্গের বা মুক্তির; বর্ত্মনি—মার্গে; শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা; রতিঃ—অনুরাগ; ভক্তিঃ—প্রেমভক্তি; অনুক্রমিষ্যতি—ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়।

পারমার্থিক মহিমামণ্ডিত ভগবানের কথা ভক্তসঙ্গেই কেবল যথাযথভাবে আলোচনা করা

যায় এবং সেই কথা শ্রবণে হৃদয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়। ভক্তসঙ্গে সেই বাণী প্রীতিপূর্বক শ্রবণ করতে করতে শীঘ্র মুক্তির বর্ত্মস্বরূপ আমার প্রতি প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি এবং অবশেষে প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উদিত হয়। (দেবহূতির প্রতি ভগবান কপিলদেব)

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥

(ভাগবত ১/১৮/১৩)

তুলয়াম—তুলা; লবেন—অতি অল্পক্ষণ; অপি—এমন কি; ন—না; স্বর্গম্—স্বর্গ; ন—না; অপুনঃ-ভবম্—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি; ভগবৎ-সঙ্গি-সঙ্গস্য—ভগবৎ সঙ্গীর সঙ্গ প্রভাবে; মর্ত্যানাম্—মরণশীল ব্যক্তিদের; কিম্-উত—কি বলার আছে; আশিষঃ—আশীর্বাদ।

ভগবৎ সঙ্গীর নিমেষ মাত্র সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তার সঙ্গে স্বর্গসুখ ভোগের বা মুক্তি লাভের কিছুমাত্র তুলনা করা যায় না, তখন মরণশীল মানুষের জাগতিক সমৃদ্ধির কথা আর কি বলার আছে।

(সূত গোস্বামীর প্রতি মুনি-ঋষিরা)

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয় ।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৫৪)

সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ যদি মুহূর্তের জন্যও লাভ করা যায়, তা হলেই সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।

(সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)

স্বজাতি আশয়া স্নিগ্ধা
সাধুসঙ্গ সতোবরে

(অজ্ঞাত উৎস)

স্বজাতি—একই প্রকৃতির; আশয়া—প্রবণতা; স্নিগ্ধা—স্নিগ্ধ; সাধু-সঙ্গ—সাধু-সঙ্গ; সতো—পারমার্থিক উপলব্ধিতে উন্নত সৎব্যক্তি; বরে—বরিষ্ঠ।

স্নিগ্ধ, উৎকৃষ্ট, পারমার্থিক পথে উন্নত এবং একই প্রবণতা বিশিষ্ট ভক্তের সঙ্গ করা উচিত।

কিংবা

পারস্পরিক আগ্রহ এবং উপলব্ধি বিনিময়কারী ব্যক্তিদের মধ্যেই বন্ধুত্বকে দৃঢ়বদ্ধ করা উচিত।

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ ।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

(মহাভারত, বনপর্ব ৩১৩/১১৭)

তর্কঃ—শুষ্ক তর্ক; অপ্রতিষ্ঠঃ—প্রতিষ্ঠিত হয় না; শ্রুতয়ঃ—বেদ; বিভিন্নাঃ—ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; ন—না; অসৌ—ওই; ঋষিঃ—ঋষি; যস্য—যাঁর; মতম্—মত; ন—না; ভিন্নম্—ভিন্ন; ধর্মস্য—ধর্মের; তত্ত্বম্—তত্ত্ব; নিহিতম্—লুক্কায়িত; গুহায়াম্—সাধারণ লোকের দৃষ্টির অগোচর শুদ্ধ ভক্তের হৃদয় গহ্বরে; মহা-জনঃ—পূর্বতন ভগবদ্ভক্ত মহাজন; যেন—সেই পথে; গতঃ—আচরণ করেছেন; সঃ—তা; পন্থাঃ—শুদ্ধ মার্গ।

তর্কের দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পক্ষান্তরে, তার ফলে শ্রুতিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় এবং যাঁর মত ভিন্ন নয়, তিনি ঋষি হতে পারেন না। তাই ধর্মতত্ত্ব গূঢ়রূপে আচ্ছাদিত হয়ে আছে; অর্থাৎ শাস্ত্র আদি পাঠ করে ধর্মতত্ত্ব পাওয়া কঠিন। সুতরাং, যাঁকে মহাজন বলে সাধুরা স্থির করেছেন, তিনি যে পন্থাকে শাস্ত্রপন্থা বলেছেন, সেই পথেই সকলের অনুগমন করা উচিত। (যুধিষ্ঠির মহারাজ)

ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্ ।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যং অনিত্যতাম্ ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

ত্যজ—ত্যাগ কর; দুর্জন-সংসর্গম্—দুর্জনের সংসর্গ; ভজ—ভজনা কর; সাধু-সমাগমম্—সাধুসঙ্গ; কুরু—কর; পুণ্যম্—পুণ্যকাজ; অহঃ-রাত্রম্—দিন-রাত; স্মর—স্মরণ কর; নিত্যম্—নিত্যকাল; অনিত্যতাম্—(এই জড় জগতের) ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি।

দুর্জনসঙ্গ ত্যাগ কর। সাধুসঙ্গে ভজনা কর। দিন-রাত ধরে শুধু পুণ্য অনুষ্ঠান কর। সব সময় স্মরণে রাখ যে, এই জড় জগৎ ক্ষণস্থায়ী।

দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্ ।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

দুর্জনঃ—দুর্জন; পরিহর্তব্যঃ—পরিহার করা কর্তব্য; বিদ্যয়া—বিদ্যার দ্বারা; অলঙ্কৃতঃ—অলঙ্কৃত; অপি—যদিও; সন্—হয়ে; মণিনা—মণির দ্বারা; ভূষিতঃ—ভূষিত; সর্পঃ—সাপ; কিম্ অসৌ—হয় কি; ন—না; ভয়ঙ্করঃ—ভয়ঙ্কর।

বিদ্যার দ্বারা অলঙ্কৃত হলেও দুর্জন ব্যক্তিকে পরিহার করা কর্তব্য। সে ঠিক একটি মণিভূষিত বিষাক্ত সর্পের মতো। সেই রকম সাপ কি ভয়ঙ্কর নয়?

অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার ।
'স্ত্রীসঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৮৭)

বৈষ্ণবকে সর্বদাই অসৎসঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। স্ত্রীর প্রতি আসক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিহীন ব্যক্তিরাই অসাধু। এই অসৎসঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণব আচার।

(সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥

(শ্রীরূপ প্রণাম)

শ্রীচৈতন্য—শ্রীচৈতন্যদেবের; মনঃ—মনের; অভীষ্টম্—অভীষ্ট; স্থাপিতম্—স্থাপিত; যেন—যাঁর দ্বারা; ভূতলে—পৃথিবীতে; স্বয়ম্—স্বয়ং; রূপঃ—শ্রীল রূপ গোস্বামী; কদা—কখন; মহ্যম্—আমাকে; দদাতি—দান করবেন; স্ব—তাঁর নিজের; পদ—চরণ; অন্তিকম্—প্রান্ত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনের অভীষ্ট এই ভূতলে যিনি স্থাপিত করেছেন, সেই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ কখন আমাকে তাঁর শ্রীচরণ প্রান্তে আশ্রয় প্রদান করবেন?

রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি ।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপীরিতি ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর-লালসাময়ী প্রার্থনা ৪)

শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রমুখ ষড় গোস্বামী রচিত গ্রন্থাবলী অনুশীলনে কবে আমার আকুলতা আসবে? তাঁদের উপদেশ অনুসরণ করে কবে আমি রাধা-কৃষ্ণের যুগলপ্রেমের তত্ত্ব যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারব?

ভক্ত ২

(ক) গুরুপদাশ্রয়... ... ...
(খ) ... ...সাধুবর্ত্মানুবর্তনম্
(গ) সদ্ধর্মপৃচ্ছা... ... ...

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/৭৪-৭৫)

গুরুপদ—শ্রীগুরু-চরণপদ্ম; আশ্রয়—আশ্রয়; সাধু—সাধু ব্যক্তি; বর্ত্ম—পথ; অনুবর্তনম্—তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে; সৎ—প্রকৃত; ধর্ম—ধর্ম; পৃচ্ছা—অনুসন্ধান করা উচিত।

ক) শ্রীগুরুর চরণপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।
খ) সাধুদের প্রদর্শিত পথে অনুগমন করা উচিত।
গ) প্রকৃত ধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত।

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্

(গীতা ১১/৩৩)

নিমিত্ত-মাত্রম্—নিমিত্ত মাত্র; ভব—হও; সব্যসাচিন্—হে সব্যসাচী।

হে সব্যসাচী! এই যুদ্ধে তুমি শুধু নিমিত্ত মাত্র হও।

দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি ।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥

(শ্রীউপদেশামৃত ৪)

দদাতি—দান করেন; প্রতিগৃহ্নাতি—দান গ্রহণ করেন; গুহ্যম্—গোপনীয়; আখ্যাতি—ব্যাখ্যা করেন; পৃচ্ছতি—প্রশ্ন করেন; ভুঙ্‌ক্তে—ভোজন করেন; ভোজয়তে—ভোজন করান; চ—ও; এব—নিশ্চিতরূপে; ষট্-বিধম্—ছয় প্রকার; প্রীতি—প্রীতি; লক্ষণম্—লক্ষণ।

ভগবদ্ভক্তকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্বক দান, তাঁর নিকট থেকে কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহণ, নিজের মনের কথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা এবং তাঁর নিকট থেকে ভজন বিষয়ক গুহ্য তথ্যাদি জিজ্ঞাসা করা, ভক্ত প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্বক প্রসাদ ভোজন করানো—ভক্তসঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের এই ছয়টি প্রধান লক্ষণ।

যৎ পাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥

(ভাগবত ৪/২২/৩৯)

যৎ—যাঁর; পাদ—চরণ; পঙ্কজ—পদ্ম; পলাশ—পাপড়ি বা চরণের আঙুলি; বিলাস—আনন্দ উপভোগ; ভক্ত্যা—ভক্তিমূলক সেবার দ্বারা; কর্ম—সকাম কর্ম; আশয়ম্—কামনা; গ্রথিতম্—গ্রন্থি; উদ্‌গ্রথয়ন্তি—নির্মূল করে; সন্তঃ—ভক্তগণ; তৎ—তা; বৎ—মতো; ন—কখনই না; রিক্ত-মতয়ঃ—রিক্তমতি, ভক্তিবিহীন ব্যক্তিরা; যতয়ঃ—ক্রম বর্ধমান প্রযত্ন করেও; অপি—যদিও; রুদ্ধ—রুদ্ধ; স্রোতঃ-গণাঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের স্রোতসমূহ; তম্—তাঁকে; অরণম্—শরণ গ্রহণের উপযুক্ত; ভজ—ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হোন; বাসুদেবম—বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।

ভক্তরা যাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের পাপড়িস্বরূপ অঙ্গুষ্ঠির সেবায় সব সময় নিযুক্ত আছেন, তাঁরা খুব সহজেই সকাম কর্মের বন্ধনকে অতিক্রম করতে পারেন। কিন্তু রিক্তমতি অভক্ত জ্ঞানী এবং যোগীরা যদিও তাঁদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের স্রোতসমূহকে রোধ করতে যত্নশীল, তবুও তাঁরা তা করতে অক্ষম। সুতরাং বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হোন।

(পৃথু মহারাজের প্রতি সনৎকুমার)

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

যদি চিন্ময় জগতে প্রবেশ করতে চাও, তা হলে অনাচার ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণের সংসারে থাকার অভ্যাস কর।

অথবা

যদি কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশ করতে চাও, তা হলে তোমার সব অনাচার ত্যাগ কর।

নির্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধান

(অজ্ঞাত উৎস)

নির্বেদ—বিরাগী; ব্রহ্ম—ব্রহ্মজ্ঞান; অনুসন্ধান—অনুসন্ধান।

নিরাকার ব্রহ্ম অনুসন্ধানে আগ্রহী হওয়া উচিত নয়।

অথবা

শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া শুদ্ধ ভক্তির অন্য কোন বাঞ্ছা নেই। শুদ্ধ ভক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের বাঞ্ছা থেকেও মুক্ত কিংবা শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা নিরাকার ব্রহ্মে বিলীন হওয়ার বাসনা থেকে মুক্ত।

বরং একো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতৈরপি ।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারা গণৈরপি ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

বরম্—উৎকৃষ্টতর; একঃ—একজন; গুণী—গুণী; পুত্রঃ—পুত্র; ন—না; চ—এবং; মূর্খ-শতৈঃ—শত শত মূর্খ; অপি—এমন কি; একঃ—একটি; চন্দ্রঃ—চাঁদ; তমঃ—অন্ধকার; হন্তি—দূর করে; ন—না; চ—এবং; তারা-গণৈঃ—অসংখ্য তারাগণ; অপি—ও।

শত শত মূর্খ সন্তান লাভ করার থেকে এক জন গুণী পুত্র লাভ করা ভাল। কারণ অসংখ্য তারা অন্ধকার দূর করতে পারে না, কিন্তু একটি মাত্র চাঁদ ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকার দূর করে।

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

(ভাগবত ৩/২৯/১৩)

সালোক্য—ভগবৎ-ধামে অবস্থান করা; সার্ষ্টি—ভগবানের মতো ঐশ্বর্য লাভ করা; সামীপ্য—ভগবানের সঙ্গ লাভ করা; সারূপ্য—ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত হওয়া; একত্বম্—ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া; অপি—ও; উত—এমন কি; দীয়মানম্—দেওয়া হলেও; ন—না; গৃহ্ণন্তি—গ্রহণ করেন; বিনা—ব্যতীত; মৎ-সেবনম্—আমার সেবা পরায়ণ; জনাঃ—ভক্তবৃন্দ।

আমার ভক্তদের সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য মুক্তি দান করা হলেও তাঁরা তা গ্রহণ করেন না, কেন না আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাঁদের আর কোন বাসনা নেই।

সবুরে মেওয়া ফলে

(বাংলা প্রবাদ)

যদি সুস্বাদু মেওয়া ফল ফলাতে চাও, তা হলে ধৈর্য ধরতে হবে। মূল্যবান ফলমূল ফলতে অনেক সময় লাগে (সুতরাং তাড়াহুড়া করা উচিত নয়)।

কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্

(ভাগবত ২/২/৫)

কস্মাৎ—তা হলে কিসের জন্য; ভজন্তি—তোষামোদ করেন; কবয়ঃ—বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ; ধন—ধন; দুর্মদ-অন্ধান্—অহঙ্কারে অন্ধ।

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কিসের জন্য সেই সব ব্যক্তিদের তোষামোদ করেন, যারা কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত ধনের অহঙ্কারে অন্ধ?

বিঃ দ্রঃ—শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, পিতা যেমন পুত্রকে লালন পালন করে আনন্দ পান, ভগবানও তাঁর ভক্তদের রক্ষণাবেক্ষণ করে আনন্দ পান। তাই ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

গৌর আমার, যে সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে ।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি ভকত-সঙ্গে ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শুদ্ধ-ভক্ত ৩)

আমার প্রিয় গৌরাঙ্গ যে সব স্থানে ভ্রমণ করে বিভিন্ন লীলাবিলাস করেছেন, আমিও সেই সব স্থানে প্রণয়ী ভক্তদের সঙ্গে ভ্রমণে অভিলাষী।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

(ভাগবত ১০/১৪/৮)

তৎ—সুতরাং; তে—আপনার; অনুকম্পাম্—কৃপা; সু-সমীক্ষমাণঃ—আশা করে; ভুঞ্জানঃ—ভোগ করে; এব—অবশ্যই; আত্ম-কৃতম্—স্বীয় কর্ম; বিপাকম্—কর্মফল; হৃৎ—হৃদয়; বাক্—বাক্য; বপুর্ভিঃ—দেহ; বিদধৎ—অর্পণ করে; নমঃ—প্রণতি; তে—আপনাকে; জীবেত—জীবন যাপন করেন; যঃ—যে কেউ; মুক্তি-পদে—ভগবদ্ভক্তিতে; সঃ—তিনি; দায়-ভাক্—যোগ্য পাত্র।

যিনি আপনার কৃপা লাভের আশায় সকর্মের মন্দ ফল ভোগ করতে করতে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা আপনার প্রতি ভক্তি বিধান করে জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তিনি আপনার ঐকান্তিকী শুদ্ধ ভক্ত হবার উপযুক্ত প্রার্থী।

(ব্রহ্মা)

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম
সর্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ ।

(নরোত্তম দাস ঠাকুর, প্রার্থনা)

পরিশ্রম করে তীর্থভ্রমণ কেবল মনের ভ্রম মাত্র, কেন না পারমার্থিক প্রগতির জন্য গোবিন্দচরণকে আশ্রয় করলেই সর্বসিদ্ধি লাভ হবে।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

(গীতা ২/১৪)

মাত্রা—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; স্পর্শাঃ—অনুভূতি; তু—কেবল; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; শীত—শীত; উষ্ণ—গ্রীষ্ম; সুখ—সুখ; দুঃখদাঃ—দুঃখদায়ক; আগম—আসে; অপায়িনঃ—চলে যায়; অনিত্যাঃ—অস্থায়ী; তান্—সেগুলিকে; তিতিক্ষস্ব—সহ্য করার চেষ্টা কর; ভারত—হে ভারত।

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ ও দুঃখের অনুভব হয়। সেগুলি ঠিক যেন শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুল-প্রদীপ! সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥

(গীতা ২/১৫)

যম্—যে; হি—অবশ্যই; ন—না; ব্যথয়ন্তি—বিচলিত হন; এতে—এই সমস্ত; পুরুষম্—ব্যক্তিকে; পুরুষ-ঋষভ—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ; সম—অপরিবর্তিত; দুঃখ—দুঃখ; সুখম্—সুখ; ধীরম্—সহিষ্ণু; সঃ—তিনি; অমৃতত্বায়—মুক্তি লাভের; কল্পতে—যোগ্য।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ (অর্জুন)! যে জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ, শীত ও উষ্ণ আদি দ্বন্দ্বে বিচলিত হন না, তিনিই মুক্তি লাভের প্রকৃত অধিকারী।

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো ।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥

(ভাগবত ১/৮/২৫)

বিপদঃ—সঙ্কট; সন্তু—উপস্থিত হোক; তাঃ—সমস্ত; শশ্বৎ—বারে বারে; তত্র—সেখানে; তত্র—এবং সেখানে; জগৎ-গুরো—হে জগদীশ্বর; ভবতঃ—তোমার; দর্শনম্—সাক্ষাৎকার; যৎ—যা; স্যাৎ—হয়; অপুনঃ—পুনরায় হয় না; ভব-দর্শনম্—জন্ম-মৃত্যুর দর্শন।

হে জগদীশ্বর! আমি কামনা করি যেন সেই সমস্ত সঙ্কট বারে বারে উপস্থিত হয়, যাতে বারে বারে আমরা তোমাকে দর্শন করতে পারি। কারণ, তোমাকে দর্শন করলেই আমাদের আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হবে না বা এই সংসার চক্র দর্শন করতে হবে না।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীদেবী)

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥

(গীতা ৬/২২)

যম্—যা; লব্ধা—অর্জনের মাধ্যমে; চ—ও; অপরম্—অন্য কিছু; লাভম্—লাভ; মন্যতে—মনে হয়; ন—না; অধিকম্—অধিক; ততঃ—তার চেয়েও; যস্মিন্—যাতে; স্থিতঃ—অবস্থিত হলে; ন—না; দুঃখেন—দুঃখের দ্বারা; গুরুণা অপি—যদিও খুব কঠিন; বিচাল্যতে—বিচলিত হয়।

পারমার্থিক চেতনায় অবস্থিত হলে যোগী আর আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান থেকে বিচলিত হন না এবং তখন আর অন্য কোন কিছু লাভই এর থেকে অধিক বলে মনে হয় না।

নারীস্তনা ভারং নাভিদেশং
দৃষ্ট্বা মা গা মোহ বেশ্যাম্ ।
এতাং মাংস বাসাদি বিকারা
মনসি বিচিন্তায় ভারং ভারম্ ॥

(শঙ্করাচার্য)

নারী—নারী; স্তন—স্তন; ভারম্—ভার; নাভি-দেশম্—নাভিদেশ; দৃষ্ট্বা—দেখে; মা গা—যেয়ো না; মোহ—মোহ; বেশ্যাম্—সেই রকম নারীর দ্বারা; এতাম্—এগুলি; মাংস—মাংস; বাসঃ—পোশাক; আদি—ইত্যাদি; বিকারা—রূপান্তর; মনসি—মনে মনে; বিচিন্তয়—চিন্তা করা উচিত; ভারম্—গুরুত্ব সহকারে; ভারম্—খুব গুরুত্ব সহকারে।

নারীর স্তনভার ও সরু নাভিদেশের তথাকথিত সৌন্দর্য দর্শন করে মোহগ্রস্ত বা উত্তেজিত হয়ো না। কারণ, এই আকর্ষণীয় অঙ্গগুলি শুধু চর্বি, মাংস আদি জঘন্য বস্তুর সমন্বয় মাত্র। এই কথা মনে মনে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করা উচিত।

দিল্লীকা লাড্ডু যো খায়া ও পস্তায়া
যো নেহি খায়া ওভি পস্তায়া

(হিন্দি প্রবাদ)

দিল্লীর লাড্ডু যিনি খেয়েছেন তিনি ঠকেছেন, যিনি খাননি তিনিও ঠকেছেন।

বিঃ দ্রঃ—শ্রীল প্রভুপাদ বিবাহ ও যৌন জীবনকে 'অনুশোচনার লাড্ডু' নামে অভিহিত করেছেন।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥

(ভাগবত ৯/১৯/১৭)

মাত্রা—মায়ের সঙ্গে; স্বস্রা—ভগিনীর সঙ্গে; দুহিত্রা—কন্যার সঙ্গে; বা—অথবা; ন—নয়; অবিবিক্ত-আসনঃ—এক আসনে উপবেশন করা; ভবেৎ—উচিত; বলবান্—অত্যন্ত বলশালী; ইন্দ্রিয়-গ্রামঃ—ইন্দ্রিয়সমূহ; বিদ্বাংসম্—অত্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তি; অপি—এমন কি; কর্ষতি—আকর্ষণ করে।

মায়ের সঙ্গে, বোনের সঙ্গে এবং কন্যার সঙ্গে নির্জন স্থানে উপবেশন করা উচিত নয়, কেন না বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান ব্যক্তিরও মন আকর্ষণ করতে পারে।

(দেবযানির প্রতি মহারাজ যযাতি)

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্ ।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥

(গীতা ৭/১১)

বলম্—বল; বলবতাম্—বলবানের; চ—এবং; অহম্—আমি; কাম—কাম; রাগ—আসক্তি; বিবর্জিতম্—বিহীন; ধর্মাবিরুদ্ধঃ—ধর্মের অবিরোধী; ভূতেষু—সমস্ত জীবের মধ্যে; কামঃ—কাম; অস্মি—হই; ভরতর্ষভ—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ।

হে ভরতর্ষভ! আমি বলবানের কাম ও রাগ বিবর্জিত বল এবং ধর্মের অবিরোধী কামরূপে আমি প্রাণীগণের মধ্যে বিরাজমান।

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাং চ যুবতৌ যথা ।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্ মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥

(বিষ্ণু পুরাণ ১/২০/১৯)

যুবতীনাম্—যুবতী; যথা—যেমন; যূনি—যুবক; যূনাম্—যুবক; চ—এবং; যুবতৌ—যুবতী; যথা—যেমন; মনঃ—মন; অভিরমতে—আনন্দিত হয়; তদ্বৎ—সেই রকম; মনঃ—মন; মে—আমার; রমতাম্—আনন্দিত হয়; ত্বয়ি—তোমাতে।

যুবকদের দর্শনে যুবতীদের মন যেমন উৎফুল্ল হয় এবং যুবতীদের দর্শনে যুবকেরা যেমন উৎফুল্ল হয়, হে কৃষ্ণ! আমার মনও যেন শুধু তোমাতেই সেই রকম আনন্দ লাভ করে।

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি ॥

(ভাগবত ৫/৫/৮)

পুংসঃ—পুরুষের; স্ত্রিয়াঃ—স্ত্রীর; মিথুনী-ভাবম্—মৈথুন আকর্ষণ; এতম্—এই; তয়োঃ—তাদের উভয়ের; মিথঃ—পরস্পরের; হৃদয়-গ্রন্থিম্—হৃদয়গ্রন্থি; আহুঃ—বলা হয়; অতঃ—তারপর; গৃহ—গৃহের দ্বারা; ক্ষেত্র—ক্ষেত্র; সুত—সন্তান; আপ্ত—আত্মীয়স্বজন; বিত্তৈঃ—(এবং) সম্পদের দ্বারা; জনস্য—জীবের; মোহঃ—মোহ; অয়ম্—এই; অহম্—আমি; মম—আমার; ইতি—এভাবেই।

স্ত্রী ও পুরুষের প্রতি আকর্ষণ জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি। এই ভ্রান্ত আসক্তিই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থি-স্বরূপ এবং তার ফলেই জীবের দেহ, গৃহ, সম্পত্তি, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও ধন-সম্পদ আদিতে "আমি ও আমার" বুদ্ধিরূপ মোহ উৎপন্ন হয়।

(পুত্রদের প্রতি ভগবান ঋষভদেব)

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্ ।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥

(ভাগবত ৭/৯/৪৫)

যৎ—যা (জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নিমিত্ত); মৈথুনাদি—যৌনবিষয়ক কথা, যৌন সাহিত্য পাঠ কিংবা যৌনভোগ (গৃহে বা গৃহের বাইরে, যেমন ক্লাবে); গৃহমেধি-সুখম্—বন্ধুত্ব, সমাজ ও পরিবারের প্রতি আসক্তি ভিত্তিক যে সব সুখ; হি—বাস্তবিকই; তুচ্ছম্—তুচ্ছ; কণ্ডূয়নেন—চুলকানির দ্বারা; করয়োঃ—দুই হাতের (চুলকানি থেকে মুক্ত হতে); ইব—

মতো; দুঃখ-দুঃখম্—নানা রকমের দুঃখ (যে সব দুঃখ চুলকানি তুল্য ইন্দ্রিয়ভোগের পরে পাওয়া যায়); তৃপ্যন্তি—তৃপ্ত হয়; ন—কখনই না; ইহ—জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে; কৃপণাঃ—কৃপণ মূর্খগণ; বহু-দুঃখ-ভাজঃ—বহু রকমের জড় দুঃখজনক; কণ্ডূতিবৎ—চুলকানির মতো; মনসিজম্—যা শুধু মানসিক জল্পনা-কল্পনা (আসলে সুখ নেই); বিষহেত—এবং সহ্য করেন (সেই রকম চুলকানি); ধীরঃ—ধীর ব্যক্তি।

চুলকানি কমানোর উদ্দেশ্যে দুহাতের ঘর্ষণের সঙ্গে যৌনজীবনের তুলনা করা হয়। গৃহমেধি বা তথাকথিত গৃহস্থদের কোন পারমার্থিক জ্ঞান নেই। তাই তারা মনে করে যে, এই চুলকানিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের স্তর, যদিও বাস্তবে তা শুধু দুঃখেরই উৎস। ব্রাহ্মণদের বিপরীতধর্মী কৃপণগণ পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করেও কখনও তৃপ্ত হয় না। কিন্তু যাঁরা ধীর এবং যাঁরা এই চুলকানি সহ্য করেন, তাঁদেরকে কখনও গণ্ডমূর্খদের প্রাপ্য দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয় না। (ভগবান নৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজ)

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শমেন চ দমেন চ ।
ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা ॥

(ভাগবত ৬/১/১৩)

তপসা—তপস্যার দ্বারা বা স্বেচ্ছায় জড় ভোগ ত্যাগের দ্বারা; ব্রহ্মচর্যেণ—ব্রহ্মচর্যের দ্বারা (প্রথম তপস্যা); শমেন—মন সংযমের দ্বারা; চ—এবং; দমেন—ইন্দ্রিয়সমূহকে পূর্ণরূপে সংযত করার দ্বারা; চ—ও; ত্যাগেন—মহৎ উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় দান করার দ্বারা; সত্য—সত্যের দ্বারা; শৌচাভ্যাম্—বাইরে এবং অন্তরে শুচি থাকার নিয়ম অনুসরণ করে; যমেন—অভিশাপ ও হিংসা বর্জনের দ্বারা; নিয়মেন—নিয়মিত ভগবানের পবিত্র নাম জপের দ্বারা; বা—এবং।

মনকে সংযত করতে হলে অবশ্যই ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে এবং পতিত হওয়া চলবে না। স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয়ভোগ ত্যাগরূপ তপস্যা বরণ করতে হবে। এভাবেই মন ও ইন্দ্রিয়কে অবশ্যই সংযত করতে হবে। দান করতে হবে, সত্যনিষ্ঠ হতে হবে, নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং নিয়মিতভাবে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন এবং জপ করতে হবে।

(শুকদেব গোস্বামী)

দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীল প্রভুপাদ একেই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত বলে বর্ণনা করেছেন, (*প্রায়শ্চিত্তম্ বিমর্শনম্*, ভাঃ ৬/১/১১) যা এই যুগে সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মহাপ্রভু 'সংক্ষিপ্ত উপায়' দান করলেন—*হরের্নাম হরের্নাম* ইত্যাদি।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥

(গীতা ৬/৫)

উদ্ধরেৎ—উদ্ধার করা কর্তব্য; আত্মনা—মনের দ্বারা; আত্মানম্—জীবাত্মাকে; ন—না; আত্মানম্—আত্মাকে; অবসাদয়েৎ—অধঃপতিত করা; আত্মা—মন; এব—অবশ্যই; হি—

যথার্থই; আত্মনঃ—জীবাত্মার; বন্ধুঃ—বন্ধু; আত্মা—মন; এব—অবশ্যই; রিপুঃ—শত্রু; আত্মনঃ—জীবাত্মার।

মানুষের কর্তব্য তার মনের দ্বারা নিজেকে জড় জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করা, মনের দ্বারা আত্মাকে অধঃপতিত করা কখনই উচিত নয়। মন জীবের অবস্থা ভেদে বন্ধু ও শত্রু হয়ে থাকে।

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥

(গীতা ৬/২৬)

যতঃ যতঃ—যে যে বিষয়ে; নিশ্চলতি—অত্যন্ত বিচলিত হয়; মনঃ—মন; চঞ্চলম্—চঞ্চল; অস্থিরম্—অস্থির; ততঃ ততঃ—সেই সেই বিষয় থেকে; নিয়ম্য—নিয়ন্ত্রিত করে; এতৎ—এই; আত্মনি—আত্মাতে; এব—অবশ্যই; বশম্—বশে; নয়েৎ—আনবে।

যোগী তাঁর চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে আত্মাতে স্থির করবেন।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥

(গীতা ৬/৩৪)

চঞ্চলম্—চঞ্চল; হি—নিশ্চিতভাবে; মনঃ—মন; কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ; প্রমাথি—বিক্ষোভকর; বলবৎ—বলবান; দৃঢ়ম্—দুর্দম; তস্য—তার; অহম্—আমি; নিগ্রহম্—নিগ্রহ; মন্যে—মনে করি; বায়োঃ—বায়ুর; ইব—মতো; সুদুষ্করম্—সুকঠিন।

হে কৃষ্ণ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয় আদির বিক্ষেপ উৎপাদক, দুর্দমনীয় এবং অত্যন্ত বলবান, তাই এই মনকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভূত করার থেকেও কঠিন বলে আমি মনে করি।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥

(গীতা ৬/৩৫)

অসংশয়ম্—সন্দেহ নেই; মহাবাহো—হে মহাবীর; মনঃ—মন; দুর্নিগ্রহম্—দুর্বার; চলম্—চঞ্চল; অভ্যাসেন—অভ্যাসের দ্বারা; তু—কিন্তু; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; বৈরাগ্যেণ—বৈরাগ্যের দ্বারা; চ—ও; গৃহ্যতে—বশীভূত করা সম্ভব।

হে মহাবাহো! মন যে দুর্বার ও চঞ্চল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়।

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ।
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গো মুক্তৈ নির্বিষয়ং মনঃ ॥

(অমৃতবিন্দু উপনিষদ-২)

মনঃ—মন; এব—বাস্তবিকই; মনুষ্যাণাম্—মানুষের; কারণম্—কারণ; বন্ধ—বন্ধনের; মোক্ষয়োঃ—এবং মুক্তি; বন্ধায়—বন্ধনের জন্য; বিষয়—বিষয়; আসঙ্গ—আসক্তি; মুক্তৈ—মুক্তির জন্য; নির্বিষয়ম্—বিষয়ভোগ থেকে নির্মুক্ত; মনঃ—মন।

মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়ে আসক্ত মনই বন্ধনের কারণ এবং বিষয়ে অনাসক্ত মনই মুক্তির কারণ। অতএব যে মন সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত, তা পরম মুক্তির কারণ।

ভক্ত ৩

প্রচার, দয়া ও কল্যাণমূলক কর্ম

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥

(ভাগবত ৭/৯/৪৪)

প্রায়েণ—প্রায়ই; দেব—হে দেব; মুনয়ঃ—মুণিগণ; স্ব—নিজেদের; বিমুক্তি-কামাঃ—এই জড় জগৎ থেকে মুক্তিকামী; মৌনম্—মৌনভাবে; চরন্তি—বিচরণ করেন (হিমালয়ের মতো স্থানে, যেখানে জড়বাদীদের কর্মের সঙ্গে তাদের কোন সংস্পর্শ থাকে না); বিজনে—নির্জন স্থানে; ন—না; পর-অর্থ-নিষ্ঠাঃ—কৃষ্ণভাবনামৃতের আলোক দানের মাধ্যমে অপরকে উপকৃত করার সেবায় নিষ্ঠা; ন—না; এতান্—এই সকল; বিহায়—পরিত্যাগ করে; কৃপণান্—মূর্খগণকে (যারা মনুষ্য-জন্মের মূল্য সম্বন্ধে অবগত না হয়ে জড় কর্মে লিপ্ত); বিমুমুক্ষে—মুক্তি লাভ করে ভগবৎ-ধামে প্রত্যাবর্তন করার কামনা করি; একঃ—একা; ন—না; অন্যম্—অন্যরা; ত্বৎ—কেবল আপনারই জন্য; অস্য—এর; শরণম্—আশ্রয়; ভ্রমতঃ—ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণশীল; অনুপশ্যে—দর্শন করি।

হে নৃসিংহদেব! বাস্তবিকই আমি কতো মুনি-ঋষিদের দেখি, যাঁরা শুধুমাত্র তাঁদের নিজেদের মুক্তির ব্যাপারেই আগ্রহী। বড় বড় শহর ও নগরের কথা বিবেচনা না করে, তাঁরা হিমালয়ে কিংবা নির্জন বনে মৌনব্রত অবলম্বন করে ধ্যান করে থাকেন। অন্যদের মুক্ত করার ব্যাপারে তাঁদের কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু আমি এই সমস্ত কৃপণদের পরিত্যাগ করে একা মুক্তি পেতে চাই না। আমি জানি কৃষ্ণভাবনামৃত ছাড়া, আপনার চরণ-কমলের আশ্রয় গ্রহণ না করে কেউ সুখী হতে পারে না। তাই তাদেরকেও আপনার চরণ-কমলের আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আমি পোষণ করি।

(ভগবান নৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজ)

নৈবোদ্বিজে পরদুরত্যয়বৈতরণ্যা-
স্ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ ।
শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ॥

(ভাগবত ৭/৯/৪৩)

ন—না; এব—নিশ্চিতরূপে; উদ্বিজে—আমি উদ্বিগ্ন হই; পর—হে পরমেশ্বর; দুরত্যয়—দুরতিক্রম্য; বৈতরণ্যাঃ—জড় জগতের নদী, বৈতরণী; ত্বৎবীর্য—আপনার বীর্যকথা; গায়ন—গান ও কীর্তন করে; মহা-অমৃত—চিন্ময় আনন্দের অমৃতময় মহাসমুদ্রে; মগ্ন-চিত্তঃ—মগ্নচিত্ত; শোচে—আমি শুধু অনুশোচনা করছি; ততঃ—তা থেকে; বিমুখ-চেতসঃ—কৃষ্ণভাবনায় বিমুখচেতা মূর্খগণ; ইন্দ্রিয়ার্থ—ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য; মায়াসুখায়—ক্ষণস্থায়ী মায়িক সুখের জন্য; ভরম্—মিথ্যা দায়িত্বের বোঝা (বা পরিবার, সমাজ এবং জাতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিপুল আয়োজন); উদ্বহতঃ—যারা উত্তোলন করছে (এই সমস্ত আয়োজনের জন্য মহা পরিকল্পনা করে); বিমূঢ়ান্—যদিও এরা সবাই মূর্খ, বিমূঢ় (আমি তাদের কথাও ভাবছি)।

হে পরম পুরুষ! আমি জড়-জাগতিক অস্তিত্ব তথা বৈতরণীকে আদৌ ভয় করি না, কেন না যেখানেই আমি থাকি না কেন, সব সময় আমি আপনার মহিমান্বিত লীলা চিন্তনে মগ্ন আছি। আমি শুধু সেই সব মূর্খদের কথাই ভাবছি, যারা জড়-জাগতিক সুখের জন্য এবং তাদের পরিবার, সমাজ ও দেশের পরিচালনার জন্য বিপুল পরিকল্পনা করে চলেছে। অনুকম্পাবশত আমি শুধু তাদের কথাই ভাবছি।

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্ ।

(ভাগবত ১০/৮/৪)

মহৎ-বিচলনম্—মহৎ ব্যক্তিদের গমন; নৃণাম্—সাধারণ মানুষের ঘরে; গৃহিণাম্—বিশেষত গৃহীদের ঘরে; দীন-চেতসাম্—যারা পরিবার প্রতিপালনে লিপ্ত থাকার ফলে দীনচিত্ত।

হে প্রভু! আপনার মতো মহৎ ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইতস্তত পর্যটন করেন না, বরং দীনচেতা গৃহীদের উদ্ধারের জন্যই তাদের গৃহে গমন করেন।

(গর্গমুনির প্রতি নন্দ মহারাজ)

কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী

(বিলাপকুসুমাঞ্জলি ৬)

কৃপা—কৃপা; অম্বুধিঃ—সমুদ্র; যঃ—যিনি; পর—পর; দুঃখ—দুঃখে; দুঃখী—দুঃখী।

(সনাতন গোস্বামীর মতো) বৈষ্ণবগণ পতিত জীবদের প্রতি কৃপার সমুদ্র- স্বরূপ। তিনি এতই দয়াময় যে, তাঁর নিজের কোন দুঃখ নেই, কিন্তু তিনি পর দুঃখে দুঃখী।

(শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী)

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি ।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥

(গীতা ১৮/৬৮)

যঃ—যিনি; ইদম্—এই; পরমম্—সবচেয়ে; গুহ্যম্—গোপনীয়; মৎ—আমার; ভক্তেষু—ভক্তদের মধ্যে; অভিধাস্যতি—ব্যাখ্যা করেন; ভক্তিম্—ভক্তি; ময়ি—আমার প্রতি; পরাম্—পরা; কৃত্বা—করে; মাম্—আমার কাছে; এব—অবশ্যই; এষ্যতি—আসবেন; অসংশয়ঃ—নিঃসংশয়ে।

যিনি আমার ভক্তদের এই পরম গোপনীয় জ্ঞান উপদেশ করেন, তিনি অবশ্যই পরা ভক্তি লাভ করবেন এবং অবশেষে আমার কাছে ফিরে আসবেন।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥

(গীতা ১৮/৬৯)

ন—নেই; চ—এবং; তস্মাৎ—তাঁর থেকে; মনুষ্যেষু—মানুষদের মধ্যে; কশ্চিৎ—কেউ; মে—আমার; প্রিয়কৃত্তমঃ—অধিক প্রিয়কারী; ভবিতা—হবে; ন—না; চ—এবং; মে—আমার; তস্মাৎ—তাঁর থেকে; অন্যঃ—অন্য; প্রিয়তরঃ—প্রিয়তর; ভুবি—এই পৃথিবীতে।

এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে তাঁর থেকে অধিক প্রিয়কারী এবং আমার প্রিয় আর কেউ নেই এবং কখনও হবে না।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥

(ভাগবত ৩/২৫/২১)

তিতিক্ষবঃ—অত্যন্ত সহিষ্ণু; কারুণিকাঃ—দয়ার্দ্র চিত্ত; সুহৃদঃ—বন্ধু; সর্ব-দেহিনাম্—সমস্ত জীবের; অজাত-শত্রবঃ—অজাতশত্রু; শান্তাঃ—শান্ত; সাধবঃ—শাস্ত্রের অনুগামী; সাধুভূষণাঃ—সৎ গুণাবলীতে ভূষিত।

ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই সহিষ্ণু, অত্যন্ত কৃপা পরায়ণ, সর্বজীবের সুহৃদ, শাস্ত্রানুগ, অজাতশত্রু, শান্ত—এই সকল গুণাবলী সাধুর ভূষণস্বরূপ।

(দেবহূতির প্রতি ভগবান কপিলদেব)

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

(ভাগবত ৬/১৭/২৮)

নারায়ণপরাঃ—যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের ভক্ত; সর্বে—সমস্ত; ন—কখনই নয়; কুতশ্চন—কোথাও; বিভ্যতি—ভীত হন; স্বর্গ—স্বর্গলোকে; অপবর্গ—মুক্তিতে; নরকেষু—এবং নরকে; অপি—এমন কি; তুল্য—সমান; অর্থ—মূল্য; দর্শিনঃ—দর্শন করেন।

যাঁরা নারায়ণ-ভক্ত তারা কখনও কোন কিছুতে ভীত হন না, কেন না তাঁরা স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী। (চিত্রকেতু সম্বন্ধে পার্বতীর প্রতি শিবের উক্তি)

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥

(গীতা ১০/৯)

মৎ-চিত্তাঃ—যাঁদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আমার সেবায় যুক্ত; মৎ-গতপ্রাণাঃ—আমি ভিন্ন প্রাণ ধারণে অসমর্থ; বোধয়ন্তঃ—বুঝিয়ে; পরস্পরম্—পরস্পরকে; কথয়ন্তঃ—আলোচনা করে; চ—ও; মাম্—আমার সম্বন্ধেই; নিত্যম্—সর্বদা; তুষ্যন্তি—তুষ্ট হন; চ—ও; রমন্তি—অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন; চ—ও।

যাঁরা আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছেন, তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা আলোচনা করে এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন।

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু ।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়আচরণং সদা ॥

(ভাগবত ১০/২২/৩৫)

এতাবৎ—এই পর্যন্ত; জন্ম—জন্ম; সাফল্যম্—সাফল্য; দেহিনাম্—প্রতিটি জীবের; ইহ—এই জগতে; দেহিষু—জীবেদের প্রতি; প্রাণৈঃ—জীবনের দ্বারা; অর্থৈঃ—অর্থের দ্বারা; ধিয়া—বুদ্ধির দ্বারা; বাচা—বাক্যের দ্বারা; শ্রেয়ঃ—নিত্য মঙ্গল অনুষ্ঠান; আচরণম্—ব্যবহারিক ভাবে আচরণ করে; সদা—নিরন্তর।

প্রতিটি বুদ্ধিমান লোকের কর্তব্য হচ্ছে প্রাণ, মন, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা অপরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয় আচরণ করা। তা হলেই তার জন্ম সফল হয়।

(গোপ-বালকদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)

তোর শিল তোর নোড়া তোর ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া ।

(বাংলা প্রবাদ)

তোর শিল ও নোড়া দিয়েই তোর দাঁতের গোড়া ভাঙব।

দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে, বৈষ্ণবেরা বৈজ্ঞানিকদের উদ্ধৃতি দিয়েই তাদের নাস্তিক মতবাদ খণ্ডন করেন। যেমন, কাঠের তৈরি হাতলে কুঠার লাগিয়ে কাঠুরিয়া কাঠ কাটেন।

সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ।

(সংস্কৃত প্রবাদ)

সত্যম্—সত্য কথা; ব্রুয়াৎ—বলবে; প্রিয়ম্—মিষ্টি করে; ব্রুয়াৎ—বলবে।

সত্য কথা বলবে, তবে মিষ্টি করে।

অথবা

শুধু প্রিয় সত্য কথাই বলবে।

দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেন—"এই জড় জগতে শুধু মিষ্টি কথাই বলতে হবে........ভক্তরা বিনীতভাবে সকলকেই শ্রদ্ধা দেখান, তবে শাস্ত্রালোচনার সময় ভক্তরা *সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ*-এর নিয়ম মানেন না। তখন তাঁরা শুধু সত্যই বলেন, অপ্রিয় হলেও।"

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি ।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥

(চৈতন্য চন্দ্রামৃত)

দন্তে—দাঁতে; নিধায়—ধারণ করে; তৃণকম্—একটি তৃণ; পদয়োঃ—চরণে; নিপত্য—নিপতিত হয়ে; কৃত্বা—করে; চ—এবং; কাকু-শতম্—শত শত বার কাকুতি করে; এতৎ—এই; অহম্—আমি; ব্রবীমি—বলছি; হে—হে; সাধবঃ—সাধুগণ; সকলম্—সব কিছু; এব—বাস্তবিকই; বিহায়—পেছনে ত্যাগ করে; দূরাৎ—দূরে; গৌরাঙ্গ-চন্দ্র-চরণে—গৌরাঙ্গচন্দ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণকমলে; কুরুত—কর; অনুরাগম্—অনুরাগ।

দাঁতে তৃণ ধারণ করে আপনাদের চরণে নিপতিত হয়ে, শত শত বার কাকুতি মিনতি করে আমি এই কথা বলছি—"হে সাধুগণ! আপনাদের সব কিছুই দূরে নিক্ষেপ করুন এবং ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্রের চরণকমলে আপনাদের অনুরাগ বর্ধিত করার চেষ্টা করুন।

(প্রবোধানন্দ সরস্বতী)

আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে ।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখাইমু সবারে ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৩/২০)

আপনি নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করে এবং ভক্তির আচরণ করে সকলকে শিক্ষা দেব।

(শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৯/৪১)

ভারতবর্ষে যিনি মনুষ্য দেহ পেয়েছেন, তিনি যেন নিজের জীবন সার্থক করে পরোপকার করেন।

(শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞা)

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৭/১২৮)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও ভাগবতে যেমনটি রয়েছে, অবিকৃতভাবে কৃষ্ণের সেই সব আদেশ সকলকে পালন করতে উপদেশ দাও। এভাবেই গুরু হয়ে আমার আজ্ঞায় এই দেশের প্রত্যেককে ত্রাণ কর।

(কূর্ম নামক ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা)

এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার ।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪/৪১)

এই রকম ভক্তভাব অঙ্গীকার করে, নিজে আচরণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগতে ভক্তি প্রচার করলেন।

প্রাণ আছে যার সেই হেতু প্রচার ।

(শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত)

যাঁর প্রাণ আছে, সেই প্রচার করতে পারেন।

কলিকালের ধর্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন ।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭/১১)

শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্তনই কলিকালের মূল ধর্ম, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা শক্ত্যাবিষ্ট না হলে এই সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করা যায় না।

(মহাপ্রভুর প্রতি বল্লভ ভট্ট)

❁ ❁ ❁

ভক্ত ৪

গুণ, বৈশিষ্ট্য, পারমার্থিক দৃষ্টি ও দিব্য অবস্থান

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

(গীতা ৭/১৬)

চতুর্বিধাঃ—চার প্রকার; ভজন্তে—ভজনা করেন; মাম্—আমাকে; জনাঃ—ব্যক্তিগণ; সুকৃতিনঃ—পুণ্যকর্মা; অর্জুন—হে অর্জুন; আর্তঃ—আর্ত; জিজ্ঞাসুঃ—অনিসন্ধিৎসু; অর্থার্থী—ভোগ অভিলাষী; জ্ঞানী—তত্ত্বজ্ঞ; চ—ও; ভরতর্ষভ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই চার প্রকার পুণ্যকর্মা ব্যক্তি আমার ভজনা করেন।

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

(ভাগবত ১১/২/৪৫)

সর্ব-ভূতেষু—চেতন ও অচেতন সমস্ত বস্তুতে; যঃ—যিনি; পশ্যেৎ—দর্শন করেন; ভগবৎ-ভাবম্—ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার যোগ্যতা; আত্মনঃ—জড়াতীত অপ্রাকৃত তত্ত্ব; ভূতানি—সমস্ত জীব; ভগবতি—পুরুষোত্তম ভগবানেতে; আত্মনি—সমস্ত অস্তিত্বের মূলতত্ত্ব; এষঃ—এই; ভাগবত-উত্তমঃ—উত্তম ভাগবত।

যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্বভূতে আত্মার আত্মাস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই দেখেন এবং আত্মার আত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত জীবকে দেখেন।

(মহারাজ নিমির প্রতি শ্রীকবি)

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

(ভাগবত ১১/২/৪৬)

ঈশ্বরে—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; তৎ-অধীনেষু—ভগবানের ভক্তদের; বালিশেষু—ভগবদ্ভক্তির সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের; দ্বিষৎসু—ভগবান এবং ভগবানের ভক্তদের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ ব্যক্তির; চ—এবং; প্রেম—প্রেম; মৈত্রী—সখ্য; কৃপা—কৃপা; উপেক্ষা—উপেক্ষা; যঃ—যিনি; করোতি—করেন; সঃ—তিনি; মধ্যমঃ—মধ্যম অধিকারী ভক্ত।

যে ভক্ত ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞান ব্যক্তিদের কৃপা এবং বিদ্বেষীদের প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত। (নিমি মহারাজের প্রতি শ্রীকবি)

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

(ভাগবত ১১/২/৪৭)

অর্চায়াম্—মন্দিরে ভগবানের অর্চনা; এব—অবশ্যই; হরয়ে—পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য; পূজাম্—পূজা; যঃ—যিনি; শ্রদ্ধয়া—বিশ্বাস ও প্রীতি সহকারে; ঈহতে—অনুষ্ঠান করেন; ন—না; তৎ-ভক্তেষু—ভগবানের ভক্তদের; চ অন্যেষু—এবং অন্যদের; সঃ—তিনি; ভক্তঃ—ভক্ত; প্রাকৃতঃ—প্রাকৃত; স্মৃতঃ—বিবেচনা করা হয়।

যিনি লৌকিক ও পারিবারিক প্রথাক্রমে পরম্পরাগত শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চা মূর্তিতে হরিকে পূজা করেন, অথচ শাস্ত্র অনুশীলনের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব অবগত না হওয়ায় হরিভক্তদের পূজা করেন না। তিনি প্রাকৃত ভক্ত, অর্থাৎ ভক্তিপর্ব আরম্ভ করেছেন মাত্র। তাকে ভক্তপ্রায় বা বৈষ্ণবাভাষ বলা হয়। (নিমি মহারাজের প্রতি শ্রীকবি)

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে ।

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ওহে! বৈষ্ণব ঠাকুর)

শ্রীকৃষ্ণ তোমারই। তুমিই কৃষ্ণকে আমার কাছে দান করতে পারো—তোমার এই রকম শক্তি রয়েছে।

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥

(পদ্যাবলী ১২৬)

শ্রুতিম্—বৈদিক শাস্ত্র; অপরে—অন্য কেউ; স্মৃতিম্—লৌকিক প্রয়োগ অনুষ্ঠানপর শাস্ত্র; ইতরে—অন্যরা; ভারতম্—মহাভারত; অন্যে—অন্য আর কেউ; ভজন্তু—ভজনা করুক; ভবভীতাঃ—সংসার ভয়াতুরা; অহম্—আমি; ইহ—এখানে; নন্দম্—নন্দ মহারাজকে; বন্দে—বন্দনা করি; যস্য—যাঁর; অলিন্দে—বারান্দায়; পরম্ ব্রহ্ম—পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ।

সংসার ভয়ে ভীত মানুষেরা কেউ শ্রুতিকে, কেউ স্মৃতিকে, কেউ বা মহাভারতকে ভজনা করুন; আমি কিন্তু কেবল শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি—যাঁর অলিন্দে শ্রীকৃষ্ণ খেলা করেন।

(রূপ গোস্বামী)

দ্রষ্টব্য : এই শ্লোকটি মূলত রঘুপতি উপাধ্যায় কৃত।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্ ।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

(ভাগবত ৯/৪/৬৮)

সাধবঃ—মহাত্মাগণ; হৃদয়ম্—হৃদয়; মহ্যম—আমার; সাধূনাম্—মহাত্মাদের; হৃদয়ম্—হৃদয়; তু—যথার্থই; অহম্—আমি; মৎ—আমি ব্যতীত; অন্যৎ—অন্য; তে—তাঁরা; ন—না; জানন্তি—জানে; ন—না; অহম্—আমি; তেভ্যঃ—তারা ব্যতীত; মনাক—অল্প মাত্রায়; অপি—এমন কি।

সাধু-মহাত্মারা আমার হৃদয় এবং আমিও তাদের হৃদয়। তারা আমাকে ছাড়া অন্য কিছু জানে না এবং আমিও তাদের ছাড়া অন্য কাউকে আমার বলে জানি না।

(দুর্বাসা মুনির প্রতি ভগবান নারায়ণ)

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৫/২০৫)

আমি জগাই-মাধাই থেকেও পাপিষ্ঠ এবং এমন কি বিষ্ঠার কীট থেকেও অধম।

(কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয় ।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৫/২০৬)

যিনি আমার নাম শুনেন, তাঁর পুণ্য ক্ষয় হয়ে যায়। যিনি আমার নাম উচ্চারণ করেন, তাঁর পাপ হয়।

(কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেম-গন্ধ' ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০/২৮)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যদি কোনও ভক্তের প্রকৃত প্রেম জাগ্রত হয়, সেই প্রেমের স্বভাবই এই রকম যে, সেই ভক্ত নিজেকে ভক্ত বলেই গণ্য করেন না। বরং, তিনি সর্বদাই মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের গন্ধমাত্রও আমার নেই।

(কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

তুমি ত ঠাকুর, তোমার কুক্কুর,
বলিয়া জানহ মোরে।

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শরণাগতি)

তুমি তো পরমেশ্বর ভগবান, অনুগ্রহ করে আমাকে তোমার পোষা কুকুর বলে গণ্য করবে।

কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস ।
বহির্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ ॥

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, মানস দেহ গেহ ৫)

তোমার ভক্ত হয়ে, যেখানে তোমার ভক্তদের বাস, সেখানে কীটরূপে জন্ম নিতেও আমি প্রস্তুত। তবে তোমার প্রতি ভক্তিহীন হয়ে ব্রহ্মার জন্ম লাভ করার ইচ্ছাও আমার নেই।

হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত,
করুণা করহ এইবার ।
নরোত্তমদাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনা কে আছে আমার ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর-ইষ্টদেবে বিজ্ঞপ্তি ৪)

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে নন্দসুত! হে বৃষভানুর কন্যা শ্রীমতী রাধার সঙ্গী! আমাকে এবার করুণা কর। অবশেষে আমি তোমার রাঙ্গাচরণ পেলাম। কৃপা করে আমাকে সেখান থেকে ঠেলে দিও না। তুমি ছাড়া আমার আশ্রয় আর কে আছে?

ধর্মাচারি-মধ্যে বহুত 'কর্মনিষ্ঠ' ।
কোটি-কর্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৪৭)

বৈদিক জ্ঞানের অনুগামীদের মধ্যে অধিকাংশই সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করছেন এবং ভাল ও মন্দ কর্মের পার্থক্য নিরূপণ করছেন। সেই রকম নিষ্ঠাবান কোটি সংখ্যক সকাম কর্মীর মধ্যে কদাচিৎ একজন জ্ঞানী ব্যক্তি থাকতে পারেন, যিনি সকাম কর্মীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।

(রূপ গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা)

কোটিজ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত' ।
কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণ-ভক্ত ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৪৮)

সেই রকম কোটি সংখ্যক জ্ঞানীর মধ্যে কদাচিৎ একজন বস্তুত মুক্তি লাভ করেন। সেই রকম কোটি সংখ্যক মুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন শুদ্ধ ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥

(ভাগবত ৬/১৪/৫)

মুক্তানাম্—অজ্ঞানের বন্ধন থেকে যাঁরা মুক্ত হয়েছেন; অপি—এমন কি; সিদ্ধানাম্—যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন; নারায়ণ-পরায়ণঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের ভক্ত; সুদুর্লভঃ—অত্যন্ত দুর্লভ; প্রশান্তাত্মা—সর্বতোভাবে তৃপ্ত ও নিষ্কাম; কোটিষু—কোটি কোটি; অপি—অবশ্যই; মহামুনে—হে মহামুনি।

হে মহর্ষি! কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধদের মধ্যে নারায়ণ পরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ।

(মহারাজ পরীক্ষিৎ)

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত' ।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলি 'অশান্ত' ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৪৯)

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম বলেই শান্ত। সকাম কর্মীরা জড় ভোগ কামনা করেন, জ্ঞানীরা মুক্তি কামনা করেন, আর যোগীরা জড়-জাগতিক সিদ্ধি কামনা করেন। তাই এরা সকলেই কামার্ত ও অশান্ত।

(রূপ গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥

(গীতা ২/৪১)

ব্যবসায়াত্মিকা—নিশ্চয়াত্মিকা কৃষ্ণভক্তি; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; একা—একটি মাত্র; ইহ—এই জগতে; কুরুনন্দন—হে কুরুবংশীয়; বহুশাখা—বহু শাখায় বিভক্ত; হি—যেহেতু; অনন্তাঃ—অসংখ্য; চ—এবং; বুদ্ধয়ঃ—বুদ্ধি; অব্যবসায়িনাম্—কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্যক্তিদের।

যারা এই পথ অবলম্বন করেছে তাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ। হে কুরুনন্দন! অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহুশাখা-বিশিষ্ট ও বহুমুখী।

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া ॥

(ভাগবত ১/১/১৫)

যৎ—যাঁর; পাদ—শ্রীপাদপদ্ম; সংশ্রয়াঃ—যাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; সূত—হে সূত গোস্বামী; মুনয়ঃ—মহান ঋষিরা; প্রশমায়নাঃ—ভগবদ্ভক্তিতে মগ্ন; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; পুনন্তি—পবিত্র হয়; উপস্পৃষ্টাঃ—কেবলমাত্র সঙ্গ প্রভাবেই; স্বর্ধুনী—পবিত্র গঙ্গানদী; আপঃ—জল; অনুসেবয়া—স্পর্শন, অবগাহন আদি সেবার দ্বারা।

হে সূত গোস্বামী! যে সমস্ত মহর্ষিরা সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সঙ্গ প্রভাবে অর্থাৎ দর্শন মাত্রই জীব পবিত্র হয়, কিন্তু

সুরধুনী গঙ্গার জল সাক্ষাৎ সেবা অর্থাৎ স্পর্শন, অবগাহন আদি করার পরেই কেবল মানুষকে পবিত্র করে।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

(শিক্ষাষ্টক ৪)

ন—না; ধনম্—ধন; ন—না; জনম্—অনুগামী; ন—না; সুন্দরীম্—সুন্দরী রমণী; কবিতাম্—সুন্দর ভাষায় বর্ণিত সকাম কর্ম; বা—অথবা; জগৎ-ঈশ—হে জগদীশ্বর; কাময়ে—কামনা করি; মম—আমার; জন্মনি—জন্মে; জন্মনি—জন্মান্তরে; ঈশ্বরে—পরমেশ্বর ভগবানে; ভবতাৎ—হোক; ভক্তিঃ—ভক্তি; অহৈতুকী—অহৈতুকী; ত্বয়ি—তোমার প্রতি।

হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী অথবা সকাম কর্ম কামনা করি না। আমি কেবল এই কামনা করি যে, জন্ম-জন্মান্তরে যেন আমি তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি।

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো ।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥

(ভাগবত ১/১৩/১০)

ভবৎ—আপনার; বিধাঃ—মতো; ভাগবতাঃ—ভগবদ্ভক্তগণ; তীর্থ—তীর্থসমূহ; ভূতাঃ—অবস্থিত; স্বয়ম্—নিজেরাই; বিভো—হে সর্বশক্তিমান; তীর্থী-কুর্বন্তি—তীর্থে পরিণত করেন; তীর্থানি—তীর্থসমূহকে; স্ব-অন্তঃ-স্থেন—তাঁদের স্বীয় হৃদয়স্থিত; গদা-ভৃতা—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা।

আপনার মতো ভাগবতেরা নিজেরাই তীর্থস্বরূপ। তাঁরা স্বীয় অন্তঃকরণস্থিত গদাধারী ভগবানের পবিত্রতা বলে পাপীগণের পাপ দ্বারা মলিন তীর্থস্থানগুলিকে পবিত্র করেন।

(বিদুরের প্রতি মহারাজ যুধিষ্ঠির)

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা ।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে ।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/৩/২৫-২৬)

ক্ষান্তিঃ—ক্ষমাশীলতা; অব্যর্থকালত্বম্—বৃথা সময়ের অপচয় করা থেকে মুক্ত হয়ে; বিরক্তিঃ—বিরক্তি; মানশূন্যতা—মিথ্যা অহঙ্কার থেকে মুক্ত; আশা-বন্ধঃ—আশার বন্ধন; সমুৎকণ্ঠা—

উৎকণ্ঠা; নাম-গানে—ভগবানের পবিত্র নামগানে; সদা—সর্বদা; রুচিঃ—রুচি; আসক্তিঃ—আসক্তি; তৎ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; গুণ-আখ্যানে—গুণ বর্ণনায়; প্রীতিঃ—প্রীতি; তৎ—তাঁর; বসতিস্থলে—বসতিস্থলে (মন্দির বা তীর্থে); ইতি—এভাবেই; আদয়ঃ—আদি; অনুভাবাঃ—লক্ষণসমূহ; স্যুঃ—হয়; জাত—বিকশিত; ভাব-অঙ্কুরে—যাঁর ভাবের অঙ্কুর; জনে—ব্যক্তিতে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভাবের অঙ্কুর যাঁর বিকশিত হয়েছে, তাঁর ব্যবহারে নিম্নোক্ত নয়টি লক্ষণ প্রকাশ পায়—ক্ষমাশীলতা, সময় যাতে বৃথা না যায় সেই চিন্তা, ভোগে বিরক্তি, মিথ্যা অহঙ্কার শূন্যতা, আশাবন্ধন, উৎকণ্ঠা, ভগবানের পবিত্র নামগানে রুচি, ভগবানের দিব্য গুণ আখ্যানে আসক্তি এবং ভগবানের বসতিস্থলে অর্থাৎ মন্দির বা বৃন্দাবনাদি তীর্থে প্রীতি। এগুলিকে অনুভাব বলা হয়, অর্থাৎ এগুলি হচ্ছে ভাবের অধীনস্থ লক্ষণ। যে ব্যক্তির হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর জাত হয়েছে, এই সমস্ত লক্ষণগুলি তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়।

বয়ং তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে ।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥

(ভাগবত ১/১/১৯)

বয়ম্—আমরা; তু—কিন্তু; ন—না; বিতৃপ্যামঃ—তৃপ্ত হওয়া; উত্তমঃ-শ্লোক—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি অপ্রাকৃত প্রার্থনার দ্বারা কীর্তিত হন; বিক্রমে—বিক্রমপূর্ণ লীলাবিলাস; যৎ—যাহা; শৃণ্বতাম্—নিরন্তর শ্রবণ করার ফলে; রস-জ্ঞানাম্—রসিকদের; স্বাদু—আস্বাদন করেন; স্বাদু—সুস্বাদু; পদে পদে—প্রতি মুহূর্তে।

উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত হন যে পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত লীলাকথা যতই আমরা শ্রবণ করি না কেন, আমাদের তৃপ্তি হবে না। যাঁরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করেছেন, তাঁরা নিরন্তর তাঁর লীলাবিলাসের রস আস্বাদন করেন।

(শৌনক আদি ঋষিরা)

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

(ভাগবত ৫/১৮/১২)

যস্য—যাঁর; অস্তি—আছে; ভক্তিঃ—ভগবদ্ভক্তি; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; অকিঞ্চনা—কোন রকম উদ্দেশ্য রহিত; সর্বৈঃ—সমস্ত; গুণৈঃ—গুণাবলী; তত্র—সেখানে; সমাসতে—প্রকাশিত হয়; সুরাঃ—সমস্ত দেবতাদের; হরৌ—শ্রীহরির প্রতি; অভক্তস্য—যে ভগবদ্ভক্ত নয়; কুতঃ—কোথায়; মহৎ-গুণাঃ—মহৎ গুণাবলী; মনো-রথেন—মনোরথের দ্বারা; অসতি—অনিত্য জড় জগতে; ধাবতঃ—ধাবিত হয়; বহিঃ—বাহ্য বিষয়ে।

যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য ভক্তিসম্পন্ন, তাঁর মধ্যে দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণগুলি প্রকাশিত হয়। কিন্তু যিনি হরিভক্তি-বিহীন তার মধ্যে কোন সদ্‌গুণই নেই, কেন না তিনি মনোরথের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি জড় জগতের প্রতি নিরন্তর ধাবিত হচ্ছেন।

(প্রহ্লাদ মহারাজ ও হরিবর্ষবাসীরা)

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥

(গীতা ১৮/৭৮)

যত্র—যেখানে; যোগেশ্বরঃ—যোগেশ্বর; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; যত্র—যেখানে; পার্থঃ—পৃথাপুত্র; ধনুর্ধরঃ—ধনুর্ধর; তত্র—সেখানে; শ্রীঃ—ঐশ্বর্য; বিজয়ঃ—বিজয়; ভূতিঃ—অসাধারণ শক্তি; ধ্রুবা—নিশ্চিতভাবে; নীতিঃ—নীতি; মতিঃ মম—আমার অভিমত।

যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই নিশ্চিতভাবে শ্রী, বিজয়, অসাধারণ শক্তি ও নীতি বর্তমান—সেটিই আমার অভিমত।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

(গীতা ৯/১৩)

মহাত্মানঃ—মহাত্মাগণ; তু—কিন্তু; মাম্—আমাকে; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; দৈবীম্—দৈবী; প্রকৃতিম্—প্রকৃতি; আশ্রিতাঃ—আশ্রয় করে; ভজন্তি—ভজনা করেন; অনন্যমনসঃ—অনন্যমনা হয়ে; জ্ঞাত্বা—জেনে; ভূত—সৃষ্টির; আদিম্—আদি; অব্যয়ম্—অব্যয়।

হে পার্থ! মোহমুক্ত মহাত্মাগণ আমার দৈবী-প্রকৃতি আশ্রয় করেন। তাঁরা আমাকে সর্বভূতের আদি ও অব্যয় জেনে অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করেন।

বিষ্ণু অস্য দেবতা ইতি বৈষ্ণবঃ ।

(অজ্ঞাত উৎস)

বিষ্ণুঃ—ভগবান বিষ্ণু; অস্য—যাঁর; দেবতাঃ—আরাধ্যদেব; ইতি—এভাবে; বৈষ্ণবঃ—বৈষ্ণব।

যিনি ভগবান বিষ্ণুকে তাঁর আরাধ্যদেব রূপে গ্রহণ করেছেন, তিনিই বৈষ্ণব।

যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার ।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৪/৬৭)

যিনি কৃষ্ণভক্তিমূলক সেবার পন্থা গ্রহণ করেছেন, তিনিই মহিমান্বিত। আর অভক্ত সর্বদাই নিন্দনীয় এবং জঘন্য গুণসম্পন্ন। এই জন্য কৃষ্ণভজনে জাতি ও কুলাদির বিচার করা হয় না।

(সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন ।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥

(ভাগবত ১০/১২/১১)

ইত্থম্—এভাবেই; সতাম্—ভগবানের নির্বিশেষরূপের উপাসকদের; ব্রহ্ম—নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি; সুখ—আনন্দের দ্বারা; অনুভূত্যা—যিনি অনুভব করেছেন; দাস্যম্—দাস্যভাব; গতানাম্—যাঁরা গ্রহণ করেছেন; পরদৈবতেন—পরম আরাধ্য দেবতা; মায়া-আশ্রিতানাম্—ভগবানের মায়ার দ্বারা মোহিত সাধারণ মানুষদের; নর-দারকেণ—নরশিশু-রূপে; সাকম্—সখাভাবে; বিজহ্রুঃ—খেলা করেছিলেন; কৃত-পুণ্য-পুঞ্জাঃ—পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্ম করেছেন যাঁরা সেই গোপ-বালকেরা।

নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্মসুখরূপে উপলব্ধি করেন, দাস্য রসের ভক্তরা যাঁকে পরদেবতারূপে দর্শন করেন এবং মায়াশ্রিত সাধারণ মানুষেরা যাঁকে একটি মানব-শিশুরূপে দর্শন করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বৃন্দাবনের গোপ-বালকেরা জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্মের ফলে, সখারূপে খেলা করছেন।

(শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)

যেই জন্য কৃষ্ণ ভজে সেই বড় চতুর ।

(ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)

যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করছেন, তিনি পরম চতুর।

যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয় ।
তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয় ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩/৩১)

যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, তাঁর কথাবার্তা, কার্যকলাপ এবং আচার-আচরণ বিজ্ঞেরাও বুঝতে পারেন না। (সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥

(শ্রীশ্রীষড়্গোস্বামী-অষ্টক-২)

নানা—নানা; শাস্ত্র—শাস্ত্র; বিচারণ—বিচারে; এক—অনুপমভাবে; নিপুণৌ—নিপুণ; সৎ-ধর্ম—প্রকৃত ধর্ম; সংস্থাপকৌ—সংস্থাপন করে; লোকানাম্—জগতের লোকদের জন্য; হিত-

কারিণৌ—হিত অনুষ্ঠান করে; ত্রিভুবনে—ত্রিভুবনে; মান্যৌ—মান্য; শরণ্যাকরৌ—শরণ গ্রহণের যোগ্য; রাধা-কৃষ্ণ—শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের; পদ-অরবিন্দ—চরণকমল; ভজন—ভক্তিমূলক সেবা; আনন্দেন—দিব্য আনন্দে; মত্ত—মত্ত; আলিকৌ—গোপীগণ।

যাঁরা বিবিধ শাস্ত্র-বিচারে পরম নিপুণ, সৎ-ধর্মের স্থাপনকর্তা, মানবগণের পরম মঙ্গলকারী, ত্রিভুবন-পূজ্য, আশ্রয়দাতা ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের পদারবিন্দ ভজনানন্দে প্রমত্ত মধুকর-সদৃশ আমি বারবার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি। (শ্রীনিবাস আচার্য)

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধিলহরী-কল্লোল-মগ্নৌমুহু-
র্বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥

(শ্রীশ্রীষড়্গোস্বামী-অষ্টক-৪)

ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; তূর্ণম্—পূর্ণরূপে; অশেষ—সমস্ত; মণ্ডল-পতি-শ্রেণীম্—বহু অভিজাত নেতাদের সঙ্গ; সদা—সর্বদা; তুচ্ছবৎ—যেন অত্যন্ত তুচ্ছ; ভূত্বা—হয়ে; দীন-গণ—দীনগণের; ইশকৌ—সম্পদ লাভ করে; করুণয়া—করুণাবশত; কৌপীন—কৌপীন; কন্থা—কাঁথা; আশ্রিতৌ—আশ্রয় গ্রহণ করে; গোপী-ভাব—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রেম; রস-অমৃত—সেই প্রেমরসের অমৃত; অব্ধি—সমুদ্রের; লহরী—বিপুল ঢেউ; কল্লোল—কল্লোল; মগ্নৌ—মগ্ন; মুহু—সর্বদা।

যাঁরা অসংখ্য মণ্ডলপতিদের সহবাস ঝটিতি তুচ্ছবৎ পরিত্যাগ করে কৃপাপূর্বক দীনহীনগণের পতি হয়ে কৌপীনকন্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং যাঁরা গোপীপ্রেম-রসামৃত-সিন্ধু-তরঙ্গে সদাই নিমগ্ন ছিলেন, আমি বারবার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি। (শ্রীনিবাস আচার্য)

যুগায়িতং নিমেষেন চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

(শিক্ষাষ্টক ৭)

যুগায়িতম্—এক যুগের মতো মনে হচ্ছে; নিমেষেণ—এক নিমেষকে; চক্ষুষা—চোখ থেকে; প্রাবৃষায়িতম্—বর্ষার ধারার মতো অশ্রু ঝরে পড়ছে; শূন্যায়িতম্—শূন্য বলে মনে হচ্ছে; জগৎ—জগৎ; সর্বম্—সমগ্র; গোবিন্দ—গোবিন্দের; বিরহেণ—বিরহে; মে—আমার।

"হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শনে আমার এক নিমেষকে এক যুগ বলে মনে হচ্ছে। চক্ষু থেকে বর্ষার ধারার মতো অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বলে মনে হচ্ছে।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

(শিক্ষাষ্টক ৮)

আশ্লিষ্য—প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন; বা—অথবা; পাদ-রতাম্—চরণসেবা পরায়ণ; পিনষ্টু—আত্মসাৎ করুক; মাম্—আমাকে; অদর্শনাৎ—দেখা না দিয়ে; মর্ম-হতাম্—মর্মাহত; করোতু—করুক; বা—অথবা; যথা—যেমন (তাঁর ইচ্ছা); তথা—তেমন; বা—অথবা; বিদধাতু—সে করুক; লম্পটঃ—যে পরস্ত্রীর সঙ্গ করে; মৎ-প্রাণ-নাথঃ—আমার প্রাণনাথ; তু—কিন্তু; সঃ—সে; এব—কেবল; ন অপরঃ—অন্য কেউ নয়।

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুক অথবা দেখা না দিয়ে মর্মাহতই করুক, সেই লম্পট পুরুষ আমার প্রতি যেমনই আচরণ করুক না কেন, সে অন্য কেউ নয়, আমারই প্রাণনাথ।

সংখ্যাপূর্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাতন্ত্যদীনৌ চ যৌ ।
রাধাকৃষ্ণ-গুণ-স্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥

(শ্রীশ্রীষড়্গোস্বামী-অষ্টক ৬)

সংখ্যা—বিশেষ সংখ্যায়; পূর্বক—পূর্বক; নাম—শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম; গান—কীর্তন বা জপ; নতিভিঃ—প্রণতি; কাল—তাঁদের মূল্যবান সময়; অবসানীকৃতৌ—অবসান করে; নিদ্রা—নিদ্রা; আহার—আহার; বিহারক—এই সকল বিষয়ে আনন্দ লাভ; আদি—ইত্যাদি; বিজিতৌ—জয় করে; চ—এবং; অত্যন্ত—অত্যন্ত; দীনৌ—দীনহীন; চ—এবং; যৌ—যাঁরা; রাধাকৃষ্ণ—শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ; গুণ—গুণের; স্মৃতেঃ—স্মৃতি থেকে; মধুরিমা—মাধুর্য; আনন্দেন—আনন্দের দ্বারা; সম্মোহিতৌ—সম্মোহিত।

যাঁরা সংখ্যাপূর্বক নাম-জপ, কীর্তন ও প্রণাম করে সময় অতিবাহিত করতেন, যাঁরা আহার-বিহার-নিদ্রা আদি জয় করেছিলেন, যাঁরা অত্যন্ত দীন-হীনের মতো বিচরণ করতেন এবং যাঁরা শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের গুণ-মাধুর্য স্মরণ করে পরমানন্দে বিভোর হতেন, আমি বারবার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি।

(শ্রীনিবাস আচার্য)

হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ
শ্রীগোবর্ধন-কল্পপাদপ-তলে কালিন্দী-বন্যে কুতঃ ।

ঘোষন্তাবিতি সর্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥

(শ্রীশ্রীষড়্গোস্বামী-অষ্টক ৮)

হে রাধে—হে শ্রীমতী রাধারাণী; ব্রজ-দেবিকে—ব্রজদেবী; চ—এবং; ললিতা—ললিতা; হে নন্দসূনঃ—হে নন্দনন্দন; কুতঃ—তুমি কোথায়; শ্রীগোবর্ধন—গোবর্ধন নামক পর্বতের উপরে; কল্প-পাদপ—কল্পবৃক্ষ; তলে—তলে; কালিন্দী-বন্যো—যমুনা তটস্থ বনে; কুতঃ—তুমি কোথায়; ঘোষন্তৌ—ঘোষণা করতে করতে; ইতি—এভাবেই; সর্বতঃ—সর্বত্র; ব্রজ-পুর—বৃন্দাবন; খেদৈঃ—বিচিত্র দিব্য খেদ সহকারে; মহা-বিহ্বলৌ—মহা বিহ্বল।

"হে ব্রজদেবী রাধে! তুমি কোথায়? হে ললিতে! তুমি কোথায়? হে কৃষ্ণ! তুমি কোথায়? তোমরা কি শ্রীগোবর্ধনের কল্পতরুতলে, না কালিন্দী-কূলস্থ বনমধ্যে,"—এভাবেই বলতে বলতে যাঁরা নিরতিশয় শোকাতুর হয়ে ব্রজভূমির সর্বত্র ব্যাকুলভাবে পরিভ্রমণ করতেন, আমি বার-বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি।

(শ্রীনিবাস আচার্য)

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥

(ভাগবত ৪/৩/২৩)

সত্ত্বম্—সত্তা; বিশুদ্ধম্—বিশুদ্ধ; বসুদেব-শব্দিতম্—বসুদেব নামক; যৎ—যাঁর থেকে; ঈয়তে—প্রকাশিত হয়; তত্র—তাতে; পুমান্—পরমেশ্বর ভগবান; অপাবৃতঃ—আবরণশূন্য; সত্ত্বে—সত্ত্বগুণে; চ—এবং; তস্মিন্—তাতে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; বাসুদেবঃ—বাসুদেব; হি—অবশ্যই; অধোক্ষজঃ—ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত; মে—আমার; মনসা—মনের দ্বারা; বিধীয়তে—বিশেষভাবে গ্রাহ্য হয়।

যে শুদ্ধ সত্ত্বে পরমেশ্বর ভগবান অনাবৃতভাবে বিরাজ করেন, তাকে বলা হয় বসুদেব স্তর। সেই শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত জড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব নামে পরিচিত। আমার মনের দ্বারা আমি তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি।

(সতীর প্রতি শিব)

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥

(গীতা ২/৬৯)

যা—যা; নিশা—রাত্রি; সর্ব—সমস্ত; ভূতানাম্—প্রাণীগণের; তস্যাম্—তাতে; জাগর্তি—জাগ্রত থাকেন; সংযমী—আত্মসংযমী; যস্যাম্—যাতে; জাগ্রতি—জাগ্রত থাকেন; ভূতানি—

সমস্ত জীব; সা—তা; নিশা—রাত্রি; পশ্যতঃ—তত্ত্বদর্শী; মুনেঃ—মননশীল ব্যক্তির পক্ষে।

সমস্ত জীবের পক্ষে যা রাত্রিস্বরূপ, স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরিত থেকে আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। আর যখন সমস্ত জীবেরা জেগে থাকে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কাছে তা রাত্রিস্বরূপ।

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥

(শ্রীঈশোপনিষদ ৭)

যস্মিন্—যে অবস্থায়; সর্বাণি—সমস্ত; ভূতানি—জীবসকল; আত্মা—চিৎ- স্ফুলিঙ্গ; এব—শুধু; অভূৎ—থাকে; বিজানতঃ—যিনি জানেন তাঁর; তত্র—সেখানে; কঃ—কি; মোহঃ—মোহ; কঃ—কি; শোকঃ—শোক; একত্বম্—গুণগত একত্ব; অনুপশ্যতঃ—যিনি সাধু-গুরু-শাস্ত্রের অনুগত হয়ে দর্শন করেন তাঁর বা যিনি অবিরাম সেরূপ দর্শন করেন।

যিনি সর্বদা সমস্ত জীবকুলকে গুণগতভাবে শ্রীভগবানের সঙ্গে অভিন্ন, চিৎকণা-স্বরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী। তাঁর শোকই বা কি? মোহই বা কি? তাঁর মোহ বা শোক থাকে না।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

(গীতা ৫/১৮)

বিদ্যা—বিদ্যা; বিনয়—বিনয়; সম্পন্নে—সমন্বিত; ব্রাহ্মণে—ব্রাহ্মণের প্রতি; গবি—গাভীর প্রতি; হস্তিনি—হস্তীর প্রতি; শুনি—কুকুরের প্রতি; চ—এবং; এব—অবশ্যই; শ্ব-পাকে—চণ্ডালের প্রতি; চ—ও; পণ্ডিতাঃ—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানী; সমদর্শিনঃ—সমদর্শী।

যাঁরা বিদ্যা ও বিনয়-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণে এবং চণ্ডালে, গরুতে, হস্তীতে ও কুকুরে সমদর্শী তাঁরাই পণ্ডিত।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

(গীতা ১৮/৫৪)

ব্রহ্মভূতঃ—চিন্ময় ভাবপ্রাপ্ত; প্রসন্নাত্মা—সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন; ন—না; শোচতি—শোক করেন; ন—না; কাঙ্ক্ষতি—আকাঙ্ক্ষা করেন; সমঃ—সমদর্শী; সর্বেষু—সমস্ত; ভূতেষু—প্রাণীতে; মদ্ভক্তিম্—আমার ভক্তি; লভতে—লাভ করেন; পরাম্—পরা।

যিনি এভাবেই চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥

(গীতা ৬/২১)

সুখম্—সুখ; আত্যন্তিকম্—পরম; যৎ—যা; তৎ—তা; বুদ্ধি—বুদ্ধি দ্বারা; গ্রাহ্যম্—গ্রহণযোগ্য; অতীন্দ্রিয়ম্—অপ্রাকৃত; বেত্তি—জানেন; যত্র—যেখানে; ন—না; চ—ও; এব—অবশ্যই; অয়ম্—এই অবস্থায়; স্থিতঃ—অবস্থিত; চলতি—বিচলিত হন; তত্ত্বতঃ—আত্মস্বরূপ থেকে।

এই অবস্থায় শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করে যোগী আত্মাতেই পরম আনন্দ আস্বাদন করেন। সেই আনন্দময় অবস্থায় অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত সুখ অনুভূত হয়। এই পারমার্থিক চেতনায় অবস্থিত বলে যোগী আর আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান থেকে বিচলিত হন না।

স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি ।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮/২৭৪)

মহাভাগবত স্থাবর-জঙ্গম দর্শন করেন, কিন্তু তিনি তাদের রূপ দর্শন করেন না। পক্ষান্তরে, তিনি সর্বত্র পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন।

(রায় রামানন্দের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

(ভাগবত ১/২/১১)

বদন্তি—তাঁরা বলেন; তৎ—তাকে; তত্ত্ব-বিদঃ—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ; তত্ত্বম্—পরম-তত্ত্ব; যৎ—যা; জ্ঞানম্—জ্ঞান; অদ্বয়ম্—অদ্বয়; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; ইতি—এই নামে; পরমাত্মা—পরমাত্মা; ইতি—এই নামে; ভগবান—ভগবান; ইতি—এই নামে; শব্দ্যতে—কথিত হন।

যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাকেই পরমার্থ বলেন। এই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিন নামে অভিহিত হন।

(সূত গোস্বামী)

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥

(গীতা ৬/৩০)

যঃ—যিনি; মাম্—আমাকে; পশ্যতি—দর্শন করেন; সর্বত্র—সর্বত্র; সর্বম্—সব কিছু; চ—এবং; ময়ি—আমাতে; পশ্যতি—দেখেন; তস্য—তাঁর; অহম্—আমি; ন—না; প্রণশ্যামি—হারিয়ে যাই; সঃ—তিনি; চ—ও; মে—আমার; ন—না; প্রণশ্যতি—হারিয়ে যান।

যিনি সর্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, আমি কখনও তাঁর দৃষ্টির অগোচর হই না এবং তিনিও আমার দৃষ্টির অগোচর হন না।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা ।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

(পদ্যাবলী ৭৪)

ন—না; অহম্—আমি; বিপ্রঃ—ব্রাহ্মণ; ন—না; চ—ও; নর-পতিঃ—রাজা বা ক্ষত্রিয়; ন—না; অপি—ও; বৈশ্যঃ—বৈশ্য; শূদ্র—শূদ্র; ন—না; অহম্—আমি; বর্ণী—যে কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত অথবা ব্রহ্মচারী (ব্রহ্মচারী যে কোন বর্ণের হতে পারেন, কেন না ব্রহ্মচর্য-আশ্রম সকলের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব।) ন—না; চ—ও; গৃহপতি—গৃহস্থ; ন—না; বনস্থ—বানপ্রস্থ; যতি—সন্ন্যাসী; বা—অথবা; কিন্তু—কিন্তু; প্রোদ্যৎ—উজ্জ্বল; নিখিল—বিশ্বজনীন; পরম-আনন্দ—পরমানন্দ; পূর্ণ—পূর্ণ; অমৃত-অব্ধেঃ—অমৃতের সমুদ্র-স্বরূপ; গোপী-ভর্তুঃ—ব্রজগোপিকাদের পতি পরমেশ্বর ভগবান; পদকমলয়ঃ—শ্রীপাদপদ্ম যুগলের; দাস—দাস; দাস-অনুদাস—অনুদাসের দাস।

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই, ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বাণপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই। কিন্তু আমি নিত্য স্বতঃ প্রকাশমান নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসের অনুদাসের দাস।

(রূপ গোস্বামী)

ভক্তিমূলক সেবা ১

প্রভাব, লাভ, গুণ, বিশ্বাস ও সন্দেহ

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

(ভাগবত ৪/৩১/১৪)

যথা—যেমন; তরোঃ—বৃক্ষের; মূল—মূল; নিষেচনেন—জল সিঞ্চন করার দ্বারা; তৃপ্যন্তি—তৃপ্ত হয়; তৎ—সেই বৃক্ষের; স্কন্ধ—স্কন্ধ; ভুজ—ডালপালা; উপশাখাঃ—উপশাখা; প্রাণ—প্রাণের; উপহারাৎ—আহার্য দ্রব্য প্রদানের দ্বারা; চ—ও; যথা—যেমন; ইন্দ্রিয়াণাম্—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; তথা এব—তেমনই; সর্ব—সমস্ত দেবতাদের; অর্হণম্—পূজা; অচ্যুত—পরমেশ্বর ভগবানের; ইজ্যা—পূজা।

গাছের মূলে জল সেচন করলে যেমন সেই গাছের কাণ্ড, ডাল, উপশাখা প্রভৃতি সকলেই তৃপ্তিলাভ করে এবং উদরে আহার্যদ্রব্য প্রদানের দ্বারা যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলে সমস্ত দেবতাদের পূজা হয়ে যায়।

(প্রচেতাদের প্রতি নারদ মুনি)

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

(গীতা ১৪/২৬)

মাম্—আমাকে; চ—ও; যঃ—যিনি; অব্যভিচারেণ—ঐকান্তিক; ভক্তিযোগেন—ভক্তিযোগ দ্বারা; সেবতে—সেবা করেন; সঃ—তিনি; গুণান্—প্রকৃতির গুণকে; সমতীত্য—অতিক্রম করে; এতান্—এই সমস্ত; ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত; কল্পতে—হন।

যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।

উদরেন্দ্রিয়ানাম্

(হিতোপদেশ)

উদর—উদর; ইন্দ্রিয়ানাম্—ইন্দ্রিয়সমূহ।

উদর এবং ইন্দ্রিয়ের কাহিনী।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

(ভাগবত ১১/৫/৪১)

দেব—দেবতাদের; ঋষি—ঋষিদের; ভূত—সাধারণ জীবদের; আপ্ত—বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের; নৃণাম্—সাধারণ মানুষদের; পিতৃণাম্—পিতৃ-পুরুষদের; ন—না; কিঙ্করঃ—ভৃত্য; ন—না; অয়ম্—এই; ঋণী—ঋণী; চ—ও; রাজন্—হে রাজন্; সর্ব-আত্মনা—সমস্ত সত্তা দিয়ে; যঃ—যিনি; শরণম্—শরণ; শরণ্যম্—সকলকে আশ্রয়দানকারী পরমেশ্বর ভগবান; গতঃ—অনুগত হয়েছেন; মুকুন্দম্—মুকুন্দ; পরিহৃত্য—পরিত্যাগ করে; কর্তম্—কর্তব্যসকল।

যিনি সমস্ত জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করে, সকলের আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন, তখন আর তিনি দেবতাদের কাছে, ঋষিদের কাছে, অন্য প্রাণীদের কাছে, আত্মীয়-স্বজনদের কাছে, সাধারণ মানুষদের কাছে এবং পিতৃপুরুষদের কাছে ঋণী থাকেন না।

(নিমি রাজের প্রতি শ্রীকরভাজন)

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥

(অজ্ঞাত উৎস, শাস্ত্র নির্দেশ)

চণ্ডালঃ—এক নিম্নজাতি, অস্পৃশ্য (কুকুরভোজী); অপি—এমন কি; দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ—ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; হরি-ভক্তি-পরায়ণঃ—যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমূলক সেবাকে পরম কর্তব্যরূপে নির্ণয় করেছেন (এবং তাই ভগবানের সেবায় মগ্ন আছেন); হরি-ভক্তি-বিহীনঃ—হরি-ভক্তিবিহীন ব্যক্তি; চ—এবং; দ্বিজঃ—দ্বিজ; অপি—হলেও; শ্বপচ—যিনি কুকুরের মাংস রন্ধন (এবং আহার) করেন; অধমঃ—অধম।

চণ্ডালকুলে জন্ম হলেও, কোন ব্যক্তি যদি হরিভক্তি-পরায়ণ হন, তা হলে তিনিও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে পরিণত হন। কিন্তু হরিভক্তি-বিহীন ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণও হন, তিনি কুকুরভোজী চণ্ডাল থেকেও অধম।

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥

(ভাগবত ১১/১৪/২১)

ভক্ত্যা—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; অহম্—আমি, পরমেশ্বর ভগবান; একয়া—ঐকান্তিক; গ্রাহ্যঃ—সাধ্য; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধাপূর্বক; আত্মা—পরমেশ্বর ভগবান; প্রিয়ঃ—প্রিয়; সতাম্—ভক্তদের; ভক্তিঃ—ভক্তি; পুনাতি—পবিত্র করে; মৎ-নিষ্ঠা—কেবল আমার প্রতি নিষ্ঠা-পরায়ণ; শ্ব-পাকান্—অত্যন্ত নীচ কুলোদ্ভূত (কুকুর ভক্ষণকারী মানুষদের); অপি—এমন কি; সম্ভবাৎ—জন্ম এবং অন্যান্য অবস্থাজনিত সমস্ত দোষ থেকে।

সাধু এবং ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় আমি, ঐকান্তিক শ্রদ্ধাজনিত ভক্তির দ্বারাই আমি প্রাপ্ত হই। আমার প্রতি জীবের নিষ্ঠা বর্ধনকারী ভক্তি নীচ কুলোদ্ভূত মানুষদেরও জন্ম আদি দোষ থেকে পরিত্রাণ করে। অর্থাৎ, ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে প্রত্যেকেই চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে।

(উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে ।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥

(ভাগবত ১/২/১৯)

তদা—সেই সময়ে; রজঃ—রজোগুণে; তমঃ—তমোগুণে; ভাবাঃ—স্থিতি; কাম—কাম এবং বাসনা; লোভ—লোভ; আদয়ঃ—আদি; চ—এবং; যে—যা কিছু; চেতঃ—মন; এতৈঃ—এগুলির দ্বারা; অনাবিদ্ধম্—প্রভাবিত না হয়ে; স্থিতম্—স্থিত হয়ে; সত্ত্বে—সত্ত্বগুণে; প্রসীদতি—এভাবেই সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হন।

যখন হৃদয়ে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়, তখন রজ ও তমোগুণের প্রভাবজাত কাম, ক্রোধ, লোভ আদি রিপুসমূহ হৃদয় থেকে বিদূরিত হয়ে যায়। তখন ভক্ত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন।

(সূত গোস্বামী)

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥

(ভাগবত ১/২/২০)

এবম্—এভাবেই; প্রসন্ন—প্রসন্ন; মনসঃ—মনের; ভগবদ্ভক্তি—শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের সেবা; যোগতঃ—প্রভাবে; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; তত্ত্ব—জ্ঞান; বিজ্ঞানম্—বিজ্ঞান; মুক্ত—মুক্ত; সঙ্গস্য—সঙ্গের; জায়তে—কার্যকরী হয়।

এভাবেই শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার ফলে যাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে, তিনি সব রকম জড় বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবৎ-তত্ত্ব বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন।

(সূত গোস্বামী)

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥

(ভাগবত ১/২/২১)

ভিদ্যতে—ভেদ করে; হৃদয়—হৃদয়; গ্রন্থিঃ—গ্রন্থি; ছিদ্যন্তে—ছেদন করে; সর্ব—সমস্ত; সংশয়াঃ—সংশয়; ক্ষীয়ন্তে—বিনাশ করে; চ—এবং; অস্য—তাঁর; কর্মাণি—সকাম কর্মজ্ঞান; দৃষ্ট—দর্শন করে; এব—অবশ্যই; আত্মনি—আত্মায়; ঈশ্বরে—ঈশ্বরকে।

আত্মার আত্মা পরমাত্মা ভগবানকে দর্শন হলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং সমস্ত কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

যে দিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায় ।
চরণ-সীধু, দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায় ॥

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শুদ্ধভকত-৬)

যেদিন আমার গৃহে হরি-ভজন হতে দেখি, সেদিন আমার গৃহেতেই গোলোক বৃন্দাবন প্রকটিত হয়। শ্রীহরির চরণসুধা গঙ্গাকে দর্শন করে আমার সুখের কোন সীমা থাকে না।

অথবা

যখনই কোন গৃহস্থ তাঁর গৃহে ভগবান শ্রীহরির গুণকীর্তন করেন, তাঁর ক্রিয়া তখনই গোলোক বৃন্দাবনের ক্রিয়ায় পরিণত হয়।

কেবল আনন্দ কন্দ

(লোচন দাস ঠাকুর, শ্রীশ্রীগৌর, নিত্যানন্দের দয়া)

কেবল—কেবল; আনন্দ—চিদানন্দ; কন্দ—উৎস।

কৃষ্ণভাবনামৃত শুধুই আনন্দময় ।

অথবা

(শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও মহাপ্রভু প্রদর্শিত আত্ম-উপলব্ধির পন্থা) শুধুই আনন্দময়।

মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্

(ভাগবত ৫/৬/১৮)

মুক্তিম্—মুক্তি; দদাতি—দান করেন; কর্হিচিৎ—যে কোন সময়ে; স্ম—বাস্তবিকই; ন—না; ভক্তি-যোগম্—ভক্তিমূলক সেবা।

যারা ভগবানের কৃপা অভিলাষী, ভগবান অতি সহজেই তাদেরকে মুক্তি দান করেন, কিন্তু তাঁর প্রতি ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদনের সুযোগ তিনি খুব সহজে কাউকে দেন না।

(শুকদেব গোস্বামী)

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥

(ভাগবত ৬/১/১৫)

কেচিৎ—কেউ কেউ; কেবলয়া ভক্ত্যা—কেবলা ভক্তির দ্বারা; বাসুদেব—সর্বব্যাপক শ্রীকৃষ্ণে; পরায়ণাঃ—পূর্ণরূপে আসক্ত (পুণ্য কর্ম, জ্ঞান, তপস্যা আদির উপর নির্ভর না করে শুধু ভক্তিমূলক সেবা পরায়ণ); অঘম্—সমস্ত প্রকারের পাপ; ধুন্বন্তি—ধৌত করেন; কার্ৎস্ন্যেন—পূর্ণরূপে (পাপবাসনা পুনর্জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনা নির্মূল করে); নিহারম্—কুয়াশা; ইব—মতো; ভাস্করঃ—সূর্য।

সেই সব বিরল শুদ্ধ ভক্তরা যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন, কেবল তাঁরাই তাঁদের সমস্ত পাপ- বাসনাকে এমনভাবে নির্মূল করতে সক্ষম যে, তাদের আর পুনর্জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। শুধুমাত্র ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদনের মাধ্যমেই তিনি তা করতে পারেন, ঠিক যেমন সূর্য তার রশ্মিচ্ছটায় তৎক্ষণাৎ কুয়াশাকে দূর করতে পারে।

(শুকদেব গোস্বামী)

যৎকীর্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্ ।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥

(ভাগবত ২/৪/১৫)

যৎ—যাঁর; কীর্তনম্—মহিমা গান; যৎ—যাঁর; স্মরণম্—স্মরণ; যৎ—যাঁর; ঈক্ষণম্—দর্শন; যৎ—যাঁর; বন্দনম্—প্রার্থনা; যৎ—যাঁর; শ্রবণম্—শ্রবণ; যৎ—যাঁর; অর্হণম্—পূজা; লোকস্য—সমস্ত মানুষদের; সদ্যঃ—শীঘ্র; বিধুনোতি—বিশেষভাবে পরিষ্কার করে; কল্মষম্—পাপের প্রভাব; তস্মৈ—তাঁকে; সুভদ্র—সর্ব মঙ্গলময়; শ্রবসে—যশগাথা; নমঃ—আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম; নমঃ—পুনঃ পুনঃ প্রণতি।

আমি সেই সর্ব মঙ্গলময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি; যাঁর যশগাথা কীর্তন, স্মরণ, দর্শন, বন্দন, শ্রবণ ও পূজনের ফলে সমস্ত পাপরাশি অচিরেই ধৌত হয়।

(শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)

(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই ।

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, রাধাকৃষ্ণ বল্-২)

যদি তোমার এই বিশ্বাস থাকে যে, জীব হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, তা হলে আর কোন দুঃখ থাকবে না।

কিংবা

যদি শ্রীকৃষ্ণকে শুধু অবলম্বন কর এবং তাঁর চরণ-কমলকে আশ্রয় কর, তা হলে পুনরায় তুমি দুঃখময় জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবে।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

(গীতা ৫/২৯)

ভোক্তারম্—ভোক্তা; যজ্ঞ—যজ্ঞ; তপসাম্—তপস্যার; সর্বলোক—সর্বলোকের; মহেশ্বরম্—পরম ঈশ্বর; সুহৃদম্—সুহৃদ; সর্ব—সমস্ত; ভূতানাম্—জীবের; জ্ঞাত্বা—এভাবেই জেনে; মাম্—আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে); শান্তিম্—জড় দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি; ঋচ্ছতি—লাভ করেন।

আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃদরূপে জেনে যোগীরা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদং ন তেষাম্ ॥

(ভাগবত ১০/১৪/৫৮)

সমাশ্রিতাঃ—সম্যকরূপে আশ্রিত; যে—যাঁরা; পদ—চরণ; পল্লব—ফুলের মুকুলের মতো; প্লবম্—নৌকা; মহৎ—মহৎ-তত্ত্ব কিংবা মহাত্মার; পদম্—আশ্রয়; পুণ্য—পরম পুণ্য; যশঃ—যশ; মুর-অরেঃ—মুর নামক অসুরের শত্রু; ভব—জড় অস্তিত্ব; অম্বুধিঃ—সমুদ্র; বৎস-পদম্—গরুর বাছুরের পদচিহ্ন; পরম্ পদম্—পরম পদ বৈকুণ্ঠ; পদম্ পদম্—প্রতি পদক্ষেপে; যৎ—যেখানে; বিপদম্—বিপদের; ন—নয়; তেষাম্—তাঁদের জন্য।

মহৎ-তত্ত্বের আশ্রয় এবং মুরারি নামে খ্যাত শ্রীভগবানের পদ-পল্লবরূপ নৌকাকে যাঁরা আশ্রয় করেছেন, তাঁদের কাছে এই ভবসাগর গোষ্পদের মতো ক্ষুদ্র হয়ে যায়। পরম পদ বৈকুণ্ঠ লাভই তাঁদের লক্ষ্য। পদে পদে বিপদসঙ্কুল এই জড় জগৎ তাঁদের জন্য নয়।

(শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)

মুক্তিপ্রদাতা সর্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ ।

(শিব)

মুক্তি—মুক্তি; প্রদাতা—প্রদানকারী; সর্বেষাম্—সকলের; বিষ্ণুঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; এব—নিশ্চয়ই; ন—নেই; সংশয়ঃ—সন্দেহ।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুই যে সকলের মুক্তি-প্রদাতা, এতে কোন সংশয় নেই।

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥

(ভাগবত ১১/২৩/৫৭)

এতাম্—এই; সঃ—এমন; আস্থায়—পূর্ণনিষ্ঠা সহকারে; পর-আত্মনিষ্ঠাম্—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি; অধ্যাসিতাম্—আরাধনা করে; পূর্বতমৈঃ—পূর্বতন; মহা-ঋষিভিঃ—আচার্যেরা; অহম্—আমি; তরিষ্যামি—পার হব; দুরন্ত-পারম্—দুস্তর; তমঃ—অজ্ঞান-অন্ধকার; মুকুন্দ-অঙ্ঘ্রি—মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মের; নিষেবয়া—সেবার দ্বারা; এব—অবশ্যই।

প্রাচীন মহাজনদের উপাসিত এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবা করে, আমি এই দুস্তর সংসাররূপ অজ্ঞান-অন্ধকার অতিক্রম করব।

(অবন্তীদেশীয় ব্রাহ্মণ)

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্ত স উচ্যতে ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১/২/১৮৭)

ঈহা—কর্ম সমূহ; যস্য—যাঁর; হরেঃ—শ্রীহরির; দাস্যে—সেবায়; কর্মণা—(দেহের) কর্ম দ্বারা; মনসা—মনের দ্বারা; গিরা—বাক্যের দ্বারা; নিখিলাসু—সমস্ত; অপি—ও; অবস্থাসু—অবস্থায় (জড় অস্তিত্বের); জীবন্মুক্তঃ—জীবদ্দশায় মুক্ত; সঃ—তিনি; উচ্যতে—বলা হয়।

যিনি তাঁর দেহ, মন ও বাক্য দিয়ে ভগবান শ্রীহরির দিব্য সেবায় নিযুক্ত আছেন, তিনি এই জড় জগতে থাকা কালেও সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত থাকেন। তাঁকে জীবন্মুক্ত বলা হয়।

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ।

(ভাগবত ২/১০/৬)

মুক্তিঃ—মুক্তি; হিত্বা—পরিত্যাগ করে; অন্যথা—পক্ষান্তরে; রূপম্—রূপ; স্বরূপেণ—স্বরূপে; ব্যবস্থিতিঃ—স্থায়ী পদ।

মায়িক স্থূল-সূক্ষ্ম রূপ পরিহার করে শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থানের নাম মুক্তি।

(শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥

(গীতা ১১/৫৪)

ভক্ত্যা—ভক্তির দ্বারা; তু—কিন্তু; অনন্যয়া—কর্ম ও জ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত; শক্যঃ—সমর্থ; অহম্—আমি; এবং বিধঃ—এই প্রকার; অর্জুন—হে অর্জুন; জ্ঞাতুম্—জানতে; দ্রষ্টুম্—দেখতে; চ—ও; তত্ত্বেন—তত্ত্বত; প্রবেষ্টুম্—প্রবেশ করতে; চ—ও; পরন্তপ—হে পরন্তপ।

হে অর্জুন! হে পরন্তপ! অনন্য ভক্তির দ্বারাই কিন্তু এই প্রকার আমাকে তত্ত্বত জানতে, প্রত্যক্ষ করতে এবং আমার চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি ।
কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৫৪)

যঃ—যিনি (গোবিন্দ); তু—কিন্তু; ইন্দ্রগোপম্—ইন্দ্রগোপ নামক রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র কীট; অথবা—অথবা; ইন্দ্রম্—দেবরাজ ইন্দ্র; অহো—আহা; স্বকর্ম—স্বীয় কর্মফল; বন্ধ—বন্ধন; অনুরূপ—অনুসারে; ফল—ফল; ভাজনম্—ভোগ করে; আতনোতি—প্রদান করেন; কর্মাণি—সর্বপ্রকার কর্মফল; নির্দহতি—বিনাশ করেন; কিন্তু—কিন্তু; চ—ও; ভক্তিভাজম্—ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত ভক্তগণের; গোবিন্দম্—গোবিন্দকে; আদিপুরুষম্—আদিপুরুষ; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

যিনি ইন্দ্রগোপ কীট থেকে আরম্ভ করে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত সমস্ত জীবদের কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করান, কিন্তু যিনি তাঁর ভক্তদের সমস্ত কর্মই বিনাশ করেন, আহা! সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

(গীতা ২/৪০)

ন—নেই; ইহ—এই যোগে; অভিক্রম—প্রচেষ্টা; নাশ—বিনাশ; অস্তি—আছে; প্রত্যবায়ঃ—হ্রাস; ন বিদ্যতে—হয় না; স্বল্পম্—অল্প; অপি—যদিও; অস্য—এই; ধর্মস্য—ধর্মের; ত্রায়তে—ত্রাণ করে; মহতঃ—মহা; ভয়াৎ—ভয় থেকে।

ভক্তিযোগের অনুশীলন কখনো ব্যর্থ হয় না এবং তার কোনও ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররূপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে।

ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্মভিঃ ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন ॥

(ভাগবত ১/৮/৩৫)

ভবে—জড় জগতে; অস্মিন্—এই; ক্লিশ্যমানানাম্—দুর্দশাক্লিষ্ট ব্যক্তিদের; অবিদ্যা—অজ্ঞানতা; কাম—কামনা-বাসনা; কর্মভিঃ—সকাম কর্ম; শ্রবণ—শ্রবণ; স্মরণ—স্মরণ; অর্হাণি—আরাধনা; করিষ্যন্—করতে পারে; ইতি—এভাবেই; কেচন—অন্য কেউ।

আবার অন্য আরও অনেকে বলেন যে, অবিদ্যাজনিত কাম ও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধ জীবেরা যাতে ভক্তিযোগের সুযোগ নিয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই শ্রবণ, স্মরণ, অর্চন আদি ভক্তিযোগের পন্থাসমূহ পুনঃপ্রবর্তনের জন্য তুমি অবতরণ করেছিলে। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীদেবী)

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

(গীতা ১৮/৫৫)

ভক্ত্যা—শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা; মাম্—আমাকে; অভিজানাতি—জানতে পারেন; যাবান্—যে রকম; যঃ চ অস্মি—স্বরূপত আমি যা হই; তত্ত্বতঃ—যথার্থরূপে; ততঃ—তারপর; মাম্—আমাকে; তত্ত্বতঃ—যথার্থরূপে; জ্ঞাত্বা—জেনে; বিশতে—প্রবেশ করতে পারেন; তদনন্তরম্—তার পরে।

ভক্তির দ্বারা কেবল স্বরূপত আমি যে রকম হই, সেরূপে আমাকে কেউ তত্ত্বত জানতে পারেন। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা আমাকে তত্ত্বত জেনে, তার পরে তিনি আমার ধামে প্রবেশ করতে পারেন।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

(ভাগবত ১/২/৭)

বাসুদেবে—শ্রীকৃষ্ণকে; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানকে; ভক্তিযোগঃ—ভক্তিযোগ; প্রয়োজিতঃ—অনুষ্ঠিত; জনয়তি—উৎপাদন করে; আশু—অচিরে; বৈরাগ্যম্—বিষয়ে বিরক্তি; জ্ঞানম্—জ্ঞান; চ—এবং; যৎ—যা; অহৈতুকম্—কোন রকম ফলের বাসনা রহিত।

ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে। (সূত গোস্বামী)

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

(গীতা ৪/৯)

জন্ম—জন্ম; কর্ম—কর্ম; চ—এবং; মে—আমার; দিব্যম্—দিব্য; এবম্—এভাবেই; যঃ—যিনি; বেত্তি—জানেন; তত্ত্বতঃ—যথার্থভাবে; ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; দেহম্—বর্তমান দেহ; পুনঃ—পুনরায়; জন্ম—জন্ম; ন—না; এতি—প্রাপ্ত হন; মাম্—আমাকে; এতি—প্রাপ্ত হন; সঃ—তিনি; অর্জুন—হে অর্জুন।

হে অর্জুন! যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥

(গীতা ৪/১০)

বীত—মুক্ত; রাগ—আসক্তি; ভয়—ভয়; ক্রোধাঃ—ক্রোধ; মন্ময়া—আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত; মাম্—আমার; উপাশ্রিতাঃ—একান্তভাবে আশ্রিত হয়ে; বহবঃ—বহু; জ্ঞান—জ্ঞান; তপসা—তপস্যার দ্বারা; পূতাঃ—পবিত্র হয়ে; মদ্ভাবম্—আমার প্রতি চিন্ময় প্রেম; আগতাঃ—লাভ করেন।

আসক্তি ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন হয়ে, একান্তভাবে আমার আশ্রিত হয়ে, পূর্বে বহু বহু ব্যক্তি আমার জ্ঞান লাভ করে পবিত্র হয়েছে এবং এভাবেই সকলেই আমার চিন্ময় প্রীতি লাভ করেছে।

সর্বমেতদ্ ঋতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥

(গীতা ১০/১৪)

সর্বম্—সমস্ত; এতৎ—এই; ঋতম্—সত্য; মন্যে—মনে করি; যৎ—যা; মাম্—আমাকে; বদসি—বলেছ; কেশব—হে কৃষ্ণ; ন—না; হি—অবশ্যই; তে—তোমার; ভগবন্—হে পরমেশ্বর ভগবান; ব্যক্তিম্—তত্ত্ব; বিদুঃ—জানতে পারে; দেবাঃ—দেবতারা; ন—না; দানবাঃ—দানবেরা।

হে কেশব, তুমি আমাকে যা বলেছ, তা আমি সত্য বলে মনে করি। হে ভগবান! দেবতা অথবা দানবেরা কেউই তোমার তত্ত্ব যথাযথভাবে অবগত নন।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥

(ভাগবত ১১/২/৪২)

ভক্তিঃ—ভক্তি; পর-ঈশ—পরমেশ্বর ভগবানের; অনুভবঃ—প্রত্যক্ষ অনুভব; বিরক্তিঃ—বৈরাগ্য; অন্যত্র—অন্য সব কিছুতে; চ—এবং; এষঃ—এই; ত্রিকঃ—তিন; এক-কালঃ—যুগপৎভাবে; প্রপদ্যমানস্য—ভগবানে আত্ম-সমর্পণশীল ভক্তের; যথা—যেমন; অশ্নতঃ—আহার গ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তির; স্যুঃ—হয়; তুষ্টিঃ—তৃপ্তি; পুষ্টিঃ—পুষ্টি; ক্ষুৎ-অপায়ঃ—ক্ষুন্নিবৃত্তি; অনুঘাসম্—প্রতি গ্রাস অন্ন গ্রহণে বর্ধনশীল।

আহার গ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি গ্রাস অন্ন গ্রহণে যেমন তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি যুগপৎ ও বর্ধনশীলভাবে লাভ হয়, তেমনই যিনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে প্রপত্তি করেছেন, তাঁর ক্ষেত্রেও ভক্তি, পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভব এবং কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি—এই তিনটি ফল যুগপৎ লাভ হয়ে থাকে। (মহারাজ নিমির প্রতি শ্রীকবি)

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে ।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

(মহাভারত এবং অন্য পুরাণ)

হে রাজন্! স্বল্প পুণ্যবান ব্যক্তিদের কখনও মহাপ্রসাদে, শ্রীগোবিন্দে, হরিনাম-রূপ শব্দব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না।

'শ্রদ্ধা'-শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৬২)

কৃষ্ণভক্তি সম্পাদিত হলে অন্য সমস্ত কর্ম আপনা থেকে সম্পাদিত হয়ে যায়। এই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বলা হয় শ্রদ্ধা। (সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬/৩৮)

যস্য—যাঁর; দেবে—পরমেশ্বর ভগবানে; পরা—উৎকৃষ্ট; ভক্তিঃ—ভক্তি; যথা দেবে—যেমন ভগবানে; তথা—তেমন; গুরৌ—গুরুতে; তস্য—তাঁর কাছে; এতে—এই সমস্ত; কথিতাঃ—যেমন বর্ণিত হয়েছে, হি—নিশ্চিতরূপে; অর্থাঃ—তাৎপর্য; প্রকাশন্তে—প্রকাশিত হয়; মহাত্মনঃ—মহাত্মাগণের।

সেই সব মহাত্মাগণ, যাঁদের গুরু ও ভগবানে পরা ভক্তি রয়েছে, কেবল তাঁদের কাছেই বৈদিক জ্ঞানের সমস্ত তাৎপর্য স্বতঃই প্রকাশিত হয়।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥

(গীতা ৯/৩)

অশ্রদ্দধানাঃ—শ্রদ্ধাহীন; পুরুষাঃ—ব্যক্তিরা; ধর্মস্য—ধর্মের; অস্য—এই; পরন্তপ—হে পরন্তপ; অপ্রাপ্য—না পেয়ে; মাম্—আমাকে; নিবর্তন্তে—ফিরে আসে; মৃত্যু—মৃত্যুর; সংসার—সংসার; বর্ত্মনি—পথে।

হে পরন্তপ! এই ভগবদ্ভক্তিতে যাদের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি, তারা আমাকে লাভ করতে পারে না। তাই তারা এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর পথে ফিরে আসে।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া ।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি ।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১/৪/১৫-১৬)

আদৌ—প্রথমে; শ্রদ্ধা—সুদৃঢ় বিশ্বাস, অথবা জড় বিষয়ে অনাসক্তি এবং পারমার্থিক বিষয়ে আসক্তি; ততঃ—তারপর; সাধু-সঙ্গঃ—শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ; অথ—তারপর; ভজন-ক্রিয়া—কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন (সদ্‌গুরুর চরণ আশ্রয় এবং ভক্তসঙ্গে অনুপ্রাণিত হয়ে দীক্ষা গ্রহণ); ততঃ—তারপর; অনর্থ-নিবৃত্তিঃ—সর্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তি; স্যাৎ—হওয়া উচিত; ততঃ—তারপর; নিষ্ঠা—নিষ্ঠা; রুচিঃ—অনুরাগ; ততঃ—তারপর; অথ—তারপর; আসক্তিঃ—আসক্তি; ততঃ—তারপর; ভাবঃ—ভাব; ততঃ—তারপর; প্রেম—ভগবৎ-প্রেম; অভ্যুদঞ্চতি—উদয় হয়; সাধকানাম্—কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনকারী সাধকদের; অয়ম্—এই; প্রেম্ণঃ—ভগবৎ-প্রেমের; প্রাদুর্ভাবে—উদয়ে; ভবেৎ—হয়; ক্রমঃ—ক্রম অনুসারে।

প্রথমে শ্রদ্ধা, তা থেকে সাধুসঙ্গ, তা থেকে ভজনক্রিয়া, তা থেকে অনর্থ নিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, তা থেকে রুচি ও আসক্তি—এই পর্যন্ত সাধন ভক্তি। তা থেকে ক্রমশ ভাব এবং অবশেষে প্রেম উদিত হয়। সাধকদের প্রেমোদয়ের এটিই ক্রম।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৮)

প্রেম—প্রেমভক্তির; অঞ্জন—কাজলে; ছুরিত—রঞ্জিত; ভক্তি—ভক্তির; বিলোচনেন—চক্ষুর দ্বারা; সন্তঃ—শুদ্ধ ভক্তগণ; সদা—সর্বদা; এব—বাস্তবিকই; হৃদয়েষু—তাঁদের হৃদয়ে; বিলোকয়ন্তি—দর্শন করেন; যম্—যাঁকে; শ্যাম—শ্যামবর্ণ; সুন্দরম্—সুন্দর; অচিন্ত্য—অচিন্ত্য; গুণ—গুণময়; স্বরূপম্—স্বরূপ; গোবিন্দম্—গোবিন্দকে; আদি-পুরুষম্—আদি পুরুষ; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষু-বিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়েও অবলোকন করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদং চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

(ভাগবত ১০/৩৩/৩৯)

বিক্রীড়িতম্—রাস নৃত্যের বিশিষ্ট ক্রীড়া; ব্রজ-বধূভিঃ—ব্রজ গোপিকাদের; ইদম্—এই; চ—ও; বিষ্ণোঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; শ্রদ্ধা-অন্বিতঃ—অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে; অনুশৃণুয়াৎ—নিরন্তর গুরু-পরম্পরা ধারায় শ্রবণ করেন; অথ—অথবা; বর্ণয়েৎ—বর্ণনা করেন; যঃ—যিনি; ভক্তিম্—ভগবদ্ভক্তি; পরাম্—অপ্রাকৃত; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানে; প্রতিলভ্য—লাভ করে; কামম্—কামবাসনা; হৃৎ-রোগম্—হৃদয়ের রোগ; আশু—অতি শীঘ্র; অপহিনোতি—দূর করে; অচিরেণঃ—শীঘ্রই; ধীরঃ—ভগবদ্ভক্তি লাভ করে যিনি অচঞ্চল হয়েছেন।

যিনি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হয়ে এই রাস পঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া বর্ণনা শ্রবণ করেন বা বর্ণন করেন, সেই ধীর পুরুষ ভগবানে যথেষ্ট পরা ভক্তি লাভ করে হৃদ্‌রোগরূপ জড় কামকে শীঘ্রই দূর করেন।

(শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥

(কৃষ্ণকর্ণামৃত)

ভক্তিঃ—ভক্তিমূলক সেবা; ত্বয়ি—তোমাতে; স্থিরতরা—স্থির; ভগবন্—পরমেশ্বর; যদি—যদি; স্যাদ্—হতে পারে; দৈবেন—দৈবক্রমে; নঃ—আমাদের প্রতি; ফলতি—ফল দান করে; দিব্য—চিন্ময়; কিশোর-মূর্তিঃ—পরমেশ্বরের কিশোর মূর্তি; মুক্তিঃ—মুক্তি; স্বয়ং—স্বয়ং; মুকুলিতাঞ্জলি—অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান; সেবতে—সেবা করে; অস্মান্—আমাদের; ধর্ম—ধর্ম; অর্থ—অর্থ; কাম—কাম; গতয়ঃ—অন্তিম লক্ষ্য; সময়—সময়; প্রতীক্ষাঃ—প্রতীক্ষা।

হে ভগবান! কেউ যদি স্থিরভাবে তোমার প্রতি শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদনে নিযুক্ত হন, তা হলে তুমি তাঁর কাছে তোমার দিব্য কিশোররূপে প্রকটিত হও। মুক্তিদেবী স্বয়ং অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার জন্য অপেক্ষা করেন। ধর্ম, অর্থ ও কাম তখন পৃথক চেষ্টা ছাড়াই স্বতস্ফূর্তভাবেই লাভ করা যায়।

অথবা

হে ভগবান! আমি যদি আপনার ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হই, তা হলে খুব সহজেই আমি সর্বত্র আপনার দিব্যরূপ দর্শন করতে পারি। মুক্তিদেবী তখন অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে আমার সেবা করার জন্য দরজায় প্রতীক্ষা করেন। ধর্ম, অর্থ এবং কামও তাঁর সঙ্গে প্রতীক্ষা করে থাকে।

(বিল্বমঙ্গল ঠাকুর)

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্ ।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥

(হরিভক্তিসুধোদয় ৭/২৮)

স্থান-অভিলাষী—জড় জগতে খুব উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা করে; তপসি—তপস্যায়; স্থিতঃ—অবস্থিত; অহম্—আমি; ত্বাম্—তোমাকে; প্রাপ্তবান্—প্রাপ্ত হয়েছি; দেব-মুনি-ইন্দ্র-গুহ্যম্—এমন কি শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং মুনিদের কাছেও গোপনীয় এবং দুর্লভ; কাচম্—কাঁচের টুকরো; বিচিন্বন্—অনুসন্ধান করে; অপি—যদিও; দিব্য-রত্নম্—দিব্যরত্ন; স্বামিন্—হে প্রভো; কৃত-অর্থ-অস্মি—আমি পূর্ণরূপে কৃতার্থ; বরম্—বর; ন যাচে—চাই না।

(ভগবান যখন ধ্রুব মহারাজকে বর দিচ্ছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ বলেছিলেন—) "হে ভগবান, জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য এবং পদের কামনা নিয়ে আমি কঠোর তপস্যায় স্থিত হয়েছিলাম। এখন আমি শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং মুনিদেরও দুর্লভ আপনাকে লাভ করেছি। আমি এক টুকরো ভাঙা কাঁচের অনুসন্ধান করছিলাম। এখন আমি দিব্যরত্ন লাভ করেছি। তাই আমি এতই কৃতার্থ বোধ করছি যে, আপনার কাছে কোন বর আমি চাই না।"

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে ।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

(চৈতন্যচন্দ্রামৃত)

কৈবল্যম্—নিরাকার ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি; নরকায়তে—নরকের মতো পরিণত হয়; ত্রিদশ—দেবতাদের; পুর—ধাম; আকাশ—আকাশে; পুষ্পায়তে—ফুলের মতো পরিণত হয়; দুর্দান্ত—পোষ মানে না যে; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের; কাল-সর্প—বিষাক্ত সাপের; পটলী—গণ; প্রোৎখাত—ভগ্ন; দংষ্ট্রায়তে—দাঁত; বিশ্বম—বিশ্ব; পূর্ণ-সুখায়তে—পূর্ণ সুখময় হয়ে ওঠে; বিধি—ব্রহ্মা; মহেন্দ্র—ইন্দ্র; আদিঃ—আদি দেবতাগণ; চ—এবং; কীটায়তে—কীটের মতো হয়ে যায়; যৎ—যাঁর; কারুণ্য—কৃপার; কটাক্ষ—কটাক্ষ; বৈভব-বতাম্—বৈভবশালী; তম্—তাঁকে; গৌরম্—ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর; এব—নিশ্চিতরূপে; স্তুমঃ—স্তব করি।

যাঁর করুণাকটাক্ষ রূপ সম্পদ প্রাপ্ত হলে নিরাকার ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি নরকের মতো মনে হয়, স্বর্গকে আকাশকুসুম বলে মনে হয়; দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গুলি বিষদাঁত ভাঙা কালো সর্পের মতো নির্বিষ হয়ে যায়। সমস্ত বিশ্ব সুখময় হয়ে ওঠে এবং ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের পদও কীটতুল্য তুচ্ছ মনে হয়, আমরা সেই শ্রীগৌরসুন্দরের স্তব করি।

(প্রবোধানন্দ সরস্বতী)

বিষ নেই কুলোপানা চক্র

(বাংলা প্রবাদ)

বিষদাঁত ভাঙা সাপের কুলোর মতো বিরাট ফণাকে কেউ ভয় করে না।

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমানে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনং চ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

যদবধি—যেদিন থেকে; মম—আমার; চেতঃ—চেতনা; কৃষ্ণ-পদ-অরবিন্দে—শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে; নব-নব—নতুন নতুন; রস-ধামন্—দিব্য রসের মহিমা; উদ্যতম্—উদ্যত; রন্তুম্—উপভোগ করতে; আসীৎ—ছিল; তদবধি—তখন থেকে; বত—হায়; নারী-সঙ্গমে—স্ত্রীসঙ্গ; স্মর্যমানে—স্মরণ হলে; ভবতি—হয়; মুখ-বিকারঃ—মুখ বিকৃতি; সুষ্ঠু—অতিরিক্তভাবে; নিষ্ঠীবনম্—থুথু ফেলা; চ—এবং।

যেদিন থেকে আমার মন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হয়েছে এবং তাঁর মধ্যে নব নব রস আস্বাদন করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই যখনই আমি জঘন্য যৌন সুখের কথা ভাবি, তখনই বিরক্তিতে আমার মুখ বিকৃত হয় এবং সেই জঘন্য চিন্তার উদ্দেশ্যে আমি থুথু ফেলি।

(যামুনাচার্য)

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি ।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

(ভাগবত ১/৫/১৭)

ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; স্ব-ধর্মম্—স্বধর্ম; চরণ-অম্বুজম্—শ্রীপাদপদ্ম; হরেঃ—শ্রীহরির; ভজন্—ভগবানের প্রেমময়ী সেবা; অপক্কঃ—অপরিণত; অথ—অতএব; পতেত—পতিত হয়; ততঃ—সেখান থেকে; যদি—যদি; যত্র—যেখানে; ক্ব—কি রকম; বা—অথবা; অভদ্রম্—প্রতিকূল; অভূৎ—হবে; অমুষ্য—তার; কিম্—কিছুই নয়; কঃ বা অর্থঃ—কি লাভ; আপ্তঃ—প্রাপ্ত; অভজতাম্—অভক্তদের; স্ব-ধর্মতঃ—বৃত্তিগত ধর্মে যুক্ত হয়ে।

ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য যিনি জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করেছেন, অপক্ক অবস্থায় যদি কোন কারণে তাঁর পতনও হয়, তবুও তাঁর বিফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, অভক্ত যদি সর্বতোভাবে নৈমিত্তিক ধর্ম-অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়, তবুও তাতে তার কোন লাভ হয় না।

(ব্যাসদেবের প্রতি নারদ মুনি)

ভক্তিমূলক সেবা ২

নীতি, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

(ভাগবত ২/৩/১০)

অকামঃ—সমস্ত জড় সুখভোগ বাসনা রহিত; **সর্ব-কামঃ**—অন্তহীন জড় ভোগবাসনা সমন্বিত; **বা**—অথবা; **মোক্ষ-কামঃ**—মুক্তিকামী; **উদার-ধীঃ**—অত্যন্ত বুদ্ধিমান; **তীব্রেণ**—দৃঢ়; **ভক্তি-যোগেন**—ভক্তিযোগের দ্বারা; **যজেত**—আরাধনা করা উচিত; **পুরুষম্**—পুরুষোত্তমকে; **পরম্**—পরম।

সর্বপ্রকার কামনাযুক্ত হোন, অথবা সম্পূর্ণ নিষ্কাম হোন, অথবা মুক্তিকামীই হোন, সুবুদ্ধিমান মানুষ তীব্র শুদ্ধ ভক্তিযোগে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করবেন।

(শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জনাদৌ ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

(বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, গুর্বষ্টক ৩)

শ্রীবিগ্রহ—অর্চা-বিগ্রহ; **আরাধন**—আরাধনা; **নিত্য**—প্রতিদিন; **নানা**—বিভিন্ন; **শৃঙ্গার**—বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত করা; **তৎ**—তাঁর; **মন্দির**—মন্দিরের; **মার্জনাদৌ**—মার্জনাদি সেবায়; **যুক্তস্য**—যিনি যুক্ত আছেন; **ভক্তান্**—তাঁর শিষ্যদের; **চ**—এবং; **নিযুঞ্জতঃ**—যিনি নিযুক্ত করেন; **অপি**—ও; **বন্দে**—বন্দনা করি; **গুরোঃ**—আমার গুরুদেবের; **শ্রীচরণ-অরবিন্দম্**—শ্রীচরণ কমলে।

যিনি শ্রীবিগ্রহের বেশ-রচনা ও শ্রীমন্দির-মার্জন আদি নানাবিধ সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং (অনুগত) ভক্তগণকে নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

(গীতা ৯/২২)

অনন্যাঃ—অনন্য; **চিন্তয়ন্তঃ**—চিন্তা করতে করতে; **মাম্**—আমাকে; **যে**—যে; **জনাঃ**—ব্যক্তি; **পর্যুপাসতে**—যথাযথভাবে আরাধনা করেন; **তেষাম্**—তাঁদের; **নিত্য**—সর্বদা;

অভিযুক্তানাম্—ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত; **যোগক্ষেমম্**—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ; **বহামি**—বহন করি; **অহম্**—আমি।

অনন্য চিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে, পরিপূর্ণ ভক্তি সহকারে যাঁরা সর্বদাই আমার উপাসনা করেন, তাঁদের সমস্ত অপ্রাপ্ত বস্তু আমি বহন করি এবং তাঁদের প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করি।

ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা ।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥

(গরুড় পুরাণ)

ওম্—সম্বোধন, হে; **অপবিত্রঃ**—অপবিত্র; **পবিত্রঃ**—পবিত্র; **বা**—অথবা; **সর্ব-অবস্থাম্**—জীবনের সকল অবস্থায়; **গতঃ**—গত; **অপি**—যদিও; **বা**—অথবা; **যঃ**—যিনি; **স্মরেৎ**—স্মরণ করবেন; **পুণ্ডরীকাক্ষম্**—কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে; **সঃ**—তিনি; **বাহ্য**—বাহ্য; **অভ্যন্তরঃ**—এবং অভ্যন্তরে; **শুচিঃ**—পবিত্র।

অপবিত্র হোক বা পবিত্র হোক, জড়-জাগতিক জীবনের সকল অবস্থা অতিক্রম করেও কেউ যদি কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন, তা হলে অন্তরে ও বাইরে শুচিতা লাভ করেন।

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

(পদ্ম পুরাণ)

স্মর্তব্যঃ—স্মরণ করা উচিত; **সততম্**—সর্বদা; **বিষ্ণুঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **বিস্মর্তব্যঃ**—ভুলে যাওয়া; **ন**—না; **জাতুচিৎ**—কখনও; **সর্বে**—সমস্ত; **বিধি-নিষেধাঃ**—সদ্‌গুরু অথবা শাস্ত্র নির্দেশিত বিধি-নিষেধ; **স্যুঃ**—উচিত; **এতয়োঃ**—এই দুটি বিধি-নিষেধের, (সর্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করা এবং কখনও তাঁকে ভুলে না যাওয়া); **এব**—অবশ্যই; **কিঙ্করাঃ**—অনুগত ভৃত্যগণ।

সর্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করা উচিত এবং কখনই তাঁকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুটি কথার অনুগত।

স হানিস্তন্ মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ ।
যন্মুহূর্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ ॥

(বিষ্ণু পুরাণ)

সঃ—সেই; **হানিঃ**—ব্যর্থতা; **তৎ**—তা; **মহৎ**—মহৎ; **ছিদ্রম্**—ক্ষতি; **সঃ**—সেই; **মোহঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ মোহ; **সঃ**—তা; **চ**—ও; **বিভ্রমঃ**—বিভ্রম; **যৎ**—যা; **মুহূর্তম্**—মুহূর্ত; **ক্ষণম্**—ক্ষণ; **বা**—অথবা; **অপি**—বাস্তবিকপক্ষে; **বাসুদেবম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **ন**—না; **চিন্তয়েৎ**—চিন্তা (স্মরণ) করবে।

কামাৎ—কামের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; **দ্বেষাৎ**—দ্বেষ থেকে; **ভয়াৎ**—ভয় থেকে; **স্নেহাৎ**—স্নেহ থেকে; **যথা**—যেমন; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **ঈশ্বরে**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **মনঃ**—মন; **আবেশ্য**—সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট হয়ে; **তৎ**—সেই; **অঘম্**—পাপকর্ম; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **বহবঃ**—বহু; **তৎ**—সেই; **গতিম্**—গতি; **গতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছেন।

ভগবানের প্রতি ভক্তির মাধ্যমে যেমন তাঁর ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনই অনেকেই কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহের প্রভাবে তাঁর প্রতি মনকে আবিষ্ট করে, তাঁদের পাপ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে সেই গতি প্রাপ্ত হয়েছেন। (মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদ মুনি)

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥

(ভাগবত ১০/২৯/১৫)

কামম্—কাম; **ক্রোধম্**—ক্রোধ; **ভয়ম্**—ভয়; **স্নেহম্**—স্নেহ; **ঐক্যম্**—ঐক্য; **সৌহৃদম্**—বন্ধুত্ব; **এব চ**—ও; **নিত্যম্**—নিত্য; **হরৌ**—শ্রীহরির জন্য; **বিদধতঃ**—প্রদর্শন করে; **যান্তি**—লাভ করে; **তন্ময়তাম্**—তন্ময়তা; **হি**—বাস্তবিকই; **তে**—তাঁরা।

যে সমস্ত ব্যক্তি অবিশ্রান্তভাবে তাঁদের কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, নিরাকার ব্রহ্মের সঙ্গে ঐক্য অনুভব এবং সখ্যভাব আদি অনুভূতিকে ভগবান শ্রীহরির অভিমুখে চালিত করেন, বাস্তবিকই তাঁরা শ্রীহরির চিন্তায় তন্ময়তা লাভ করেন।

(শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে ।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জুনঃ
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরা ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১/২/২৬৫)

শ্রী-বিষ্ণোঃ—শ্রীবিষ্ণুর; **শ্রবণে**—শ্রবণে; **পরীক্ষিৎ**—মহারাজ পরীক্ষিৎ, শ্রীবিষ্ণু তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, তাই তাঁর আর একটি নাম বিষ্ণুরাত; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **বৈয়াসকিঃ**—শুকদেব গোস্বামী; **কীর্তনে**—শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তনে; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **স্মরণে**—স্মরণে; **তৎ-অঙ্ঘ্রি**—শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম; **ভজনে**—সেবায়; **লক্ষ্মীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **পৃথুঃ**—মহারাজ পৃথু; **পূজনে**—ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজায়; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **তু**—কিন্তু; **অভিবন্দনে**—বন্দনায়; **কপি-পতিঃ**—হনুমানজী বা বজ্রাঙ্গজী; **দাস্যে**—শ্রীরামচন্দ্রের সেবায়; **অথ**—উপরন্তু; **সখ্যে**—সখ্যে; **অর্জুনঃ**—অর্জুন; **সর্বস্ব-আত্ম-নিবেদনে**—তাঁর যথাসর্বস্ব এমন কি নিজেকে পর্যন্ত নিবেদন করে; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **কৃষ্ণ-আপ্তিঃ**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভে; **এষাম্**—তাঁদের সকলের; **পরা**—অপ্রাকৃত।

শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কীর্তনে শুকদেব গোস্বামী, স্মরণে প্রহ্লাদ মহারাজ, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় লক্ষ্মীদেবী, তাঁর পূজনে পৃথু মহারাজ, তাঁর অভিবন্দনে অক্রূর, তাঁর দাস্যে কপিপতি হনুমান, তাঁর সখ্যে অর্জুন, তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করার মাধ্যমে বলি মহারাজ, এভাবেই এঁরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেছিলেন।

তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ॥

(ভাগবত ৭/১/৩২)

তস্মাৎ—সুতরাং; **কেনাপি**—যে কোনও; **উপায়েন**—উপায়ে; **মনঃ**—মন; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণে; **নিবেশয়েৎ**—নিবিষ্ট করা উচিত।

তাই, (বন্ধুভাবেই হোক আর শত্রুভাবেই হোক) কোন না কোন উপায়ে মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করা কর্তব্য। (মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদ মুনি)

যেন তেন প্রকারেণ মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ।
সর্বে বিধিনিষেধাস্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

(রূপ গোস্বামী)

যেন তেন প্রকারেণ—কোনও না কোনও প্রকারে; **মনঃ**—মন; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণে; **নিবেশয়েৎ**—নিবিষ্ট করা উচিত; **সর্বে**—সমস্ত; **বিধি-নিষেধাসু**—শাস্ত্রের বিধিনিষেধ হচ্ছে; **এতয়ঃ**—এই উভয়ের; **এব**—অবশ্যই; **কিঙ্করাঃ**—অনুগত।

যে কোনভাবে হোক মনকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিবিষ্ট করা উচিত। শাস্ত্রের সমস্ত বিধি-নিষেধ এর অনুগত।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ।
করৌ হরেমন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥

(ভাগবত ৯/৪/১৮)

সঃ—তিনি (মহারাজ অম্বরীষ); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মনঃ**—তাঁর মন; **কৃষ্ণ-পদ-অরবিন্দয়োঃ**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মযুগলে; **বচাংসি**—বাক্য; **বৈকুণ্ঠ-গুণ-অনুবর্ণনে**—শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণ বর্ণনায়; **করৌ**—হস্তযুগল; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর; **মন্দির-মার্জন-আদিষু**—শ্রীহরির মন্দির মার্জন আদি করে; **শ্রুতিম্**—কর্ণদ্বয়; **চকার**—নিযুক্ত করেছিলেন; **অচ্যুত**—অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **সৎ-কথা-উদয়ে**—অপ্রাকৃত বিষয় আলোচনায়।

মহারাজ অম্বরীষ সর্বদা তাঁর মনকে কৃষ্ণের পাদপদ্মে, তাঁর বাক্যকে পরমেশ্বর ভগবানের গুণ বর্ণনায়, তাঁর হস্তাদি হরিমন্দির মার্জনাদিতে, তাঁর কর্ণকে কৃষ্ণকথা শ্রবণে নিযুক্ত করেছিলেন।

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্ ।
ঘ্রাণং চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥

(ভাগবত ৯/৪/১৯)

মুকুন্দ-লিঙ্গ—ভগবানের শ্রীবিগ্রহ; **আলয়**—মন্দির; **দর্শনে**—দর্শনে; **দৃশৌ**—চক্ষুদ্বয়; **তৎ-ভৃত্য**—শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্যের; **গাত্র**—দেহ; **স্পর্শে**—স্পর্শ করায়; **অঙ্গ-সঙ্গমম্**—অঙ্গের সংযোগ, যেমন আলিঙ্গন বা শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ; **ঘ্রাণম্**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; **চ**—এবং; **তৎ-পাদ সরোজ**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের; **সৌরভে**—ঘ্রাণ গ্রহণে; **শ্রীমৎ**—সব চাইতে মঙ্গলজনক; **তুলস্যাঃ**—তুলসীপত্রের; **রসনাম্**—জিহ্বা; **তৎ-অর্পিতে**—ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদে।

তিনি (মহারাজ অম্বরীষ) তাঁর চক্ষুদ্বয়কে মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ দর্শনে, তাঁর স্পর্শেন্দ্রিয় বৈষ্ণবদের শ্রীপাদপদ্মে স্পর্শ এবং আলিঙ্গন করায়, তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণে, তাঁর জিহ্বাকে শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত প্রসাদ আস্বাদনে নিযুক্ত করেছিলেন।

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে ।
কামং চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥

(ভাগবত ৯/৪/২০)

পাদৌ—পদযুগল; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **ক্ষেত্র**—তীর্থক্ষেত্র; **পদ-অনুসর্পণে**—পদব্রজে ভ্রমণ করায়; **শিরঃ**—মস্তক; **হৃষীকেশ**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের; **পদ-অভিবন্দনে**—শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা নিবেদন করায়; **কামম্ চ**—এবং তাঁর সমস্ত বাসনা; **দাস্যে**—দাসরূপে নিযুক্ত হয়ে; **ন**—না; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **কাম-কাম্যয়া**—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা সহকারে; **যথা**—যেমন; **উত্তম-শ্লোক**—উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবানের; **জন**—ভগবদ্ভক্ত; **আশ্রয়া**—আশ্রয় লাভ করে; **রতিঃ**—অভিরুচি।

তিনি (মহারাজ অম্বরীষ) তাঁর পদদ্বয়কে ভগবানের লীলাভূমি বৃন্দাবন, মথুরা আদি তীর্থে অথবা ভগবানের মন্দিরে গমনে, তাঁর মস্তককে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদনে এবং কামরহিত দাস্যে কাম এমনভাবে নিযুক্ত করেন যে, তাঁর হৃদয়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি জাগ্রত হয়েছিল। (শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

(ভাগবত ১/২/৬)

সঃ—সেই; **বৈ**—অবশ্যই; **পুংসাম্**—মানুষের জন্য; **পরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **যতঃ**—যার দ্বারা; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **অধোক্ষজে**—ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত; **অহৈতুকী**—ফলভোগের বাসনা রহিত; **অপ্রতিহতা**—নিরবচ্ছিন্ন; **যয়া**—যার দ্বারা; **আত্মা**—আত্মা; **সুপ্রসীদতি**—সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়।

সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তি-বলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে। (সূত গোস্বামী)

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥

(ভাগবত ৬/৩/২২)

এতাবান্—এই পর্যন্ত; **এব**—বস্তুত; **লোকে অস্মিন্**—এই জড় জগতে; **পুংসাম্**—জীবের; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **পরঃ**—গুণাতীত; **স্মৃতঃ**—স্বীকৃত; **ভক্তিযোগঃ**—ভক্তিযোগ; **ভগবতি**—ভগবানকে (দেবতাদের নয়); **তৎ**—তাঁর; **নাম**—পবিত্র নাম; **গ্রহণ-আদিভিঃ**—কীর্তন থেকে শুরু হয়।

ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন থেকে শুরু হয় যে ভক্তিযোগ, তাই মানব-সমাজে জীবের পরম ধর্ম। (যমরাজ)

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥

(ভাগবত ৭/৫/২৩-২৪)

শ্রবণম্—ভগবানের পবিত্র নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা শ্রবণ; **কীর্তনম্**—ভগবানের নাম, রূপ, লীলা আদি কীর্তন এবং সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করা; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **স্মরণম্**—ভগবানের পবিত্র নাম, রূপ, লীলা আদি স্মরণ; **পাদ-সেবনম্**—স্থান, কাল ও অবস্থা অনুসারে ভগবানের পরিচর্যা করা; **অর্চনম্**—ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করা; **বন্দনম্**—ভগবানের বন্দনা করা; **দাস্যম্**—সর্বদা নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের দাস বলে অভিমান করা; **সখ্যম্**—ভগবানের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা; **আত্ম-নিবেদনম্**—ভগবানের সেবায় নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করা; **ইতি**—এভাবেই; **পুংসা**—মানুষের দ্বারা; **অর্পিতা**—উৎসর্গীকৃত; **বিষ্ণৌ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **ভক্তি**—ভক্তি; **চেৎ**—যদি; **নব-লক্ষণা**—পূর্বোক্ত নয়টি লক্ষণযুক্ত; **ক্রিয়েত**—সাধন করা উচিত; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অদ্ধা**—সরাসরিভাবে (অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞান অথবা যোগ আদির মাধ্যমে,

দক্ষভাবে নয়); তৎ—তা; মন্যে—আমি মনে করি; অধীতম্—অধ্যয়ন করা হয়েছে; উত্তমম্—সর্বোত্তমভাবে।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নব লক্ষণ-সম্পন্ন ভক্তি শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয়ে সাধিত হলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। এটিই শাস্ত্রের নির্দেশ। (প্রহ্লাদ মহারাজ)

অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ—বিশ্বাস, পালন ॥

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-শরণাগতি)

শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই রক্ষা করবেন, এই বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাসই হচ্ছে শরণাগতি।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১/২/১০১, ব্রহ্মযামল থেকে)

শ্রুতি—মূল বেদ; স্মৃতি—বেদানুগ শাস্ত্র; পুরাণাদি—পুরাণ আদি; পঞ্চরাত্র—নারদ পঞ্চরাত্র; বিধিম্—বিধি; বিনা—ছাড়া; ঐকান্তিকী—ঐকান্তিক; হরেঃ—পরমেশ্বর শ্রীহরির; ভক্তি—ভক্তিমূলক সেবা; উৎপাতায়—উৎপাত; এব—বাস্তবিকই; কল্পতে—হয়।

শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণসমূহ ও নারদ পঞ্চরাত্র আদি প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রকে অবহেলা করে যে হরিভক্তি, তা শুধু সমাজে উৎপাতই সৃষ্টি করে।

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥

(উপদেশামৃত ২)

অত্যাহারঃ—অধিক আহার বা সঞ্চয়; প্রয়াসঃ—অধিক প্রচেষ্টা; চ—এবং; প্রজল্পঃ—অনাবশ্যক গ্রাম্য কথা; নিয়ম—নিয়মনীতি; আগ্রহঃ—আগ্রহ; জন-সঙ্গঃ—জড়-জাগতিক বিষয়ী অবৈষ্ণবের সঙ্গ; চ—এবং; লৌল্যম্—লোভ; চ—এবং; ষড়্‌ভিঃ—এই ছয়টি দোষ দ্বারা; ভক্তিঃ—ভক্তি; বিনশ্যতি—বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ বা প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয়, পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য অত্যধিক প্রচেষ্টা করা, কৃষ্ণবিহীন অনাবশ্যক গ্রাম্য-কথন, পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য প্রয়াস না করে শুধুমাত্র শাস্ত্রের নিয়ম-নীতিগুলি অনুসরণ করার জন্যই তাদের অনুশীলন করার প্রচেষ্টা, বা শাস্ত্রের নির্দেশ অমান্যপূর্বক ব্যক্তিগত খেয়াল বা ইচ্ছা অনুসারে কার্য সম্পাদন করার প্রচেষ্টা, কৃষ্ণ ভাবনাবিমুখ জড় বিষয়ী লোকের সঙ্গ করা, পার্থিব বিষয় লাভ করার বাসনায় ব্যাকুল হওয়া—কোন ব্যক্তি যখন উপরোক্ত ছয়টি দোষের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তার পারমার্থিক জীবন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। (শ্রীল রূপ গোস্বামী)

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্যাৎ তত্তৎকর্মপ্রবর্তনাৎ ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥

(উপদেশামৃত ৩)

উৎসাহাৎ—উৎসাহের দ্বারা; নিশ্চয়াৎ—দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা; ধৈর্যাৎ—ধৈর্যের সঙ্গে; তত্তৎকর্ম—ভক্তিযোগের অনুকূলে বিভিন্ন কর্মাদি; প্রবর্তনাৎ—সম্পাদনপূর্বক; সঙ্গ-ত্যাগাৎ—অভক্তের সঙ্গ ত্যাগের দ্বারা; সতঃ—পূর্বতন মহান আচার্যবর্গের; বৃত্তেঃ—পদাঙ্ক অনুসরণ করে; ষড়্‌ভিঃ—এই ছয়টি দ্বারা; ভক্তিঃ—ভক্তি; প্রসিধ্যতি—সিদ্ধি লাভ করেন।

ভক্তিযোগে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সেবাকার্য সম্পাদন করার অনুকূলে ছয়টি প্রধান নিয়ম বা বিধি বর্তমান আছে। যথা, সেবাকার্যে উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস বা সংকল্প, ধৈর্য ধারণ, নববিধা ভক্তির বিধি অনুসারে সেবাকার্য সম্পাদন, আসক্তি ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ, পূর্বতন আচার্যবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ। এই ছয়টি বিধি অনুসারে পারমার্থিক জীবন যাপন করলে ভক্তিযোগে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করা যাবে। (শ্রীল রূপ গোস্বামী)

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

(গীতা ৭/২৮)

যেষাম্—যে সমস্ত; তু—কিন্তু; অন্তগতম্—সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত; পাপম্—পাপ; জনানাম্—ব্যক্তিদের; পুণ্য—পুণ্য; কর্মণাম্—কর্মকারী; তে—তাঁরা; দ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্ব; মোহ—মোহ; নির্মুক্তাঃ—বিমুক্ত; ভজন্তে—ভজনা করেন; মাম্—আমাকে; দৃঢ়ব্রতাঃ—দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে।

যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

(গীতা ৯/২৬)

পত্রম—পত্র; পুষ্পম্—ফুল; ফলম্—ফল; তোয়ম্—জল; যঃ—যিনি; মে—আমাকে; ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে; প্রযচ্ছতি—প্রদান করেন; তৎ—তা; অহম্—আমি; ভক্ত্যু-পহৃতম্—ভক্তি সহকারে নিবেদিত; অশ্নামি—গ্রহণ করি; প্রযতাত্মনঃ—আমার ভক্তি প্রভাবে বিশুদ্ধ চিত্ত।

যে বিশুদ্ধ চিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তার সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

(গীতা ৯/২৭)

যৎ—যা; **করোষি**—তুমি কর; **যৎ**—যা; **অশ্নাসি**—তুমি খাও; **যৎ**—যা; **জুহোষি**—হোম কর; **দদাসি**—দান কর; **যৎ**—যা; **যৎ**—যা; **তপস্যসি**—তপস্যা কর; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **তৎ**—তা; **কুরুষ্ব**—কর; **মৎ**—আমাকে; **অর্পণম্**—নিবেদন।

হে কৌন্তেয়! তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে ।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥

(রূপগোস্বামী, পদ্যাবলী-১৪)

কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা—কৃষ্ণসেবা রসভাবনাময়ী; **মতিঃ**—বুদ্ধি; **ক্রীয়তাম্**—কেনা উচিত; **যদি**—যদি; **কুতঃ অপি**—কোথাও; **লভ্যতে**—পাওয়া যায়; **তত্র**—সেখানে; **লৌল্যম্**—লোভ; **অপি**—অবশ্যই; **মূল্যম্**—মূল্য; **একলম্**—কেবল; **জন্মকোটি**—বহু জন্ম-জন্মান্তরে; **সুকৃতৈঃ**—সুকৃতির দ্বারা; **ন**—না; **লভ্যতে**—পাওয়া যায়।

কোটি কোটি জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির দ্বারাও যা পাওয়া যায় না, অথচ লোভরূপ একটি মূল্য দিয়ে যা পাওয়া যায়, সেই কৃষ্ণভক্তি রসভাবিতা মতি যেখানেই পাও, অবিলম্বে তা ক্রয় করে নাও।

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ ।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

(নারদ পঞ্চরাত্র)

সর্ব-উপাধি-বিনির্মুক্তম্—সর্বপ্রকার জড় উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে, অথবা ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে; **তৎপরত্বেন**—পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার উদ্দেশ্যেই কেবল; **নির্মলম্**—সকাম কর্ম ও মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে; **হৃষীকেণ**—উপাধি বিমুক্ত নির্মল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **হৃষীকেশ**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবানের; **সেবনম্**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য সেবা; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **উচ্যতে**—বলা হয়।

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশের সেবা করার নাম ভক্তি। এই সেবার দুটি 'তটস্থ' লক্ষণ—যথা, এই শুদ্ধ ভক্তি সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত এবং কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হবার ফলে নির্মল।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া ।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥

(গীতা ১৮/৬৩)

ইতি—এভাবেই; **তে**—তোমাকে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **আখ্যাতম্**—বর্ণিত হল; **গুহ্যাৎ**—গুহ্য থেকে; **গুহ্যতরম্**—গুহ্যতর; **ময়া**—আমার দ্বারা; **বিমৃশ্য**—বিবেচনা করে; **এতৎ**—এই; **অশেষেণ**—সম্পূর্ণরূপে; **যথা**—যেমন; **ইচ্ছসি**—ইচ্ছা কর; **তথা**—তেমন; **কুরু**—কর।

এভাবেই আমি তোমাকে গুহ্য থেকে গুহ্যতর জ্ঞান বর্ণনা করলাম। তুমি তা বিশেষভাবে বিচার করে যা ইচ্ছা হয় তাই কর।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১/১/১১)

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যম্—শ্রীকৃষ্ণের সেবা ভিন্ন অন্য কোন অভিলাষ-বিহীন বা (আমিষ আহার, অবৈধ যৌনসঙ্গ, জুয়াখেলা ও নেশা আদি) জড় কামনা ছাড়া; **জ্ঞান**—অদ্বৈত মায়াবাদীদের শুষ্ক জ্ঞান (এখানে ভক্তিমূলক জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে না।); **কর্ম**—সকাম কর্ম; **আদি**—শুষ্ক বৈরাগ্য, হঠযোগ, সাংখ্যদর্শন অধ্যয়ন আদি; **অনাবৃতম্**—অনাবৃত; **আনুকূল্যেন**—অনুকূল; **কৃষ্ণ-অনুশীলনম্**—কৃষ্ণসেবার অনুশীলন; **ভক্তিঃ-উত্তমা**—উত্তমা ভক্তি।

যখন উত্তমা ভক্তি জাগ্রত হয়, তখন ভক্তকে অবশ্যই সমস্ত জড় অভিলাষ, অদ্বৈত মায়াবাদ দর্শন এবং সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার অনুকূলে ভক্তকে নিরন্তর সেবা অনুষ্ঠান করতে হবে।

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা

(ভঃ রঃ সিঃ)

কৃষ্ণার্থে—শ্রীকৃষ্ণের জন্য; **অখিল**—সমস্ত; **চেষ্টা**—প্রচেষ্টা।

শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জনই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হওয়া উচিত।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥

(ভাগবত ১১/১৪/২০)

ন—কখনই না; **সাধয়তি**—সন্তুষ্ট করার উপায়; **মাম্**—আমাকে; **যোগঃ**—ইন্দ্রিয় সংযমের পন্থা; **ন**—না; **সাংখ্যম্**—পরমতত্ত্বকে জানার দার্শনিক পন্থা; **ধর্মঃ**—বর্ণাশ্রম-ধর্ম; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **ন**—না; **স্বাধ্যায়ঃ**—বেদ অধ্যয়ন; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **ত্যাগঃ**—সন্ন্যাস; **যথা**—যেমন; **ভক্তিঃ**—প্রেমপূর্ণ সেবা; **মম**—আমাকে; **উর্জিতা**—বর্ধিত।

[পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] "হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করতে পারে, অষ্টাঙ্গ-যোগ, অভেদ ব্রহ্মবাদ-রূপ সাংখ্য-জ্ঞান, বেদ অধ্যয়ন, সব রকম তপস্যা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাস আদির দ্বারা আমি সেই রকম বশীভূত হই না।"

(উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)

কর্তব্য ১

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥

(গীতা ২/৪৭)

কর্মণি—নির্ধারিত কর্মে; এব—কেবলমাত্র; অধিকারঃ—অধিকার; তে—তোমার; মা—না; ফলেষু—কর্মফলে; কদাচন—কখনও; মা—না; কর্মফল—কর্মফলের; হেতুঃ—কারণ; ভূঃ—হয়ো; মা—না; তে—তোমার; সঙ্গঃ—আসক্তি; অস্তু—হোক; অকর্মণি—স্বধর্ম অনুষ্ঠান না করায়।

স্বধর্ম বিহিত কর্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্মফলে তোমার অধিকার নেই। কখনও নিজেকে কর্মফলের হেতু বলে মনে করো না এবং কখনও স্বধর্ম আচরণ না করার প্রতিও আসক্ত হয়ো না।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥

(গীতা ৩/৫)

ন—না; হি—অবশ্যই; কশ্চিৎ—কেউ; ক্ষণম্—ক্ষণ মাত্রও; অপি—ও; জাতু—কখনো; তিষ্ঠতি—থাকতে পারে; অকর্মকৃৎ—কর্ম না করে; কার্যতে—করতে বাধ্য হয়; হি—অবশ্যই; অবশঃ—অসহায়ভাবে; কর্ম—কর্ম; সর্বঃ—সকলে; প্রকৃতিজৈঃ—প্রকৃতিজাত; গুণৈঃ—গুণসমূহের দ্বারা।

সকলেই মায়াজাত গুণসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসহায়ভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়; তাই কর্ম না করে কেউই ক্ষণকালও থাকতে পারে না।

নাচতে উঠে ঘোমটা টানা

(বাংলা প্রবাদ)

নাচার উদ্দেশ্যে মঞ্চে উঠে কোন মেয়ে যদি আত্মীয়স্বজনদের দেখে লজ্জায় ঘোমটা টানে, তা হাস্যকর।

ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ ।

(হিতোপদেশ)

ন—না; হি—এমন কি; সুপ্তস্য—ঘুমন্ত; সিংহস্য—সিংহের; প্রবিশন্তি—প্রবেশ করে; মুখে—মুখে; মৃগাঃ—পশুসকল (হরিণ)।

প্রত্যেককেই কাজ করতে হবে। এমন কি একটি সিংহও যদি এই প্রত্যাশা নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে যে, তার মুখে হরিণ বা কোন পশু আপনা থেকেই প্রবেশ করবে, তা হলে তার খাদ্য জুটবে না।

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ ॥

(গীতা ৩/৮)

নিয়তম্—শাস্ত্রোক্ত; কুরু—কর; কর্ম—কর্ম; ত্বম্—তুমি; কর্ম—কাজ; জ্যায়ঃ—শ্রেয়; হি—অবশ্যই; অকর্মণঃ—কর্মত্যাগ অপেক্ষা; শরীরযাত্রা—দেহধারণ; অপি—এমন কি; চ—এবং; তে—তোমার; ন—না; প্রসিদ্ধ্যেৎ—নির্বাহ হয়; অকর্মণঃ—কর্ম না করে।

তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্ম অনুষ্ঠান কর, কেন না কর্মত্যাগ থেকে কর্মের অনুষ্ঠান শ্রেয়। কর্ম না করে কেউ দেহযাত্রাও নির্বাহ করতে পারে না।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

(গীতা ৩/৯)

যজ্ঞার্থাৎ—যজ্ঞ বা বিষ্ণুর জন্যই কেবল; কর্মণঃ—কর্ম; অন্যত্র—তা ছাড়া; লোকঃ—এই জগতে; অয়ম্—এই; কর্মবন্ধনঃ—কর্মবন্ধন; তৎ—তাঁর; অর্থম্—নিমিত্ত; কর্ম—কর্ম; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; মুক্তসঙ্গঃ—আসক্তি রহিত হয়ে; সমাচর—অনুষ্ঠান কর।

বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত; তা না হলে কর্ম জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। তাই হে কৌন্তেয়! ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল তোমার কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান কর এবং তার ফলে তুমি সর্বদাই বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥

(গীতা ৯/২৪)

অহম্—আমি; হি—নিশ্চয়ই; সর্ব—সমস্ত; যজ্ঞানাম্—যজ্ঞের; ভোক্তা—ভোক্তা; চ—এবং; প্রভুঃ—প্রভু; এব—ও; চ—এবং; ন—না; তু—কিন্তু; মাম্—আমাকে; অভিজানন্তি—জানে; তত্ত্বেন—স্বরূপত; অতঃ—অতএব; চ্যবন্তি—অধঃপতিত হয়; তে—তারা।

আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। কিন্তু যারা আমার চিন্ময় স্বরূপ জানে না, তারা আবার সংসার সমুদ্রে অধঃপতিত হয়।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥

(গীতা ৩/১৩)

যজ্ঞশিষ্ট—যজ্ঞাবশেষ; অশিনঃ—ভোজনকারী; সন্তঃ—ভক্তগণ; মুচ্যন্তে—মুক্ত হন; সর্ব—সর্ব প্রকার; কিল্বিষৈঃ—পাপ থেকে; ভুঞ্জতে—ভোগ করে; তে—তারা; তু—কিন্তু; অঘম্—পাপ; পাপাঃ—পাপীরা; যে—যারা; পচন্তি—পাক করে; আত্মকারণাৎ—নিজের জন্য।

ভগবদ্ভক্তেরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, কারণ তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্নাদি পাক করে, তারা কেবল পাপই ভোজন করে।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥

(গীতা ৩/১৪)

অন্নাৎ—অন্ন থেকে; ভবন্তি—উৎপন্ন হয়; ভূতানি—জড় দেহ; পর্জন্যাৎ—বৃষ্টি থেকে; অন্ন—অন্ন; সম্ভবঃ—সম্ভব হয়; যজ্ঞাৎ—যজ্ঞ থেকে; ভবতি—সম্ভব হয়; পর্জন্যঃ—বৃষ্টি; যজ্ঞঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠান; কর্ম—শাস্ত্রোক্ত কর্ম; সমুদ্ভবঃ—উদ্ভব হয়।

অন্ন খেয়ে প্রাণীগণ জীবন ধারন করে। বৃষ্টি হওয়ার ফলে অন্ন উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম থেকে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়।

যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ

(অজ্ঞাত উৎস)

যজ্ঞঃ—যজ্ঞ; বৈ—অবশ্যই; বিষ্ণুঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণু।

ভগবান শ্রীবিষ্ণু আর যজ্ঞ হচ্ছে অভিন্ন।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥

(গীতা ১৮/৫)

যজ্ঞ—যজ্ঞ; দান—দান; তপঃ—তপস্যা; কর্ম—কর্ম; ন—না; ত্যাজ্যম্—ত্যাজ্য; কার্যম্—করা কর্তব্য; এব—অবশ্যই; তৎ—তা; যজ্ঞঃ—যজ্ঞ; দানম্—দান; তপঃ—তপস্যা; চ—ও; এব—অবশ্যই; পাবনানি—পবিত্র করে; মনীষিণাম্—মনীষিদের পর্যন্ত।

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাজ্য নয়, তা অবশ্যই করা কর্তব্য। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মনীষীদের পর্যন্ত পবিত্র করে।

ক্বচিন্নিবর্ততেঽভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎ পুনঃ ।
প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥

(ভাগবত ৬/১/১০)

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; নিবর্ততে—নিবৃত্ত হয়; অভদ্রাৎ—পাপকর্ম থেকে; ক্বচিৎ—কখনও কখনও; চরতি—আচরণ করে; তৎ—তা (পাপকর্ম); পুনঃ—পুনরায়; প্রায়শ্চিত্তম্—প্রায়শ্চিত্তের পন্থা; অথো—অতএব; অপার্থম্—নিরর্থক; মন্যে—আমি মনে করি; কুঞ্জর-শৌচবৎ—হস্তীস্নানের মতো।

পাপকর্ম না করার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তিও কখনও কখনও পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তাই আমি এই প্রায়শ্চিত্তের পন্থাকে হস্তীস্নানের মতো নিরর্থক বলে মনে করি। কারণ হস্তী স্নান করার পর ডাঙ্গায় উঠে এসেই তার মাথায় ও গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করে।

কর্মণা কর্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে ।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্ ॥

(ভাগবত ৬/১/১১)

কর্মণা—সকাম কর্মের দ্বারা; কর্ম-নির্হারঃ—সকাম কর্মের নিবৃত্তি; ন—না; হি—বস্তুতপক্ষে; আত্যন্তিকঃ—অন্তিম; ইষ্যতে—সম্ভব হয়; অবিদ্বৎ-অধিকারিত্বাৎ—অজ্ঞান হওয়ার ফলে; প্রায়শ্চিত্তম্—প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত; বিমর্শনম্—বেদান্তের পূর্ণজ্ঞান।

(বেদব্যাস-নন্দন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—হে রাজন। যেহেতু পাপকর্মের ফল নিষ্ক্রিয় করার এই পন্থাটিও সকাম কর্ম, তাই তার দ্বারা কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। যারা প্রায়শ্চিত্তের বিধি অনুসরণ করে, তারা মোটেই বুদ্ধিমান নয়। প্রকৃতপক্ষে, তারা তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ একটি কর্মের দ্বারা অন্য কর্মের প্রতিকারের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, কেন না তার ফলে কর্মবাসনা সমূলে উৎপাটিত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের পূণ্যবান বলে মনে হলেও তারা পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত হবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে বেদান্তের পূর্ণজ্ঞান লাভ করা, যার দ্বারা পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

গুরু / শিষ্য

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

(গীতা ৪/৩৪)

তৎ—বিভিন্ন যজ্ঞের সেই জ্ঞান; বিদ্ধি—জানবার চেষ্টা কর; প্রণিপাতেন—সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে; পরিপ্রশ্নেন—ঐকান্তিক বিনম্র প্রশ্নের দ্বারা; সেবয়া—সেবার দ্বারা; উপদেক্ষ্যন্তি—উপদেশ দান করবেন; তে—তোমাকে; জ্ঞানম্—জ্ঞান; জ্ঞানিনঃ—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা; তত্ত্ব—তত্ত্ব; দর্শিনঃ—দ্রষ্টাগণ।

সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষেরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।

গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

শ্রীগুরুদেবের মুখপদ্ম-নিঃসৃত উপদেশকে তোমার চিত্তের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ কর এবং অন্য আর কোন কিছুই আশা করো না।

আচার্যোপাসনম্

(গীতা ১৩/৮)

অকৈতবে সদ্‌গুরুর সেবা।

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্দান্তো গুরোর্হিতম্।
আচরন্ দাসবন্নীচো গুরৌ সুদৃঢ়সৌহৃদঃ ॥

(ভাগবত ৭/১২/১)

ব্রহ্মচারী—গুরুগৃহে অধ্যয়নরত ব্রহ্মচারী; গুরুকুলে—শ্রীগুরুদেবের আশ্রমে; বসন্—বাস করে; দান্তঃ—নিরন্তর ইন্দ্রিয় সংযমের অভ্যাস করে; গুরোঃ হিতম্—কেবল শ্রীগুরুদেবের লাভের জন্য (নিজের লাভের জন্য নয়); আচরন—অভ্যাস করে; দাসবৎ—দাসের মতো অত্যন্ত বিনীত হয়ে; নীচঃ—বিনীত; গুরৌ—শ্রীগুরুদেবকে; সুদৃঢ়—দৃঢ়তাপূর্বক; সৌহৃদঃ—বন্ধুত্ব অথবা শুভ ইচ্ছা।

(নারদ মুনি বললেন—) বিদ্যার্থীর কর্তব্য পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়-সংযম করার অভ্যাস করা। তার কর্তব্য বিনীতভাবে শ্রীগুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে সৌহার্দ্য পরায়ণ হওয়া এবং দাসবৎ আচরণ করা। এভাবেই মহান ব্রত সহকারে, কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের হিতসাধনের জন্য ব্রহ্মচারীর গুরুকুলে বাস করা উচিত। (মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট নারদ মুনি)

এবং জনং নিপতিতং প্রভবাহিকূপে
কামাভিকামমনু যঃ প্রপতন্ প্রসঙ্গাৎ।
কৃত্বাত্মসাৎ সুরর্ষিণা ভগবান্ গৃহীতঃ
সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাম্ ॥

(ভাগবত ৭/৯/২৮)

এবম্—এভাবেই; জনম্—সাধারণ মানুষ; নিপতিতম্—পতিত; প্রভব—জড় জগতের; অহিকূপে—সর্পে পূর্ণ অন্ধকূপে; কাম-অভিকামম্—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয় বাসনা করে; অনু—অনুসরণ করে; যঃ—যে ব্যক্তি; প্রপতন্—(এই অবস্থায়) পতিত হয়ে; প্রসঙ্গাৎ—অসৎ সঙ্গের ফলে অথবা জড় বাসনার সংসর্গের ফলে; কৃত্বা আত্মসাৎ—আমাকে (নারদ মুনির মতো দিব্য গুণাবলী অর্জন করতে) বাধ্য করে; সুর-ঋষিণা—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; ভগবন্—হে ভগবান; গৃহীতঃ—গ্রহণ করে; সঃ—সেই ব্যক্তি; অহম্—আমি; কথম্—কিভাবে; নু—বস্তুতপক্ষে; বিসৃজে—ত্যাগ করতে পারে; তব—আপনার; ভৃত্য-সেবাম্—আপনার শুদ্ধ ভক্তের সেবা।

হে ভগবান! একের পর এক জড় বাসনার সঙ্গ প্রভাবে আমি সাধারণ মানুষদের অনুসরণ করে সর্পপূর্ণ অন্ধকূপে পতিত হয়েছি। আপনার সেবক নারদ মুনি কৃপা করে আমাকে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন এবং দিব্য স্থিতি প্রাপ্ত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাই আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য তাঁর সেবা করা। তাঁর সেবা আমি কি করে পরিত্যাগ করতে পারি? (ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজ)

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

(ভাগবত ১১/৩/২১)

তস্মাৎ—অতএব; গুরুম্—গুরুদেব; প্রপদ্যেত—শরণাগত হওয়া উচিত; জিজ্ঞাসুঃ—জিজ্ঞাসু হয়ে; শ্রেয়ঃ উত্তমম্—উত্তম শ্রেয় সম্পর্কে; শাব্দে—বেদে; পরে—পরমেশ্বরে; চ—এবং; নিষ্ণাতম্—পূর্ণজ্ঞানে স্নাত; ব্রহ্মণি—পরম সত্যের (এই দুই দিক সম্পর্কে); উপশম-আশ্রয়ম্—বিষয়-বৈরাগ্যে স্থিত।

অতএব কেউ যদি আন্তরিকভাবে প্রকৃত আনন্দ কামনা করেন, তা হলে তাঁকে দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে একজন সদ্‌গুরুর আশ্রয় অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। সদ্‌গুরুর যোগ্যতা হচ্ছে যে, তিনি গভীরভাবে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করেছেন এবং অন্যদেরও সেই সব সিদ্ধান্ত বিষয়ে প্রত্যয় উৎপাদন করতে সক্ষম। যাঁরা জড় সুখ সুবিধাকে অগ্রাহ্য করে পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করেছেন, সেই ধরনের মহান ব্যক্তিদেরই যথার্থ গুরু বলে বুঝতে হবে।

আচার্যবান্ পুরুষো বেদ

(ছান্দোগ্য উপঃ ৬/১৪/২)

আচার্যবান্—যাঁর গুরু আছেন; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **বেদ**—জানেন।

যিনি গুরু গ্রহণ করেন, তিনি পারমার্থিক উপলব্ধি সম্পর্কে সমস্ত বিষয় অবগত হন।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ।

(মুণ্ডক উপঃ ১/২/১২)

তৎ-বিজ্ঞান-অর্থম্—সেই পারমার্থিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য; **সঃ**—তিনি; **গুরুম্**—গুরুর কাছে; **এব**—নিশ্চয়ই; **অভিগচ্ছেৎ**—অবশ্যই অভিগমন করতে হবে; **সমিৎ-পাণিঃ**—হাতে যজ্ঞ কাষ্ঠ বহন করে; **শ্রোত্রিয়ম্**—বৈদিক সিদ্ধান্তে পারঙ্গম; **ব্রহ্ম-নিষ্ঠম্**—নিষ্ঠাসহ অবিরাম কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত।

সেই পারমার্থিক বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করতে হলে অবশ্যই একজন সদ্‌গুরু গ্রহণ করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে গুরু গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে যজ্ঞকাষ্ঠ বহন করে গুরুর কাছে যেতে হবে। সদ্‌গুরুর লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি বৈদিক সিদ্ধান্তে পারঙ্গম এবং তাই সর্বদাই পরমেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত থাকেন।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥

(গীতা ৪/২)

এবম্—এভাবেই; **পরম্পরা**—পরম্পরাক্রমে; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত; **ইমম্**—এই বিজ্ঞান; **রাজর্ষয়ঃ**—রাজর্ষিরা; **বিদুঃ**—বিদিত হয়েছিলেন; **সঃ**—সেই জ্ঞান; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **ইহ**—এই জগতে; **মহতা**—সুদীর্ঘ; **যোগঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ জ্ঞান সমন্বিত বিজ্ঞান; **নষ্টঃ**—বিনষ্ট; **পরন্তপ**—হে শত্রু দমনকারী অর্জুন।

এভাবেই পরম্পরা মাধ্যমে এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে।

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

(উপদেশামৃত-১)

বাচঃ—বাক্যের; **বেগম্**—বেগ; **মনসঃ**—মনের; **ক্রোধ**—ক্রোধের; **বেগম্**—বেগ; **জিহ্বা**—জিহ্বার; **বেগম্**—বেগ; **উদর-উপস্থ**—উদর ও জননেন্দ্রিয়; **বেগম্**—বেগ; **এতান্**—এই সব; **বেগান্**—বেগসমূহ; **যঃ**—যে; **বিষহেত**—ধারণ করতে সমর্থ; **ধীরঃ**—শান্ত; **সর্বাম্**—সব; **অপি**—নিশ্চিত; **ইমাম্**—এই; **পৃথিবীম্**—পৃথিবী; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **শিষ্যাৎ**—শিষ্য করতে পারেন।

যে সংযমী ব্যক্তি বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ—এই ষড়বেগ দমন করতে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করতে পারেন।

(শ্রীল রূপ গোস্বামী)

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥

(গীতা ১৩/৫)

ঋষিভিঃ—ঋষিগণ কর্তৃক; **বহুধা**—বহু প্রকারে; **গীতম্**—বর্ণিত হয়েছে; **ছন্দোভিঃ**—বৈদিক ছন্দের দ্বারা; **বিবিধৈঃ**—বিবিধ; **পৃথক্**—পৃথকভাবে; **ব্রহ্মসূত্র**—বেদান্তের; **পদৈঃ**—বাক্যের দ্বারা; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **হেতুমদ্ভিঃ**—যুক্তিযুক্ত; **বিনিশ্চিতৈঃ**—নিশ্চিতভাবে।

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান ঋষিগণ কর্তৃক বিবিধ বেদবাক্যের দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। বেদান্তসূত্রে তা বিশেষভাবে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮/১২৮)

যিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু, তা তিনি ব্রাহ্মণ হোন, কিংবা সন্ন্যাসীই হোন অথবা শূদ্রই হোন, তাতে কিছু যায় আসে না। (রায় রামানন্দের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ ।
দৈবং ন তৎস্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
ন্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥

(ভাগবত ৫/৫/১৮)

গুরুঃ—গুরুদেব; ন—না; সঃ—তিনি; স্যাৎ—হওয়া উচিত; স্বজনঃ—আত্মীয়; ন—না; সঃ—তাঁর; স্যাৎ—হওয়া উচিত; পিতা—পিতা; ন—না; সঃ—তিনি; স্যাৎ—হওয়া উচিত; জননী—মাতা; ন—না; সা—তিনি; স্যাৎ—হওয়া উচিত; দৈবম্—আরাধ্য দেবতা; ন—না; তৎ—তা; স্যাৎ—হওয়া উচিত; ন—না; পতিঃ—পতি; চ—ও; সঃ—তিনি; স্যাৎ—হওয়া উচিত; ন—না; মোচয়েৎ—উদ্ধার করতে পারেন; যঃ—যিনি; সমুপেত- মৃত্যুম্—সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার মার্গ থেকে।

যিনি তাঁর আশ্রিত জনকে সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার মার্গ থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, তাঁর গুরু, পিতা, পতি, জননী অথবা পূজ্য দেবতা হওয়া উচিত নয়।

(পুত্রদের প্রতি ভগবান ঋষভদেব)

ষট্‌কর্ম নিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্ বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥

(পদ্ম পুরাণ)

ষট্‌কর্ম—ব্রাহ্মণের ছয় প্রকার কর্ম; নিপুণ—নিপুণ; বিপ্র—ব্রাহ্মণ; মন্ত্র—মন্ত্র; তন্ত্র—নিয়ম-কানুন; বিশারদঃ—খুব দক্ষ; অবৈষ্ণবঃ—কৃষ্ণ ভক্ত নয়; গুরুঃ—গুরু; ন—না; স্যাৎ—হতে পারে; বৈষ্ণবঃ—কৃষ্ণভক্ত; শ্বপচঃ—কুকুর ভোজী চণ্ডাল পরিবারে জাত হলেও; গুরুঃ—গুরু হতে পারে।

কোন ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্মে নিপুণ হয় এবং মন্ত্রতন্ত্রে বিশারদও হয়, কিন্তু সে যদি কৃষ্ণভক্ত না হয়, তা হলে সে গুরু হতে পারে না, পক্ষান্তরে চণ্ডাল কুলে উদ্ভূত ব্যক্তিও যদি শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হয়, তা হলে সেই গুরু হতে পারে।

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥

(হরিভক্তিবিলাস ১০/১২৭)

ন—না; মে—আমার; অভক্তঃ—শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা রহিত; চতুঃ-বেদী—চার বেদে পণ্ডিত; মদ্ভক্তঃ—আমার ভক্ত; শ্ব-পচঃ—এমন কি চণ্ডালকুলে জাত শুদ্ধ ভক্ত; প্রিয়ঃ—অত্যন্ত প্রিয়; তস্মৈ—তাঁকে (একজন শুদ্ধ ভক্ত যদিও নিম্নকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন); দেয়ম্—দান করতে হবে; ততঃ—তাঁর থেকে; গ্রাহ্যম্—গ্রহণ করতে হবে (উচ্ছিষ্ট প্রসাদ); সঃ—তিনি; চ—ও; পূজ্যঃ—পূজনীয়; যথা—ঠিক যেমন; হি—নিশ্চিতরূপে; অহম্—আমি।

যে ব্যক্তি আমার শুদ্ধ ভক্ত নয়, তিনি যদি চতুর্বেদীও হন, তিনি আমার প্রিয় নন। অপরপক্ষে জ্ঞান ও কর্মবাসনা থেকে মুক্ত একজন শুদ্ধ ভক্ত যদি চণ্ডাল কুলেও জাত হন, তিনি আমার প্রিয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁকেই দান করতে হবে, তাঁর থেকেই উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁকে আমার মতোই পূজা করতে হবে।

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ ভবেদ্দ্বিজঃ ।
বেদপাঠাদ্ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ ॥

(অজ্ঞাত উৎস)

জন্মনা—জন্মসূত্রে; জায়তে—জন্মগ্রহণ করে; শূদ্রঃ—একজন শূদ্র; সংস্কারাৎ—দীক্ষাদি সংস্কারের দ্বারা; ভবেৎ—হতে পারে; দ্বিজঃ—ব্রাহ্মণ (দুবার যাঁর জন্ম হয়েছে); বেদ-পাঠাৎ—বেদ পাঠের মাধ্যমে; ভবেৎ—হতে পারে; বিপ্র—বিপ্র; ব্রহ্ম—পরম ব্রহ্ম; জানাতি—জানে; ইতি—এভাবেই; ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণ।

জন্মসূত্রে প্রত্যেকেই শূদ্র, প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে কেউ দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ হতে পারে, বেদ পাঠ করলে বিপ্র হওয়া যায় এবং ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন যিনি তিনিই ব্রাহ্মণ।

মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে ।
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে ॥

একজন মুচি বা মুচিকুলে জাত ব্যক্তিও যদি কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি শুদ্ধ ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত হতে পারেন। কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ যদি কৃষ্ণভাবনামৃত ত্যাগ করেন, তা হলে তিনি একজন মুচি ছাড়া কিছুই নন।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

(গীতা ৯/৩২)

মাম্—আমাকে; হি—অবশ্যই; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; ব্যপাশ্রিত্য—বিশেষভাবে আশ্রয় করে; যে—যারা; অপি—ও; স্যুঃ—হয়; পাপযোনয়ঃ—নীচ কুলে জাত; স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রী; বৈশ্যাঃ—বৈশ্য; তথা—এবং; শূদ্রা—শূদ্র; তে অপি—তারাও; যান্তি—লাভ করে; পরাম্—পরম; গতিম্—গতি।

হে পার্থ! যাঁরা আমাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করে, তারা স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র আদি নীচকুলে জাত হলেও অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।

রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

রূপ—রূপ; যৌবন—যৌবন; সম্পন্নঃ—সমন্বিত; বিশাল-কুল—অভিজাত উচ্চকুলে; সম্ভবাঃ—জাত; বিদ্যা-হীনাঃ—বিদ্যাহীন; ন শোভন্তে—শোভা পায় না; নির্গন্ধাঃ—গন্ধহীন; ইব—মতো; কিংশুকাঃ—কিংশুক ফুল।

রূপযৌবন-সম্পন্ন ব্যক্তি এবং উচ্চকুলে জাত ব্যক্তিও যদি বিদ্যাহীন হন, তা হলে তার কোন শোভা নেই, ঠিক যেমন কিংশুক ফুল অত্যন্ত সুন্দর দেখালেও গন্ধহীন বলে তার কোন চমৎকারিত্ব বা মূল্য নেই।

বেত্থ ত্বং সৌম্য তৎসর্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ ।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥

(ভাগবত ১/১/৮)

বেত্থ—আপনি খুব ভালভাবে জানেন; ত্বম্—আপনি; সৌম্য—সরল নির্মল যে পুরুষ; তৎ—তাঁরা; সর্বম্—সমস্ত; তত্ত্বতঃ—যথার্থ; তৎ—তাঁদের; অনুগ্রহাৎ—অনুগ্রহের প্রভাবে; ব্রূয়ুঃ—বলবেন; স্নিগ্ধস্য—বিনীত ও শ্রদ্ধাশীল; শিষ্যস্য—শিষ্যের; গুরবঃ—গুরুদেবেরা; গুহ্যম্—গোপনীয়; অপি উত—সমৃদ্ধ।

যেহেতু আপনি শ্রদ্ধাশীল ও বিনীত, তাই আপনার গুরুদেবেরা বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন। কারণ, স্নিগ্ধ স্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ প্রীতিশীল শিষ্যের কাছেই গুরুবর্গ অতি নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করেন।

(সূত গোস্বামীর প্রতি মুনি-ঋষিরা)

চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত ।

(নরোত্তম দাস ঠাকুর, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

যিনি চক্ষুদান করলেন, তিনিই জন্মে জন্মে আমার প্রভু। তাঁরই কৃপার প্রভাবে দিব্যজ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

নীচ জাতি, নীচ-সঙ্গী, পতিত অধম ।
কুবিষয়-কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/৯৯)

"অত্যন্ত নীচকুলে আমার জন্ম হয়েছিল, আমার সঙ্গীরা অত্যন্ত অধঃপতিত। পাপে পূর্ণ বিষয়রূপ কূপে পতিত হয়ে আমি আমার জীবন কাটিয়েছি।"

আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি ।
গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১০০)

কি করলে যে আমার ভাল হবে এবং কি করলে আমার খারাপ হবে, সেই সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই আমার নেই। কিন্তু তবুও, জাগতিক ব্যবহারে লোকেরা আমাকে পণ্ডিত বলে মনে করে এবং আমিও মনে করি যেন তা সত্যি।

'কে আমি', 'কেনে আমায় জারে তাপত্রয়' ।
ইহা নাহি জানি—'কেমনে হিত হয়' ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১০২)

আমি কে? কেন জড় জগতের তিনটি তাপ আমাকে নিরন্তর দুঃখ দেয়? আমি যদি তা না জানি, তা হলে কিভাবে আমার যথার্থ মঙ্গল সাধিত হবে?

(শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি সনাতন গোস্বামী)

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥

(গীতা ২/৭)

কার্পণ্য—কৃপণতা; দোষ—দুর্বলতা; উপহত—প্রভাবিত হয়ে; স্ব-ভাবঃ—স্বভাব; পৃচ্ছামি—আমি জিজ্ঞাসা করছি; ত্বাম্—তোমাকে; ধর্ম—ধর্ম; সম্মূঢ়—হতবুদ্ধি; চেতাঃ—চিত্ত; যৎ—যা; শ্রেয়ঃ—শ্রেয়স্কর; স্যাৎ—হয়; নিশ্চিতম্—নিশ্চিতভাবে; ব্রূহি—বল; তৎ—তা; মে—আমাকে; শিষ্যঃ—শিষ্য; তে—তোমার; অহম্—আমি; শাধি—নির্দেশ দাও; মাম্—আমাকে; ত্বাম্—তোমার; প্রপন্নম্—আত্মসমর্পিত।

কার্পণ্যজনিত দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি এবং আমার কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়েছি। এই অবস্থায় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, এখন কি করা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, তা আমাকে বল। এখন আমি তোমার শিষ্য এবং সর্বতোভাবে তোমার শরণাগত। দয়া করে তুমি আমাকে নির্দেশ দাও।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

(গীতা ২/১১)

অশোচ্যান্—যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়; অন্বশোচঃ—তুমি শোক করছ; ত্বম্—তুমি; প্রজ্ঞাবাদান্—প্রাজ্ঞ বচন; চ—ও; ভাষসে—বলছ; গত—বিগত; অসূন্—জীবন; অগত—যা গত হয়নি; অসূন্—জীবন; চ—ও; ন—না; অনুশোচন্তি—অনুশোচনা করেন; পণ্ডিতাঃ—পণ্ডিতগণ।

তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়, সেই বিষয়ে শোক করছ। যাঁরা যথার্থই পণ্ডিত, তাঁরা কখনও জীবিত অথবা মৃত কারও জন্যই শোক করেন না।

গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭/৭১)

আমার গুরুদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি একটি মূর্খ এবং তাই তিনি আমাকে শাসন করেছিলেন।

(হরিনাম কীর্তনের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

লালয়েৎ—লালন করা উচিত; পঞ্চ-বর্ষাণি—পাঁচ বছরের জন্য; দশ-বর্ষাণি—দশ বছর; তাড়য়েৎ—শাসন করা উচিত; প্রাপ্তে—উপনীত হলে; তু—কিন্তু; ষোড়শ বর্ষে—ষোল বছর বয়সে; পুত্রম্—পুত্রের সঙ্গে; মিত্রবৎ—বন্ধুর মতো; আচরেৎ—আচরণ করা উচিত।

পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত পুত্রকে লালন করবে। পরবর্তী দশ বছর তাকে শাসন করবে। কিন্তু কারও পুত্র যখন ষোল বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন তার সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করা উচিত।

লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ ।
তস্মাৎ পুত্রং চ শিষ্যং চ তাড়য়েন্ন তু লালয়েৎ ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

লালনে—লালনে; বহবঃ—বহু; দোষাঃ—দোষ; তাড়নে—শাসনে; বহবঃ—বহু; গুণাঃ—গুণাবলী; তস্মাৎ—অতএব; পুত্রম্—পুত্রকে; চ—এবং; শিষ্যম্—শিষ্যকে; চ—এবং; তাড়য়েৎ—শাসন করা উচিত; ন—না; তু—কিন্তু; লালয়েৎ—লালন করা উচিত।

প্রশ্রয় বা লালন শিষ্য বা পুত্রের আচরণে বহু বদ্ গুণাবলীকে উৎসাহিত করে এবং কঠোরতা সদ্‌গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করে। অতএব শিক্ষক বা পিতা-মাতার কর্তব্য শিশুকে প্রশ্রয় না দেওয়া, বরং মন্দ আচরণের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত।

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

(ভাগবত ১১/১৭/২৭)

আচার্যম্—আচার্য; মাম্—আমাকে; বিজানীয়াৎ—জানা উচিত; ন অবমন্যেত—অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়; কর্হিচিৎ—কখনও; ন—না; মর্ত্য-বুদ্ধ্যা—একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা; অসূয়েত—ঈর্ষা করা; সর্ব-দেব—সমস্ত দেবতা; ময়ঃ—অধিষ্ঠান; গুরুঃ—গুরুদেব।

আচার্যকে আমার থেকে অভিন্ন বলে মনে করা উচিত এবং কখনও কোনভাবে তাঁকে অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেন না তাঁর মধ্যে সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান আছে।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীশ্রীগুর্বষ্টক ৭)

নিখিল শাস্ত্র যাঁকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহরূপে কীর্তন করেছেন এবং সাধুগণও যাঁকে সেই রূপেই চিন্তা করে থাকেন, কিন্তু যিনি ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

গোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া

(বাংলা প্রবাদ)

ঘোড়া বা গরু যখন গোড়া বা বেষ্টনী ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার চেষ্টা করে, তখন তাদের পা ভাঙার সম্ভাবনা থাকে।

দ্রঃ শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রবাদের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে, গুরুকে ডিঙিয়ে কেউ কৃষ্ণকে লাভ করতে পারে না।

গুরু মারা বিদ্যা

(বাংলা প্রবাদ)

গুরুর কাছ থেকে বিদ্যা লাভ করে সেই বিদ্যা দিয়ে গুরুর বিরোধিতা করা (বা তা দিয়ে গুরুকে হত্যা করা)।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি ।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

(বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, গুর্বষ্টক ৮)

একমাত্র যাঁর কৃপাতেই ভগবৎ-অনুগ্রহ লাভ হয় এবং যিনি অপ্রসন্ন হলে জীবের আর কোথাও গতি থাকে না, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের কীর্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করতে করতে তাঁর পাদপদ্ম বন্দনা করি।

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,

(নরোত্তম দাস ঠাকুর, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা-২)

(আমরা যদি সাধু হতে চাই, তা হলে) আমাদের সাধু, শাস্ত্র ও গুরুর অনুসরণ করা উচিত।

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

(গৌতমীয় তন্ত্র, শ্রীগুরু প্রণাম)

ওঁ—সম্বোধন; অজ্ঞান—অজ্ঞানতা; তিমির—অন্ধকার; অন্ধস্য—যে অন্ধ হয়েছিলেন তার; জ্ঞান-অঞ্জন—পারমার্থিক জ্ঞানের অঞ্জন; শলাকয়া—শলাকার দ্বারা; চক্ষুঃ—চক্ষুদ্বয়; উন্মীলিতম্—উন্মীলিত; যেন—যাঁর দ্বারা; তস্মৈ—তাঁকে; শ্রী-গুরবে—আমার গুরুদেবকে; নমঃ—অসংখ্য প্রণতি।

অজ্ঞানের অন্ধকারের দ্বারা আমার চক্ষুদ্বয় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যিনি জ্ঞানের আলোকের দ্বারা তা উন্মীলিত করেছেন, সেই আমার গুরুদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

❋❋❋

মানবজন্ম

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু ।
মনুষ্য-জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর, প্রার্থনা)

হে শ্রীহরি! হে শ্রীহরি। বৃথাই এই জন্ম কাটালাম। এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়েও শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভজনা না করে আমি শুধু জেনে শুনে বিষ পান করলাম।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলম্ ।

(মনু সংহিতা)

প্রবৃত্তিঃ—ভোগের মার্গ; এষা—এই; ভূতানাম্—জড় জগতের জীবসমূহ, নিবৃত্তিঃ—বৈরাগ্যমূলক কর্ম; তু—কিন্তু; মহা-ফলম্—মহা ফল।

এই জড় জগতে সকলেই প্রবৃত্তি মার্গের প্রতি আসক্ত হয়, কিন্তু নিবৃত্তি মার্গের অনুগমন করেই মহত্তম সম্পদ লাভ করা যায়।

(শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেন যে, এই জড় জগতে আমাদের জড় প্রবণতা থাকতে পারে, কিন্তু মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই সকল প্রবণতাকে প্রশমিত করা। এই দেহবদ্ধ অপূর্ণ জীবনের প্রবণতার দ্বারা তাড়িত না হয়ে শাস্ত্র অনুসারে জীবন যাপন করা উচিত)।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ ।
অন্ধাঃ যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥

(ভাগবত ৭/৫/৩১)

ন—না; তে—তারা; বিদুঃ—জানে; স্বার্থগতিম্—জীবনের চরম লক্ষ্য, বা তাদের প্রকৃত স্বার্থ; হি—বস্তুতপক্ষে; বিষ্ণুম্—ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর ধাম; দুরাশয়াঃ—এই জড় জগৎকে ভোগ করার অভিলাষী হয়ে; যে—যে; বহিঃ—বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়; অর্থ-মানিনঃ—মূল্যবান বলে মনে করে; অন্ধাঃ—অন্ধ; যথা—যেমন; অন্ধৈঃ—অন্য অন্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা; উপনীয়মানাঃ—পরিচালিত হয়ে; তে—তারা; অপি—যদিও; ঈশ-তন্ত্র্যাম্—জড়া প্রকৃতির নিয়মরূপ রজ্জুর দ্বারা; উরু—অত্যন্ত প্রবল; দাম্নি—রজ্জুর দ্বারা; বদ্ধাঃ—আবদ্ধ।

যারা জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনার দ্বারা আবদ্ধ এবং তাই যারা তাদেরই মতো বিষয়াসক্ত অন্ধ ব্যক্তিকে তাদের নেতা বা গুরুরূপে বরণ করেছে, তারা বুঝতে পারে না যে, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়া এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবায় যুক্ত হওয়া। অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ধরা যেমন প্রকৃত পথের সন্ধান না জেনে অন্ধকূপে পতিত হয়, তেমনই জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অন্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সকাম কর্মরূপ অত্যন্ত দৃঢ় রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সংসারচক্রে বারবার আবর্তিত হয়ে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতে থাকে। (প্রহ্লাদ মহারাজ)

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ ।

(বৃহদারণ্যক উপঃ ৩/৮/১০)

যঃ—যিনি; বা—কিংবা; এতৎ—ওই; অক্ষরম্—চিন্ময় জীবন; গার্গী—হে গার্গী (গর্গাচার্যের কন্যা); অবিদিত্বা—জীবন-সমস্যার সমাধান না জেনে; অস্মাৎ—এই; লোকাৎ—জড় জগৎ থেকে; প্রৈতি—ত্যাগ করে (কুকুর বিড়ালের মতো); সঃ—সে; কৃপণঃ—কৃপণ।

যে মানুষ আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান উপলব্ধি না করে, কুকুর বিড়ালের মতো এই জগৎ ত্যাগ করে এবং মনুষ্য দেহ লাভ করেও জীবনের সমস্যার সমাধান করে না, সে একজন কৃপণ।

দ্রঃ কৃপণ কথাটির বিপরীত শব্দ হচ্ছে ব্রাহ্মণ। যিনি জীবনের সমস্যার সমাধান জেনে দেহত্যাগ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। শ্লোকটির অবশিষ্ট অংশ নিম্নরূপ—

যো বা এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥

(বৃহদারণ্যক উপঃ ৩/৮/১০)

যিনি জীবনের মূল সমস্যার (জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির) সমাধান সম্পর্কে অবগত হয়ে দেহত্যাগ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

তুমি হও; মে—আমার; সখা—সখা; চ—ও; ইতি—অতএব; রহস্যম্—রহস্য; হি—অবশ্যই; এতৎ—এই; উত্তমম্—উত্তম।

সেই সনাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা এবং তাই তুমি এই বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥

(গীতা ৭/২)

জ্ঞানম্—জ্ঞানের কথা; তে—তোমাকে; অহম্—আমি; স—সহ; বিজ্ঞানম্—বিজ্ঞান; ইদম্—এই; বক্ষ্যামি—বলব; অশেষতঃ—পূর্ণরূপে; যৎ—যা; জ্ঞাত্বা—জেনে; ন—না; ইহ—এই জগতে; ভূয়ঃ—পুনরায়; অন্যৎ—আর কিছু; জ্ঞাতব্যম্—জানবার; অবশিষ্যতে—বাকি থাকে।

আমি এখন তোমাকে বিজ্ঞান সমন্বিত এই জ্ঞানের কথা বলব, যা জানা হলে এই জগতে আর কিছুই জানবার বাকি থাকে না।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

(গীতা ৭/১৯)

বহূনাম্—বহু; জন্মনাম্—জন্মের; অন্তে—পরে; জ্ঞানবান্—তত্ত্বজ্ঞানী; মাম্—আমাতে; প্রপদ্যতে—প্রপত্তি করেন; বাসুদেবঃ—বাসুদেব; সর্বম্—সমস্ত; ইতি—এভাবে; সঃ—সেইরূপ; মহাত্মা—মহাপুরুষ; সুদুর্লভ—অত্যন্ত দুর্লভ।

বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব কারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥

(গীতা ৯/১)

ইদম্—এই; তু—কিন্তু; তে—তোমাকে; গুহ্যতমম্—অতি গোপনীয়; প্রবক্ষ্যামি—বলছি; অনসূয়বে—নির্মৎসর; জ্ঞানম্—জ্ঞান; বিজ্ঞান—উপলব্ধ জ্ঞান; সহিতম্—সহ; যৎ—যা; জ্ঞাত্বা—জেনে; মোক্ষসে—মুক্ত হবে; অশুভাৎ—দুঃখময় সংসার বন্ধন থেকে।

হে অর্জুন! তুমি নির্মৎসর বলে তোমাকে আমি পরম বিজ্ঞান সমন্বিত সবচেয়ে গোপনীয় জ্ঞান উপদেশ করছি। সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তুমি দুঃখময় সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হও।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥

(গীতা ৯/২)

রাজবিদ্যা—সমস্ত বিদ্যার রাজা; রাজগুহ্যম্—গোপনীয় জ্ঞান সমূহের রাজা; পবিত্রম্—পবিত্র; ইদম্—এই; উত্তমম—উত্তম; প্রত্যক্ষ—প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা; অবগমম্—উপলব্ধ হয়; ধর্ম্যম্—ধর্ম; সুসুখম্—অত্যন্ত সুখদায়ক; কর্তুম্—অনুষ্ঠান করতে; অব্যয়ম্—অব্যয়।

এই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব থেকেও গুহ্যতর, অতি পবিত্র এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আত্ম-উপলব্ধি প্রদান করে বলে প্রকৃত ধর্ম। এই জ্ঞান অব্যয় ও সুখসাধ্য।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥

(গীতা ১৩/৯)

জন্ম—জন্ম; মৃত্যু—মৃত্যু; জরা—বার্ধক্য; ব্যাধি—ব্যাধি; দুঃখ—দুঃখের; দোষ—দোষ; অনুদর্শনম্—দর্শন।

জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ প্রভৃতির দোষ দর্শন।

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥

(ভাগবত ১০/১৪/৪)

শ্রেয়ঃ-সৃতিম্—মুক্তির মঙ্গলময় পথ; ভক্তিম্—ভগবদ্ভক্তি; উদস্য—পরিত্যাগ করে; তে—আপনার; বিভো—হে ভগবান; ক্লিশ্যন্তি—অত্যধিক ক্লেশ গ্রহণ; যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; কেবল—কেবল; বোধ-লব্ধয়ে—জ্ঞান লাভের জন্য; তেষাম্—তাদের; অসৌ—ওই; ক্লেশলঃ—ক্লেশ; এব—কেবল; শিষ্যতে—অবশিষ্ট থাকে; ন—না; অন্যৎ—অন্য কিছু; যথা—যতটুকু; স্থূল—স্থূল; তুষ—ধানের তুষ; অবঘাতিনাম্—আঘাত করে।

হে ভগবান! তোমাকে ভক্তি করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ, তা পরিত্যাগ করে যারা কেবল জ্ঞান লাভের জন্য অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এটিই জানবার জন্য নানা প্রকার ক্লেশ স্বীকার করেন, স্থূল তুষকে পেষণ করে যেমন চাল পাওয়া যায় না, তেমনই তাদের পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

(প্রজাপতি ব্রহ্মা)

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

(ভাগবত ১০/১৪/২৯)

অশিতিং চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তাঞ্জীব জাতিষু
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্যং মানুষ্যং জন্মপর্যায়াৎ ।
তদপ্যভলতাং জাতঃ তেষামাত্মাভিমানিনাম্
বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ম্ ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

অশিতিম্—আশি; চতুরঃ—চার; চৈব—নিশ্চিতরূপে; লক্ষাং—১,০০,০০০ (অর্থাৎ ৮৪,০০,০০০); তান্—তারা; জীব—জীবসকল; জাতিষু—বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে; ভ্রমদ্ভিঃ—ভ্রমণের মাধ্যমে; পুরুষৈঃ—ভোক্তাদের দ্বারা; প্রাপ্যম্—প্রাপ্ত; মানুষ্যম্—মনুষ্যজন্ম; জন্ম—জন্ম; পর্যায়াৎ—ক্রমবিকাশের পর্যায়ে; তৎ—সেই (মনুষ্যজন্মে); অপি—যা হোক; অভলতাম্—না দেখে (এবং তার ফলে সুযোগ নষ্ট করে); জাতঃ—মনুষ্যদেহ লাভ করে; তেষাম্—তাদের; আত্ম-অভিমানিনাম্—অভিমানী বা অহঙ্কারী; বরাকাণাম্—গণ্ডমূর্খ; অনাশ্রিত্য—আশ্রয় না নিয়ে; গোবিন্দ-চরণদ্বয়ম্—শ্রীগোবিন্দের চরণদ্বয়।

ক্রমবিকাশের ক্রমিক পর্যায়ে চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করার পর জীব মনুষ্য-দেহ লাভ করে। এত দুর্লভ এই মনুষ্যজন্ম পেয়েও গণ্ডমূর্খ ব্যক্তিরা শ্রীগোবিন্দের চরণকমল যুগলের আশ্রয় গ্রহণ না করে তা হেলায় নষ্ট করে। (ভাগবতের ২/৩/১৯ তাৎপর্য দ্রষ্টব্য)

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময় ।

(বৃঃ আরণ্যক উপঃ ১/৩/২৮)

অসতঃ—অসত্যে বা মোহে; মা—থেকো না; সৎ—সত্য; গময়—গমন কর; তমসো—অন্ধকারে; মা—থেকো না; জ্যোতিঃ—আলোক; গময়—গমন কর; মৃত্যো—মৃত্যুতে; মা—থেকো না; অমৃতং—অমরত্বে; গময়—গমন কর।

অসত্যে থেকো না, নিত্য সত্যের জগতে গমন কর। অন্ধকারে থেকো না, জ্যোতির্ময় লোকে গমন কর। জড় দেহ গ্রহণ করে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরে মর না, অমরত্ব লাভ কর।

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥

(ভাগবত ১১/৯/২৯)

লব্ধ্বা—লাভ করে; সুদুর্লভম্—যা লাভ করা কঠিন; ইদম্—এই; বহু—বহু; সম্ভব—জন্ম; অন্তে—পরে; মানুষ্যম্—মনুষ্যজন্ম; অর্থদম্—যা মহান অর্থ দান করে; অনিত্যম্—অনিত্য; অপি—যদিও; ইহ—এই জড় জগতে; ধীরঃ—ধীর; তূর্ণম্—তৎক্ষণাৎ; যতেত—যত্ন করা উচিত; ন—না; পতেৎ—পতিত হওয়া উচিত; অনুমৃত্যু—জন্ম-মৃত্যুর চক্র; যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; নিঃশ্রেয়সায়—পরম মুক্তির জন্য; বিষয়ঃ—ইন্দ্রিয়তর্পণ; খলু—সর্বদা; সর্বতঃ—সর্ব অবস্থায়; স্যাৎ—সম্ভব।

বহু জন্ম-মৃত্যুর পর জীব এই মনুষ্যদেহ লাভ করে, যা অনিত্য হওয়া সত্ত্বেও জীবকে পূর্ণসিদ্ধি লাভের সুযোগ প্রদান করে। অতএব ধীর ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে অবিলম্বে এই পূর্ণসিদ্ধি লাভের জন্য প্রযত্ন করা এবং কখনই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হওয়া উচিত নয়। ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয় তো জঘন্যতম প্রজাতিদের মধ্যেও সুলভ, পক্ষান্তরে কৃষ্ণভাবনামৃত শুধু মানব-জীবনেই লাভ করা সম্ভব।

(মহারাজ যদুর প্রতি অবধূত ব্রাহ্মণ)

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

(ভাগবত ১১/২০/১৭)

নৃ—নর; দেহম্—দেহ; আদ্যম্—সমস্ত প্রকার অনুকূল ফল লাভের মূল; সুলভম্—সুলভে প্রাপ্ত; সুদুর্লভম্—সুদুর্লভ; প্লবম্—নৌকা; সুকল্পম্—সুপরিকল্পিত; গুরু—গুরু; কর্ণধারম্—কর্ণধার; ময়া—আমার দ্বারা; অনুকূলেন—অনুকূল; নভস্বতা—বায়ু; ঈরিতম্—প্রেরিত; পুমান্—ব্যক্তি; ভব—সংসার; অব্ধিম্—সমুদ্র; ন—না; তরেৎ—অতিক্রম করে; সঃ—সে; আত্মহা—আত্মঘাতী।

সমস্ত প্রকার সুফলের মূলস্বরূপ সুদুর্লভ এই মনুষ্যজন্ম প্রকৃতির নিয়মে সুলভে লাভ করা যায়। এই মনুষ্যদেহ এক সুপরিকল্পিত নৌকার মতো, গুরুদেব হচ্ছেন সুদক্ষ কর্ণধার এবং পরমেশ্বরের বাণী হচ্ছে অনুকূল বায়ু। এত সুযোগ সত্ত্বেও যে মানুষ এই মনুষ্য-জন্মের সদ্ব্যবহার করে না সে আত্মঘাতী। (উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত ।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ॥

(ভাগবত ২/৩/১৮)

তরবঃ—বৃক্ষসমূহ; কিম্—কি; ন—করে না; জীবন্তি—জীবন ধারণ; ভস্ত্রাঃ—হাপর; কিম্—কি; ন—করে না; শ্বসন্তি—শ্বাস গ্রহণ; উত—ও; ন—করে না; খাদন্তি—খায়; ন—করে না; মেহন্তি—বীর্যপাত; কিম্—কি; গ্রামে—স্থানে; পশবঃ—পশু; অপরে—অন্য।

বৃক্ষসমূহ কি বেঁচে থাকে না? কামারের হাপর কি শ্বাসগ্রহণ ও পরিত্যাগ করে না? আমাদের চতুর্দিকে পশুরা কি আহার ও স্ত্রীসম্ভোগ করে না?

(শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনং চ
সামান্যমেতদ্ পশুভির্নরাণাম্ ।
ধর্মোঃ হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥

(হিতোপদেশ)

আহার—আহার; নিদ্রা—নিদ্রা; ভয়—ভয়; মৈথুনম্ চ—এবং মৈথুন; সামান্যম্—সাধারণ; এতৎ—এই সকল কর্ম; পশুভিঃ—পশুদের সঙ্গে; নরাণাম্—মানুষের; ধর্মঃ—পারমার্থিক জীবন; হি—যথার্থই; তেষাম্—তাদের; অধিকঃ—অধিকতর; বিশেষঃ—বৈশিষ্ট্য; ধর্মেণ—পারমার্থিক জীবন; হীনাঃ—ছাড়া; পশুভিঃ—পশুদের সঙ্গে; সমানাঃ—সমান।

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন—এই চারটি কর্ম মানুষ ও পশুর মধ্যে সমানভাবে বর্তমান। কিন্তু মানুষের অধিকতর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা পারমার্থিক অনুশীলনে নিযুক্ত হতে সক্ষম। অতএব পারমার্থিক জীবন তথা ধর্ম ছাড়া মানুষ পশুরই সমান।

নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে ।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুদ্ধ্যেদ্যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্ ॥

(ভাগবত ৫/৫/১)

ন—না; অয়ম্—এই; দেহঃ—দেহ; দেহ-ভাজাম্—সমস্ত দেহধারী জীবের; নৃ-লোকে—এই জগতে; কষ্টান্—কষ্টকর; কামান্—ইন্দ্রিয়সুখ; অর্হতে—যোগ্য হয়; বিট্-ভুজাম্—বিষ্ঠাভোজী; যে—যা; তপঃ—তপস্যা; দিব্যম্—দিব্য; পুত্রকাঃ—হে পুত্রগণ; যেন—যার দ্বারা; সত্ত্বম্—হৃদয়; শুদ্ধ্যেৎ—নির্মল হয়; যস্মাৎ—যা থেকে; ব্রহ্ম-সৌখ্যম্—চিন্ময় আনন্দ; তু—নিশ্চিতভাবে; অনন্তম্—অন্তহীন।

হে পুত্রগণ! এই জগতে দেহধারী প্রাণীদের মধ্যে এই নরদেহ লাভ করে, কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়। ওই প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ বিষ্ঠাভোজী কুকুর এবং শূকরদেরও লাভ হয়ে থাকে। ভগবৎ সেবাপর অপ্রাকৃত তপস্যা করাই উচিত, কারণ তার ফলে হৃদয় নির্মল হয় এবং হৃদয় নির্মল হলে জড় সুখের অতীত অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ লাভ হয়।

(পুত্রদের প্রতি ভগবান ঋষভদেব)

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥

(ভাগবত ৭/৬/১)

কৌমারঃ—বাল্যকালে; আচরেৎ—অভ্যাস করা উচিত; প্রাজ্ঞঃ—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; ধর্মান্—ধর্ম; ভাগবতান্—ভগবদ্ভক্তি; ইহ—এই জীবনে; দুর্লভম্—অত্যন্ত দুর্লভ; মানুষম্—মনুষ্য; জন্ম—জন্ম; তৎ—তা; অপি—ও; অধ্রুবম্—নশ্বর; অর্থদম্—অর্থপূর্ণ।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্যজন্ম লাভ করে জীবনের শুরু থেকেই, অর্থাৎ বাল্যকাল থেকেই অন্য সমস্ত প্রয়াস ত্যাগ করে ভাগবত-ধর্ম অনুষ্ঠান করবেন। মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্লভ এবং অন্যান্য শরীরের মতো অনিত্য হলেও তা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ, কারণ মনুষ্য-জীবনে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা সম্ভব। নিষ্ঠাপূর্বক কিঞ্চিৎ মাত্র ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করলেও মানুষ পূর্ণসিদ্ধি লাভ করতে পারে।

(প্রহ্লাদ মহারাজ)

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

(কঠ উপঃ ১/৩/১৪)

উত্তিষ্ঠত—উঠ; জাগ্রত—জাগ; প্রাপ্য—পেয়ে; বরান্—বর (মনুষ্যজন্ম রূপ); নিবোধত—শুধু উপলব্ধি কর; ক্ষুরস্য—ক্ষুরের; ধারা—ধার; নিশিতা—ধারালো; দুরত্যয়া—দুরতিক্রম্য; দুর্গম্—দুর্গম; পথঃ—পথ; তৎ—তা; কবয়ঃ—পণ্ডিতগণ; বদন্তি—বলেন।

হে জীবগণ, এই জড় জগতে তোমরা ঘুমিয়ে আছ! অনুগ্রহ করে জাগ এবং এই মনুষ্য-জন্মের সুযোগ গ্রহণ কর! পারমার্থিক উপলব্ধির পথ বড়ই দুর্গম। তা ক্ষুরের অগ্রভাগের মতোই ধারালো। এই হচ্ছে তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতদের অভিমত।

ওঁ অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

(বেদান্তসূত্র ১/১/১)

অথ—এখন; অতঃ—অতএব; ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।

অতএব, এখনই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা (পরমেশ্বর সম্পর্কে) কর্তব্য।

দ্রঃ ১। ওঁ শব্দটি ইঙ্গিত দেয় যে, প্রতিটি সূত্রই এক পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রবিশেষ।
দ্রঃ ২। ব্রহ্ম শব্দটির অর্থ হচ্ছে মহত্তম এবং যখনই আমরা মহত্তমের কথা বলি, তখনই আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে বুঝে থাকি, যিনি সমস্ত প্রকাশের উৎস। মহত্তম যদি পূর্ণরূপে ষড়ৈশ্বর্য ধারণ না করেন, তা হলে তাঁকে মহত্তম বলা যায় না। সেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ মহত্তমই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা ।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ ॥

(ভাগবত ১/২/১০)

কামস্য—কামনা-বাসনার; ন—না; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়সমূহ; প্রীতিঃ—প্রীতি; লাভঃ—লাভ; জীবেত—জীবনধারণ; যাবতা—যতটুকু পরিমাণ; জীবস্য—জীবের; তত্ত্ব—পরমতত্ত্ব; জিজ্ঞাসা—জিজ্ঞাসা; ন—না; অর্থঃ—অর্থ; যঃ চ ইহ—তা ছাড়া; কর্মভিঃ—কর্মের দ্বারা।

ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকে কখনই জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। সুস্থ জীবন যাপন করা অথবা আত্মাকে নির্মল রাখার বাসনাই কেবল করা উচিত, কেন না মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করা উচিত নয়। (সূত গোস্বামী)

❋❋❋

নির্বিশেষবাদ

শূন্যবাদ ও কৃষ্ণভাবনামৃত

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥

(গীতা ২/১২)

ন—না; তু—কিন্তু; এব—অবশ্যই; অহম্—আমি; জাতু—কোনও সময়; ন—না; আসম—অস্তিত্ব; ন—এমন নয়; ত্বম্—তুমি; ন—না; ইমে—এই সমস্ত; জন-অধিপাঃ—নৃপতিগণ; ন—না; চ—ও; এব—অবশ্যই; ন—তেমন নয়; ভবিষ্যামঃ—অস্তিত্ব থাকবে; সর্বে—সকলের; বয়ম্—আমাদের; অতঃ-পরম্—তারপর।

এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি ও এই সমস্ত রাজারা ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও কখনও আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪০)

যস্য—যাঁর; প্রভা—কান্তি; প্রভবতঃ—প্রভাবযুক্ত; জগৎ-অণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডসমূহের; কোটি-কোটিষু—কোটি কোটি; অশেষ—অনন্ত; বসুধা-আদি—বসুধা ইত্যাদি; বিভূতি—বিভূতি; ভিন্নম্—বৈচিত্র্যপূর্ণ; তৎ—সেই; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; নিষ্কলম্—অখণ্ড; অনন্তম্—অনন্ত; অশেষ-ভূতম্—পূর্ণরূপে; গোবিন্দম্—ভগবান শ্রীগোবিন্দ; আদি-পুরুষম্—আদিপুরুষ; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বসুধাদি বিভূতির দ্বারা যিনি ভেদপ্রাপ্ত হয়েছেন, সেই পূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন এবং অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁর প্রভা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

(গীতা ১২/৫)

ক্লেশঃ—ক্লেশ; অধিকতরঃ—অধিকতর; তেষাম—তাদের; অব্যক্ত—অব্যক্ত; আসক্ত—আসক্ত; চেতসাম্—যাদের মন; অব্যক্তা—অব্যক্ত; হি—অবশ্যই; গতিঃ—গতি; দুঃখম্—দুঃখময়; দেহবদ্ভিঃ—দেহাভিমানী জীব দ্বারা; অবাপ্যতে—প্রাপ্ত হয়।

যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের ক্লেশ অধিকতর। কারণ, অব্যক্তের উপাসনার ফলে দেহধারী জীবদের কেবল দুঃখই লাভ হয়।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥

(গীতা ১৪/২৭)

ব্রহ্মণঃ—নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির; হি—অবশ্যই; প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়; অহম্—আমি; অমৃতস্য—অমৃতের; অব্যয়স্য—অব্যয়; চ—ও; শাশ্বতস্য—নিত্য; চ—এবং; ধর্মস্য—স্বরূপগত ধর্মের; সুখস্য—সুখের; ঐকান্তিকস্য—ঐকান্তিক; চ—ও।

আমিই নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অব্যয় অমৃতের, শাশ্বত ধর্মের এবং ঐকান্তিক সুখের আমিই আশ্রয়।

ঘটাকাশ পটাকাশ ন্যায়

(বাংলা প্রবাদ)

ঘটের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র আকাশ মহাকাশে বিলীন হয়ে যাওয়া সম্পর্কিত ন্যায় (যুক্তি)।
(যে ব্যক্তি এই যুক্তি দেখান তাকে 'ঘটপটিয়া' বলা হয়।)

যত মত তত পথ

যত রকমের মত আছে, তত রকমের পথ আছে।

একজন বাঙালী মায়াবাদীর ভ্রান্ত মতবাদ।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা

ব্রহ্মই সত্য। এই জড় জগৎ মিথ্যা।

(শ্রীল প্রভুপাদ এই মায়াবাদী যুক্তি খণ্ডন করেছেন। তিনি দেখান যে, ব্রহ্ম যদি সত্য হয় এবং এই জড় জগৎ যদি সেই ব্রহ্ম থেকেই প্রকাশিত হয়, তা হলে এর মধ্যেও সত্যতা থাকবে।)

প্রভু কহে—"মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭/১২৯)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "মায়াবাদীরা শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী।"

(এক বিপ্রের প্রতি প্রকাশানন্দ সরস্বতী সম্বন্ধে বলেছিলেন)

মায়াবাদি ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬/১৬৯)

কেউ যদি মায়াবাদী-ভাষ্য শোনে, তা হলে তার সর্বনাশ হয়।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥

(ঈশোপনিষদ ১৫)

হিরণ্ময়েন—সুবর্ণ জ্যোতির দ্বারা; **পাত্রেণ**—উজ্জ্বল আবরণের দ্বারা; **সত্যস্য**—পরম সত্যের; **অপিহিতম্**—আচ্ছাদিত; **মুখম্**—মুখ; **তৎ**—সেই আচ্ছাদন; **ত্বম্**—আপনাকে; **পূষন্**—হে প্রতিপালক; **অপাবৃণু**—কৃপা করে অপসারণ করুন; **সত্য**—শুদ্ধ; **ধর্মায়**—ভক্তের কাছে; **দৃষ্টয়ে**—দর্শনের উদ্দেশ্যে।

হে ভগবান! হে সর্বজীব-পালক! আপনার জ্যোতির্ময় আলোক আপনার মুখারবিন্দকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। কৃপা করে এই আচ্ছাদন দূর করুন এবং আপনার শুদ্ধ ভক্তকে আপনার সত্য স্বরূপ প্রদর্শন করুন।

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে ।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা ॥

(পদ্ম পুরাণ)

মায়াবাদম্—মায়াবাদ; **অসচ্ছাস্ত্রং**—ভগবদ্ভক্তি বহির্মুখ কর্ম-জ্ঞান পরায়ণ অনিত্য শাস্ত্র; **প্রচ্ছন্নম্**—প্রচ্ছন্ন; **বৌদ্ধম্**—বৌদ্ধবাদ; **উচ্যতে**—বলা হয়; **ময়া**—আমার দ্বারা; **এব**—কেবল; **বিহিতম্**—স্থাপিত; **দেবি**—হে পার্বতী; **কলৌ**—কলিযুগে; **ব্রাহ্মণ-মূর্তিনা**—ব্রাহ্মণরূপে।

শিব পার্বতীকে বললেন, "হে দেবী! আমি কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্তি ধারণ করে অসৎ শাস্ত্রের দ্বারা মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত স্থাপন করি।"

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥

(ভাগবত ৩/১৫/৪৩)

তস্য—তাঁর; **অরবিন্দ-নয়নস্য**—যাঁর নয়নযুগল পদ্মের মতো, সেই পরমেশ্বর ভগবানের; **পদ-অরবিন্দ**—শ্রীপাদপদ্মের; **কিঞ্জল্ক**—কেশর; **মিশ্র**—মিশ্রিত; **তুলসী**—তুলসীপত্রের; **মকরন্দ**—সৌরভযুক্ত; **বায়ুঃ**—বায়ু; **অন্তর্গতঃ**—প্রবিষ্ট হয়ে; **স্ব-বিবরেণ**—নাশারন্ধ্রে; **চকার**—সৃষ্টি করেছিল; **তেষাম্**—তাঁদের; **সংক্ষোভম্**—তীব্র ক্ষোভ; **অক্ষর-জুষাম্**—নির্বিশেষ ব্রহ্মপরায়ন (কুমারদের); **অপি**—ও; **চিত্ত-তন্বোঃ**—দেহ ও মনের।

সেই অরবিন্দ নেত্র ভগবানের পদকমলের কিঞ্জল্ক মিশ্রিত তুলসীর মধুর সৌরভযুক্ত বায়ু নির্বিশেষ ব্রহ্মপরায়ণ চতুঃসনের নাসিকার রন্ধ্রযোগে অন্তর্গত হয়ে, তাঁদের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করেছিল।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

(ভাগবত ১০/২/৩২)

যে—যারা; **অন্যে**—অভক্তরা; **অরবিন্দ-অক্ষ**—হে পদ্মপলাশ-লোচন; **বিমুক্ত-মানিনঃ**—যারা নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **অস্ত-ভাবাৎ**—ভক্তিহীন; **অবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ**—যাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **কৃচ্ছ্রেণ**—কঠোর তপস্যার দ্বারা; **পরম্ পদম্**—পরমপদ; **ততঃ**—সেখান থেকে; **পতন্তি**—পতিত হয়; **অধঃ**—নিম্নে; **অনাদৃত**—অনাদর করে; **যুষ্মৎ**—আপনার; **অঙ্ঘ্রয়ঃ**—শ্রীপাদপদ্ম।

হে অরবিন্দাক্ষ! যারা 'বিমুক্ত হয়েছে' বলে অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়ায় তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। তারা বহু কৃচ্ছ্রসাধন করে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্যন্ত আরোহণ করে। ভগবদ্ভক্তির অনাদর করার ফলে তারা আবার অধঃপতিত হয়।

যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ॥

(ভাগবত ৩/২৮/৪০)

যথা—যেমন; **উল্মুকাৎ**—অগ্নির শিখা থেকে; **বিস্ফুলিঙ্গাৎ**—স্ফুলিঙ্গ থেকে; **ধূমাৎ**—ধূম থেকে; **বা**—অথবা; **অপি**—ও; **স্ব-সম্ভবাৎ**—নিজে থেকেই উৎপন্ন; **অপি**—যদিও; **আত্মত্বেন**—স্বভাবত; **অভিমতাৎ**—ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; **যথা**—যেমন; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **পৃথক্**—ভিন্ন; **উল্মুকাৎ**—শিখা থেকে।

জ্বলন্ত অগ্নি যেমন অগ্নিশিখা থেকে, স্ফুলিঙ্গ থেকে এবং ধূম থেকে ভিন্ন, যদিও তারা সকলেই জ্বলন্ত কাষ্ঠ থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে, পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

(ভগবান কপিল)

❋❋❋

কলিযুগ

লক্ষণ ও যুগধর্ম

কলৌ শূদ্রাসম্ভবাঃ

(স্কন্দ পুরাণ)

কলৌ—কলিযুগে; **শূদ্রাঃ**—শূদ্রেরা; **সম্ভবাঃ**—জন্মগ্রহণ করে।

কলিযুগে সকলেই শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করে।

দ্রঃ স্কন্দ পুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোকাংশটি এই শ্লোকাংশের উৎস—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবা

অশুদ্ধাঃ—অপবিত্র; **শূদ্রকল্পা**—শূদ্রতুল্য; **হি**—নিশ্চয়ই; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **কলি**—কলিযুগে; **সম্ভবা**—উদ্ভূত হবে।

কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা নিঃসন্দেহে অপবিত্র শূদ্রতুল্য হয়ে যাবেন।

কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন।

কিংবা

পারমার্থিক সংস্কার বর্জিত কলিযুগের ব্রাহ্মণেরা শূদ্ররূপেই পরিগণিত হবেন।

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ ॥

(ভাগবত ১/১/১০)

প্রায়েন—প্রায় সর্বদা; **অল্প**—অল্প; **আয়ুষঃ**—আয়ু; **সভ্য**—জ্ঞানবান সমাজের সদস্য; **কলৌ**—এই কলিযুগে; **অস্মিন্**—এখানে; **যুগে**—যুগে; **জনাঃ**—জনসাধারণ; **মন্দাঃ**—অলস; **সুমন্দ-মতয়ঃ**—অত্যন্ত মন্দ মতি; **মন্দ-ভাগ্যাঃ**—দুর্ভাগা; **হিঃ**—এবং সর্বোপরি; **উপদ্রুতাঃ**—রোগাদির দ্বারা উপদ্রুত।

হে মহাজ্ঞানী! এই কলিযুগের মানুষেরা প্রায় সকলেই অল্পায়ু। তারা কলহপ্রিয়, অলস, মন্দ মতি, ভাগ্যহীন এবং সর্বোপরি তারা নিরন্তর রোগাদির দ্বারা উপদ্রুত।

(সুত গোস্বামীর প্রতি মুনি-ঋষিরা)

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু

(বরাহ পুরাণ)

রাক্ষসাঃ—রাক্ষসগণ; **কলিম্**—কলিযুগকে; **আশ্রিত্য**—আশ্রয় করে; **জায়ন্তে**—জন্মায়; **ব্রহ্ম-যোনিষু**—ব্রাহ্মণ-পত্নীর গর্ভে।

রাক্ষসগণ কলিযুগের সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে।

অসংস্কৃতাঃ ক্রিয়াহীনা রজসা তমসাবৃতাঃ ।
প্রজাস্তে ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছা রাজন্যরূপিণঃ ॥

(ভাগবত ১২/১/৪০)

অসংস্কৃতাঃ—বৈদিক সংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধ হননি; **ক্রিয়া-হীনাঃ**—বিধি-আচরণ বর্জিত; **রজসা**—রজোগুণ দ্বারা; **তমসা**—তমোগুণ দ্বারা; **আবৃতাঃ**—আবৃত; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ; **তে**—তারা; **ভক্ষয়িষ্যন্তি**—ভক্ষণ করবে; **ম্লেচ্ছাঃ**—মাংসভোজী নীচ জাতি; **রাজন্য-রূপিণঃ**—রাজারূপে।

এই সকল বৈদিক সংস্কারবিহীন অপবিত্র ম্লেচ্ছগণ রাজার আসন গ্রহণ করে, বিধি-নিষেধ বর্জিত জীবন যাপন করে, সম্পূর্ণরূপে রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রজাদের ভক্ষণ করবে। (শুকদেব গোস্বামী)

ততশ্চানুদিনং ধর্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমা দয়া ।
কালেন বলিনা রাজন্নঙ্ক্ষ্যত্যায়ুর্বলং স্মৃতিঃ ॥

(ভাগবত ১২/২/১)

ততঃ—তারপর; **চ**—এবং; **অনুদিনম**—দিন দিন; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **সত্যম্**—সত্য; **শৌচম্**—শুচিতা; **ক্ষমা**—সহিষ্ণুতা; **দয়া**—দয়া; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **বলিনা**—বলশালী; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিত; **নঙ্ক্ষ্যতি**—ধ্বংস হবে; **আয়ুঃ**—আয়ু; **বলম্**—বল; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি।

হে রাজন্! তারপর কলির প্রবল প্রভাবে দিনে দিনে ধর্ম, সত্য, শুচিতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, আয়ু, দৈহিক বল ও স্মৃতি ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাবে। (শুকদেব গোস্বামী)

বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ ।
ধর্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি ॥

(ভাগবত ১২/২/২)

বিত্তম্—বিত্ত; **এব**—কেবল; **কলৌ**—কলিযুগে; **নৃণাম্**—মানুষদের মধ্যে; **জন্ম**—অভিজাত জন্ম; **আচার**—সদাচার; **গুণ**—সদ্গুণ; **উদয়ঃ**—প্রকাশের কারণ; **ধর্ম**—ধর্ম; **ন্যায়**—যুক্তি; **ব্যবস্থায়াম্**—ব্যবস্থায়; **কারণম্**—কারণ; **বলম্**—বল; **এব**—শুধু; **হি**—বাস্তবিকই।

কলিযুগে শুধুমাত্র বিত্তকেই মানুষদের বংশাভিজাত্য, সদাচার ও সদ্গুণাবলীর লক্ষণ বলে গণ্য করা হবে। শুধুমাত্র ক্ষমতার ভিত্তিতেই ধর্ম ও ন্যায় প্রযুক্ত হবে।

(শুকদেব গোস্বামী)

দাম্পত্যেঽভিরুচির্হেতুর্মায়ৈব ব্যাবহারিকে ।
স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে চ হি রতির্বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি ॥

(ভাগবত ১২/২/৩)

দাম্পত্যে—দাম্পত্যে; অভিরুচিঃ—বাহ্য আকর্ষণ; হেতুঃ—কারণ; মায়া—প্রতারণা; এব—বাস্তবিকই; ব্যাবহারিকে—ব্যবসা-বাণিজ্যে; স্ত্রীত্বে—স্ত্রীর বৈশিষ্ট্যে; পুংস্ত্বে—পুরুষের লক্ষণে; চ—এবং; হি—বাস্তবিকই; রতিঃ—যৌনতা; বিপ্রত্বে—ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্যে; সূত্রম্—পৈতাধারণ; এব—শুধু; হি—বাস্তবিকই।

নারী ও পুরুষ শুধুমাত্র বাহ্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে একত্রে বসবাস করবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সাফল্য নির্ভর করবে প্রতারণার উপর। যৌন দক্ষতার ভিত্তিতেই পুরুষত্ব ও নারীত্বের বিচার হবে এবং শুধুমাত্র পৈতা ধারণের মাধ্যমেই কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলে পরিচিতি লাভ করবেন। (শুকদেব গোস্বামী)

লিঙ্গমেবাশ্রমখ্যাতাবন্যোন্যাপত্তিকারণম্ ।
অবৃত্ত্যা ন্যায়দৌর্বল্যং পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ ॥

(ভাগবত ১২/২/৪)

লিঙ্গম্—বাহ্য প্রতীক; এব—শুধুমাত্র; আশ্রম-খ্যাতৌ—কোন ব্যক্তির আশ্রমিক পরিচয় জানার ব্যাপারে; অন্যোন্য—পারস্পরিক; আপত্তি—বিনিময়ের; কারণম্—কারণ; অবৃত্ত্যা—জীবিকা অর্জনের অসামর্থ্যের দ্বারা; ন্যায়—ন্যায্য অধিকার; দৌর্বল্যম্—দুর্বলতা; পাণ্ডিত্যে—পাণ্ডিত্যে; চাপলম্—চপল; বচঃ—বাক্য।

বাহ্য প্রতীকের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির আশ্রম নির্ধারিত হবে এবং এই একই ভিত্তিতে এক আশ্রমস্থিত ব্যক্তি পরবর্তী আশ্রমে প্রবেশ করবে। যে মানুষ ভাল রোজগার করতে পারবে না তার ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করা হবে। যিনি বাকচাতুর্যে দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবেন, তিনিই বিজ্ঞ পণ্ডিত বলে বিবেচিত হবেন। (শুকদেব গোস্বামী)

অনাঢ্যতৈবাসাধুত্বে সাধুত্বে দম্ভ এব তু ।
স্বীকার এব চোদ্বাহে স্নানমেব প্রসাধনম্ ॥

(ভাগবত ১২/২/৫)

অনাঢ্যতা—দরিদ্র; এব—শুধু; অসাধুত্বে—অসাধুর লক্ষণ; সাধুত্বে—সাধুত্বে; দম্ভ—কপটতা; এব—কেবল; তু—এবং; স্বীকার—মৌখিক স্বীকৃতি; এব—কেবল; চ—এবং; উদ্বাহে—বিবাহে; স্নানম্—স্নান; এব—কেবল; প্রসাধনম্—প্রসাধন।

কোন মানুষ যদি দরিদ্র হয়, তা হলে তাকে অসাধু বলে গণ্য করা হবে এবং দম্ভ ও কপটতাকেই গুণ বলে স্বীকার করা হবে। মৌখিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত

হবে এবং শুধুমাত্র স্নান করলেই (তিলক, চন্দন আদি ধারণ না করেই) মানুষ নিজেকে জনগণের মধ্যে প্রবেশের যোগ্য বলে মনে করবে। (শুকদেব গোস্বামী)

দূরে বার্যয়নং তীর্থং লাবণ্যং কেশধারণম্ ।
উদরম্ভরতা স্বার্থঃ সত্যত্বে ধার্ষ্ট্যমেব হি ।
দাক্ষ্যং কুটুম্বভরণং যশোঽর্থে ধর্মসেবনম্ ॥

(ভাগবত ১২/২/৬)

দূরে—দূরে; বারি—জল; অয়নম্—উৎস বা আশয়; তীর্থম্—তীর্থ; লাবণ্যম্—লাবণ্য; কেশ—চুল; ধারণম্—ধারণ; উদরম্ভরতা—উদরপূর্তি; স্ব-অর্থঃ—স্বার্থ; সত্যত্বে—তথাকথিত সত্যে; ধার্ষ্ট্যম্—ধৃষ্টতা; এব—শুধু; হি—বাস্তবিকই; দাক্ষ্যম্—দক্ষতা; কুটুম্ব-ভরণম্—কুটুম্বভরণ; যশঃ—যশ; অর্থে—অর্থে; ধর্ম-সেবনম্—ধর্ম অনুষ্ঠান।

দূরে অবস্থিত জলাশয়কে তীর্থ বলে গণ্য করা হবে। কেশ ধারণের ভিত্তিতে সৌন্দর্য নিরূপিত হবে। উদরপূর্তিই হবে জীবনের লক্ষ্য। ধৃষ্ট ব্যক্তিকে সত্যনিষ্ঠ বলে গণ্য করা হবে। কুটুম্বভরণে সমর্থ ব্যক্তিকে দক্ষ বলে গণ্য করা হবে এবং শুধুমাত্র যশ লাভের জন্যই ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠান করা হবে। (শুকদেব গোস্বামী)

এবং প্রজাভির্দুষ্টাভিরাকীর্ণে ক্ষিতিমণ্ডলে ।
ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রশূদ্রাণাং যো বলী ভবিতা নৃপঃ ॥

(ভাগবত ১২/২/৭)

এবম্—এরূপে; প্রজাভিঃ—প্রজাদের দ্বারা; দুষ্টাভিঃ—দুষ্ট; আকীর্ণে—আকীর্ণ; ক্ষিতি-মণ্ডলে—ভূমণ্ডল; ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণ; বিট্—বৈশ্য; ক্ষত্র—ক্ষত্রিয়; শূদ্রাণাম্—এবং শূদ্রদের মধ্যে; যঃ—যিনি; বলী—বলশালী; ভবিতা—হবে; নৃপঃ—রাজা।

এভাবেই ভূমণ্ডল যখন দুষ্ট জনগণে পূর্ণ হবে, তখন ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রদের মধ্যে যাদের জোর বেশি, তারাই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করবে।

দস্যুপ্রায়েষু রাজসু

(ভাগবত ১২/২/১৩)

দস্যু-প্রায়েষু—প্রায় দস্যুর মতো; রাজসু—রাজাগণ।

রাজাগণ প্রায় দস্যুর মতো হয়ে যাবেন।

(শুকদেব গোস্বামী)

প্রজা হি লুব্ধৈরাজন্যৈর্নির্ঘৃণৈর্দস্যুধর্মভিঃ ।
আচ্ছিন্নদারদ্রবিণা যাস্যন্তি গিরিকাননম্ ॥

(ভাগবত ১২/২/৮)

প্রজাঃ—প্রজাগণ; **হি**—নিশ্চয়ই; **লুব্ধৈঃ**—লুব্ধ হয়ে; **রাজন্যৈঃ**—রাজাদের দ্বারা; **নির্ঘৃণৈঃ**—নির্মম; **দস্যু**—সাধারণ চোরের; **ধর্মভিঃ**—স্বভাব অনুসারে কর্ম করে; **আচ্ছিন্ন**—লুণ্ঠিত; **দার**—পত্নী; **দ্রবিণাঃ**—সম্পত্তি; **যাস্যন্তি**—তারা যাবে; **গিরি**—পাহাড়ে; **কাননম্**—বনে।

ঐ সকল দস্যুপ্রায় লোভী ও নির্মম রাজাদের হাতে তাদের সম্পত্তি, স্ত্রী প্রভৃতি হারিয়ে প্রজাগণ গিরিকাননে চলে যাবে। (শুকদেব গোস্বামী)

শাকমূলামিষক্ষৌদ্রফলপুষ্পাষ্টিভোজনাঃ ।
অনাবৃষ্ট্যা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ ॥

(ভাগবত ১২/২/৯)

শাক—শাক; **মূল**—মূল; **আমিষ**—আমিষ; **ক্ষৌদ্র**—বনের মধু; **ফল**—ফল; **পুষ্প**—ফুল; **অষ্টি**—এবং বীজ; **ভোজনাঃ**—ভোজন; **অনাবৃষ্ট্যা**—অনাবৃষ্টির ফলে; **বিনঙ্ক্ষ্যন্তি**—সেগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে; **দুর্ভিক্ষ**—দুর্ভিক্ষ; **কর**—এবং করের দ্বারা; **পীড়িতাঃ**—উৎপীড়িত।

দুর্ভিক্ষ ও অত্যধিক করের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে জনসাধারণ শাক, মূল, আমিষ, বনের মধু, ফল, ফুল ও বীজ ভক্ষণ করবে এবং অনাবৃষ্টির ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস-প্রাপ্ত হবে। (শুকদেব গোস্বামী)

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

(ভাগবত ১২/৩/৫১)

কলেঃ—কলিযুগের; **দোষ-নিধেঃ**—দোষের সমুদ্র; **রাজন্**—হে রাজন্; **অস্তি**—আছে; **হি**—অবশ্যই; **এক**—একটি; **মহান্**—মহান; **গুণঃ**—গুণ; **কীর্তনাৎ**—কীর্তন করার ফলে; **এব**—অবশ্যই; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম; **মুক্তসঙ্গঃ**—এই জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত; **পরম**—চিন্ময় ভগবৎ-ধাম; **ব্রজেৎ**—লাভ হয়।

হে রাজন্! দোষের নিধি এই কলিযুগে একটি মহৎ গুণ আছে। কলিযুগে ভগবানের নাম কীর্তনের প্রভাবেই জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন।

(শুকদেব গোস্বামী)

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥

(ভাগবত ১২/৩/৫২)

কৃতে—সত্যযুগে; **যৎ**—যা; **ধ্যায়তঃ**—ধ্যান হতে; **বিষ্ণুম্**—শ্রীবিষ্ণুকে; **ত্রেতায়াম্**—ত্রেতাযুগে; **যজতঃ**—আরাধনা থেকে; **মখৈঃ**—যজ্ঞ সম্পাদনের দ্বারা; **দ্বাপরে**—দ্বাপর-যুগে; **পরিচর্যায়াম্**—শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম আরাধনা করার মাধ্যমে; **কলৌ**—কলিযুগে; **তৎ**—সেই একই ফল (লাভ হতে পারে); **হরি-কীর্তনাৎ**—কেবলমাত্র 'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনের দ্বারা।

সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞের মাধ্যমে যজন করে এবং দ্বাপরযুগে অর্চন আদি করে যে ফল লাভ হত, কলিকালে কেবলমাত্র 'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনে সেই সকল ফল লাভ হয়। (শুকদেব গোস্বামী)

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার ।
নাম হৈতে হয় সর্বজগৎ-নিস্তার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৭/২২)

এই কলিযুগে ভগবানের দিব্যনাম 'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র' হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। কেবলমাত্র এই দিব্যনাম গ্রহণ করার ফলে, যে কোন মানুষ সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারেন। যিনি তা করেন, তিনি অবশ্যই উদ্ধার লাভ করেন। এই নামের প্রভাবেই কেবল সমস্ত জগৎ নিস্তার পেতে পারে।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিণঃ ।
যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥

(ভাগবত ১১/৫/৩৬)

কলিম্—কলিযুগে; **সভাজয়ন্তি**—অর্চনা করা; **আর্যাঃ**—মহাত্মাগণ; **গুণজ্ঞাঃ**—কলিযুগের গুণ সম্বন্ধে অবগত; **সার-ভাগিনঃ**—সার গ্রহণকারী; **যত্র**—যে যুগে; **সংকীর্তনেন**—কেবল মহামন্ত্র কীর্তনরূপ সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **এব**—অবশ্যই; **সর্ব-স্ব-অর্থঃ**—সর্ব পুরুষার্থ; **অভিলভ্যতে**—লাভ হয়।

গুণজ্ঞ সারগ্রাহী মহাত্মারা কলিযুগকে এই জন্য ধন্য বলেন, কেন না কলিযুগে কেবল হরিনাম সংকীর্তনের ফলেই সর্ব স্বার্থ লাভ হয়। (মহারাজ নিমির প্রতি শ্রীকরভাজন)

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥

(নারায়ণ-সংহিতা)

দ্বাপরীয়ৈঃ—দ্বাপরযুগে; **জনৈঃ**—জনগণের দ্বারা; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান বিষ্ণু; **পঞ্চরাত্রৈঃ**—পঞ্চরাত্র বিধি অনুসারে; **তু**—বাস্তবিকই; **কেবলৈঃ**—শুধু; **কলৌ**—কলিযুগে; **তু**—বাস্তবিকপক্ষে; **নাম-মাত্রেণ**—শুধুমাত্র হরিনামের দ্বারা; **পূজ্যতে**—পূজিত হন; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি।

দ্বাপরযুগে বৈষ্ণব তথা কৃষ্ণভক্তেরা পাঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসারে ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদন করতেন। এই কলিযুগে শুধুমাত্র হরিনাম জপকীর্তনের দ্বারাই পরমেশ্বর শ্রীহরি পূজিত হন।

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, কৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ড ১৮৫/১৮০)

অশ্বমেধম—অশ্বমেধ-যজ্ঞ; গব-আলম্ভম—গোমেধ-যজ্ঞ; সন্ন্যাসম—সন্ন্যাস-আশ্রম; পল-পৈতৃকম্—পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধে মাংস নিবেদন; দেবরেণ—দেবরের দ্বারা; সুত-উৎপত্তিম্—সন্তান উৎপাদন; কলৌ—কলিযুগে; পঞ্চ—পাঁচ; বিবর্জয়েৎ—বর্জনীয়।

এই কলিযুগে অশ্বমেধ-যজ্ঞ, গোমেধ-যজ্ঞ, সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ, পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধে মাংস নিবেদন এবং দেবরের দ্বারা সন্তানোৎপাদন—এই পাঁচটি কর্ম নিষেধ করা হয়েছে।

❋❋❋

জ্ঞান

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥

(ভাগবত ১/২/১২)

তৎ—তা; শ্রদ্দধানাঃ—ঐকান্তিকভাবে জিজ্ঞাসু; মুনয়ঃ—মুনিগণ; জ্ঞান—জ্ঞান; বৈরাগ্য—বৈরাগ্য; যুক্তয়া—সমন্বিত; পশ্যন্তি—দেখেন; আত্মনি—নিজের মধ্যে; চ—এবং; আত্মানম্—পরমাত্মাকে; ভক্ত্যা—ভক্তির মাধ্যমে; শ্রুত—বেদসমূহ; গৃহীতয়া—সুচারুরূপে প্রাপ্ত।

অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত মুনিগণ জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে শাস্ত্র শ্রবণজনিত উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা তাঁদের শুদ্ধ হৃদয়ে পরমাত্মারূপে সেই তত্ত্ববস্তুকে দর্শন করেন। (সূত গোস্বামী)

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥

(চৈঃ চঃ আদি ২/১১৭)

আলস্যবশত পাঠক যেন এই সমস্ত সিদ্ধান্তের আলোচনা শ্রবণ করার ব্যাপারে কখনও অবহেলা না করেন, কেন না এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে মন সুদৃঢ়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্

(হিতোপদেশ)

বিদ্যা—শিক্ষা; দদাতি—দান করে; বিনয়ম্—বিনয়।

বিদ্যা বিনয় দান করে।

বুদ্ধিঃ যস্য বলং তস্য

(অজ্ঞাত উৎস)

বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; যস্য—যার; বলম্—বল; তস্য—তার।

বুদ্ধি যার বল তার।

শর্বরীভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণং পতিঃ।
পৃথিবীভূষণং রাজা বিদ্যা সর্বস্য ভূষণম্ ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

শর্বরী-ভূষণম্—রাত্রির ভূষণ; চন্দ্রঃ—চাঁদ; নারীণাম্—নারীর; ভূষণম্—ভূষণ; পতিঃ—স্বামী; পৃথিবী-ভূষণম্—পৃথিবীর ভূষণ; রাজা—রাজা; বিদ্যা—জ্ঞান; সর্বস্য—সকলের; ভূষণম্—ভূষণ।

রাত্রির ভূষণ হচ্ছে চাঁদ। রমনীর ভূষণ হচ্ছে ভাল স্বামী। পৃথিবীর ভূষণ রাজা। আর বিদ্যা সকলেরই ভূষণ।

সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী

(ভাগবত ১০/২/১৯)

সরস্বতী—জ্ঞান; জ্ঞান-খলে—যে ব্যক্তি জ্ঞানী হয়েও তাঁর জ্ঞান বিতরণ করেন না; যথা—যেমন; সতী—হওয়া সত্ত্বেও।

তিনি (দেবকী) ছিলেন এমন একজন ব্যক্তির মতো যাঁর জ্ঞান আছে, কিন্তু মানব কল্যাণের জন্য তা জগতে বিতরণ করতে পারছেন না।

দ্রঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন যে, জ্ঞানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিতরণ করা, কিন্তু জ্ঞানখল ব্যক্তি জ্ঞান বিতরণে কার্পণ্য করেন।

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্ বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে ॥

(ভাগবত ১১/১৯/১৭)

শ্রুতিঃ—বৈদিক জ্ঞান; প্রত্যক্ষম্—প্রত্যক্ষ; ঐতিহ্যম্—ঐতিহ্য; অনুমানম্—অনুমান; চতুষ্টয়ম্—চার প্রকার; প্রমাণেষু—সমস্ত প্রকার প্রমাণের মধ্যে; অনবস্থানাৎ—অস্থায়ী স্বভাবহেতু; বিকল্পাৎ—জড় বৈচিত্র্য থেকে; সঃ—সে; বিরজ্যতে—বিরাগ বোধ করে।

শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান—এই চার প্রকার প্রমাণের ভিত্তিতে মানুষ এই জড় জগতের অস্থায়ী অসারত্ব উপলব্ধি করতে পারে এবং এর দ্বারা সে এই জড় জগতের প্রতি বিরাগ বোধ করে।

(উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার ।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৮/১৫)

তুমি যদি সত্যি সত্যি যুক্তিতর্কের প্রতি আসক্ত হও, তা হলে দয়া করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ার কথা বিচার কর। তা বিচার করলে দেখবে যে, তা কি অপূর্ব দয়া এবং তার ফলে তোমার চিত্ত চমৎকৃত হবে।

বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ ।
আত্মবিৎসম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ ॥

(ভাগবত ২/১/১)

বরীয়ান্—মহিমান্বিত; এষ—এই; তে—আপনার; প্রশ্নঃ—প্রশ্ন; কৃতঃ—কৃত; লোকহিতম্—সমস্ত মানুষের মঙ্গলের জন্য; নৃপ—হে রাজন্; আত্মবিৎ—আত্মতত্ত্বজ্ঞ; সম্মতঃ—অনুমোদিত; পুংসাম্—সমস্ত মানুষের; শ্রোতব্যাদিষু—সমস্ত শ্রোতব্য বিষয়ের মধ্যে; যঃ—যা; পরঃ—পরম।

হে রাজন্! আপনার প্রশ্ন যথার্থই মহিমান্বিত, কেন না তা সমস্ত মানুষের পরম হিতকর। এই বিষয়টি সমস্ত শ্রবণীয় বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুক্তকুল কর্তৃক অনুমোদিত। (শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)

মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্ ।
যৎকৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥

(ভাগবত ১/২/৫)

মুনয়ঃ—হে ঋষিগণ; সাধু—প্রসঙ্গোচিত; পৃষ্টঃ—জিজ্ঞাসিত; অহম্—আমি; ভবদ্ভিঃ—আপনাদের সকলের দ্বারা; লোক—জগৎ; মঙ্গলম্—মঙ্গল; যৎ—কেন না; কৃতঃ—করে; কৃষ্ণ—পরমেশ্বর ভগবান; সংপ্রশ্নঃ—পরিপ্রশ্ন; যেন—যার দ্বারা; আত্মা—আত্মা; সুপ্রসীদতি—সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়।

হে ঋষিগণ! আপনারা আমাকে যথার্থ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনাদের প্রশ্নগুলি অতি উত্তম, কেন না সেগুলি কৃষ্ণ-বিষয়ক এবং তাই তা জগতের মঙ্গল সাধন করে। এই ধরনের পরিপ্রশ্নের দ্বারাই কেবল আত্মা সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়। (সূত গোস্বামী)

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ

(বেদান্তসূত্র ২/১/১১)

তর্ক—যুক্তি; অপ্রতিষ্ঠানাৎ—জ্ঞানের উৎস নির্ভরযোগ্য না হবার ফলে।

চিন্ময় তত্ত্ব যুক্তি তর্কের দ্বারা উপলব্ধি বা প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব ৫/২২)

অচিন্ত্যাঃ—অচিন্ত্য; খলু—অবশ্যই; যে—যে সমস্ত; ভাবাঃ—বিষয়; ন—না; তান্—তাদের; তর্কেণ—তর্কের দ্বারা; যোজয়েৎ—হৃদয়ঙ্গম করতে পারা; প্রকৃতিভ্যঃ—জড়া-প্রকৃতির; পরম্—পরম; যৎ—যা; চ—এবং; তৎ—তা; অচিন্ত্যস্য—অচিন্ত্যের; লক্ষণম্—লক্ষণ।

যা জড়া-প্রকৃতির অতীত তাকে বলা হয় অচিন্ত্য, কিন্তু সমস্ত যুক্তিতর্ক হচ্ছে জাগতিক। যেহেতু জাগতিক যুক্তিতর্ক জড়াতীত বিষয়কে স্পর্শ করতে পারে না, তাই কারও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে চিন্ময় বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্ ।
সরহস্যং তদঙ্গং চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥

(ভাগবত ২/৯/৩১)

জ্ঞানম্—লব্ধ জ্ঞান; পরম—পরম; গুহ্যম্—গোপনীয়; মে—আমার; যৎ—যা; বিজ্ঞান—উপলব্ধি; সমন্বিতম্—সমন্বিত; স-রহস্যম্—ভক্তি সহকারে; তৎ—তার; অঙ্গম্—আনুষঙ্গিক সামগ্রী; চ—এবং; গৃহাণ—গ্রহণ কর; গদিতম্—বলা হয়েছে; ময়া—আমার দ্বারা।

শাস্ত্রে আমার সম্বন্ধে যে জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে তা, অত্যন্ত গোপনীয় এবং তা ভক্তি সহকারে উপলব্ধি করতে হয়। সেই পন্থার আনুষঙ্গিক অঙ্গসমূহ আমি বিশ্লেষণ করছি, তুমি তা যত্ন সহকারে গ্রহণ কর। (ব্রহ্মার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা ॥

(ভাগবত ২/৯/৩৬)

এতাবৎ—এই পর্যন্ত; এব—অবশ্যই; জিজ্ঞাস্যম্—জিজ্ঞাস্য; তত্ত্ব—পরম-তত্ত্বের; জিজ্ঞাসুনা—জিজ্ঞাসুর দ্বারা; আত্মনঃ—আত্মার; অন্বয়—প্রত্যক্ষভাবে; ব্যতিরেকাভ্যাম্—এবং পরোক্ষভাবে; যৎ—যা; স্যাৎ—বিদ্যমান থাকে; সর্বত্র—সর্বত্র; সর্বদা—সর্বদা।

তত্ত্বজ্ঞান লাভে আগ্রহী ব্যক্তিকে সেই জন্য সর্বব্যাপ্ত সত্যকে জানার জন্য সর্বদা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। (ব্রহ্মার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥

(গীতা ৪/৩)

সঃ—সেই; এব—অবশ্যই; অয়ম্—এই; ময়া—আমার দ্বারা; তে—তোমাকে; অদ্য—আজ; যোগঃ—যোগবিজ্ঞান; প্রোক্তঃ—বলা হল; পুরাতনঃ—অতি প্রাচীন; ভক্তঃ—ভক্ত; অসি—

অথবা

সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যকে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একীভূত করতে হবে।

জন্মে জন্মে সবে পিতামাতা পায় ।
কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায় ॥

(অজ্ঞান উৎস)

জন্মে জন্মে সকলেই পিতা-মাতা লাভ করে। কিন্তু প্রতি জন্মে কৃষ্ণ বা গুরু লাভ হয় না। সুতরাং, এই দুর্লভ গুরু বা শ্রীকৃষ্ণ সেবার সুযোগ লাভ হলে হৃদয় দিয়ে তাদের ভজনা করা উচিত।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীন তারিণম্ ॥

(অজ্ঞাত উৎস)

মূকম্—বোবা ব্যক্তিকে; করোতি—করে; বাচালম্—বাচাল; পঙ্গুম্—পঙ্গুকে; লঙ্ঘয়তে—লঙ্ঘন করায়; গিরিম্—পর্বত; যৎকৃপা—যাঁর কৃপা; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; বন্দে—বন্দনা করি; শ্রী-গুরুম্—(আমার) গুরুদেব; দীন—পতিত; তারিণম্—উদ্ধার করেন।

যাঁর কৃপা বোবাকে বাচাল করতে পারে এবং পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাতে পারে, সেই পতিত জীবদের উদ্ধারকারী শ্রীগুরুদেবকে আমি বন্দনা করি।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

(হরিভক্তিবিলাস ২/১২)

যথা—ঠিক যে-রকম; কাঞ্চনতাম্—সোনা; যাতি—রূপান্তরিত হয়; কাংস্যম্—কাঁসা; রস—পারদ; বিধানতঃ—বিধান অনুসারে (অর্থাৎ, রাসায়নিক পন্থায়); তথা—ঠিক সেভাবেই; দীক্ষা-বিধানেন—সঠিক দীক্ষার মাধ্যমে; দ্বিজত্বম—একজন ব্রাহ্মণ; জায়তে—জন্মায়; নৃণাম্—ব্যক্তির।

ঠিক যেমন কাঁসার সঙ্গে পারদের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে কাঁসাকে সোনায় রূপান্তরিত করা যায়, তেমনই সদ্গুরুর দ্বারা যিনি যথাযথভাবে দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করেছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণরূপে রূপান্তরিত হন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৫১)

জীব তার কর্ম অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে। কখনও সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হয় এবং কখনও নিম্নতর লোকে অধঃপতিত হয়। এভাবেই ভ্রমণরত অসংখ্য জীবের মধ্যে

কদাচিৎ কোন একটি জীব তার অসীম সৌভাগ্যের ফলে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সদ্গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে। এভাবেই গুরু ও কৃষ্ণ, উভয়ের কৃপার প্রভাবে জীব ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হয়। (রূপ গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)

ত্বং নঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাম্ ।
কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবম্ ॥

(ভাগবত ১/১/২২)

ত্বম্—হে মহানুভব; নঃ—আমাদেরকে; সন্দর্শিতঃ—আমাদের দৃষ্টিপথে প্রেরিত; ধাত্রা—পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়; দুস্তরম্—দুর্লঙ্ঘ্য; নিস্তিতীর্ষতাম—অতিক্রম করতে ইচ্ছুক; কলিম্—কলিযুগ; সত্ত্ব-হরম—যা সৎ গুণাবলীকে ক্ষয় করে; পুংসাম্—মানুষের; কর্ণধারঃ—কর্ণধার; ইব—মতন; অর্ণবম—সমুদ্র।

আমরা মানুষের সদ্গুণ অপহরণকারী কলিকালরূপ দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছুক। সমুদ্রের পরপারে গমন করতে ইচ্ছুক মানুষের কাছে কর্ণধার সদৃশ আপনাকে বিধাতাই আমাদের কাছে পাঠিয়ে আপনার দর্শন লাভ ঘটিয়েছেন।

(সূত গোস্বামীর প্রতি মুনি-ঋষিরা)

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

(গীতা ১৮/৭৩)

নষ্টঃ—বিদূরিত; মোহঃ—মোহ; স্মৃতিঃ—স্মৃতি; লব্ধা—লাভ করেছি; ত্বৎপ্রসাদাৎ—তোমার কৃপায়; ময়া—আমার দ্বারা; অচ্যুত—হে অচ্যুত; স্থিতঃ—যথাজ্ঞানে অবস্থিত; অস্মি—হয়েছি; গত—দূর হয়েছে; সন্দেহঃ—সমস্ত সংশয়; করিষ্যে—আমি পালন করব; বচনম্—আদেশ; তব—তোমার।

(অর্জুন বললেন—) হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে এবং আমি স্মৃতি লাভ করেছি। আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে এবং যথাজ্ঞানে অবস্থিত হয়েছি। এখন আমি তোমার আদেশ পালন করব।

চতুর্বিধ শ্রীভগবৎপ্রসাদ-
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্ ।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

(বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, গুর্বষ্টক ৪)

যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তবৃন্দকে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্বিধ রস সমন্বিত সুস্বাদু প্রসাদান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়ে (অর্থাৎ, প্রসাদ-সেবন জনিত প্রপঞ্চনাশ ও প্রেমানন্দের উদয় করিয়ে) স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

অথ—অতএব; **অপি**—অবশ্যই; **তে**—আপনার; **দেব**—হে ভগবান; **পদ-অম্বুজদ্বয়**—শ্রীপাদপদ্ম যুগলের; **প্রসাদ**—কৃপা; **লেশ**—কণামাত্র; **অনুগৃহীতা**—অনুগৃহীত; **এব**—অবশ্যই; **হি**—যথার্থ; **জানাতি**—জানে; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মহিম্নঃ**—মহিমা; **ন**—কখনই না; **চ**—ও; **অন্য**—অন্য; **একঃ**—এক; **অপি**—যদিও; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **বিচিন্বন**—জল্পনা-কল্পনা করে।

হে ভগবান! কেউ যদি আপনার শ্রীপাদপদ্ম যুগলের কৃপার লেশমাত্রও লাভ করে থাকেন, তা হলে তিনি আপনার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু যারা আপনার মহিমা সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে, তারা দীর্ঘকাল বেদ অধ্যয়ন করেও আপনাকে জানতে পারে না। (প্রজাপতি ব্রহ্মা)

পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়।

(বাংলা প্রবাদ)

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ক্ষয়াঃ ॥

(ভাগবত ১/৫/১০)

ন—না; **যৎ**—যা; **বচঃ**—শব্দকোষ; **চিত্রপদম্**—সুসজ্জিত; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যশঃ**—মহিমা; **জগৎ**—জগৎ; **পবিত্রম্**—পবিত্র; **প্রগৃণীত**—বর্ণিত; **কর্হিচিৎ**—অতি অল্প; **তৎ**—তা; **বায়সম্**—কাক; **তীর্থম্**—তীর্থ; **উশন্তি**—মনে করে; **মানসাঃ**—সন্ত পুরুষেরা; **ন**—না; **যত্র**—যেখানে; **হংসাঃ**—পারমার্থিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীব; **নিরমন্তি**—আনন্দ আস্বাদন করেছেন; **উশিক্ক্ষয়াঃ**—যাঁরা ভগবৎ-ধামে বাস করেন।

যে বাণী জগৎ পবিত্রকারী ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে না, তাকে সন্ত পুরুষেরা কাকেদের তীর্থ বলে বিবেচনা করেন। ভগবৎ-ধামে নিবাসকারী পরমহংসেরা সেখানে কোন রকম আনন্দ অনুভব করেন না। (ব্যাসদেবের প্রতি নারদ মুনি)

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি ।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥

(ভাগবত ১/৫/১১)

তৎ—তা; **বাক্**—শব্দকোষ; **বিসর্গঃ**—সৃষ্টি; **জনতা**—জনসাধারণ; **অঘ**—পাপ; **বিপ্লবঃ**—বিপ্লব; **যস্মিন্**—যাতে; **প্রতি-শ্লোকম্**—প্রতিটি শ্লোক; **অবদ্ধবতি**—অনিয়মিতভাবে রচিত;

অপি—সত্ত্বেও; **নামানি**—দিব্য নাম আদি; **অনন্তস্য**—অন্তহীন ভগবানের; **যশঃ**—মহিমা; **অঙ্কিতানি**—চিত্রিত; **যৎ**—যা; **শৃণ্বন্তি**—শ্রবণ করেন; **গায়ন্তি**—গান করেন; **গৃণন্তি**—গ্রহণ করেন; **সাধবঃ**—সৎ এবং বিশুদ্ধচেতা পুরুষ।

পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, যশ, লীলা আদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা দিব্য শব্দতরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্ভ্রান্ত জনসাধারণের পাপ-পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নির্ভুলভাবে রচিত নাও হয়, তবুও তা সৎ ও নির্মল চিত্ত সাধুরা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন এবং গ্রহণ করেন। (ব্যাসদেবের প্রতি নারদ মুনি)

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥

(ভাগবত ১/৫/২২)

ইদম্—এই; **হি**—অবশ্যই; **পুংসঃ**—সকলের; **তপসঃ**—তপস্যার প্রভাবে; **শ্রুতস্য**—বেদ অনুশীলনের মাধ্যমে; **বা**—অথবা; **স্বিষ্টস্য**—যজ্ঞ; **সূক্তস্য**—পারমার্থিক শিক্ষা; **চ**—এবং; **বুদ্ধি**—জ্ঞানানুশীলন; **দত্তয়োঃ**—দান; **অবিচ্যুতঃ**—অবিচ্যুত; **অর্থঃ**—লাভ; **কবিভিঃ**—যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীর দ্বারা; **নিরূপিতঃ**—নিরূপণ করা হয়েছে; **যৎ**—যা; **উত্তমশ্লোক**—উত্তম শ্লোকের দ্বারা যাঁকে বর্ণনা করা হয়, সেই ভগবান; **গুণ-অনুবর্ণনম**—অপ্রাকৃত গুণের বর্ণনা।

তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিরা যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তপশ্চর্যা, বেদপাঠ, যজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ ও দান আদির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তমশ্লোক ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের বর্ণনা করা। (ব্যাসদেবের প্রতি নারদ মুনি)

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি ।
শ্রমস্তস্য শ্রম ফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥

(ভাগবত ১১/১১/১৮)

শব্দ-ব্রহ্মণি—বৈদিক শাস্ত্রে; **নিষ্ণাতঃ**—গভীর অধ্যয়নে দক্ষ হয়েছেন; **ন নিষ্ণায়াৎ**—মন নিবিষ্ট করেন না; **পরে**—পরম পুরুষে; **যদি**—যদি; **শ্রমঃ**—পরিশ্রম; **তস্য**—তার; **শ্রম**—মহা প্রচেষ্টার; **ফলঃ**—ফল; **হি**—নিশ্চয়ই; **অধেনুম**—যে গরু দুধ দেয় না; **ইব**—মতো; **রক্ষতঃ**—যিনি যত্ন নিয়ে থাকেন, তার।

কেউ হয়তো সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পারদর্শী হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি পরমেশ্বরকে (শ্রীকৃষ্ণকে) উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন, তা হলে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান দুগ্ধদানে অক্ষম গাভীর মতোই অর্থহীন। ভারবাহী পশুর মতোই শাস্ত্রের বোঝা বহন করেন তিনি।

অথবা

বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কেউ যদি বৈদিক শাস্ত্রে পারদর্শী হন, কিন্তু তিনি যদি পরমেশ্বর ভগবানে তাঁর মনকে স্থির করতে যত্ন না করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দুগ্ধদানে অক্ষম গাভীকে যত্ন নেওয়ার মতো। অন্যভাবে বলা চলে, কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞান রহিত শাস্ত্র অনুশীলন পণ্ডশ্রম মাত্র। তাতে কোনও বিশেষ ফল লাভ হবে না। (উদ্ধবের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

শাখা চন্দ্র ন্যায়

(বাংলা প্রবাদ)

একটি গাছের শাখার মধ্য দিয়ে চন্দ্র দর্শনের যুক্তি।

দ্রঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, উপমাগুলি আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে পারমার্থিক জ্ঞান লাভে সাহায্য করে।

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্থ ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

দুই কান কাটা

(বাংলা প্রবাদ)

দ্রঃ শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রবাদটির মাধ্যমে নির্লজ্জ ব্যক্তিদের (যেমন জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ) অবস্থাটি বুঝাতেন। কারও যদি একটি কান কাটা থাকে, তা হলে সে তা গোপন করার চেষ্টা করে, যেমন কাটা কানটি নদীর দিকে রেখে তিনি হাঁটতে থাকেন। কিন্তু যার দুটি কানই কাটা, সে একেবারেই নির্লজ্জ।

তণ্ডুল বৃশ্চিক ন্যায়

(বাংলা প্রবাদ)

চাল ও কাঁকড়াবিছার ন্যায়।

জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, বিদায় বিলাপে-৩)

সমস্ত জাগতিক জ্ঞান ভগবানের মায়াশক্তির বৈভব এবং তা ভগবৎ-সেবার বিঘ্নস্বরূপ।

কূপমণ্ডুক ন্যায়

(বাংলা প্রবাদ)

কূপের মধ্যে ব্যাঙের ন্যায়দর্শন।

⁂⁂⁂

শ্রীকৃষ্ণ ১

পরম প্রভু, নিয়ন্তা, পালনকর্তা, স্বামী এবং জড় ও চিন্ময় সব কিছুর উৎস এবং যিনি ব্যক্তিগতভাবে এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/১)

ঈশ্বরঃ—ঈশ্বর; পরমঃ—পরম; কৃষ্ণঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; সৎ—নিত্য স্থিতি; চিৎ—পরম জ্ঞান; আনন্দ—পরম আনন্দ; বিগ্রহঃ—যাঁর রূপ; অনাদিঃ—অনাদি; আদিঃ—আদি; গোবিন্দঃ—শ্রীগোবিন্দ; সর্ব-কারণ-কারণম্—সমস্ত কারণের পরম কারণ।

শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গোবিন্দ নামেও পরিচিত, তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তাঁর রূপ সচ্চিদানন্দময় (নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময়)। তিনি হচ্ছেন সব কিছুর পরম উৎস। তাঁর কোন উৎস নেই, কেন না তিনি হচ্ছেন সমস্ত কারণের পরম কারণ।

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

(তৈত্তিরিয় উপঃ ২/৮)

ভীষাস্মাৎ—ভয়ে; বাতঃ—বায়ু; পবতে—প্রবাহিত হয় (এবং পবিত্র করে); ভীষা—ভয়ে; উদেতি—উদিত হন; সূর্যঃ—সূর্য; ভীষাস্মাৎ—ভয়ে; অগ্নিঃ—অগ্নি; চন্দ্রঃ—চন্দ্র; চ—এবং; মৃত্যুঃ—মৃত্যু; ধাবতি—ধাবিত হন; পঞ্চমঃ—পঞ্চ প্রাণ বায়ু (অর্থাৎ জীবের আয়ুষ্কাল)।

পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য উদিত হয়ে আলোক ও তাপ বিতরণ করেন এবং মৃত্যু সকলের পশ্চাৎ ধাবিত হন।

ওঁ জন্মাদ্যস্য যতঃ

(বেদান্তসূত্র ১/১/২)

জন্ম-আদি—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়; অস্য—প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহের; যতঃ—যাঁর থেকে।

সেই ব্রহ্ম হচ্ছেন তিনি, যাঁর থেকে প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

(ভাগবত ১/১/১)

ওঁ—হে ভগবান; নমঃ—আমি আপনার প্রণতি নিবেদন করি; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানকে; বাসুদেবায়—(বসুদেবের পুত্র) বাসুদেবকে, অথবা আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে; জন্ম-আদি—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়; অস্য—প্রকাশিত-ব্রহ্মাণ্ডসমূহের; যতঃ—যাঁর থেকে; অন্বয়াৎ—সরাসরিভাবে; ইতরতঃ—ব্যতিরেকভাবে; চ—এবং; অর্থেষু—অর্থসমূহ; অভিজ্ঞঃ—সম্পূর্ণরূপে অবগত; স্বরাট্—সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; তেনে—প্রকাশ করেছিলেন; ব্রহ্ম—বৈদিক জ্ঞান; হৃদা—হৃদয়ের বুদ্ধিবৃত্তি; য—যিনি; আদি-কবয়ে—ব্রহ্মাকে; মুহ্যন্তি—মোহাচ্ছন্ন; যৎ—যাঁর সম্বন্ধে; সূরয়ঃ—মহান ঋষিরা ও দেবতারা; তেজঃ—অগ্নি; বারি—জল; মৃদাং—মাটি; যথা—যেভাবে; বিনিময়ঃ—পরস্পর মিশ্রণ; যত্র—যার ফলে; ত্রিসর্গঃ—প্রকৃতির তিনটি গুণ; অমৃষা—সত্যবৎ; ধাম্না—সমস্ত অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যসহ; স্বেন—স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে; সদা—সব সময়; নিরস্ত—নিবৃত্ত; কুহকম্—কুহক; সত্যম্—সত্য; পরম্—পরম; ধীমহি—আমি ধ্যান করি।

হে বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ! হে সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান! আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, কেন না তিনি হচ্ছেন প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের পরম কারণ। তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সব কিছু সম্বন্ধে অবগত এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, কেন না তাঁর অতীত আর কোনও কারণ নেই। তিনিই আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তাঁর দ্বারা মহান ঋষিরা এবং স্বর্গের দেবতারাও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, ঠিক যেভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আগুনে জল দর্শন হয়, অথবা জলে মাটি দর্শন হয়। তাঁরই প্রভাবে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মাধ্যমে জড় জগৎ সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয় এবং তা অলীক হলেও সত্যবৎ প্রতিভাত হয়। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, যিনি জড় জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থেকে তাঁর ধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন। আমি তাঁর ধ্যান করি, কেন না তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য।

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥

(ভাগবত ১/২/২৮-২৯)

বাসুদেব—পরমেশ্বর ভগবান; পরাঃ—পরম উদ্দেশ্য; বেদাঃ—বৈদিক শাস্ত্র; বাসুদেব—পরমেশ্বর ভগবান; পরাঃ—পূজার জন্য; মখাঃ—বেদবিহিত যজ্ঞ; বাসুদেব—পরমেশ্বর ভগবান; পরাঃ—প্রাপ্তির উপায়; যোগাঃ—যোগসাধন; বাসুদেব—পরমেশ্বর ভগবান; পরাঃ—তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন; ক্রিয়াঃ—সকাম কর্ম; বাসুদেব—পরমেশ্বর ভগবান; পরম্—পরম; জ্ঞানম্—জ্ঞান; বাসুদেব—পরমেশ্বর ভগবান; পরম্—শ্রেষ্ঠ; তপঃ—তপশ্চর্যা; বাসুদেব—পরমেশ্বর ভগবান; পরঃ—উচ্চতর গুণ; ধর্ম—ধর্ম; বাসুদেব—পরমেশ্বর ভগবান; পরাঃ—অন্তিম; গতিঃ—জীবনের উদ্দেশ্য।

বৈদিক শাস্ত্রে জ্ঞানের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রীতিবিধান এবং যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা। সমস্ত সকাম কর্মের চরম ফল তিনিই দান করেন। পরম জ্ঞান ও সমস্ত তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা এবং তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়াই হচ্ছে ধর্মের উদ্দেশ্য। তিনি হচ্ছেন জীবনের পরম উদ্দেশ্য। (সূত গোস্বামী)

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৫/১৪২)

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর এবং অন্য সকলেই তাঁর সেবক। তিনি যেভাবে নির্দেশ দেন, তাঁরা সেভাবেই নৃত্য করেন।

অসমোর্ধ্ব

(অজ্ঞাত উৎস)

অসম—যাঁর সমান কেউ নেই; ঊর্ধ্ব—কিংবা যাঁর ঊর্ধ্বে কেউ নেই।

কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমান বা তাঁর থেকে বড় নয়।

একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি

(অজ্ঞাত উৎস)

একম্—এক; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; দ্বিতীয়ম্—দুই; নাস্তি—নন।

ভগবান একজনই, দুজন নন।

সঃ ভগবান্ স্বয়ং কৃষ্ণ

(অজ্ঞাত উৎস)

সঃ—তিনি; ভগবান্—ভগবান; স্বয়ম্—স্বয়ং; কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ।

সেই শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান।

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥

(গীতা ৯/৭)

সর্বভূতানি—সমগ্র সৃষ্টি; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; প্রকৃতিম্—প্রকৃতি; যান্তি—প্রবেশ করে; মামিকাম্—আমার; কল্পক্ষয়ে—কল্পের অবসানে; পুনঃ—পুনরায়; তানি—তাদের সকলকে; কল্পাদৌ—কল্পের শুরুতে; বিসৃজামি—সৃষ্টি করি; অহম্—আমি।

হে কৌন্তেয়! কল্পান্তে সমস্ত জড় সৃষ্টি আমারই প্রকৃতিতে প্রবেশ করে এবং পুনরায় কল্পারম্ভে প্রকৃতির দ্বারা আমি তাদের সৃষ্টি করি।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥

(গীতা ৭/৭)

মত্তঃ—আমার থেকে; পরতরম্—শ্রেষ্ঠ; ন—না; অন্যৎ—অন্য; কিঞ্চিৎ—কিছু; অস্তি—আছে; ধনঞ্জয়—হে ধনঞ্জয়; ময়ি—আমাতে; সর্বম্—সব কিছু; ইদম্—এই; প্রোতম্—গাঁথা; সূত্রে—সূত্রে; মণিগণাঃ—মণিসমূহের; ইব—মতন।

হে ধনঞ্জয়! আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। সূত্রে যেমন মণিসমূহ গাঁথা থাকে, তেমনই সমস্ত বিশ্বই আমাতে ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থান করে।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

(গীতা ৯/১০)

ময়া—আমার; অধ্যক্ষেণ—অধ্যক্ষতার দ্বারা; প্রকৃতিঃ—জড়া প্রকৃতি; সূয়তে—প্রকাশ করে; স—সহ; চরাচরম্—স্থাবর ও জঙ্গম; হেতুনা—কারণে; অনেন—এই; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; জগৎ—জগৎ; বিপরিবর্ততে—পুনঃপুনঃ পরিবর্তিত হয়।

হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা জড়া প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃপুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

(ঈশোপনিষদ, আবাহণ)

ওঁ—শব্দব্রহ্ম; পূর্ণম্—পরম পূর্ণ; অদঃ—তা; পূর্ণম্—পরম পূর্ণ; ইদম্—এই প্রপঞ্চময় জগৎ; পূর্ণাৎ—পরম পূর্ণ থেকে; পূর্ণম্—পূর্ণ; উদচ্যতে—উদ্ভূত হয়; পূর্ণস্য—পরম পূর্ণের; পূর্ণম্—পূর্ণরূপে; আদায়—গ্রহণ করা হলে; পূর্ণম্—কেবল পূর্ণই; এব—এমন কি; অবশিষ্যতে—অবশিষ্ট থাকেন।

পরমেশ্বর ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ। তিনি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ বলে এই দৃশ্যমান জগৎ-এর মতো তাঁর থেকে উদ্ভূত সব কিছুই সর্বতোভাবে পূর্ণ। যা কিছু পরম পূর্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তা সবই পূর্ণ। কিন্তু যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই তাঁর থেকে অসংখ্য অখণ্ড ও পূর্ণ সত্তা বিনির্গত হলেও তিনি পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন।

একো বহু স্যাম

(অজ্ঞাত উৎস)

একঃ—এক; বহু—বহু; স্যাম—হয়েছি।

এক (ভগবান) বহু হয়েছে।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ ।
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ ॥

(কঠ উপঃ ২/২/১৩, শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬/১৩)

নিত্য—এক নিত্য; নিত্যানাম্—বহু নিত্যদের; চেতনঃ—এক চেতন; চেতনানাম্—বহু চেতন জীবের; একঃ—সেই এক; বহূনাম্—বহুর; যঃ—যিনি; বিদধাতি—সরবরাহ করেন; কামান্—জীবনের সকল প্রয়োজনীয় কাম্য বস্তুসমূহ।

পরমেশ্বর হচ্ছেন নিত্য এবং জীবসকলও নিত্য। পরমেশ্বর হচ্ছেন চেতন এবং জীবসকলও চেতন। পার্থক্য শুধু এই যে, সেই পরমেশ্বর সমস্ত জীবের প্রয়োজন সরবরাহ করছেন।

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

(গীতা ১০/৮)

অহম্—আমি; সর্বস্য—সকলের; প্রভবঃ—উৎপত্তির হেতু; মত্তঃ—আমার থেকে; সর্বম্—সব কিছু; প্রবর্ততে—প্রবর্তিত হয়; ইতি—এভাবেই; মত্বা—জেনে; ভজন্তে—ভজনা করেন; মাম্—আমাকে; বুধাঃ—পণ্ডিতগণ; ভাবসমন্বিতাঃ—ভাবযুক্ত হয়ে।

আমি জড় ও চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে পণ্ডিতগণ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা ।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥

(গীতা ১০/১২-১৩)

পরম্—পরম; ব্রহ্ম—সত্য; পরম্—পরম; ধাম—ধাম; পবিত্রম্—পবিত্র; পরমম্—পরম; ভবান্—তুমি; পুরুষম্—পুরুষ; শাশ্বতম্—সনাতন; দিব্যম্—দিব্য; আদিদেবম্—আদিদেব; অজম্—জন্মরহিত; বিভুম—সর্বশ্রেষ্ঠ; আহু—বলেন; ত্বাম্—তোমাকে; ঋষয়ঃ—ঋষিগণ; সর্বে—সমস্ত; দেবর্ষিঃ—দেবর্ষি; নারদঃ—নারদ; তথা—ও; অসিতঃ—অসিত; দেবলঃ—দেবল; ব্যাসঃ—ব্যাসদেব; স্বয়ম্—তুমি নিজে; চ—ও; এব—অবশ্যই; ব্রবীষি—বলছ; মে—আমাকে।

তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র ও পরম পুরুষ। তুমি নিত্য, দিব্য, আদি দেব, অজ ও বিভু। দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস আদি ঋষিরা তোমাকে সেভাবেই বর্ণনা করেছেন এবং তুমি নিজেও এখন আমাকে তা বলছ।

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

(গীতা ১০/৪১)

যৎ যৎ—যে যে; বিভূতিমৎ—ঐশ্বর্যযুক্ত; সত্ত্বম্—অস্তিত্ব; শ্রীমৎ—সুন্দর; ঊর্জিতম্—মহিমান্বিত; এব—অবশ্যই; বা—অথবা; তৎ তৎ—সেই সমস্ত; এব—অবশ্যই; অবগচ্ছ—অবগত হও; ত্বম্—তুমি; মম—আমার; তেজঃ—তেজের; অংশ—অংশ; সম্ভবম্—সম্ভূত।

ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রী-সম্পন্ন ও বল-প্রভাব আদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সবই আমার তেজাংশসম্ভূত বলে জানবে।

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥

(গীতা ১৪/৩)

মম—আমার; যোনিঃ—গর্ভাধানের স্থান; মহৎ—সমগ্র জড় প্রকাশ; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; তস্মিন্—তাতে; গর্ভম্—সৃষ্টির বীজ; দধামি—অর্পণ করি; অহম্—আমি; সম্ভবঃ—উৎপত্তি; সর্বভূতানাম্—সমস্ত জীবের; ততঃ—তা থেকে; ভবতি—হয়; ভারত—হে ভারত।

হে ভারত! প্রকৃতি সংজ্ঞক ব্রহ্ম আমার যোনিস্বরূপ এবং সেই ব্রহ্মে আমি গর্ভাধান করি, যার ফলে সমস্ত জীবের জন্ম হয়।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

(গীতা ১৪/৪)

সর্বযোনিষু—সকল যোনিতে; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; মূর্তয়ঃ—মূর্তিসমূহ; সম্ভবন্তি—উৎপন্ন হয়; যাঃ—যে সমস্ত; তাসাম্—তাদের সকলের; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; মহৎ যোনিঃ—মহৎ-তত্ত্বরূপী যোনি; অহম্—আমি; বীজপ্রদঃ—বীজ প্রদানকারী; পিতা—পিতা।

হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত মূর্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপী যোনিই তাদের জননী-স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।

তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাম্

(ছান্দোগ্য উপঃ ৬/২/৩)

তদ্—এই; ঐক্ষত—দৃষ্টি; বহু—বহু; স্যাম্—হয়।

ভগবান যখন বহু হতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি ঈক্ষণের (দৃষ্টি নিক্ষেপের) মাধ্যমে জড় জগতের প্রকাশ করেন।

স ঐক্ষত

(ঐতেরেয় উপঃ ১/১/১)

সঃ—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান); ঐক্ষত—দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন।

সেই পরমেশ্বর ভগবান জড়া শক্তির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন।

স ইমাল্লোকান্ অসৃজত

(ঐতেরেয় ১/১/২)

সঃ—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান); ইমান্—এই সকল; লোকান্—লোকসমূহ; অসৃজত—সৃষ্টি করলেন।

তিনি (পরমেশ্বর ভগবান) সমগ্র জড় জগৎ সৃষ্টি করলেন।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে

(তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩/১/১)

যতঃ—যাঁর থেকে; বা—বস্তুত; ইমানি—এই সকল; ভূতানি—জীবসকল; জায়ন্তে—উৎপন্ন হয়।

সমস্ত জীব পরমেশ্বর ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়।

অথবা

তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে।

একো নারায়ণ আসীৎ

(অজ্ঞাত উৎস)

একঃ—এক; নারায়ণঃ—ভগবান নারায়ণ; আসীৎ—ছিলেন।

আদিতে শুধু নারায়ণই ছিলেন।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥

(ভাগবত ২/৯/৩৩)

অহম্—আমি, পরমেশ্বর ভগবান; এব—অবশ্যই; আসম—ছিলাম; এব—কেবলমাত্র; অগ্রে—সৃষ্টির পূর্বে; ন—কখনই না; অন্যৎ—অন্য যা কিছু; যৎ—এই সমস্ত; সৎ—কার্য; অসৎ—কারণ; পরম—পরম; পশ্চাৎ—অন্তে; অহম্—আমি, পরমেশ্বর ভগবান; যৎ—এই সমস্ত; এতৎ—সৃষ্টি; চ—ও; যঃ—সব কিছু; অবশিষ্যেত—অবশিষ্ট থাকে; সঃ—তা; অস্মি—হই; অহম্—আমি, পরমেশ্বর ভগবান।

হে ব্রহ্মা! সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমি ছিলাম এবং সৎ, অসৎ ও অনির্বচনীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম পর্যন্ত কোনকিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সৃষ্টির পরে এই সমুদয় স্বরূপে আমিই বিরাজ করি এবং প্রলয়ের পর কেবল আমিই অবশিষ্ট থাকব। (ব্রহ্মার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

(বিষ্ণু পুরাণ ৬/৭/৬১)

বিষ্ণু-শক্তিঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তি; পরা—চিন্ময়; প্রোক্তা—উক্ত হয়; ক্ষেত্রজ্ঞ-আখ্যা—ক্ষেত্রজ্ঞ নামক শক্তি; তথা—তেমনই; পরা—চিন্ময়; অবিদ্যা—অজ্ঞান; কর্ম—সকাম কর্ম; সংজ্ঞা—পরিচিত; অন্যা—অন্য; তৃতীয়া—তৃতীয়; শক্তিঃ—শক্তি; ইষ্যতে—এভাবেই পরিচিত।

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা। পরাশক্তি হচ্ছে চিৎশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি হচ্ছে জীবশক্তি, যা পরাশক্তি-সম্ভূত হলেও অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারে এবং তৃতীয় শক্তিটি হচ্ছে কর্ম সংজ্ঞারূপা অবিদ্যাশক্তি, অর্থাৎ মায়াশক্তি।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

(গীতা ৭/৪)

ভূমিঃ—মাটি; আপঃ—জল; অনলঃ—অগ্নি; বায়ুঃ—বায়ু; খম্—আকাশ; মনঃ—মন; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; এব—অবশ্যই; চ—এবং; অহঙ্কার—অহঙ্কার; ইতি—এভাবে; ইয়ম্—এই সমস্ত; মে—আমার; ভিন্না—ভিন্ন; প্রকৃতিঃ—প্রকৃতি; অষ্টধা—অষ্টবিধ।

ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত।

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥

(বিষ্ণু পুরাণ ১/২২/৫৩)

এক-দেশ—এক স্থানে; স্থিতস্য—স্থিত হয়ে; অগ্নেঃ—অগ্নির; জ্যোৎস্না—প্রভা; বিস্তারিণী—ব্যাপ্ত; যথা—যেমন; পরস্য—পরমেশ্বর ভগবানের; ব্রহ্মণঃ—শ্রীকৃষ্ণের; শক্তিঃ—শক্তি; তথা—তেমনই; ইদম্—এই; অখিলম্—সমস্ত; জগৎ—জগৎ।

একই স্থানে অবস্থিত অগ্নির প্রভা বা আলোক যেমন সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়, সেই রকম পরব্রহ্মের শক্তি অখিল জগৎ জুড়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

শক্তি শক্তিমতয়োরভেদঃ

(বেদান্তসূত্র)

শক্তি—শক্তি; শক্তিমতয়োঃ—শক্তিমান; অভেদ—অভিন্ন।

শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন।

শ্রঃ শ্রীল প্রভুপাদ এই বৈদিক সূত্রটি উল্লেখ করে বুঝাতে চান যে, মূলত কোন কিছুই জড় নয়, জীব হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥

(গীতা ৪/২৪)

ব্রহ্ম—চিন্ময় প্রকৃতি; অর্পণম্—অর্পণ; ব্রহ্ম—পরম; হবিঃ—ঘৃত; ব্রহ্ম—চিন্ময়; অগ্নৌ—অগ্নিতে; ব্রহ্মণা—আত্মার দ্বারা; হুতম্—নিবেদিত হয়; ব্রহ্ম—চিৎ-জগৎ; এব—অবশ্যই; তেন—তাঁর দ্বারা; গন্তব্যম্—গন্তব্য; ব্রহ্ম—চিন্ময়; কর্ম—কর্ম; সমাধিনা—সমাহিত হয়ে।

যিনি কৃষ্ণভাবনায় সম্পূর্ণ মগ্ন তিনি অবশ্যই চিৎ-জগতে উন্নীত হবেন, কারণ তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ চিন্ময়। তাঁর কর্মের উদ্দেশ্য চিন্ময় এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি যা নিবেদন করেন, তাও চিন্ময়।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম

(অজ্ঞাত উৎস)

খ্যাতির; শ্রিয়ঃ—সৌন্দর্যের; জ্ঞান—জ্ঞানের; বৈরাগ্যয়োঃ—বৈরাগ্যের; চ—এবং; এব—নিশ্চিতরূপে; ষণ্ণম্—ছয়টির; ভগ—ঐশ্বর্য; ইতি—এভাবেই; ইঙ্গনা—ভাগ।

পূর্ণ সম্পদ, পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ খ্যাতি, পূর্ণ সৌন্দর্য, পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ বৈরাগ্য—এগুলি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্য।

***

ভক্তের সঙ্গে
শ্রীকৃষ্ণের আচরণ

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

(গীতা ৪/১১)

যে—যারা; যথা—যেভাবে; মাম্—আমাকে; প্রপদ্যন্তে—আত্মসমর্পণ করে; তান্—তাদের; তথা—সেভাবেই; এব—অবশ্যই; ভজামি—পুরস্কৃত করি; অহম্—আমি; মম—আমার; বর্ত্ম—পথ; অনুবর্তন্তে—অনুসরণ করে; মনুষ্যাঃ—মানুষেরা; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; সর্বশঃ—সর্বতোভাবে।

যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, আমি তাদেরকে সেভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ! সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করে।

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

(গীতা ৯/২৯)

সমঃ—সম ভাবাপন্ন; অহম্—আমি; সর্বভূতেষু—সমস্ত জীবের প্রতি; ন—নয়; মে—আমার; দ্বেষ্যঃ—বিদ্বেষ ভাবাপন্ন; অস্তি—হয়; ন—নয়; প্রিয়ঃ—প্রিয়; যে—যাঁরা; ভজন্তি—ভজনা করেন; তু—কিন্তু; মাম্—আমাকে; ভক্ত্যা—ভক্তির দ্বারা; ময়ি—আমাতে; তে—তাঁরা; তেষু—তাঁদের; চ—ও; অপি—অবশ্যই; অহম্—আমি।

আমি সকলের প্রতি সম ভাবাপন্ন। কেউই আমার বিদ্বেষ ভাবাপন্ন নয় এবং প্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও তাঁদের মধ্যে বাস করি।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

(গীতা ৯/৩০)

অপি—এমন কি; চেৎ—যদি; সুদুরাচারঃ—অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তি; ভজতে—ভজনা করেন; মাম্—আমাকে; অনন্যভাক্—অনন্য ভক্তি সহকারে; সাধুঃ—সাধু; এব—অবশ্যই; সঃ—তিনি; মন্তব্যঃ—মনে করা উচিত; সম্যক্—পূর্ণরূপে; ব্যবসিতঃ—দৃঢ়ভাবে অবস্থিত; হি—অবশ্যই; সঃ—তিনি।

অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তাঁর দৃঢ় সংকল্পে তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

(গীতা ৯/৩১)

ক্ষিপ্রম্—অতি শীঘ্র; ভবতি—হন; ধর্মাত্মা—ধার্মিক; শশ্বৎ—নিত্য; শান্তিম্—শান্তি; নিগচ্ছতি—প্রাপ্ত হন; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; প্রতিজানীহি—ঘোষণা কর; ন—না; মে—আমার; ভক্তঃ—ভক্ত; প্রণশ্যতি—বিনাশ প্রাপ্ত হন।

তিনি শীঘ্রই ধর্মাত্মায় পরিণত হন এবং নিত্য শান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়! তুমি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হন না।

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥

(ভাগবত ১১/৫/৪২)

স্ব-পাদ-মূলম্—ভক্তের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে; ভজতঃ—যিনি ভগবানের আরাধনায় যুক্ত; প্রিয়স্য—যিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়; ত্যক্ত—পরিত্যাগ করে; অন্য—অন্য; ভাবস্য—ভাবের; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; পর-ঈশঃ—পরম ঈশ্বর; বিকর্ম—পাপকর্ম; যৎ—যা কিছু; চ—এবং; উৎপতিতম্—দুর্দৈবের ফলে অনুষ্ঠিত; কথঞ্চিৎ—কোনভাবে; ধুনোতি—বিনাশ করেন; সর্বম্—সমস্ত; হৃদি—হৃদয়ে; সন্নিবিষ্টঃ—অবস্থান করে।

যিনি অন্য ভাব পরিত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। তিনি যদি ঘটনাচক্রে কোন পাপ করেও ফেলেন, পরমেশ্বর হৃদয়ে প্রবিষ্ট থেকে তাঁর পাপ বিনষ্ট করে দেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

(গীতা ১০/১০)

তেষাম্—তাঁদের; সতত-যুক্তানাম্—নিত্যযুক্ত; ভজতাম্—ভক্তিযুক্ত সেবাপরায়ণ হয়ে; প্রীতি-পূর্বকম্—প্রীতি সহকারে; দদামি—দান করি; বুদ্ধি-যোগম্—বুদ্ধিযোগ; তম্—সেই; যেন—যার দ্বারা; মাম্—আমাকে; উপযান্তি—প্রাপ্ত হন; তে—তাঁরা।

যাঁরা ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতি সহকারে আমার ভজনা করে নিত্যযুক্ত, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

(গীতা ১০/১১)

তেষাম্—তাঁদের; এব—অবশ্যই; অনুকম্পার্থম্—অনুগ্রহ করার জন্য; অহম্—আমি; অজ্ঞানজম্—অজ্ঞান জনিত; তমঃ—অন্ধকার; নাশয়ামি—নাশ করি; আত্মভাবস্থঃ—হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে; জ্ঞান—জ্ঞানের; দীপেন—প্রদীপের দ্বারা; ভাস্বতা—উজ্জ্বল।

তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য আমি তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে, উজ্জ্বল জ্ঞান-প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞান জনিত অন্ধকার নাশ করি।

ভগবান্ ভক্তহৃদিস্থিতঃ

(অজ্ঞাত উৎস)

ভগবান্—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; ভক্ত—কৃষ্ণভক্ত; হৃদি—হৃদয়ে; স্থিতঃ—অবস্থিত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাঁর চরণকমল তাঁর ভক্তদের হৃদয়ে স্থাপন করেন।

ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ

(চৈতন্য-ভাগবত আদি ১১/১০৮)

ভাব—অন্তরের ভাব, অভিপ্রায় বা অনুভূতি; গ্রাহী—যিনি তার দ্বারা প্রভাবিত; জনার্দন—জনগণের পালনকর্তা শ্রীকৃষ্ণ।

ভগবান জনার্দন শুধু ভক্তের ভাবটুকুই গ্রহণ করেন।

যস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্ ।

(অজ্ঞাত উৎস)

যস্মিন্—যাঁকে; তুষ্টে—সন্তুষ্ট; জগৎ—সমগ্র জগৎ; তুষ্টম্—পরিতুষ্ট।

পরমেশ্বর ভগবান যদি তুষ্ট হন, তা হলে সকলেই তুষ্ট হবেন।

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিণাং হৃদয়েষু বা ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

(পদ্ম পুরাণ)

ন—না; অহম্—আমি; তিষ্ঠামি—থাকি; বৈকুণ্ঠে—বৈকুণ্ঠে; যোগিণাম্—যোগিদের; হৃদয়েষু—হৃদয়ে; বা—অথবা; মদ্ভক্তাঃ—আমার ভক্তগণ; যত্র—যেখানে; গায়ন্তি—আমার সম্বন্ধে কীর্তন করেন; তত্র—সেখানে; তিষ্ঠামি—থাকি; নারদ—হে নারদ।

হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীদের হৃদয়েও থাকি না। আমার ভক্তগণ যেখানেই আমার লীলাবিলাসের গুণকীর্তন করে, আমি সেখানেই থাকি।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ।

(গীতা ১/২১)

সেনয়োঃ—সৈন্যদের; উভয়োঃ—উভয়; মধ্যে—মধ্যে; রথম্—রথ; স্থাপয়—স্থাপন কর; মে—আমার; অচ্যুত—হে অচ্যুত।

হে অচ্যুত! তুমি উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে আমার রথ স্থাপন কর।

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ ।

(ভাগবত ১০/৮৮/৮)

যস্য—যাকে; অহম্—আমি; অনুগৃহ্ণামি—বিশেষ অনুগ্রহ করি; হরিষ্যে—আমি হরণ করব; তৎ-ধনম্—তার সমস্ত ধন; শনৈঃ—ক্রমে ক্রমে।

আমার ভক্তের প্রতি আমার প্রথম কৃপা হচ্ছে আমি তার সমস্ত জড়-জাগতিক ধনসম্পদ হরণ করি।

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥

(ভাগবত ৫/১৯/২৭)

সত্যম্—সত্য; দিশতি—দান করেন; অর্থিতম্—অভীষ্ট বস্তু; অর্থিতঃ—প্রার্থিত; নৃণাম্—মানুষদের দ্বারা; ন—না; এব—অবশ্যই; অর্থ-দঃ—পরমার্থপ্রদ; যৎ—যা; পুনঃ—পুনরায়; অর্থিতা—কাম পুরণ প্রার্থনা; যতঃ—যা থেকে; স্বয়ম্—তিনি নিজে; বিধত্তে—দান করেন; ভজতাম্—সেবকদের; অনিচ্ছতাম্—তারা ইচ্ছা না করলেও; ইচ্ছাপিধানম্—সর্বকাম পরিপূরক; নিজ-পাদ-পল্লবম্—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়।

কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন, সেই কথা সত্য; কিন্তু যা থেকে পুনঃপুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই প্রকার বস্তু তিনি

মতো; কেশব—কেশব; ধৃত—ধারণ করেন; নরহরি—নৃসিংহ; রূপ—রূপ; জয়—জয়; জগদীশ—জগদীশ; হরে—হে শ্রীহরি।

হে কেশব! যখন আপনি নৃসিংহরূপ ধারণ করেছিলেন, তখন আপনার করকমলের নখাবলী অতীব আশ্চর্যাবহ অগ্রভাগযুক্ত হয়েছিল। আপনি ওই নখ দ্বারা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর তনুভৃঙ্গটিকে বিদীর্ণ করেছিলেন। হে নৃসিংহরূপী জগদীশ! হে হরে! আপনার জয় হোক। (জয়দেব গোস্বামী)

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন ।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

(দশাবতার-স্তোত্র ৫)

ছলয়সি—ছলনা কর; বিক্রমণে—পদক্ষেপে (ব্রহ্মাণ্ড) অতিক্রম করে; বলিম্—বলি মহারাজকে; অদ্ভুত-বামন—হে অদ্ভুতরূপ বামনদেব; পদ-নখ—তোমার পদ-নখ থেকে; নীর—জল; জনিত—উৎপন্ন; জন-পাবন—হে জন-গণের পবিত্রকারী; কেশব—হে কেশব; ধৃত—ধারণ করেছেন; বামনরূপ—বামনরূপ; জয়—আপনার জয় হোক; জগদীশ—হে জগতের ঈশ্বর; হরে—হে হরি।

হে কেশব! হে জগদীশ! হে বামনরূপধারী শ্রীহরি, আপনার জয় হোক। হে অদ্ভুত বামন দেব! আপনার বিক্রমশালী পদক্ষেপে আপনি বলি মহারাজকে প্রতারিত করেছেন। আর আপনার চরণের নখনিঃসৃত জলে আপনি জগতের সমস্ত জীবকে উদ্ধার করছেন। (জয়দেব গোস্বামী)

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্ ।
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥

(দশাবতার-স্তোত্র ৮)

বহসি—পরিধান করেন; বপুষি—আপনার সুন্দর দেহে; বিশদে—শুভ্র (দেহে); বসনম্—বস্ত্র; জলদ-আভম্—মেঘের মতো; হলহতি—হল দ্বারা আকর্ষণ করে; ভীতি—ভয়; মিলিত—মিলিত; যমুনা-আভম্—যমুনার রঙের মতো; কেশব—হে কেশব; ধৃত—আপনি ধারণ করেছেন; হলধর—হল ধারণকারী; রূপ—রূপ; জয়—আপনার জয় হোক; জগদীশ—হে জগতের ঈশ্বর; হরে—হে শ্রীহরি।

হে কেশব! হে জগদীশ! হে হলধর বলরামের রূপ ধারণকারী শ্রীহরি! আপনার জয় হোক! আপনি আপনার শুভ্র দেহে জলভরা নবীন মেঘের মতো বর্ণবিশিষ্ট বসন পরিধান করেন। আপনার হলাকর্ষণে ভীতা যমুনার নীলবর্ণ জলের মতোই সুন্দর এই বসন। (জয়দেব গোস্বামী)

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

(দশাবতার-স্তোত্র ১০)

ম্লেচ্ছ—মাংসাহারী, বর্বর; নিবহ—হত্যার জন্য; নিধনে—(কলিযুগের) অন্তকালে; কলয়সি—আপনি ধারণ করেন; করবালম্—একটি তলোয়ার; ধূমকেতুম—ধূমকেতু; ইব—মতো; কিম্—কি; অপি—নিশ্চিতরূপে; করালম্—ভয়ঙ্কর; কেশব—হে কেশব; ধৃত—আপনি ধারণ করেছেন; কল্কি-শরীর—কল্কি অবতার; জয়—আপনার জয় হোক; জগদীশ—হে জগদীশ্বর; হরে—হে শ্রীহরি।

হে কেশব! হে জগদীশ্বর! হে কল্কিরূপ ধারণকারী শ্রীহরি! আপনার জয় হোক! আপনি কলিযুগের নিধনপর্বে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হন এবং ম্লেচ্ছদের হত্যা করার জন্য হাতে একটি ভয়ঙ্কর তলোয়ার বহন করেন।

(জয়দেব গোস্বামী)

***

শ্রীকৃষ্ণ ২

অচিন্ত্য, দিব্য সর্বব্যাপক প্রভু, শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছাক্রমে জ্ঞাত হন

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৭)

আনন্দ—আনন্দ; চিৎ—জ্ঞান; ময়—পূর্ণ; রস—রস; প্রতি—প্রতিক্ষণ; ভাবিতাভিঃ—ভাবিতদের; তাভিঃ—তাদের; যঃ—যিনি; এব—অবশ্যই; নিজ-রূপতয়া—তাঁর স্বরূপ দ্বারা; কলাভিঃ—যাঁরা তাঁর আনন্দদায়িনী শক্তির বিভিন্ন অংশ; গোলোক—গোলোক বৃন্দাবনে; এব—অবশ্যই; নিবসতি—বাস করেন; অখিল-আত্ম—সকলের আত্মা; ভূতঃ—বিরাজমান;

গোবিন্দম্—ভগবান শ্রীগোবিন্দকে; আদি-পুরুষম্—আদি-পুরুষকে; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

পরম আনন্দবিধায়ক হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত প্রকাশ শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে যিনি স্বীয় ধাম গোলোকে অবস্থান করেন এবং শ্রীমতী রাধারাণীর অংশ-প্রকাশ, চিন্ময় রসের আনন্দে পরিপূর্ণ ব্রজগোপীরা যাঁর নিত্য লীলাসঙ্গিনী, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যস্মাৎক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

(গীতা ১৫/১৮)

যস্মাৎ—যেহেতু; ক্ষরম্—ক্ষরে; অতীতঃ—অতীত; অহম্—আমি; অক্ষরাৎ—অক্ষর থেকে; অপি—ও; চ—এবং; উত্তমঃ—উত্তম; অতঃ—অতএব; অস্মি—হই; লোকে—জগতে; বেদে—বৈদিক শাস্ত্রে; চ—এবং; প্রথিতঃ—বিখ্যাত; পুরুষোত্তমঃ—পুরুষোত্তম নামে।

যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর থেকেও উত্তম, সেই হেতু জগতে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত।

নারায়ণ পরোঽব্যক্তাৎ

(শঙ্করাচার্য/গীতা-ভাষ্য)

নারায়ণঃ—পরমেশ্বর নারায়ণ; পরঃ—অতীত; অব্যক্তাৎ—জড় সৃষ্টির অব্যক্ত উৎস।

পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ হচ্ছেন ব্যক্ত ও অব্যক্ত জড় সৃষ্টির অতীত।

অথবা

পরমেশ্বর নারায়ণের নিরাকার প্রকাশ তাঁর নিকৃষ্টতর তত্ত্ব।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

(গীতা ৯/৪)

ময়া—আমার দ্বারা; ততম্—ব্যাপ্ত; ইদম্—এই; সর্বম্—সমস্ত; জগৎ—বিশ্ব; অব্যক্তমূর্তিনা—অব্যক্তরূপে; মৎস্থানি—আমাতে অবস্থিত; সর্বভূতানি—সমস্ত জীব; ন—না; চ—ও; অহম্—আমি; তেষু—তাতে; অবস্থিতঃ—অবস্থিত।

অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।

নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
অলক্ষ্যং সর্বভূতানামন্তর্বহিরবস্থিতম্ ॥

(ভাগবত ১/৮/১৮)

নমস্যে—আমি প্রণতি নিবেদন করি; পুরুষম্—পরম পুরুষকে; ত্বা—তুমি; আদ্যম্—আদি; ঈশ্বরম্—পরম নিয়ন্তা; প্রকৃতেঃ—জড়া প্রকৃতির; পরম্—অতীত; অলক্ষ্যম্—অদৃশ্য; সর্ব—সমস্ত; ভূতানাম্—জীবদের; অন্তঃ—অন্তরে; বহিঃ—বাইরে; অবস্থিতম্—বিরাজমান।

হে কৃষ্ণ! আমি তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কারণ তুমি আদি পুরুষ এবং জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত। তুমি সকলের অন্তরে ও বাইরে অবস্থিত, তবু তোমাকে কেউ দেখতে পায় না। (কুন্তীদেবী)

মায়াজবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্ ।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা ॥

(ভাগবত ১/৮/১৯)

মায়া—মোহজনক; যবনিকা—পর্দা; আচ্ছন্নম্—আবৃত; অজ্ঞা—অজ্ঞ; অধোক্ষজম্—জড় ইন্দ্রিয় উপলব্ধির অতীত; অব্যয়ম্—অব্যক্ত; ন—না; লক্ষ্যসে—দেখা; মূঢ়দৃশা—মূঢ় দ্রষ্টা; নটঃ—অভিনেতা; নাট্যধরঃ—অভিনেতার সাজে সজ্জিত; যথা—যেমন।

তুমি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত, তুমি মায়ারূপা যবনিকার দ্বারা আচ্ছাদিত, অব্যক্ত ও অচ্যুত। মূঢ় দ্রষ্টা যেমন অভিনেতার সাজে সজ্জিত শিল্পীকে দেখে সাধারণত চিনতে পারে না, তেমনই অজ্ঞ ব্যক্তিরা তোমাকে দেখতে পায় না।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীদেবীর উক্তি)

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ ।

(ভাগবত ১/৫/২০)

ইদম্—এই; হি—সমস্ত; বিশ্বম্—বিশ্ব; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; ইব—প্রায় এক রকম; ইতরঃ—ভিন্ন; যতঃ—যার থেকে; জগৎ—জগৎ; স্থান—বিদ্যমান; নিরোধ—বিনাশ; সম্ভবাঃ—সৃষ্টি।

পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং এই বিশ্ব, তবুও তিনি তার অতীত। তাঁর থেকেই এই জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে আশ্রয় করেই এই জগৎ বর্তমান এবং প্রলয়ের পর তাঁর মধ্যেই তা লীন হয়ে যায়।

(ব্যাসদেবের প্রতি নারদ মুনির উক্তি)

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু ।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥

(ভাগবত ২/৯/৩৫)

যথা—যেমন; মহান্তি—মহা; ভূতানি—উপাদানসমূহ; ভূতেষু—প্রাণীসমূহে; উচ্চ-অবচেষু—মহৎ ও ক্ষুদ্র উভয়; অনু—পরবর্তী; প্রবিষ্টানি—ভিতরে প্রবিষ্ট বা অন্তঃস্থিত; অপ্রবিষ্টানি—

বাইরে প্রবিষ্ট বা বহিঃস্থিত; তথা—তেমন; তেষু—তাদের মধ্যে; ন—না; তেষু—তাদের মধ্যে; অহম্—আমি।

জড় জগতের উপাদান বা মহাভূতসমূহ যেমন সমস্ত প্রাণীর ভিতরে প্রবিষ্ট হয়েও বাহিরে অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্তমান থাকে, তেমনই আমিও সমস্ত জড় সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েও তার মধ্যে অবস্থিত নই।

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥

(গীতা ৭/২৬)

বেদ—জানি; অহম্—আমি; সমতীতানি—সম্পূর্ণরূপে অতীত; বর্তমানানি—বর্তমান; চ—এবং; অর্জুন—হে অর্জুন; ভবিষ্যাণি—ভবিষ্যৎ; চ—ও; ভূতানি—জীবসমূহ; মাম্—আমাকে; তু—কিন্তু; বেদ—জানে; ন—না; কশ্চন—কেউই।

হে অর্জুন! পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত। আমি সমস্ত জীব সম্বন্ধে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না।

ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্ ।
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি ॥

(ভাগবত ১/৯/১৬)

ন—না; হি—অবশ্যই; অস্য—তাঁর; কর্হিচিৎ—কোন; রাজন্—হে রাজন; পুমান্—যে কেউ; বেদ—জানে; বিধিৎসিতম্—পরিকল্পনা; যৎ—যা; বিজিজ্ঞাসয়া—বিশদ অনুসন্ধিৎসা সহকারে; যুক্তাঃ—নিয়োজিত; মুহ্যন্তি—বিভ্রান্ত হন; কবয়ঃ—মহান দার্শনিকগণ; অপি—এমন কি; হি—অবশ্যই।

হে রাজন্, পরমেশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণের) পরিকল্পনা কেউই জানতে পারে না। এমন কি, মহান দার্শনিকেরাও বিশদ অনুসন্ধিৎসা সহকারে নিয়োজিত থেকেও কেবলই বিভ্রান্ত হন।
(যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মদেবের উক্তি)

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ ॥

(গীতা ১০/২)

ন—না; মে—আমার; বিদুঃ—জানেন; সুরগণাঃ—দেবতাগণ; প্রভবম্—উৎপত্তি; ন—না; মহর্ষয়ঃ—মহর্ষিগণ; অহম্—আমি; আদিঃ—আদি কারণ; হি—অবশ্যই; দেবানাম্—দেবতাদের; মহর্ষীণাম্—মহর্ষিদের; চ—ও; সর্বশঃ—সর্বতোভাবে।

দেবতারা বা মহর্ষিরাও আমার উৎপত্তি অবগত হতে পারেন না, কেন না আমি দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারণ।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

(গীতা ৭/৩)

মনুষ্যাণাম্—মানুষের মধ্যে; সহস্রেষু—হাজার হাজার; কশ্চিৎ—কোন একজন; যততি—যত্ন করেন; সিদ্ধয়ে—সিদ্ধি লাভের জন্য; যততাম্—সেই প্রকার যত্নশীল; অপি—বাস্তবিকই; সিদ্ধানাম্—সিদ্ধদের; কশ্চিৎ—কেউ; মাম্—আমাকে; বেত্তি—জানতে পারেন; তত্ত্বতঃ—স্বরূপত।

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করেন, আর সেই প্রকার যত্নশীল সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ একজন আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ-স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হন।

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৩)

অদ্বৈতম্—অদ্বিতীয়; অচ্যুতম্—ক্ষয়রহিত; অনাদিম্—অনাদি; অনন্তরূপম্—যাঁর রূপ অনন্ত; আদ্যম্—আদি; পুরাণ-পুরুষম্—সবচেয়ে পুরাতন পুরুষ; নব-যৌবনম্—নবযৌবন; চ—ও; বেদেষু—বেদের মাধ্যমে; দুর্লভম্—দুর্লভ; অদুর্লভম্—সুলভ; আত্মভক্তৌ—আত্মার শুদ্ধ ভক্তির মাধ্যমে; গোবিন্দম্—গোবিন্দ; আদিপুরুষম্—আদিপুরুষ; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

বেদেরও অগম্য, কিন্তু শুদ্ধ আত্মভক্তিরই লভ্য, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। তিনি অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি, অনন্তরূপ, আদ্য, পুরাণ পুরুষ হয়েও নবযৌবন-সম্পন্ন সুন্দর পুরুষ।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥

(ভাগবত ১০/৯/২১)

ন—না; অয়ম্—এই; সুখ-আপঃ—সহজ লভ্য; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; দেহিনাম্—দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন বিষয়াসক্ত মানুষের; গোপিকা-সুতঃ—মা যশোদার পুত্র; জ্ঞানিনাম্—

মনোধর্মী জ্ঞানীদের; চ—এবং; আত্ম-ভূতানাম্—তপঃ-ব্রত-পরায়ণ ব্যক্তিগণ; যথা—যেমন; ভক্তি-মতাম্—রাগমার্গের ভজনকারী ভক্তদের; ইহ—এই জগতে।

যশোদা পুত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাগানুগাভক্তি-পরায়ণ ভক্তদের কাছে যেমন সুলভ, মনোধর্মী জ্ঞানী, ব্রত ও তপস্যা-পরায়ণ আত্মারাম অথবা দেহাত্মবুদ্ধি পরায়ণ ব্যক্তিদের কাছে তেমন সুলভ নন। (শ্রীশুকদেব গোস্বামী)

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥

(ভাগবত ১/১১/৩৮)

এতৎ—এই; ঈশনম্—ঐশ্বর্য; ঈশস্য—ভগবানের; প্রকৃতি-স্থঃ—জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত; অপি—যদিও; তৎ-গুণৈঃ—জড় গুণের দ্বারা; ন যুজ্যতে—কখনো প্রভাবিত হয় না; সদা—সর্বদা; আত্ম-স্থৈঃ—তাঁর স্বীয় শক্তিতে অবস্থিত; যথা—যেমন; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; তৎ—তাঁর; আশ্রয়া—যাঁরা আশ্রয়দের অধীন তাঁরা।

জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতির গুণের বশীভূত না হওয়াই হচ্ছে ভগবানের ঐশ্বর্য। তেমনই, যাঁরা তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁদের বুদ্ধিকে তাঁর মধ্যে স্থির করেন, তাঁরা কখনও প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। (সূত গোস্বামী)

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

(মুণ্ডক উপঃ ৩/২/৩ এবং কঠ উপঃ ১/২/২৩)

ন—নয়; অয়ম্—এই; আত্মা—আত্মা বা পরমাত্মার জ্ঞান; প্রবচনেন—প্রবচনের দ্বারা; লভ্যঃ—উপলব্ধিযোগ্য; ন—নয়; মেধয়া—মেধার দ্বারা; ন—নয়; বহুনা—বহু; শ্রুতেন—শ্রবণের দ্বারা; যম্—যাকে; এব—বাস্তবিকই; এষ—ইনি; বৃণুতে—বরণ করেন; তেন—তাঁর দ্বারা; লভ্যঃ—লভ্য; তস্য—তাঁর; এষ—এই; আত্মা—আত্মা; বিবৃণুতে—প্রকাশ করেন; তনূম্—তাঁর স্বরূপ; স্বাম্—স্বয়ং (স্বেচ্ছায়)।

দক্ষ প্রবচনের দ্বারা, গভীর মেধার দ্বারা, এমন কি বহু শ্রবণের দ্বারাও পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ভগবান যাকে নির্বাচিত এবং পছন্দ করেন, তিনিই কেবল তাঁকে জানতে পারেন। সেই রকম ভক্তের কাছে ভগবান স্বয়ং নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

(পদ্ম পুরাণ, ভঃ রঃ সিঃ ১/২/২৩৪)

অতঃ—অতএব; শ্রীকৃষ্ণনামাদি—শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা আদি; ন—না; ভবেৎ—হয়; গ্রাহ্যম্—গ্রাহ্য; ইন্দ্রিয়ৈঃ—স্থূল জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; সেবোন্মুখে—অপ্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় প্রবৃত্ত হলে; হি—অবশ্যই; জিহ্বাদৌ—শুদ্ধ সত্ত্বময় ইন্দ্রিয়ে; স্বয়ম্—স্বয়ম্; এব—অবশ্যই; স্ফুরতি—প্রকাশিত হয়; অদঃ—শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ আদি।

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কখনও প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ আদির গ্রাহ্য নয়। জীব যখন সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎ-স্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই অপ্রাকৃত জিহ্বা আদি ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনাম আদি স্বয়ংই স্ফূর্তি লাভ করে।

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা ।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥

(গীতা ৪/১৪)

ন—না; মাম্—আমাকে; কর্মাণি—সর্বপ্রকার কর্ম; লিম্পন্তি—প্রভাবিত করতে পারে; ন—না; মে—আমার; কর্মফলে—কর্মফলে; স্পৃহা—আকাঙ্ক্ষা; ইতি—এভাবেই; মাম্—আমাকে; যঃ—যিনি; অভিজানাতি—জানেন; কর্মভিঃ—এই প্রকার কর্মের দ্বারা; ন—না; সঃ—তিনি; বধ্যতে—আবদ্ধ হন।

কোন কর্মই আমাকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং আমিও কোন কর্ম-ফলের আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনিও কখনও সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥

(ভাগবত ১০/৮৮/৫)

হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু; হি—নিশ্চিতরূপে; নির্গুণঃ—সমস্ত জড় গুণের অতীত; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; পুরুষঃ—পরম ভোক্তা; প্রকৃতেঃ—জড়া প্রকৃতি; পরঃ—অতীত; সঃ—তিনি; সর্ব-দৃক্—সমস্ত কিছুর দ্রষ্টা; উপদ্রষ্টা—সমস্ত কিছুর অধ্যক্ষ; তম্—তাঁকে; ভজন্—ভজনা করে; নির্গুণঃ—জড় গুণের অতীত; ভবেৎ—হয়।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি জড়া প্রকৃতির অতীত; তাই তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ গুণাতীত পুরুষ। অন্তর ও বাহিরের সমস্ত বিষয় তিনি দর্শন করতে পারেন। তাই তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম অধ্যক্ষ। কেউ যদি তাঁর চরণকমলকে আশ্রয় করে তাঁর ভজনা করেন, তা হলে তিনিও সেই রকম গুণাতীত স্তর লাভ করতে পারেন।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥

(গীতা ১৫/১৯)

যঃ—যিনি; মাম্—আমাকে; এবম্—এভাবেই; অসংমূঢ়ঃ—নিঃসন্দেহে; জানাতি—জানেন; পুরুষোত্তমম্—পরমেশ্বর ভগবান; সঃ—তিনি; সর্ববিৎ—সর্বজ্ঞ; ভজতি—ভজনা করেন; মাম্—আমাকে; সর্বভাবেন—সর্বতোভাবে; ভারত—হে ভারত।

হে ভারত! যিনি নিঃসন্দেহে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানেন, তিনিই সর্বজ্ঞ এবং তিনিই সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করেন।

যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি

(মুণ্ডক উপঃ ১/৩)

যস্মিন্—যাঁকে; বিজ্ঞাতে—জানলে; সর্বম্—সব কিছু; এবম্—নিশ্চিতরূপে; বিজ্ঞাতম্—বিশেষভাবে জ্ঞাত; ভবতি—হয়।

কেউ যদি পরম নিয়ন্তা ভগবানকে জানতে পারেন, তা হলে তিনি অন্য সব কিছুই জানতে পারেন।

***

শ্রীকৃষ্ণ ৩

গুণাবলী, ঐশ্বর্য ও স্বভাব

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

(শ্বেতাশ্বতর ৬/৮)

ন—নেই; তস্য—তাঁর; কার্যম্—কার্য; করণম্—কারণ; চ—এবং; বিদ্যতে—রয়েছে; ন—নেই; তৎ—তাঁর; সমঃ—সমকক্ষ; চ—এবং; অভ্যধিকঃ—তাঁর উর্ধ্বে; চ—এবং; দৃশ্যতে—দেখা যায়; পরাস্য—পরম-তত্ত্বের; শক্তিঃ—শক্তি; বিবিধ—বিবিধ; এব—নিশ্চিতরূপে; শ্রূয়তে—জ্ঞাত হয়; স্বাভাবিকী—সচ্চিদানন্দময় তাঁর স্বাভাবিক চিন্ময় প্রকৃতি; জ্ঞান—জ্ঞান; বল—বল; ক্রিয়া—ক্রিয়া; চ—ও।

সেই ভগবানের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য নেই, যেহেতু তাঁর কোন প্রাকৃত শরীর বা ইন্দ্রিয় নেই। কোন কিছুই তাঁর সমান বা তাঁর থেকে অধিক বলে দৃশ্য হয় না। তিনি বিবিধ অচিন্ত্য পরা শক্তির আধার। এক হয়েও সেই স্বাভাবিক পরা শক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া ভেদে ত্রিবিধা।

অপানিপাদো জবনো গ্রহিতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৩/১৯)

অপানি—জড় হস্ত রহিত; পাদঃ—পদ; জবনঃ—দ্রুত গমনশীল; গ্রহিতা—গ্রহণ করেন; পশ্যতি—তিনি দর্শন করেন; অচক্ষুঃ—জড় চক্ষু ছাড়া; সঃ—তিনি; শৃণোতি—শ্রবণ করেন; অকর্ণঃ—জড় কর্ণহীন।

যদিও পরম পুরুষ ভগবানকে হস্ত-পদ বিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তবুও তিনি সমস্ত যজ্ঞের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন এবং দ্রুত গমন করেন। তাঁর কোন জড় চক্ষু নেই, তবুও তিনি সব কিছু দর্শন করেন। তাঁর কোন জড় কর্ণ নেই, তবুও তিনি সব কিছুই শ্রবণ করেন।

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩২)

অঙ্গানি—অঙ্গসমূহ; যস্য—যাঁর; সকল-ইন্দ্রিয়—সকল ইন্দ্রিয়ের; বৃত্তিমন্তি—বৃত্তি সম্পাদনকারী; পশ্যন্তি—দর্শন করেন; পান্তি—পালন করেন; কলয়ন্তি—প্রকাশ করেন; চিরম্—চিরকাল; জগন্তি—জগৎসমূহ; আনন্দ—আনন্দ; চিৎ—চেতনা; ময়—পূর্ণ; সৎ—নিত্য; উজ্জ্বল—উজ্জ্বল; বিগ্রহস্য—যাঁর বিগ্রহ; গোবিন্দম্—গোবিন্দকে; আদি-পুরুষম্—আদিপুরুষ; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি; তাঁহার বিগ্রহ আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল। সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বিশিষ্ট এই চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন ও কলন করেন।

দেহদেহিবিভাগোঽয়ং
নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ।

(কূর্ম পুরাণ, লঘুভাগবতামৃত ১/৫/৩২)

দেহ—দেহের; দেহী—দেহীর; বিভাগঃ—ভেদ; অয়ম্—এই; ন—নেই; ঈশ্বরে—ঈশ্বরে; বিদ্যতে—বিদ্যমান থাকে; ক্বচিৎ—কখনও।

পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রে দেহ ও দেহীর ভেদ কখনই নেই।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥

(গীতা ৪/৫)

বহূনি—বহু; মে—আমার; ব্যতীতানি—অতীত হয়েছে; জন্মানি—জন্ম; তব—তোমার; চ—এবং; অর্জুন—হে অর্জুন; তানি—সেই সমস্ত; অহম্—আমি; বেদ—জানি; সর্বাণি—সমস্ত; ন—না; ত্বম্—তুমি; বেত্থ—জান; পরন্তপ—হে শত্রু দমনকারী।

হে পরন্তপ অর্জুন! আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেই সমস্ত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু তুমি পার না।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

(গীতা ৪/৬)

অজঃ—জন্মরহিত; অপি—যদিও; সন্—হয়েও; অব্যয়—অক্ষয়; আত্মা—দেহ; ভূতানাম্—জীবসমূহের; ঈশ্বরঃ—পরমেশ্বর; অপি—যদিও; সন্—হয়ে; প্রকৃতিম্—চিন্ময় রূপে; স্বাম্—আমার; অধিষ্ঠায়—অধিষ্ঠিত হয়ে; সম্ভবামি—আবির্ভূত হই; আত্মমায়য়া—আমার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা।

যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয় এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমি আমার আদি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

"জেল" স্বরাজকা মন্দির হ্যায়।

(এম. কে. গান্ধী)

জেল—জেল; স্বরাজকা—স্বাধীনতার; মন্দির—মন্দির; হ্যায়—হয়।

জেল হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার মন্দির।

দ্রষ্টব্য ঃ (১) মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশদের তাড়ানোর উদ্দেশ্যে জেলে যাওয়ার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তিনি সাধারণ কয়েদিরূপে জেলে যাননি। তেমনই কৃষ্ণ বা তাঁর অবতারগণ যখন এই জগতে আসেন, তখনও তিনি সচ্চিদানন্দময় এবং ভগবানরূপেই আসেন। (২) আমাদের জড় দেহটাকেও 'স্বাধীনতার মন্দির' বলা যায়।

ওঁ আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ

(বেদান্তসূত্র ১/১/১২)

আনন্দময়—আনন্দময়; অভ্যাসাৎ—স্বাভাবিকভাবে।

পরমেশ্বর ভগবান স্বভাবতই আনন্দময়।

রসো বৈ সঃ

(তৈত্তিরীয় উপঃ ২/৭/১)

রসঃ—দিব্য রসের উৎস; বৈ—প্রকৃতই; সঃ—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান)।

পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত দিব্য রসের উৎস।

নিত্য নবনবায়মান

(অজ্ঞাত উৎস)

নিত্য—নিত্যকাল; নব—নতুন; নবায়-মান—নতুনত্ব ধারণকারী।

নিত্যকাল নব নব বৈশিষ্ট্য সমন্বিত।

কেশব তুয়া জগৎ বিচিত্র

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

কেশব—হে কেশব; তুয়া—তোমার; জগৎ—জগৎ; বিচিত্র—বিচিত্র।

হে কেশব! তোমার সৃষ্ট জগৎ বড়ই বিচিত্র।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥

(গীতা ৭/৮)

রসঃ—স্বাদ; অহম্—আমি; অপ্সু—জলে; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; প্রভা—জ্যোতি; অস্মি—আমি হই; শশিসূর্যয়োঃ—চন্দ্র ও সূর্যের; প্রণবঃ—ওঙ্কার; সর্ব—সমগ্র; বেদেষু—বেদে; শব্দঃ—শব্দ; খে—আকাশে; পৌরুষম্—ক্ষমতা; নৃষু—মানুষে।

হে কৌন্তেয়! আমি জলের রস, চন্দ্র ও সূর্যের প্রভা, সর্ব বেদের প্রণব, আকাশের শব্দ এবং মানুষের পৌরুষ।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥

(গীতা ৭/৯)

পুণ্যঃ—পবিত্র; গন্ধঃ—গন্ধ; পৃথিব্যাম্—পৃথিবীর; চ—ও; তেজঃ—তেজ; চ—ও; অস্মি—আমি হই; বিভাবসৌ—অগ্নির; জীবনম্—আয়ু; সর্ব—সমস্ত; ভূতেষু—প্রাণীর; তপঃ—তপশ্চর্যা; চ—ও; অস্মি—হই; তপস্বিষু—তপস্বীদের।

আমি পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ, অগ্নির তেজ, সর্বভূতের জীবন এবং তপস্বীদের তপ।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥

(গীতা ১৫/১৩)

গাম্—গ্রহসমূহে; আবিশ্য—অধিষ্ঠিত হয়ে; চ—ও; ভূতানি—প্রাণীদের; ধারয়ামি—ধারণ করি; অহম্—আমি; ওজসা—আমার শক্তির দ্বারা; পুষ্ণামি—পুষ্ট করছি; চ—এবং; ঔষধীঃ—ধান, যব আদি ওষধি; সর্বাঃ—সমস্ত; সোমঃ—চন্দ্র; ভূত্বা—হয়ে; রসাত্মকঃ—রসময়।

প্রতিটি গ্রহে প্রবিষ্ট হয়ে আমি আমার শক্তির দ্বারা চরাচর সমস্ত প্রাণীদের ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে ধান, যব আদি ওষধি পুষ্ট করি।

বজ্র অপি কঠোর কুসুম অপি কোমল

(অজ্ঞাত উৎস)

বজ্র—বজ্র; অপি—থেকেও; কঠোর—কঠোর; কুসুম—ফুল; অপি—থেকেও; কোমল—নরম।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বজ্র থেকেও কঠোর আবার কুসুম থেকেও কোমল।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

(বিষ্ণু পুরাণ)

নমঃ—প্রণাম; ব্রহ্মণ্যদেবায়—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের আরাধ্যদেব; গোব্রাহ্মণ—গরু ও ব্রাহ্মণদের জন্য; হিতায়—কল্যাণকর; চ—ও; জগৎ-হিতায়—জগতের হিতকারী যিনি, তাঁর প্রতি; কৃষ্ণায়—শ্রীকৃষ্ণকে; গোবিন্দায়—শ্রীগোবিন্দকে; নমঃ নমঃ—পুনঃপুনঃ প্রণাম।

ব্রাহ্মণদের আরাধ্যদেব, গরু ও ব্রাহ্মণদের হিতকারী এবং জগতের কল্যাণকারী শ্রীকৃষ্ণকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। শ্রীকৃষ্ণ ও গোবিন্দ নামে পরিচিত সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

কৃষ্ণ—সূর্যসম; মায়া হয় অন্ধকার ।
যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৩১)

শ্রীকৃষ্ণকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং মায়াকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সূর্য-কিরণের প্রকাশ হলে যেমন আর সেখানে অন্ধকার থাকতে পারে না, তেমনই কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন মায়ার অন্ধকার তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে দূর হয়ে যায়। (সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি)

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

(ভাগবত ১/৭/১০)

আত্মারামাঃ—ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিত্য আনন্দ আস্বাদনকারী; চ—ও; মুনয়ঃ—সব রকমের জড় ভোগবাসনা, সকাম কর্ম আদি সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন যে মহাত্মা; নির্গ্রন্থাঃ—সর্ব প্রকার জড় কামনা-বাসনাহীন; অপি—অবশ্যই; উরুক্রমে—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত; কুর্বন্তি—করে; অহৈতুকীম্—অহৈতুকী; ভক্তিম্—ভগবদ্ভক্তি; ইত্থম্-ভূত—এতই অদ্ভুত যে তা আত্মারাম মুক্ত জীবদেরও আকর্ষণ করে; গুণঃ—যিনি অপ্রাকৃত গুণ সমন্বিত; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি।

আত্মাতে যারা রমণ করেন, এরূপ বাসনা-গ্রন্থিশূন্য মুনিরাও অত্যদ্ভুত কার্য সম্পাদনকারী শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন, কেন না জগতে চিত্তহারী হরির এই রকম একটি গুণ আছে।

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী ।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥

(ভাগবত ৩/২/২৩)

অহো—আহা; বকী—বকাসুরের ভগ্নী পুতনা; যম্—যাকে; স্তন—স্তন; কাল-কূটম্—কালকূট বিষ; জিঘাংসয়া—হত্যা করার বাসনায়; অপায়য়ৎ—জোর করে পান করিয়েছিল; অপি—যদিও; অসাধ্বী—ভয়ঙ্করভাবে কৃষ্ণের বিরোধী; লেভে—লাভ করেছিল; গতিম্—গতি; ধাত্রী—ধাত্রী; উচিতাম্—উপযুক্ত; ততঃ—শ্রীকৃষ্ণের থেকে; অন্যম্—অন্য; কম্—কাকে; বা—অথবা; দয়ালুম্—দয়ালু; শরণম্—আশ্রয়; ব্রজেম—গ্রহণ করব।

আহা, কি আশ্চর্য! বকাসুরের ভগ্নী পুতনা কৃষ্ণকে বধ করার জন্য তার স্তনে কালকূট মাখিয়ে তা কৃষ্ণকে পান করিয়েছিল। কিন্তু তবুও, কৃষ্ণ তাকে তাঁর মাতারূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে মাতার উপযুক্ত গতি দান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আমি আর কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হতে পারি?

নক্ষত্রাণামহং শশী

(গীতা ১০/২১)

নক্ষত্রাণাম্—নক্ষত্রদের মধ্যে; অহম্—আমি; শশী—চন্দ্র।

আমি নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্র।

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্মম্ ।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥

(ভাগবত ১০/৯০/৪৮)

জয়তি—নিত্য জয়যুক্ত হোন; **জন-নিবাসঃ**—যিনি যদু বংশীয়রূপে মানুষদের মধ্যে নিবাস করেছিলেন এবং যিনি সমস্ত জীবের পরম আশ্রয়; **দেবকী-জন্ম-বাদঃ**—দেবকী-পুত্ররূপে পরিচিত (কেউই পরমেশ্বর ভগবানের পিতা বা মাতা হতে পারেন না। তাই দেবকী-জন্ম-বাদ বলতে বোঝায় যে তিনি দেবকীর পুত্ররূপে পরিচিত ছিলেন, তিনি বসুদেবের পুত্র, যশোদার পুত্র এবং নন্দ মহারাজের পুত্র রূপেও পরিচিত); **যদু-বর-পরিষৎ**—যদু বংশীয়দের এবং ব্রজবাসীদের দ্বারা সেবিত(যাঁরা সকলেই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য পার্ষদ ও নিত্য সেবক); **স্বৈঃ-দোর্ভিঃ**—তাঁর স্বীয় বাহুর দ্বারা, অথবা অর্জুন প্রমুখ ভক্তদের দ্বারা, যাঁরা তাঁর বাহুর মতো; **অস্যন্**—সংহার করে; **অধর্মম্**—অসুর অথবা অধার্মিকদের; **স্থির-চর-বৃজিনঘ্নঃ**—স্থাবর ও জঙ্গম, সমস্ত জীবের দুর্ভাগ্য নাশকারী; **সু-স্মিত**—সদা হাস্য মুখ; **শ্রীমুখেন**—তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডলের দ্বারা; **ব্রজ-পুর-বনিতানাম্**—ব্রজবনিতাদের; **বর্ধয়ন্**—বৃদ্ধি করেছিলেন; **কাম-দেবম্**—কামবাসনা।

সমস্ত জীবের আশ্রয়স্বরূপ, দেবকীপুত্ররূপে পরিচিত, যদুদের সভাপতি, নিজ বাহুর দ্বারা অধর্ম নাশকারী, স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জীবের অমঙ্গলহারী, মধুর হাস্য মুখের দ্বারা ব্রজবনিতাদের কামবর্ধনকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হোন। (শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/২৯)

চিন্তামণি—চিন্তামণি; **প্রকর**—রচিত; **সদ্মসু**—গৃহসমূহে; **কল্পবৃক্ষ**—কল্পবৃক্ষ; **লক্ষ**—লক্ষ লক্ষ; **আবৃতেষু**—আবৃত; **সুরভীঃ**—সুরভী গাভী; **অভিপালয়ন্তম্**—পালন করছেন; **লক্ষ্মী**—লক্ষ্মীদেবী; **সহস্র**—হাজার হাজার; **শত**—শত শত; **সম্ভ্রম**—সম্ভ্রম সহকারে; **সেব্যমানম্**—সেবিত হচ্ছেন; **গোবিন্দম্**—গোবিন্দ; **আদি-পুরুষম্**—আদিপুরুষ; **তম্**—তাঁকে; **অহম্**—আমি; **ভজামি**—ভজনা করি।

আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ দ্বারা আবৃত, চিন্তামণির দ্বারা রচিত ধামে, সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী সুরভী গাভীদের পালন করছেন। তিনি নিরন্তর শত শত লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সম্ভ্রম সহকারে সেবিত হচ্ছেন।

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩০)

বেণুম্—বাঁশি; **ক্বণন্তম্**—বাদনরত; **অরবিন্দদল**—পদ্মের পাপড়ির মতো; **আয়ত**—আয়ত; **অক্ষম্**—যাঁর চোখ; **বর্হ**—ময়ূরের পালক; **অবতংসম্**—যাঁর মস্তক ভূষণ; **অসিত-অম্বুদ**—নীলাভ মেঘ; **সুন্দর**—সুন্দর; **অঙ্গম্**—যাঁর শ্রীবিগ্রহ; **কন্দর্প**—কামদেবের; **কোটি**—কোটি; **কমনীয়**—মনোহারী; **বিশেষ**—অনুপম; **শোভম্**—যাঁর শোভা; **গোবিন্দম্**—গোবিন্দকে; **আদি-পুরুষম্**—আদিপুরুষ; **তম্**—তোমাকে; **অহম্**—আমি; **ভজামি**—ভজনা করি।

মুরলীগান-তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লচক্ষু, ময়ূরপুচ্ছ শিরোভূষণ, নীল মেঘবর্ণ সুন্দর শরীর, কোটি কন্দর্প মোহন বিশেষ শোভা-বিশিষ্ট সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

আলোলচন্দ্রক লসদ্বনমাল্যবংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্ ।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩১)

আলোল—দোদুল্যমান; **চন্দ্রক**—চন্দ্র চিহ্নিত মণি; **লসৎ**—শোভিত; **বন-মালা**—বনমালা; **বংশী**—বাঁশি; **রত্নাঙ্গদম্**—রত্ন অলঙ্কারে সজ্জিত; **প্রণয়**—প্রণয়ের; **কেলি-কলা**—লীলাবিলাসে; **বিলাসম্**—আনন্দ উপভোগ করেন; **শ্যামম্**—শ্যামসুন্দর; **ত্রি-ভঙ্গ**—তিন অঙ্গ বক্র; **ললিতম্**—কমনীয়; **নিয়ত**—নিত্যকাল; **প্রকাশম্**—প্রকাশিত; **গোবিন্দম্**—শ্রীগোবিন্দকে; **আদি-পুরুষম্**—আদি পুরুষকে; **তম্**—তাঁকে; **অহম্**—আমি; **ভজামি**—ভজনা করি।

দোলায়িত চন্দ্রক শোভিতা বনমালা যাঁর গলদেশে, বংশী ও রত্নাঙ্গদ যাঁর করদ্বয়ে, সর্বদা প্রণয়কেলি বিলাসযুক্ত যিনি, ললিত ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর রূপই যাঁর নিত্য প্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণং ভগ ইতীঙ্গনা ॥

(বিষ্ণু পুরাণ ৬/৫/৭৪)

ঐশ্বর্যস্য—ঐশ্বর্য বা ধন-সম্পদের; **সমগ্রস্য**—সমগ্র; **বীর্যস্য**—শক্তির, বীর্যের; **যশসঃ**—

খ্যাতির; শ্রিয়ঃ—সৌন্দর্যের; জ্ঞান—জ্ঞানের; বৈরাগ্যয়োঃ—বৈরাগ্যের; চ—এবং; এব—নিশ্চিতরূপে; ষণ্ণম্—ছয়টির; ভগ—ঐশ্বর্য; ইতি—এভাবেই; ইঙ্গনা—ভাগ।

পূর্ণ সম্পদ, পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ খ্যাতি, পূর্ণ সৌন্দর্য, পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ বৈরাগ্য—এগুলি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্য।

***

ভক্তের সঙ্গে

শ্রীকৃষ্ণের আচরণ

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

(গীতা ৪/১১)

যে—যারা; যথা—যেভাবে; মাম্—আমাকে; প্রপদ্যন্তে—আত্মসমর্পণ করে; তান্—তাদের; তথা—সেভাবেই; এব—অবশ্যই; ভজামি—পুরস্কৃত করি; অহম্—আমি; মম—আমার; বর্ত্ম—পথ; অনুবর্তন্তে—অনুসরণ করে; মনুষ্যাঃ—মানুষেরা; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; সর্বশঃ—সর্বতোভাবে।

যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, আমি তাদেরকে সেভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ! সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করে।

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

(গীতা ৯/২৯)

সমঃ—সম ভাবাপন্ন; অহম্—আমি; সর্বভূতেষু—সমস্ত জীবের প্রতি; ন—নয়; মে—আমার; দ্বেষ্যঃ—বিদ্বেষ ভাবাপন্ন; অস্তি—হয়; ন—নয়; প্রিয়ঃ—প্রিয়; যে—যাঁরা; ভজন্তি—ভজনা করেন; তু—কিন্তু; মাম্—আমাকে; ভক্ত্যা—ভক্তির দ্বারা; ময়ি—আমাতে; তে—তাঁরা; তেষু—তাঁদের; চ—ও; অপি—অবশ্যই; অহম্—আমি।

আমি সকলের প্রতি সম ভাবাপন্ন। কেউই আমার বিদ্বেষ ভাবাপন্ন নয় এবং প্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও তাঁদের মধ্যে বাস করি।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

(গীতা ৯/৩০)

অপি—এমন কি; চেৎ—যদি; সুদুরাচারঃ—অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তি; ভজতে—ভজনা করেন; মাম্—আমাকে; অনন্যভাক্—অনন্য ভক্তি সহকারে; সাধুঃ—সাধু; এব—অবশ্যই; সঃ—তিনি; মন্তব্যঃ—মনে করা উচিত; সম্যক্—পূর্ণরূপে; ব্যবসিতঃ—দৃঢ়ভাবে অবস্থিত; হি—অবশ্যই; সঃ—তিনি।

অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তাঁর দৃঢ় সংকল্পে তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

(গীতা ৯/৩১)

ক্ষিপ্রম্—অতি শীঘ্র; ভবতি—হন; ধর্মাত্মা—ধার্মিক; শশ্বৎ—নিত্য; শান্তিম্—শান্তি; নিগচ্ছতি—প্রাপ্ত হন; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; প্রতিজানীহি—ঘোষণা কর; ন—না; মে—আমার; ভক্তঃ—ভক্ত; প্রণশ্যতি—বিনাশ প্রাপ্ত হন।

তিনি শীঘ্রই ধর্মাত্মায় পরিণত হন এবং নিত্য শান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়! তুমি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হন না।

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥

(ভাগবত ১১/৫/৪২)

স্ব-পাদ-মূলম্—ভক্তের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে; ভজতঃ—যিনি ভগবানের আরাধনায় যুক্ত; প্রিয়স্য—যিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়; ত্যক্ত—পরিত্যাগ করে; অন্য—অন্য; ভাবস্য—ভাবের; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; পর-ঈশঃ—পরম ঈশ্বর; বিকর্ম—পাপকর্ম; যৎ—যা কিছু; চ—এবং; উৎপতিতম্—দুর্দৈবের ফলে অনুষ্ঠিত; কথঞ্চিৎ—কোনভাবে; ধুনোতি—বিনাশ করেন; সর্বম্—সমস্ত; হৃদি—হৃদয়ে; সন্নিবিষ্টঃ—অবস্থান করে।

যিনি অন্য ভাব পরিত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। তিনি যদি ঘটনাচক্রে কোন পাপ করেও ফেলেন, পরমেশ্বর হৃদয়ে প্রবিষ্ট থেকে তাঁর পাপ বিনষ্ট করে দেন।

দান করেন না। অন্য কামনাযুক্ত হয়ে কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তখন তিনি স্বয়ংই তাঁদের অন্য কামনা শান্তিকারী তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় দান করেন।

(ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে দেবতাদের উক্তি)

বাল্যস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ
নার্তস্য চাগদমুদন্বতি মজ্জতো নৌঃ।
তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধির্য ইহাঞ্জসেষ্ট-
স্তাবদ্ বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্ ॥

(ভাগবত ৭/৯/১৯)

বালস্য—ছোট শিশুর; ন—নয়; ইহ—ইহ জগতে; শরণম্—আশ্রয়; পিতরৌ—পিতা-মাতা; নৃসিংহ—হে নরসিংহদেব; ন—নয়; আর্তস্য—আর্ত বা রোগী ব্যক্তির; চ—ও; অগদম্—ওষুধ; উদন্বতি—সমুদ্রজলে; মজ্জতঃ—নিমজ্জমান ব্যক্তির; নৌঃ—নৌকা; তপ্তস্য—জড়-জাগতিক দুঃখে তাপ-ক্লিষ্ট ব্যক্তির; তৎপ্রতিবিধিঃ—প্রতিবিধান (জড় দুঃখ নিবারণের জন্য আবিষ্কৃত); যঃ—যা; ইহ—এই জড় জগতে; অঞ্জসা—খুব সহজে; ইষ্টঃ—গৃহীত (ঔষধরূপে); তাবৎ—তেমনই; বিভো—হে বিভো; তনুভৃতাম্—জড় দেহ ধারণকারী জীবদের; ত্বৎ-উপেক্ষিতানাম্—যারা আপনার দ্বারা উপেক্ষিত এবং আপনার দ্বারা স্বীকৃত হয়নি।

হে নৃসিংহদেব! হে বিভো! জীবন সম্বন্ধে দেহ-চেতনাবশত যে সমস্ত দেহবদ্ধ জীবগণ আপনার দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে, তারা তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য কিছুই করতে পারে না। যে প্রতিবিধানই তারা গ্রহণ করুক না কেন, সেগুলি হয়ত সাময়িকভাবে উপকারী হতে পারে, কিন্তু নিশ্চিতরূপে সেগুলি ক্ষণস্থায়ী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পিতা-মাতা তাদের বালককে রক্ষা করতে পারে না, ওষুধ ও চিকিৎসক রোগীকে যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিতে পারে না এবং একটি নৌকা সমুদ্রে নিমজ্জমান কোনও ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারে না।

মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা ॥

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শরণাগতি, দেহ, গেহ ৩)

হে কৃষ্ণ! আমাকে মার কিংবা রক্ষা কর তা তোমার ইচ্ছা, কেন না আমি তোমার নিত্যদাস। এই দাসের প্রতি তোমার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে?
মারে কৃষ্ণ রাখে কে?

(বাংলা প্রবাদ)

কৃষ্ণ যদি কোনও ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, কে তাকে মারতে পারে? আর কৃষ্ণ যদি কাউকে মারতে চান, কে তাকে বাঁচাতে পারে?

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো

(মুণ্ডক উপঃ ৩/২/৪)

ন—না; অয়ম্—এই; আত্মা—পরমাত্মা; বল-হীনেন—বলরামের কৃপাবিহীন ব্যক্তির দ্বারা; লভ্যঃ—লভ্য।

শ্রীবলরামের কৃপা ছাড়া পরমাত্মা বা আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না।

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥

(গীতা ১২/৭)

তেষাম্—তাঁদের; অহম্—আমি; সমুদ্ধর্তা—উদ্ধারকারী; মৃত্যু—মৃত্যুর; সংসার—সংসার; সাগরাৎ—সাগর থেকে; ভবামি—হই; ন চিরাৎ—অচিরেই; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; ময়ি—আমাতে; আবেশিত—আবিষ্ট; চেতসাম্—চিত্ত।

হে পার্থ! আমাতেই আবিষ্ট চিত্ত সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার-সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।

***

মায়া

প্রকৃতি, গুণ, সংসার, জড় বাসনা, মন, ইন্দ্রিয়, কর্ম, কৃষ্ণভাবনামৃত ও মুক্তি

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্ ॥

(ভাগবত ১/৫/১২)

নৈষ্কর্ম্যম্—সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্ম-উপলব্ধি; অপি—তবু; অচ্যুত—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর স্বরূপের অবস্থা থেকে কখনও চ্যুত হন না; ভাব—ধারণা;

বর্জিতম্—বর্জিত; ন—না; শোভতে—শোভা পায়; জ্ঞানম্—দিব্যজ্ঞান; অলম্—ক্রমশ; নিরঞ্জনম্—উপাধিমুক্ত; কুতঃ—কোথায়; পুনঃ—পুনরায়; শশ্বৎ—নিরন্তর; অভদ্রম্—অশুভ; ঈশ্বরে—ভগবানে; ন—না; চ—এবং; অর্পিতম্—অর্পিত; কর্ম—সকাম কর্ম; যৎ অপি—যা; অকারণম্—কারণ রহিত।

আত্ম-উপলব্ধির জ্ঞান সব রকমের জড় সংসর্গ-বিহীন হলেও তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে, তা হলে তা অর্থহীন। তেমনই, যে সকাম কর্ম শুরু থেকেই ক্লেশদায়ক ও অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত না হয়, তা হলে তার কি প্রয়োজন?

যদি যাবে বঙ্গে কপাল যাবে সঙ্গে ।

(বাংলা প্রবাদ)

আপনি যেখানেই যান না কেন, আপনার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্ ।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তি-রতাত্মনাম্ ॥

(পদ্ম পুরাণ)

অপ্রারব্ধ—যা এখনও শুরু হয়নি; ফলম্—ফল; পাপম্—পাপ; কূটম্—সঞ্চিত; বীজম্—বীজ; ফল-উন্মুখম্—ফল প্রদানে উন্মুখ; ক্রমেণ—ক্রমে ক্রমে; এব—বাস্তবিকই; প্রলীয়েত—লয় পেয়ে যাবে; বিষ্ণু-ভক্তি-রতাত্মনাম্—যিনি বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমূলক সেবায় আনন্দ পান, তাঁর।

পাপময় জীবনে পাপকর্মের সুপ্ত প্রতিক্রিয়াগুলির বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কিছু প্রতিক্রিয়া প্রায় ফলোন্মুখ, কিছু প্রতিক্রিয়া আরও সুপ্ত (কূট) কিংবা কিছু রয়েছে একেবারে বীজ আকারে। তবে সর্ব অবস্থাতেই, বিষ্ণুভক্তিতে রত ব্যক্তির সমস্ত প্রকার পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া ক্রমে ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়।

বৃদ্ধকাল আওল সব সুখ ভাগল ।

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

বৃদ্ধকাল সমুপস্থিত হলে জড় সুখভোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যা হি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা ।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥

(ভাগবত ১১/৫/১১)

লোকে—জড় জগতে; ব্যবায়—যৌনভোগ; আমিষ—মাংসের; মদ্য—মদ; সেবাঃ—গ্রহণ করা; নিত্যাঃ—সর্বদাই দেখা যায়; হি—বস্তুত; জন্তোঃ—বদ্ধ জীব; ন—না; হি—বাস্তবিকই; তত্র—তাদের ক্ষেত্রে; চোদনা—শাস্ত্রের নির্দেশ; ব্যবস্থিতিঃ—শাস্ত্রবিধি-সম্মত ব্যবস্থা; তেষু—এই সবে; বিবাহ—পবিত্র বিবাহের দ্বারা; যজ্ঞ—যজ্ঞ-অনুষ্ঠান; সুরা-গ্রহৈঃ—সুরা বা মদ্য গ্রহণ যজ্ঞ; আসু—এই সকলের; নিবৃত্তিঃ—নিবৃত্তি; ইষ্টা—ঈপ্সিত লক্ষ্য।

এই জড় জগতে বদ্ধ জীবেরা সর্বদাই কাম উপভোগ, মাংসাহার ও মদ্যপানের প্রবণতা-সম্পন্ন। সুতরাং ধর্মীয় শাস্ত্র কখনও এগুলিকে উৎসাহ দেয় না। যদিও শাস্ত্রে বিবাহ যজ্ঞের মাধ্যমে কামভোগ, পশুযজ্ঞের মাধ্যমে মাংসাহার এবং সুরাগ্রহ যজ্ঞের মাধ্যমে মদ্যপানের নির্দেশ রয়েছে—কিন্তু এই সমস্ত যজ্ঞের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ সমস্ত ভোগ থেকে নিবৃত্তি লাভ করা।

(মহারাজ নিমির প্রতি চমসের উক্তি)

ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে

(বাংলা প্রবাদ)

গোবরের শুকনো ঘুটে যখন আগুনে পোড়ে, কাঁচা নরম গোবর তখন হাসে।

মাংস খাদতি ইতি মাংসঃ

(মনু সংহিতা)

মাম্—আমাকে; সঃ—সে; খাদতি—খায়; ইতি—এভাবেই; মাংসঃ—মাংস।

আমি এখন তোমাকে খাচ্ছি কিন্তু ভবিষ্যতে তুমি আমাকে হত্যা করে খেতে পারবে।

কমলদলজল, জীবন টলমল,

(ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন ৩)

কমলদলের উপর এক বিন্দু জলের ন্যায় জীবন টলমল।

(গোবিন্দ দাস কবিরাজ)

শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে ।
তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে ॥

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, প্রসাদ-সেবায় ১)

শরীর একটি অবিদ্যার জাল, ইন্দ্রিয়গুলি যেন কালশত্রু, কেন না সেগুলি জীবকে বিষয় ভোগের সাগরে নিক্ষেপ করে। ওই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বা হচ্ছে সবচেয়ে লোলুপ, অসংযত ও দুর্মতিবিশিষ্ট। এই সংসারে জিহ্বাকে জয় করা খুবই কঠিন।

তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম,
সুত-মিত-রমণী সমাজে

(শ্রীল বিদ্যাপতি ঠাকুর)

স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব ও সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে সুখ পাওয়া যায়, তা মরুভূমিতে একবিন্দু জলের মতো।

(শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়শই 'সমাজ, বন্ধুত্ব ও প্রেম'—এই কথাটি ব্যবহার করতেন, যা এই শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনটির সমর্থক।)

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥

(গীতা ৯/৩৩)

কিম্—কি; পুনঃ—পুনরায়; ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণেরা; পুণ্যা—পুণ্যবান; ভক্তাঃ—ভক্তেরা; রাজর্ষয়ঃ—রাজর্ষিরা; তথা—ও; অনিত্যম্—অনিত্য; অসুখম্—দুঃখময়; লোকম্—লোক; ইমম্—এই; প্রাপ্য—লাভ করে; ভজস্ব—ভজনা কর; মাম্—আমাকে।

পুণ্যবান ব্রাহ্মণ, ভক্ত ও রাজর্ষিদের আর কি কথা? তাঁরা আমাকে আশ্রয় করলে নিশ্চয়ই পরাগতি লাভ করবেন। অতএব, তুমি এই অনিত্য দুঃখময় মর্ত্যলোক লাভ করে আমাকে ভজনা কর।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥

(গীতা ৯/২১)

তে—তাঁরা; তম্—সেই; ভুক্ত্বা—ভোগ করে; স্বর্গলোকম্—স্বর্গলোক; বিশালম্—বিশাল; ক্ষীণে—ক্ষীণ হলে; পুণ্যে—পুণ্যফল; মর্ত্যলোকম্—মর্ত্যলোকে; বিশন্তি—অধঃপতিত হন; এবম্—এ ভাবেই; ত্রয়ী—তিন বেদের; ধর্মম্—ধর্ম; অনুপ্রপন্না—অনুষ্ঠান পরায়ণ; গতাগতম্—জন্ম ও মৃত্যু; কামকামাঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষী; লভন্তে—লাভ করেন।

তাঁরা সেই বিপুল স্বর্গসুখ উপভোগ করে পুণ্য ক্ষয় হলে মর্ত্যলোকে ফিরে আসে। এভাবেই ত্রিবেদোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষী মানুষেরা সংসারে কেবলমাত্র বারংবার জন্ম-মৃত্যু লাভ করে থাকেন।

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব ।

(চৈঃ চঃ আদি ২/৮৬)

ভ্রম (ভুল করার প্রবণতা), প্রমাদ (মোহগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা), বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা করার প্রবণতা) এবং করণাপাটব (ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি)।

অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্ ।
ফল্গুনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্ ॥

(ভাগবত ১/১৩/৪৭)

অহস্তানি—হস্তহীন; সহস্তানাম্—যাদের হাত রয়েছে; অপদানি—যাদের পা নেই; চতুঃ-পদাম্—চতুষ্পদ প্রাণী; ফল্গুনি—যারা দুর্বল; তত্র—সেখানে; মহতাম্—শক্তিশালী; জীবঃ—জীব; জীবস্য—জীবদের; জীবনম্—জীবন ধারণের উপায়।

হস্তরহিত প্রাণীরা হস্তযুক্ত প্রাণীদের শিকার; পদরহিত যারা, তারা চতুষ্পদ প্রাণীদের শিকার। দুর্বল জীবেরা বলবান জীবেদের জীবন ধারণের ভরসা এবং এক জীব অন্য জীবের খাদ্য—এটিই সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের উক্তি)

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম' ।
'এই ভাল, এই মন্দ',—এই সব 'ভ্রম' ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪/১৭৬)

জড় জগতে ভাল ও মন্দের ধারণা হচ্ছে মনোধর্ম-প্রসূত। তাই, 'এটি ভাল এবং এটি মন্দ', এই ধারণাটি ভ্রান্ত। (সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি)

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাণে।

(বাংলা প্রবাদ)

ঢেঁকি যদি স্বর্গেও যায়, সেখানেও সে শুধু ধানই ভাণে।

(শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রবাদ বাক্য বলে বুঝাতেন যে শুদ্ধ ভক্ত যেখানেই যান না কেন, সর্বত্রই তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচার করেন।)

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

(গীতা ১৪/১৮)

ঊর্ধ্বম্—ঊর্ধ্বে; গচ্ছন্তি—গমন করে; সত্ত্বস্থাঃ—সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ; মধ্যে—মধ্যে; তিষ্ঠন্তি—অবস্থান করে; রাজসাঃ—রজোগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ; জঘন্য—ঘৃণ্য; গুণ—গুণ; বৃত্তিস্থাঃ—বৃত্তিসম্পন্ন; অধঃ—নিম্নে; গচ্ছন্তি—গমন করে; তামসাঃ—তামসিক ব্যক্তিগণ।

সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঊর্ধ্বে উচ্চতর লোকে গমন করে, রজোগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ মধ্যে নরলোকে অবস্থান করে এবং জঘন্য গুণসম্পন্ন তামসিক ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হয়ে নরকে গমন করে।

কর্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে ।
স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃকণাশ্রয়ঃ ॥

(ভাগবত ৩/৩১/১)

কর্মণা—কর্মফলের দ্বারা; দৈবনেত্রেণ—ভগবানের অধ্যক্ষতায়; জন্তুঃ—জীব; দেহ—শরীর; উপপত্তয়ে—প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; স্ত্রিয়াঃ—স্ত্রীর; প্রবিষ্টঃ—প্রবেশ করে; উদরম্—জঠরে; পুংসঃ—পুরুষের; রেতঃ—বীর্যের; কণ—ক্ষুদ্র অংশ; আশ্রয়ঃ—আশ্রয় করে।

পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় জীবাত্মা তার পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে, বিশেষ প্রকার শরীর ধারণের জন্য, পুরুষের রেতকণা আশ্রয় করে স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে।

(দেবহূতির প্রতি ভগবান কপিলদেবের শিক্ষা)

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥

(গীতা ১৩/২২)

পুরুষঃ—জীব; প্রকৃতিস্থঃ—জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে; হি—অবশ্যই; ভুঙ্‌ক্তে—ভোগ করে; প্রকৃতিজান্—প্রকৃতিজাত; গুণান্—গুণসমূহ; কারণম্—কারণ; গুণসঙ্গঃ—প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে; অস্য—এই জীবের; সদসদ্—ভাল ও মন্দ; যোনি—যোনিতে; জন্মসু—জন্ম হয়।

জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে জীব প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গবশতই তার সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম হয়।

নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম
যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি ।
ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়-
মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ॥

(ভাগবত ৫/৫/৪)

নূনম্—বাস্তবিকই; প্রমত্তঃ—প্রমত্ত; কুরুতে—করে; বিকর্ম—শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপকর্ম; যৎ—যখন; ইন্দ্রিয়-প্রীতয়ে—ইন্দ্রিয় প্রীতির জন্য; আপৃনোতি—নিযুক্ত হয়; ন—না; সাধু—উপযুক্ত; মন্যে—মনে করি; যতঃ—যার দ্বারা; আত্মনঃ—আত্মার; অয়ম্—এই; অসন্—ক্ষণস্থায়ী; অপি—যদিও; ক্লেশদঃ—ক্লেশ প্রদানকারী; আস—সম্ভব হয়েছিল; দেহঃ—দেহটি।

যখন কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই জীবনের লক্ষ্য বলে গণ্য করে, সে নিঃসন্দেহে জড়বাদী জীবনধারায় প্রমত্ত হয়ে ওঠে এবং সমস্ত প্রকার পাপকর্মে লিপ্ত হয়। সে জানে না যে, তার অতীত পাপকর্মের ফলে সে ইতিমধ্যেই একটি দেহ পেয়েছে, যা ক্ষণস্থায়ী

হওয়া সত্ত্বেও তার দুঃখের কারণ। আসলে এই জড় দেহ গ্রহণ করা জীবের উচিত হয়নি, কিন্তু ইন্দ্রিয়-ভোগের জন্যই জীবকে এই জড় দেহ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি এভাবেই পুনরায় ইন্দ্রিয়ভোগে লিপ্ত হয়ে একের পর এক জড় দেহ লাভ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত নয়।

(পুত্রদের প্রতি ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ)

পরাভবস্তাবদবোধজাতো
যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্ ।
যাবৎ ক্রিয়াস্তাবদিদং মনো বৈ
কর্মাত্মকং যেন শরীরবন্ধঃ ॥

(ভাগবত ৫/৫/৫)

পরাভবঃ—পরাস্ত; তাবৎ—ততদিন; অবোধ-জাতঃ—অজ্ঞতা থেকে জাত; যাবৎ—যতদিন পর্যন্ত; ন—না; জিজ্ঞাসতে—জিজ্ঞাসা করে; আত্মতত্ত্বম্—আত্মতত্ত্ব; যাবৎ—যতদিন পর্যন্ত; ক্রিয়াঃ—সকাম কর্ম; তাবৎ—ততদিন পর্যন্ত; ইদম্—এই; মনঃ—মন; বৈ—বাস্তবিকই; কর্ম-আত্মকম্—জড় জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন; যেন—যার দ্বারা; শরীর-বন্ধঃ—জড় দেহের বন্ধন।

যতদিন পর্যন্ত জীব আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করে, ততদিন পর্যন্তই সে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে পরাস্ত হয়ে অবিদ্যাজাত দুঃখ-কষ্টের শিকার হয়। পাপই হোক আর পুণ্যই হোক—কর্ম মাত্রই ফল উৎপাদন করে। কোন না কোন কর্মে রুচি থাকলেই মন কর্মাত্মক হয়, অর্থাৎ সকাম কর্মের দ্বারা তার মন কলুষিত থাকে। মন যতদিন কলুষিত থাকে, চেতনাও ততদিন আচ্ছাদিত থাকে এবং যতদিন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি সকাম কর্মে মগ্ন থাকে, ততদিন তাকে জড় দেহ গ্রহণ করতেই হবে।

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায় ।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায় ॥

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, গীতাবলী)

আমার অতীত কর্মের ফলে আমি এখন অজ্ঞানতার সমুদ্রে পতিত হয়েছি। এই সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার কোন উপায় আমি দেখছি না। এই সমুদ্রটি বাস্তবিকই একটি বিষের সমুদ্রের মতো। আমরা ইন্দ্রিয়ভোগের মাধ্যমে সুখী হওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ইন্দ্রিয়ভোগ হচ্ছে উত্তপ্ত খাদের মতো যা হৃদয়ে জ্বালার সৃষ্টি করে।

আমি দিন-রাত সর্বদাই সেই জ্বালা অনুভব করছি এবং তাই আমার মন কোনও তৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছে না।

পুনর্মূষিকো ভব

(অজ্ঞাত উৎস)

পুনঃ—পুনরায়; মূষিকঃ—ইঁদুর; ভব—হও।

পুনরায় ইঁদুর হয়ে যাও।

(একটি উপদেশমূলক গল্পের নাম। জড়-জাগতিক উন্নতির বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ গল্পটি বলতেন।)

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

(জগদানন্দ পণ্ডিত, প্রেমবিবর্ত)

যেই মুহূর্তে কেউ কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা করে, সেই মুহূর্তেই ভগবানের মায়াশক্তি তাকে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি—বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১১৭)

শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে জীব অনাদিকাল ধরে জড়া প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে। তাই মায়া তাকে এই জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ প্রদান করছে।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥

(ভাগবত ১১/২/৩৭)

ভয়ম্—ভয়; দ্বিতীয়অভিনিবেশতঃ—নিজেকে জড়া প্রকৃতিজাত বলে মনে করার ভুল ধারণা থেকে; স্যাৎ—উদিত হয়; ঈশাৎ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে; অপেতস্য—ভগবৎ-বিমুখ বদ্ধ জীবের; বিপর্যয়ঃ—বিপরীত অবস্থা; অস্মৃতিঃ—ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হওয়া; তৎ-মায়য়া—পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবে; অতঃ—তাই; বুধঃ—কৃষ্ণোন্মুখ বুদ্ধিমান জীব; আভজেৎ—ভজনা বা সেবা করা কর্তব্য; তম্—তাঁকে; ভক্ত্যা—ভক্তির দ্বারা; একয়া—ঐকান্তিকভাবে; ঈশম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; গুরু—গুরুদেবরূপে; দেবতা—আরাধ্য ভগবান; আত্মা—পরমাত্মা।

জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন তার ভয় উপস্থিত হয়। জড়া প্রকৃতির প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফলে তার স্মৃতি বিপর্যস্ত হয়। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস হওয়ার পরিবর্তে সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযোগী হয়। এই ভ্রান্তি সংশোধন করার জন্য পণ্ডিত ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানকে গুরুদেবরূপে, অর্চা-বিগ্রহরূপে ও পরমাত্মারূপে ভজনা করেন।

(নিমি মহারাজের প্রতি কবির উক্তি)

(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে,
খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই ॥

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, রাধাকৃষ্ণ বল্)

হে ভাই! মিছামিছি মায়ার বশবর্তী হয়ে তুমি দুঃখকষ্ট ভোগ করছ এবং মায়ার সমুদ্রের তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছ। কখনও ডুবে যাচ্ছ, কখনও আবার ভেসে উঠছ। এভাবেই তুমি কেবল হাবুডুবুই খাচ্ছ।

অথবা

হে জীব! মায়ার বশে তুমি শুধু মিছামিছি ভেসে যাচ্ছ। মায়ার তরঙ্গে তুমি শুধু হাবুডুবু খাচ্ছ। এভাবেই তোমার নিত্য জীবন থেকে তুমি বঞ্চিত হচ্ছ।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা—তারে বলি, 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪/১৬৫)

নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনাকে বলা হয় কাম, আর শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধনের ইচ্ছাকে বলা হয় প্রেম।

সংসারে মজিয়া, রহিলি পড়িয়া,
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম, ভুঞ্জায়ে শমন,
কহয়ে লোচন দাস ॥

(লোচনদাস ঠাকুর, পরম করুণ)

হে আমার মন! তুমি শুধু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সংসারে মজে আছ। হরে কৃষ্ণ নাম কীর্তনে তোমার কোনও রুচি নেই। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর চরণকমলেও তোমার কোন আকর্ষণ নেই। সুতরাং আমি আর কি বলব? আমি শুধু আমার দুর্ভাগ্যের কথাই ভাবছি। আমারই কর্মদোষে এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলনে আসক্ত না হওয়ার দরুন যমরাজ আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন। এভাবেই লোচন দাস তাঁর মনোদুঃখ ব্যক্ত করছেন।

জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্ ।
নৈবার্হত্যাভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥

(ভাগবত ১/৮/২৬)

জন্ম—জন্ম; ঐশ্বর্য—বৈভব; শ্রুত—উচ্চশিক্ষা; শ্রীভি—সৌন্দর্যের দ্বারা; এধমান—ক্রমবর্ধমান; মদঃ—অহঙ্কার; পুমান্—মানুষের; ন—না; এব—কখনও; অর্হতি—সমর্থ হয়; অভিধাতুম্—অনুভূতি বা ভাব সহকারে সম্বোধন করা; বৈ—অবশ্যই; ত্বাম্—তোমাকে; অকিঞ্চন-গোচরম্—যিনি জড় অভিমানশূন্য ব্যক্তিদের অনায়াসে গোচরীভূত হন।

হে পরমেশ্বর! যারা জড় আসক্তি শূন্য হয়েছে, তুমি সহজেই তাদের গোচরীভূত হও। আর যে ব্যক্তি জড়-জাগতিক প্রগতিপন্থী এবং সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূত হয়ে বিপুল ঐশ্বর্য, উচ্চশিক্ষা, দৈহিক সৌন্দর্য নিয়ে আপন উন্নতি লাভে সচেষ্ট, সে ঐকান্তিক ভাব সহকারে তোমার কাছে আসতে পারে না। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীদেবীর প্রার্থনা)

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন ।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর, গৌরাঙ্গ বলিতে)

সেদিন আমার কবে হবে যখন আমার মন বিষয় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ হবে, আমি শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মাধুর্যপ্রেম উপলব্ধি করতে সক্ষম হব এবং আমার পারমার্থিক জীবন পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হবে।

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ৩/২/৩৫, অপরাধভঞ্জন)

কাম-আদীনাম্—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্যরূপ আমার প্রভুগণের; কতি—কত; ন—না; কতিধা—কত রকমে; পালিতাঃ—পালন করেছি; দুর্নিদেশাঃ—অবাঞ্ছিত আদেশ; তেষাম্—তাদের; জাতা—উৎপন্ন; ময়ি—আমাতে; ন—না; করুণা—করুণা; ন—না; ত্রপা—লজ্জা; ন—না; উপশান্তিঃ—বিরতির ইচ্ছা; উৎসৃজ্য—ত্যাগ করে; এতান্—এই সকল; অথ—এখন থেকে, এই সঙ্গে; যদুপতে—হে যদুপতি; সাম্প্রতম্—সম্প্রতি; লব্ধ-বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি লাভ করে; ত্বাম্—তোমার কাছে; আয়াতঃ—এসেছি; শরণম্—আশ্রয়স্বরূপ; অভয়ম্—অভয়; মাম্—আমাকে; নিযুঙ্ক্ষ্ব—নিযুক্ত করুন; আত্ম-দাস্যে—আপনার ব্যক্তিগত সেবায়।

হে ভগবান! আমার কামনা-বাসনার অবাঞ্ছিত আদেশের কোন শেষ নেই। যদিও আমি তাদের অনেক সেবা করেছি, কিন্তু তারা আমাকে কোনই করুণা প্রদর্শন করেনি। তাদের সেবা করে আমি কখনও লজ্জিত হইনি। তাদের ত্যাগ করার বাসনাও আমি কখনও করিনি। হে প্রভু! হে যদুপতি! সম্প্রতি আমার বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে এবং আমি তাদের ত্যাগ করেছি। চিন্ময় বুদ্ধির ফলে আমি এখন এই সব বাসনার অবাঞ্ছিত আদেশ অমান্য করছি। এখন আমি আপনার অভয়চরণে শরণ নিতে এসেছি। অনুগ্রহ করে আপনার ব্যক্তিগত সেবায় আমাকে নিযুক্ত করুন। আমাকে উদ্ধার করুন।

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্ ।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

(বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীশ্রীগুর্বষ্টক ১)

সংসার—জড় সংসার চক্র; দাবানল—দাবাগ্নি; লীঢ়—ক্লিষ্ট; লোক—মানুষ; ত্রাণায়—ত্রাণ করার জন্য; কারুণ্য—করুণার; ঘনাঘনত্বম্—মেঘের মতো গুণ; প্রাপ্তস্য—যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন; কল্যাণ—কল্যাণ; গুণ—গুণসমূহের; অর্ণবস্য—সমুদ্রের; বন্দে—বন্দনা করি; গুরোঃ—শ্রীগুরুদেবকে; শ্রী—কল্যাণময়; চরণারবিন্দম্—চরণপদ্মকে।

সংসার-দাবানল-সন্তপ্ত লোকসকলের পরিত্রাণের জন্য, যে কারুণ্য-বারিবাহ তরলত্ব প্রাপ্ত হয়ে কৃপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণ গুণনিধি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

'কাম' কৃষ্ণ-কর্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধু-সঙ্গে হরিকথা ।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর, অন্য অভিলাষ ছাড়ি)

আমার কর্মফল কৃষ্ণকে নিবেদন করার মাধ্যমে আমি কামকে নিযুক্ত করব। ভক্তবিদ্বেষীদের প্রতি আমার ক্রোধ প্রদর্শন করব। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করার জন্য আমি আমার লোভকে নিযুক্ত করব। এই মুহূর্তে আমি আমার আরাধ্য ভগবানকে লাভ করতে পারলাম না—এই চিন্তায় আমি মোহগ্রস্ত হব। শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনের মধ্যেই আমার মত্ততা প্রকাশিত হবে। এভাবেই এদের সকলকে আমি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করব।

দ্রষ্টব্য : শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেন যে, কৃষ্ণভক্ত উক্ত পাঁচটি রিপুকে ঠিক বর্জন করেন না, বরং উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে সেগুলিকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। তবে মাৎসর্যকে পূর্ণরূপেই ত্যাগ করতে হবে।

হয় 'মায়াদাস' করে নানা অভিলাষ

(বাংলা গান)

মায়ার দাস হয়ে জীব নানা রকমের জড় অভিলাষে অভিভূত হয়ে পড়ে।

চোখে যদি লাগে ভালো, কেন না মনে?

(বাংলা গান)

চোখে যা ভাল লাগে, মনেও তা ভাল লাগে।

অথবা

আমার চোখ যদি তা পছন্দ করে, ভোগ করতে দোষ কি?

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥

(গীতা ৭/২৭)

ইচ্ছা—বাসনা; দ্বেষ—দ্বেষ; সমুত্থেন—উদ্ভূত; দ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্ব; মোহেন—মোহের দ্বারা; ভারত—হে ভারত; সর্ব—সমস্ত; ভূতানি—জীবসমূহ; সম্মোহম্—মোহাচ্ছন্ন; সর্গে—সৃষ্টির সময়ে; যান্তি—প্রাপ্ত হয়; পরন্তপ—হে শত্রু নিপাতকারী।

হে ভারত! হে পরন্তপ! ইচ্ছা ও দ্বেষ থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সমস্ত জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥

(গীতা ৭/১৩)

ত্রিভিঃ—তিন; গুণময়ৈঃ—গুণের দ্বারা; ভাবৈঃ—ভাবের দ্বারা; এভিঃ—এই; সর্বম্—সমগ্র; ইদম্—এই; জগৎ—জগৎ; মোহিতম্—মোহিত; ন অভিজানাতি—জানতে পারে না; মাম্—আমাকে; এভ্যঃ—এই সকলের অতীত; পরম্—পরম; অব্যয়ম্—অব্যয়।

(সত্ত্ব, রজ ও তম) তিনটি গুণের দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে সমগ্র জগৎ এই সমস্ত গুণের অতীত ও অব্যয় আমাকে জানতে পারে না।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

(গীতা ৩/২৭)

প্রকৃতেঃ—জড়া প্রকৃতির; ক্রিয়মাণানি—ক্রিয়মাণ; গুণৈঃ—গুণের দ্বারা; কর্মাণি—সমস্ত কর্ম; সর্বশঃ—সর্বপ্রকার; অহঙ্কার-বিমূঢ়—অহঙ্কারের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন; আত্মা—আত্মা; কর্তা—কর্তা; অহম্—আমি; ইতি—এভাবেই; মন্যতে—মনে করে।

অহঙ্কারে মোহাচ্ছন্ন জীব জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে-ভাব উদয় ॥

(প্রেমবিবর্ত)

জীব যখন মায়াগ্রস্ত হয়, তখন তার অবস্থা ঠিক যেন পিশাচীর আক্রমণগ্রস্ত একজন ব্যক্তির মতো।

জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে ॥

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, অরুণোদয় কীর্তন ২)

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ডেকে বলছেন, "হে ঘুমন্ত জীবসকল! ওঠ, জেগে ওঠ। মায়া পিশাচীর কোলে অনেক ঘুমিয়েছ। আর কত ঘুমাবে?

আত্মবৎ মন্যতে জগৎ

(অজ্ঞাত উৎস)

আত্মবৎ—নিজের মতো; মন্যতে—মনে কর; জগৎ—সমস্ত জগতকে।

জড়-জাগতিক জীবনে প্রত্যেকেই মনে করে যে, অন্যদের অবস্থাও তার মতোই।

অথবা

মানুষ মনে করে সকলেই বুঝি তার মতো চিন্তা করে।

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥

(শিক্ষাষ্টক-৫)

অয়ি—হে প্রভু; নন্দতনুজ—নন্দ মহারাজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ; কিঙ্করম্—দাস; পতিতম্—পতিত; মাম্—আমাকে; বিষমে—বিষম; ভব-অম্বুধৌ—অজ্ঞানের সমুদ্রে; কৃপয়া—অহৈতুকী কৃপায়; তব—তোমার; পাদ-পঙ্কজ—চরণকমল; স্থিত—অবস্থিত; ধূলি-সদৃশ—ধূলিকণা সদৃশ; বিচিন্তয়—অনুগ্রহ করে বিবেচনা কর।

ওহে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর (দাস) হয়েও স্বকর্ম-বিপাকে বিষম ভব-সমুদ্রে পড়েছি। তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ রূপে চিন্তা কর।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥

(গীতা ২/১৬)

ন—না; অসতঃ—অনিত্য বস্তুর; বিদ্যতে—হয়; ভাবঃ—স্থায়িত্ব; ন—না; অভাবঃ—বিনাশ; বিদ্যতে—হয়; সতঃ—নিত্য বস্তুর; উভয়োঃ—উভয়ের; অপি—যথার্থই; দৃষ্টঃ—দর্শন করে; অন্তঃ—সিদ্ধান্ত; তু—কিন্তু; অনয়োঃ—তাদের; তত্ত্ব—সত্য; দর্শিভিঃ—দ্রষ্টাদের দ্বারা।

যাঁরা তত্ত্বদ্রষ্টা তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, অনিত্য জড় বস্তুর স্থায়িত্ব নেই এবং নিত্য বস্তু আত্মার কখনও বিনাশ হয় না। তাঁরা উভয় প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥

(ভাগবত ২/৯/৩৪)

ঋতে—ব্যতীত; অর্থম্—অর্থ; যৎ—যা; প্রতীয়েত—প্রতীয়মান হয়; ন—না; প্রতীয়েত—প্রতীয়মান হয়; চ—অবশ্যই; আত্মনি—আমার সম্পর্কে সম্পর্কিত; তৎ—সেই; বিদ্যাৎ—তোমার অবশ্যই জানা উচিত; আত্মনঃ—আমার; মায়াম্—মায়াশক্তি; যথা—ঠিক যেমন; আভাসঃ—আভাস; যথা—ঠিক যেমন; তমঃ—অন্ধকার।

আমি ব্যতীত যা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, তা হচ্ছে আমার মায়াশক্তি, কেন না আমি ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এটি ঠিক প্রতীয়মান প্রকৃত আলোকের প্রতিফলনের মতো, কেন না আলোকে ছায়াও নেই, প্রতিবিম্বও নেই।

(ব্রহ্মার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে ।
অপশ্যৎপুরুষং পূর্ণং মায়াং চ তদপাশ্রয়ম্ ॥

(ভাগবত ১/৭/৪)

ভক্তি—ভগবানের প্রেমময়ী সেবা; যোগেন—যুক্ত হওয়ার পন্থার দ্বারা; মনসি—মনে; সম্যক্—পূর্ণরূপে; প্রণিহিতে—যুক্ত; অমলে—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; অপশ্যৎ—দর্শন করেছিলেন; পুরুষম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; পূর্ণম্—পূর্ণ; মায়াম্—শক্তি; চ—ও; তৎ—তাঁর; অপাশ্রয়ম্—সম্পূর্ণরূপে বশীভূত।

এভাবেই তাঁর মনকে একাগ্র করে জড় কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে তিনি যখন পূর্ণরূপে ভক্তিযোগে যুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর মায়াশক্তি সহ দর্শন করেছিলেন, যে মায়া পূর্ণরূপে তাঁর বশীভূত ছিল।

(সূত গোস্বামী)

অজাগলস্তন-ন্যায়

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪/৯৩)

ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য সাধনা অজাগল স্তনের মতো।

(বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্যান্য সমস্ত সাধনপন্থা ত্যাগ করে শুধু ভক্তিকেই অবলম্বন করেন।)

(সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)

দ্রষ্টব্য ঃ উভয় প্রকৃতি বা ভক্তিবিহীন আত্ম-উপলব্ধির পন্থাসমূহকে কিভাবে স্বতন্ত্র কারণ বলে মনে হয়, তা বুঝাতে এই দৃষ্টান্তটি ব্যবহার করা হয়।

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ ।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতং চাভিপদ্যতে ॥

(ভাগবত ১/৭/৫)

যয়া—যার দ্বারা; সম্মোহিতঃ—সম্মোহিত; জীবঃ—জীব; আত্মানম্—আত্মা; ত্রিগুণাত্মকম্—প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বদ্ধ, অথবা জড় পদার্থ; পরঃ—পরা; অপি—সত্ত্বেও; মনুতে—বিনা বিচারে শিকার করে নেওয়া; অনর্থম্—অনর্থ; তৎ—তার দ্বারা; কৃতম্ চ—প্রতিক্রিয়া; অভিপদ্যতে—ভোগ করা হয়।

এই বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে জড়া প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করে এবং তার ফলে জড় জগতের দুঃখ-ভোগ করে।

(সূত গোস্বামী)

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্ ।
শেষাঃ স্থাবরমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্ ॥

(মহাভারত, বনপর্ব, ৩১৩/১১৬)

অহনি অহনি—প্রতিদিন; ভূতানি—অসংখ্য জীব; গচ্ছন্তি—গমন করে; ইহ—ইহ জগতে; যমালয়ম্—যমালয়ে; শেষাঃ—যারা অবশিষ্ট রয়েছে; স্থাবরম্—স্থায়ী অবস্থা; ইচ্ছন্তি—ইচ্ছা করে; কিম্—কি; আশ্চর্যম্—আশ্চর্যজনক; অতঃ পরম্—এর থেকে অধিক।

প্রতিদিন শত সহস্র লক্ষ জীব যমালয়ে গমন করে। তবুও, যারা এখনও অবশিষ্ট রয়েছে তারা এখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে চায়। এর থেকে আশ্চর্যজনক বিষয় আর কি হতে পারে?

(ছদ্মবেশী যমরাজ যখন প্রশ্ন করেন, জগতের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়টি কি, যুধিষ্ঠির মহারাজ তখন এই উত্তর দিয়েছিলেন।)

দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীল প্রভুপাদ একে 'অষ্টম আশ্চর্য' বলেছেন।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

(গীতা ৭/১৪)

দৈবী—অলৌকিকী; হি—অবশ্যই; এষা—এই; গুণময়ী—ত্রিগুণময়ী; মম—আমার; মায়া—বহিরঙ্গা শক্তি; দুরত্যয়া—দুরতিক্রমা; মাম্—আমাতে; এব—অবশ্যই; যে—যাঁরা; প্রপদ্যন্তে—শরণাগত হন; মায়াম্—মায়াশক্তিকে; এতাম্—এই; তরন্তি—উত্তীর্ণ হন; তে—তাঁরা।

আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাঁরা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪৪)

সৃষ্টি—সৃষ্টি; স্থিতি—সংরক্ষণ; প্রলয়—প্রলয়; সাধন—সাধনকারী; শক্তিঃ—শক্তি; একা—এক; ছায়া—ছায়া; ইব—মতো; যস্য—যাঁর; ভুবনানি—জড় জগৎ; বিভর্তি—পালন করেন; দুর্গা—দুর্গাদেবী; ইচ্ছা—ইচ্ছা; অনুরূপম্—অনুরূপ; অপি—নিশ্চিতরূপে; যস্য—যাঁর; চ—এবং; চেষ্টতে—স্বয়ং আচরণ করেন; সা—তিনি; গোবিন্দম্—গোবিন্দকে; আদিপুরুষম্—আদিপুরুষ; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

স্বরূপশক্তি বা চিৎ-শক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁর ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

(গীতা ২/৪৪)

ভোগ—জড় সুখভোগে; ঐশ্বর্য—ঐশ্বর্যে; প্রসক্তানাম্—যারা গভীরভাবে আসক্ত; তয়া—তাদের দ্বারা; অপহৃতচেতসাম্—বিমূঢ়চিত্ত; ব্যবসায়াত্মিকা—দৃঢ়চিত্ত, নিশ্চয়াত্মিকা; বুদ্ধিঃ—ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবা; সমাধৌ—সংযত চিত্ত; ন—না; বিধীয়তে—হয় না।

যারা ভোগ ও ঐশ্বর্যসুখে একান্ত আসক্ত, সেই সমস্ত বিবেক-বর্জিত মূঢ় ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ হয় না।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে ।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥

(গীতা ২/৬২)

ধ্যায়তঃ—ধ্যান করতে করতে; বিষয়ান্—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; পুংসঃ—মানুষের; সঙ্গঃ—আসক্তি; তেষু—ইন্দ্রিয়-বিষয়ে; উপজায়তে—উৎপন্ন হয়; সঙ্গাৎ—আসক্তি থেকে; সঞ্জায়তে—সঞ্জাত হয়; কামঃ—কাম; কামাৎ—কাম থেকে; ক্রোধঃ—ক্রোধ; অভিজায়তে—জন্মায়।

ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে মানুষের আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে কামনার উদয় হয় এবং কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

(গীতা ২/৬৩)

ক্রোধাৎ—ক্রোধ থেকে; ভবতি—হয়; সম্মোহঃ—পূর্ণ মোহ; সম্মোহাৎ—সম্মোহ থেকে; স্মৃতি—স্মৃতির; বিভ্রমঃ—বিভ্রান্তি; স্মৃতিভ্রংশাৎ—স্মৃতিভ্রংশ হওয়ার ফলে; বুদ্ধিনাশঃ—সৎ-অসৎ বিচারবুদ্ধির বিনাশ; বুদ্ধিনাশাৎ—বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে; প্রণশ্যতি—অধঃপতিত হয়।

ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে সর্বনাশ হয়। অর্থাৎ মানুষ পুনরায় জড় জগতের অন্ধকূপে অধঃপতিত হয়।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে ।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥

(গীতা ২/৬৭)

ইন্দ্রিয়াণাম্—ইন্দ্রিয়সমূহের; হি—নিশ্চিতভাবে; চরতাম্—বিচরণকালে; যৎ—যার দ্বারা; মনঃ—মন; অনুবিধীয়তে—সদা অনুসরণ করে; তৎ—তা; অস্য—তার; হরতি—হরণ করে; প্রজ্ঞাম্—বুদ্ধিকে; বায়ুঃ—বায়ু; নাবম্—নৌকা; ইব—মতো; অম্ভসি—জলে।

প্রতিকূল বায়ু নৌকাকে যেমন অস্থির করে, তেমনই সদা বিচরণকারী যে কোন একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণেও মন অসংযত ব্যক্তির প্রজ্ঞাকে হরণ করতে পারে।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥

(গীতা ৩/৩৭)

কামঃ—কাম; এষঃ—এই; ক্রোধঃ—ক্রোধ; এষঃ—এই; রজোগুণ—রজোগুণ; সমুদ্ভবঃ—উদ্ভূত হয়; মহাশনঃ—সর্বগ্রাসী; মহাপাপ্মা—অত্যন্ত পাপী; বিদ্ধি—জেনো; এনম্—একে; ইহ—এই জড় জগতে; বৈরিণম্—প্রধান শত্রু।

রজোগুণ থেকে সমুদ্ভূত কামই মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী ও পাপাত্মক; কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥

(গীতা ৩/৪২)

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; পরাণি—শ্রেয়; আহুঃ—বলা হয়; ইন্দ্রিয়েভ্যঃ—ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা; পরম্—শ্রেয়; মনঃ—মন; মনসঃ—মনের থেকে; তু—ও; পরা—শ্রেয়; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; যঃ—যিনি; বুদ্ধেঃ—বুদ্ধির থেকে; পরতঃ—শ্রেয়; তু—কিন্তু; সঃ—তিনি।

স্থূল জড় পদার্থের থেকে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেয়; ইন্দ্রিয়ের থেকে মন শ্রেয়; মন থেকে বুদ্ধি শ্রেয়; আর তিনি (আত্মা) সেই বুদ্ধি থেকেও শ্রেয়।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥

(গীতা ৫/২২)

যে—যারা; হি—অবশ্যই; সংস্পর্শজাঃ—জড় ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জনিত; ভোগাঃ—ভোগসমূহ; দুঃখ—দুঃখ; যোনয়ঃ—কারণ; এব—অবশ্যই; তে—তারা; আদি—আদি; অন্তবন্তঃ—অন্তবিশিষ্ট; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; ন—না; তেষু—তাতে; রমতে—প্রীতি লাভ করেন; বুধঃ—বিবেকী ব্যক্তি।

বিবেকবান পুরুষ দুঃখের কারণ যে ইন্দ্রিয়জাত বিষয়ভোগ তাতে আসক্ত হন না। হে কৌন্তেয়! এই ধরনের সুখভোগ আদি ও অন্তবিশিষ্ট। তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাতে প্রীতি লাভ করেন না।

তস্যৈব হেতোঃ প্রয়তেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্যধঃ ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্বত্র গভীররংহসা ॥

(ভাগবত ১/৫/১৮)

তস্য—সেই হেতু; এব—কেবল; হেতোঃ—কারণ; প্রয়তেত—প্রয়াস করা উচিত; কোবিদঃ—আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন মানুষ; ন—না; লভ্যতে—লাভ করতে পারে; যৎ—যা; ভ্রমতাম্—ভ্রমণ করতে করতে; উপরি অধঃ—উপর থেকে নিচ পর্যন্ত; তৎ—তা; লভ্যতে—লাভ করতে পারে; দুঃখবৎ—দুঃখের মতো; অন্যতঃ—পূর্ব কর্মের ফল; সুখম—ইন্দ্রিয়সুখ; কালেন—কালের প্রভাবে; সর্বত্র—সর্বত্র; গভীর—সূক্ষ্ম; রংহসা—প্রগতি।

যে সমস্ত মানুষ যথার্থই বুদ্ধিমান এবং পরমার্থ বিষয়ে উৎসাহী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়াস করা, যা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক (ব্রহ্মলোক) থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক (পাতাল লোক) পর্যন্ত ভ্রমণ করেও লাভ করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ যে জড় সুখ, তা কালের প্রভাবে আপনা থেকেই লাভ হয়, ঠিক যেমন আকাঙ্ক্ষা না করলেও কালক্রমে আমরা দুঃখভোগ করে থাকি।

(ব্যাসদেবের প্রতি নারদ মুনির নির্দেশ)

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্ ।
সর্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্যথা দুঃখমযত্নতঃ ॥

(ভাগবত ৭/৬/৩)

সুখম্—সুখ; ঐন্দ্রিয়কম্—জড় ইন্দ্রিয়জাত; দৈত্যাঃ—হে আমার দৈত্য বন্ধুগণ; দেহযোগেন—বিশেষ রকমের জড় দেহ ধারণ করার ফলে; দেহিনাম্—সমস্ত দেহধারী জীবের; সর্বত্র—সর্বত্র (যে কোন যোনিতে); লভ্যতে—লাভ করা যায়; দৈবাৎ—দেবতাদের ব্যবস্থাপনায়; যথা—যেমন; দুঃখম্—দুঃখ; অযত্নতঃ—বিনা যত্নে।

হে আমার দৈত্যবন্ধুগণ! বিভিন্ন প্রকার দেহের মাধ্যমে যে ইন্দ্রিয়জাত সুখ, তা পূর্ব কর্মফল অনুসারে যে কোন জীবদেহেই লাভ করা যায়। বিনা চেষ্টাতেই সেই দেহসুখ লাভ করা যায়, ঠিক যেমন বিনা চেষ্টাতেই আমরা দুঃখ লাভ করি।

★★★

অভক্ত

গৃহমেধী

অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নিমন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥

(পদ্ম পুরাণ)

অর্চ্যে—অর্চনীয়; বিষ্ণৌ—বিষ্ণু বিগ্রহ; শিলাধীঃ—তাঁকে শুধু পাথর বলে মনে করা; গুরুষু—গুরুকে; নরমতিঃ—শুধু সাধারণ মানুষ বলে মনে করা; বৈষ্ণবে—বৈষ্ণব ভক্তকে; জাতিবুদ্ধিঃ—তাঁকে কোন বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা; বিষ্ণোঃ—শ্রীবিষ্ণুর; বা—অথবা; বৈষ্ণবানাম্—বৈষ্ণব ভক্তদের; কলি—সবচেয়ে মন্দ; মল—ময়লা; মথনে—মন্থন করা; পাদ-তীর্থে—চরণজলে, চরণামৃত বা গঙ্গাজলে; অম্বু-বুদ্ধিঃ—সাধারণ জল বলে মনে করা; শ্রীবিষ্ণোঃ—পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর; নাম্নি—পবিত্র নামে; মন্ত্রে—মন্ত্রে; সকল-কলুষ-

হে—সকল কলুষ হরণকারী; শব্দে—সাধারণ জাগতিক শব্দ; সামান্যবুদ্ধিঃ—সমতুল্য বলে মনে করা; বিষ্ণৌ—শ্রীবিষ্ণুকে; সর্ব-ঈশ্বর-ঈশে—সমস্ত নিয়ন্তার নিয়ন্তা; তৎ-ইতর-সম-ধীঃ—অন্য সব কিছুই তাঁর সমান—এই ভাবনা; যস্য—যার; বা—অথবা; নারকী—একজন নরকবাসী; সঃ—সে।

যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে পাথর, কাঠ বা ধাতু-নির্মিত বলে মনে করে, ভগবানের নিত্য পার্ষদ শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মরণশীল মানুষ বলে গণ্য করে, বৈষ্ণব ভক্তকে কোন বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে, কিংবা কলিযুগের সমস্ত কলুষ নাশ করতে সক্ষম বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের চরণধৌত জলকে সাধারণ জল বলে মনে করে, সকল কলুষ হরণকারী ভগবানের পবিত্র নাম বা ভগবান সম্বন্ধীয় মন্ত্রকে সাধারণ শব্দের সমতুল্য বলে মনে করে এবং সর্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে দেবতাদের সমকক্ষ বলে মনে করে, সেই ব্যক্তি নারকীয় বুদ্ধির অধিকারী। যে ব্যক্তি এভাবেই চিন্তা করে, সে নিঃসন্দেহে নরকের বাসিন্দা।

পাথর পুজে হরি মিলে তো মে পুজু পাহাড়

(হিন্দী কবিতা)

পাথর—পাথর; পুজে—পূজা করে; হরি—হরি; মিলে—পাওয়া যায়; তো—তা হলে; মে—আমি; পুজু—পূজা করব; পাহাড়—পাহাড়।

পাথর (শালগ্রাম) পূজা করলেই যদি হরিকে পাওয়া যেত, তা হলে আমি পাহাড়ের (সবচেয়ে বড় পাথর) পূজা করতাম।

(বিগ্রহ পূজার সমালোচনা করে সুফি কবি কবীরের উক্তি)

নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে ।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥

(ভাগবত ৩/২৩/৫৬)

ন—না; ইহ—এখানে; যৎ—যা; কর্ম—কর্ম; ধর্মায়—ধর্মীয় জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য; ন—না; বিরাগায়—বিরক্তির জন্য; কল্পতে—নিয়ে যায়; ন—না; তীর্থ-পদ—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; সেবায়ৈ—প্রেমময়ী সেবার জন্য; জীবন্—জীবিত; অপি—সত্ত্বেও; মৃতঃ—মৃত; হি—নিশ্চয়ই; সঃ—তিনি।

যে ব্যক্তির কর্ম তাকে ধর্মাভিমুখী করে না, যার ধর্ম অনুষ্ঠান জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্তি উৎপাদন করে না এবং যার বৈরাগ্য পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় পর্যবসিত হয় না, সেই ব্যক্তি জীবিত হলেও মৃত।

(ভগবান কপিলদেবের প্রতি দেবহূতি)

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥

(হরিভক্তিসুধোদয় ৩/১১/১২)

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য—ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তি; জাতিঃ—উচ্চ কুলে জন্ম; শাস্ত্রম্—শাস্ত্রজ্ঞান; জপঃ—জপ; তপঃ—তপশ্চর্যা; অপ্রাণস্য—মৃত; ইব—মতন; দেহস্য—দেহের; মণ্ডনম্—অলঙ্কৃত করা; লোকরঞ্জনম্—সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন মাত্র।

ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির উচ্চকুলে জন্ম, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপ, মৃতদেহের অলঙ্কারের মতো কোন কাজেরই নয়, কেবল লোকরঞ্জন মাত্র।

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥

(ভাগবত ২/১/২)

শ্রোতব্যাদীনি—শ্রবণীয় বিষয়সমূহ; রাজেন্দ্র—হে রাজশ্রেষ্ঠ; নৃণাম্—মানব সমাজের; সন্তি—বর্তমান; সহস্রশঃ—হাজার হাজার; অপশ্যতাম্—অন্ধের; আত্মতত্ত্বম্—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান; গৃহেষু—গৃহেতে; গৃহমেধিনাম্—জড় বিষয়াসক্ত গৃহব্রতীদের।

হে রাজশ্রেষ্ঠ! আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান আলোচনায় উদাসীন, বিষয়াসক্ত গৃহমেধীদের অসংখ্য শ্রবণীয়, কীর্তনীয় ও স্মরণীয় বিষয়সমূহ আছে।

(শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥

(ভাগবত ২/১/৩)

নিদ্রয়া—নিদ্রামগ্ন হয়ে; হ্রিয়তে—অপব্যয় করে; নক্তম্—রাত্রি; ব্যবায়েন—রতিক্রিয়া; চ—ও; বা—অথবা; বয়ঃ—আয়ু; দিবা—দিন; চ—এবং; অর্থে—অর্থনৈতিক; ঈহয়া—উন্নতি সাধনের জন্য; রাজন্—হে রাজন; কুটুম্ব—আত্মীয়স্বজন; ভরণেন—প্রতিপালনে; বা—অথবা।

এই প্রকার মাৎসর্য পরায়ণ গৃহমেধীরা নিদ্রামগ্ন হয়ে অথবা রতিক্রিয়ায় তাদের রাত্রি অতিবাহিত করে এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিপালনের জন্য অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় দিবাভাগের অপচয় করে।

(শুকদেব গোস্বামী)

দেহাপত্যকলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি ।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥

(ভাগবত ২/১/৪)

দেহ—শরীর; অপত্য—পুত্র-কন্যা; কলত্র—পত্নী; আদিষু—এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু; আত্ম—নিজের; সৈন্যেষু—সৈন্যরা; অসৎসু—অনিত্য বা পতনশীল; অপি—

সত্ত্বেও; তেষাম্—তাদের; প্রমত্তঃ—অত্যন্ত আসক্ত; নিধনম্—বিনাশ; পশ্যন্—অভিজ্ঞতা লাভ করে; অপি—সত্ত্বেও; ন—না; পশ্যতি—দর্শন করে।

আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান রহিত ব্যক্তিরা দেহ, পুত্র, পত্নী আদি অনিত্য সৈন্যদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে জীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলি সাধনের কোন চেষ্টা করে না। এই সমস্ত বিষয়ের অনিত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা তাদের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ দর্শন করে না।

শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ
সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।
ন যৎ কর্ণ পথোপেতো
জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥

(ভাগবত ২/৩/১৯)

শ্ব—কুকুর; বিট্-বরাহ—বিষ্ঠাভোজী গ্রাম্য শূকর; উষ্ট্র—উট; খরৈঃ—গর্দভদের দ্বারা; সংস্তুতঃ—পূর্ণরূপে প্রশংসিত; পুরুষ—ব্যক্তি; পশুঃ—পশু; ন—কখনও না; যৎ—যার; কর্ণ—কান; পথ—পথ; উপেতঃ—আগত; জাতু—কোন সময়; নাম—দিব্যনাম; গদাগ্রজঃ—সমস্ত অশুভ থেকে উদ্ধারকারী শ্রীকৃষ্ণ।

কুকুর, শূকর, উট ও গর্দভের মতো মানুষেরা তাদেরই প্রশংসা করে, যারা সমস্ত অশুভ থেকে উদ্ধারকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ কখনও শ্রবণ করে না।

(শ্রীশুকদেব গোস্বামী)

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য ।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥

(ভাগবত ২/৩/২০)

বিলে—সর্পের গর্ত; বত—মতো; উরুক্রম—পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর কার্যকলাপ অদ্ভুত; বিক্রমান্—শৌর্য; যে—এই সমস্ত; ন—কখনই না; শৃণ্বতঃ—শ্রবণ করেছে; কর্ণপুটে—কর্ণরন্ধ্রে; নরস্য—মানুষের; জিহ্বা—জিভ; অসতী—অর্থহীন; দার্দুরিকা—ভেকের; ইব—সদৃশ; সূত—হে সূত গোস্বামী; ন—কখনই না; চ—ও; উপগায়তি—উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে; উরুগায়—গান করার উপযুক্ত; গাথাঃ—গীত।

যে ব্যক্তি ভগবানের শৌর্য ও অদ্ভুত কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করেনি এবং ভগবানের গুণগাথা কীর্তন করেনি, তার কর্ণরন্ধ্র সর্পের গর্তের মতো এবং তার জিহ্বা ভেকের জিহ্বার মতো।

এ-ও ত' এক কলির চেলা ।
মাথা নেড়া, কপ্নি পরা, তিলক নাকে, গলায় মালা ।
সহজ-ভজন করছেন মামু, সঙ্গে ল'য়ে পরের বালা ॥

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

এ-ও তো একজন কলির প্রতিনিধি। সে মাথা নেড়া করেছে (এবং বৈষ্ণব ত্যাগীর মতো বেশ ধারণ করেছে)। কৌপীন পরিহিত হয়ে, নাকে তিলক ধারণ করে এবং গলায় কণ্ঠিমালা পরে সে খুব সহজভাবে কৃষ্ণভজন করছে। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য শুধু পরস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে অবৈধ জীবন যাপন করা।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

(গীতা ৭/১৫)

ন—না; মাম্—আমাকে; দুষ্কৃতিনঃ—দুষ্কৃতকারী; মূঢ়াঃ—মূঢ়; প্রপদ্যন্তে—শরণাগত হয়; নরাধমাঃ—নিকৃষ্ট নরগণ; মায়য়া—মায়ার দ্বারা; অপহৃত—অপহৃত; জ্ঞানাঃ—যাদের জ্ঞান; আসুরম্—আসুরিক; ভাবম্—স্বভাব; আশ্রিতাঃ—আশ্রয় করে।

মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥

(গীতা ৭/২৪)

অব্যক্তম্—অব্যক্ত; ব্যক্তিম্—ব্যক্তিত্ব; আপন্নম্—প্রাপ্ত; মন্যন্তে—মনে করে; মাম্—আমাকে; অবুদ্ধয়ঃ—বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ; পরম্—পরম; ভাবম্—ভাব; অজানন্তঃ—না জেনে; মম—আমার; অব্যয়ম্—অব্যয়; অনুত্তমম্—সর্বোত্তম।

বুদ্ধিহীন মানুষেরা, যারা আমাকে জানে না, মনে করে যে, আমি পূর্বে অব্যক্ত নির্বিশেষ ছিলাম, এখন ব্যক্তিত্ব পরিগ্রহ করেছি। তাদের অজ্ঞতার ফলে তারা আমার অব্যয় ও সর্বোত্তম পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয়।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥

(গীতা ৭/২৫)

ন—না; অহম্—আমি; প্রকাশঃ—প্রকাশিত; সর্বস্য—সকলের কাছে; যোগমায়া—অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; সমাবৃতঃ—আবৃত; মূঢ়ঃ—মূঢ়; অয়ম্—এই; ন—না; অভিজানাতি—জানতে পারে; লোকঃ—ব্যক্তিরা; মাম্—আমাকে; অজম্—জন্মরহিত; অব্যয়ম্—অব্যয়।

আমি মূঢ় ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি। তাই, তারা আমার অজ ও অব্যয় স্বরূপকে জানতে পারে না।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

(গীতা ৯/১১)

অবজানন্তি—অবজ্ঞা করে; মাম্—আমাকে; মূঢ়াঃ—মূর্খ ব্যক্তিরা; মানুষীম—মনুষ্যরূপে; তনুম্—দেহ; আশ্রিতম্—ধারণ করে; পরম্—পরম; ভাবম্—তত্ত্ব; অজানন্তঃ—না জেনে; মম—আমার; ভূত—সব কিছুর; মহেশ্বরম্—পরম ঈশ্বর।

আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥

(গীতা ৯/১২)

মোঘাশাঃ—ব্যর্থ আশা; মোঘকর্মাণঃ—নিষ্ফল কর্ম; মোঘজ্ঞানাঃ—বিফল জ্ঞান; বিচেতসঃ—মোহাচ্ছন্ন; রাক্ষসীম্—রাক্ষসী; আসুরীম্—আসুরী; চ—এবং; এব—অবশ্যই; প্রকৃতিম্—প্রকৃতি; মোহিনীম্—মোহকারী; শ্রিতাঃ—আশ্রয় গ্রহণ করে।

এভাবেই যারা মোহাচ্ছন্ন হয়েছে, তারা রাক্ষসী ও আসুরী ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় তাদের মুক্তি লাভের আশা, তাদের সকাম কর্ম এবং জ্ঞানের প্রয়াস সমস্তই ব্যর্থ হয়।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥

(গীতা ১৬/৭)

প্রবৃত্তিম্—ধর্মে প্রবৃত্তি; চ—ও; নিবৃত্তিম্—অধর্ম থেকে নিবৃত্তি; চ—এবং; জনাঃ—ব্যক্তিরা; ন—না; বিদুঃ—জানে; আসুরাঃ—অসুর স্বভাব-বিশিষ্ট; ন—নেই; শৌচম্—শৌচ; ন—নেই; অপি—ও; চ—এবং; আচারঃ—সদাচার; ন—নেই; সত্যম্—সত্যতা; তেষু—তাদের মধ্যে; বিদ্যতে—বিদ্যমান।

অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা ধর্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত এবং অধর্ম বিষয় থেকে নিবৃত্ত হতে জানে না। তাদের মধ্যে শৌচ, সদাচার ও সত্যতা বিদ্যমান নেই।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥

(গীতা ১৬/৮)

অসত্যম্—মিথ্যা; অপ্রতিষ্ঠম্—অবলম্বনশূন্য; তে—তারা; জগৎ—জগৎ; আহুঃ—বলে; অনীশ্বরম্—ঈশ্বরশূন্য; অপরস্পর—পরস্পরের কাম থেকে; সম্ভূতম্—উৎপন্ন; কিমন্যৎ—অন্য কোন কারণ নেই; কাম-হৈতুকম্—কামবশত।

আসুরিক স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলে যে, এই জগৎ মিথ্যা, অবলম্বনহীন ও ঈশ্বর শূন্য। কামবশত এই জগৎ উৎপন্ন হয়েছে এবং কাম ছাড়া আর অন্য কোন কারণ নেই।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥

(গীতা ১৬/৯)

এতাম্—এই প্রকার; দৃষ্টিম্—সিদ্ধান্ত; অবষ্টভ্য—অবলম্বন করে; নষ্টাত্মানঃ—আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানহীন; অল্পবুদ্ধয়ঃ—অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন; প্রভবন্তি—প্রভাব বিস্তার করে; উগ্রকর্মাণঃ—উগ্রকর্মা; ক্ষয়ায়—ধ্বংসের জন্য; জগতঃ—জগতের; অহিতাঃ—অনিষ্টকারী অসুরেরা।

এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানহীন, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, উগ্রকর্মা ও অনিষ্টকারী অসুরেরা জগৎ ধ্বংসকারী কার্যে প্রভাব বিস্তার করে।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

(গীতা ১৬/১৯)

তান্—তাদের; অহম্—আমি; দ্বিষতঃ—বিদ্বেষী; ক্রূরান্—ক্রূর; সংসারেষু—ভবসমুদ্রে; নরাধমান্—নরাধমদের; ক্ষিপামি—নিক্ষেপ করি; অজস্রম্—অনবরত; অশুভান্—অশুভ; আসুরীষু—আসুরী; এব—অবশ্যই; যোনিষু—যোনিতে।

সেই বিদ্বেষী, ক্রূর ও নরাধমদের আমি এই সংসারেই আসুরিক অশুভ যোনিতে অবিরত নিক্ষেপ করি।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥

(গীতা ১৬/২০)

আসুরীম্—আসুরী; যোনিম্—যোনি; আপন্নাঃ—লাভ করে; মূঢ়াঃ—সেই মূঢ়গণ; জন্মনি জন্মনি—জন্মে জন্মে; মাম্—আমাকে; অপ্রাপ্য—না পেয়ে; এব—অবশ্যই; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; ততঃ—তার থেকে; যান্তি—প্রাপ্ত হয়; অধমাম্—অধম; গতিম্—গতি।

হে কৌন্তেয়! জন্মে জন্মে অসুরযোনি প্রাপ্ত হয়ে, সেই মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে লাভ করতে অক্ষম হয়ে তার থেকেও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্মবন্ধ ফাঁস ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর, প্রার্থনা)

সৎসঙ্গ ছেড়ে আমি ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতায় মগ্ন হয়েছি। তাই আমি আমার কর্মফলের ফাঁসিতে আবদ্ধ হয়ে গেছি।

ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।

(গীতা ১৬/১৪)

ঈশ্বরঃ—প্রভু; অহম্—আমি; অহম্—আমি; ভোগী—ভোক্তা; সিদ্ধঃ—সিদ্ধ; অহম্—আমি; বলবান্—শক্তিশালী; সুখী—সুখী।

আমিই ঈশ্বর, আমি ভোক্তা। আমিই সিদ্ধ, বলবান ও সুখী।

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তামিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥

(ভাগবত ৭/৫/৩০)

মতিঃ—মতি; ন—কখনই না; কৃষ্ণে—শ্রীকৃষ্ণে; পরতঃ—অন্যের উপদেশে; স্বতঃ—নিজের উপলব্ধিতে; বা—অথবা; মিথঃ—উভয়পক্ষের সংযুক্ত প্রচেষ্টায়; অভিপদ্যেত—বিকশিত হয়; গৃহব্রতানাম্—গৃহ এবং দেহসুখের প্রতি অত্যধিক আসক্ত ব্যক্তিরা; অদান্ত—অসংযত; গোভিঃ—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; বিশতাম্—প্রবেশ করে; তামিস্রম্—নারকীয় জীবনে; পুনঃ—পুনরায়; পুনঃ—পুনরায়; চর্বিত—যা ইতিমধ্যেই চর্বিত হয়েছে; চর্বণানাম্—যারা চর্বণ করছে।

ইন্দ্রিয়গুলি অসংযত হওয়ার ফলে, জড় ভোগে অত্যধিক আসক্ত ব্যক্তিরা নারকীয় জীবনের পথে এগিয়ে যায় এবং পুনঃপুনঃ চর্বিত বস্তুর চর্বণ করে। অন্যের উপদেশে বা নিজের চেষ্টায়, কিংবা উভয় পক্ষের সংযুক্ত প্রচেষ্টায়—কোনভাবেই কখনও তাদের শ্রীকৃষ্ণে মতি হয় না। (প্রহ্লাদ মহারাজ)

দিনকা ডাকিনী রাতকা বাঘিনী
পলক পলক লহু চুষে।
দুনিয়া সব বউর হোয়ে
ঘর ঘর বাঘিনী পুজে ॥

(হিন্দী কবি তুলসী দাস)

দিনকা—দিবসের; ডাকিনী—ডাকিনী; রাতকা—রাত্রির; বাঘিনী—বাঘিনী; পলক পলক—প্রতি মুহূর্তে; লহু—রক্ত; চুষে—শোষণ করছে; দুনিয়া—জগৎ; সব—সমগ্র; বউর—পাগল; হোয়ে—হয়ে; ঘর ঘর—প্রতি ঘরে; বাঘিনী—বাঘিনী; পুজে—পূজা করে।

ভোগাসক্ত পত্নী দিনের বেলায় একটি ডাকিনীর মতো এবং রাত্রিতে একটি বাঘিনীর মতো—প্রতিমুহূর্তে তার কাজই হচ্ছে কারও না কারও রক্ত শোষণ করা। সমগ্র জগৎ উন্মত্ত হয়ে ঘরে ঘরে এই বাঘিনীর পূজা করছে।

স্বজনাখ্যদস্যুভিঃ

(ভাগবত ৮/২২/৯)

স্বজনাখ্য—স্বজন নামে পরিচিত; দস্যুভিঃ—দস্যুদের দ্বারা।

স্বজন নামে পরিচিত লোকগুলি আসলে দস্যুর মতো। দস্যুরা যেমন বলপূর্বক ধন হরণ করে, স্বজনেরাও দেহসুখ ভোগের জন্য অর্থব্যয় করে। যে ধন দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা যেত, তা তারা হরণ করে। এই স্বজনরূপ দস্যুর কি প্রয়োজন?

(ভগবান বামনদেবের প্রতি বলি মহারাজ)

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

(ভাগবত ১০/৮৪/১৩)

যস্য—যার; আত্ম-বুদ্ধিঃ—আত্মবুদ্ধি; কুণপে—দেহরূপ থলিতে; ত্রিধাতুকে—ত্রিধাতু-বিশিষ্ট (কফ, পিত্ত ও বায়ু); স্ব-ধীঃ—স্বজন বলে মনে করে; কলত্রাদিষু—স্ত্রী আদি আত্মীয়-স্বজনকে; ভৌম—জন্মভূমি; ইজ্য-ধীঃ—পূজ্য বলে মনে করে; যৎ—যার; তীর্থবুদ্ধিঃ—তীর্থ বলে মনে করে; সলিলে—জলে; ন—কখনই না; কর্হিচিৎ—কখনও; জনেষু—ব্যক্তি; অভিজ্ঞেষু—অভিজ্ঞ; সঃ—সে; এব—নিশ্চিতরূপে; গোখরঃ—গরু বা গাধা।

যে ব্যক্তি কফ, পিত্ত ও বায়ু—এই ত্রিধাতু-বিশিষ্ট দেহরূপ থলিটিকে আত্মা বলে মনে করে, স্ত্রী-পুত্রাদিকে স্বজন বলে মনে করে, জন্মভূমিকে পূজ্য বলে মনে করে, তীর্থে গিয়ে তীর্থের জলকেই তীর্থ বলে মনে করে তাতে স্নান করে অথচ তীর্থবাসী অভিজ্ঞ সাধুদের সঙ্গ করে না, সে একটি গরু বা গাধা থেকে কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নয়।

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥

(ভাগবত ৭/৫/৫)

তৎ—তা; সাধু—অতি উত্তম; মন্যে—আমি মনে করি; অসুরবর্য—হে অসুররাজ; দেহিনাম্—জড় দেহ ধারণকারী ব্যক্তিদের; সদা—সব সময়; সমুদ্বিগ্ন—সম্যকরূপে উদ্বিগ্ন; ধিয়াম্—যার বুদ্ধি; অসৎগ্রহাৎ—ক্ষণস্থায়ী দেহ ও দেহ সম্পর্কিত বিষয়কে আমি ও আমার বলে গ্রহণ করার দরুন; হিত্বা—ত্যাগ করে; আত্মপাতম্—যেখানে আত্ম-উপলব্ধি রুদ্ধ হয়; গৃহম্—গৃহস্থজীবন বা দেহাত্মবুদ্ধি; অন্ধকূপম্—জলহীন অন্ধকার কূপ; বনম্—বনে; গতঃ—গিয়ে; যৎ—যা; হরিম্—শ্রীহরিকে; আশ্রয়েত—আশ্রয় নিতে পারে।

হে অসুরশ্রেষ্ঠ রাজা! আমি আমার গুরু থেকে যতদূর শিখেছি, তা হচ্ছে এই যে, এই ক্ষণস্থায়ী দেহ ও গৃহজীবনকে যে ব্যক্তি আমি ও আমার বলে গ্রহণ করে, সে নিশ্চিতরূপে সর্বদা উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় নিমগ্ন থাকে, কারণ সে একটি জলহীন অন্ধকূপে পতিত হয়েছে। তার এই আত্মপাতকারী গৃহ ছেড়ে বনে যাওয়া কর্তব্য। বিশেষত বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে শ্রীহরির চরণকে আশ্রয় করাই তার কর্তব্য। (প্রহ্লাদ মহারাজ)

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ ॥

(পদ্ম পুরাণ)

দ্বৌ—দুই; ভূত—জীবদের; সর্গৌ—প্রকারভেদ; লোকে—জগতে; অস্মিন্—এই; দৈবঃ—দৈব; আসুরঃ—আসুরিক; এব—অবশ্যই; চ—এবং; বিষ্ণু-ভক্তঃ—শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত; স্মৃতঃ—স্মরণ করা হয়; দৈবঃ—দৈব; আসুরঃ—আসুরিক; তৎ-বিপর্যয়ঃ—তার বিপরীত।

এই জগতে দৈব ও অসুর ভেদে দুই প্রকার মানুষ রয়েছে। তাদের মধ্যে এক প্রকার মানুষ দৈব ভাবযুক্ত, আর এক প্রকার মানুষ আসুরিক স্বভাবযুক্ত। বিষ্ণুভক্তেরা সুর এবং যারা বিষ্ণুভক্ত নয়, তারা তার বিপরীত অর্থাৎ অসুর।

সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ ।
মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্যতে ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

সর্পঃ—সাপ; ক্রূরঃ—ভয়ঙ্কর; খলঃ—খলব্যক্তি; ক্রূরঃ—হিংস্র; সর্পাৎ—সাপ থেকে; ক্রূরতরঃ—অধিকতর ভয়ঙ্কর; খলঃ—খল ব্যক্তি; মন্ত্রৌষধি—মন্ত্র ও ঔষধের দ্বারা; বশঃ—সংযত; সর্পঃ—সাপ; খলঃ—দুষ্ট ব্যক্তি; কেন—কিসের দ্বারা; নিবার্যতে—নিবারিত হয়।

সাপ ভয়ঙ্কর, দুষ্টলোকও ভয়ঙ্কর, তবে এই দুয়ের মধ্যে খল বা দুষ্ট ব্যক্তি বিষধর সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর। মন্ত্র ও ওষুধের দ্বারা সাপকে বশীভূত করা যায়। কিন্তু খল ব্যক্তিকে কিভাবে নিবারণ করা যায়?

অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং ।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

(পদ্ম পুরাণ)

অবৈষ্ণব—অবৈষ্ণবের; মুখোদ্গীর্ণম্—মুখ থেকে নির্গত; পূতম্—পবিত্র; হরি—শ্রীহরি; কথামৃতম্—কথারূপ অমৃত; শ্রবণম্—শ্রবণ; ন—না; এব—নিশ্চিতরূপে; কর্তব্যম্—কর্তব্য; সর্প—সাপের; উচ্ছিষ্টম্—উচ্ছিষ্ট; যথা—যেমন; পয়ঃ—দুধ।

অবৈষ্ণবের মুখ থেকে উদ্গীর্ণ হরিকথা শ্রবণ করা উচিত নয়। সর্পোচ্ছিষ্ট দুধ যেমন বিষাক্ত হয়ে যায়, তেমনই হরিকথা পবিত্র হলেও, অবৈষ্ণবের মুখ থেকে নির্গত হলে তা বিষাক্ত হয়ে যায়।

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্ ।
উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

পয়ঃ-পানম্—দুধপান; ভুজঙ্গানাম্—সাপের; কেবলম্—কেবল; বিষ-বর্ধনম্—বিষ বর্ধন করে; উপদেশঃ—উপদেশ; হি—বাস্তবিকই; মূর্খানাম্—মূর্খদের; প্রকোপায়—প্রকোপ; ন—না; শান্তয়ে—শান্ত হয়।

সাপ যখন দুগ্ধ পান করে, সে শুধু তার বিষই বর্ধন করে। তেমনই মূর্খকে সদুপদেশ দান করলে তা শুধু তার ক্রোধই উৎপন্ন করে। উপদেশে তাদের মন শান্ত হয় না।

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবেৎ সুখম্ জীবেৎ ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য কুতঃ পুনরাগমনো ভবেৎ ॥

(চার্বাক মুনি)

ঋণম্ কৃত্বা—ঋণ করে; ঘৃতম্—ঘি; পিবেৎ—পান করবে; যাবৎ—যাবৎকাল; জীবেৎ—জীবিত থাকবে; সুখম্—সুখে; জীবেৎ—জীবিত থাকবে; ভস্মীভূতস্য—ভস্মীভূত; দেহস্য—দেহের; কুতঃ—কেমন করে; পুনঃ—পুনরায়; আগমনঃ—আগমন; ভবেৎ—হবে।

যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে, তার জন্য প্রয়োজন হলে ঋণ করেও যত খুশি ঘি খাবে। মৃত্যুর পরে দেহ যখন ভস্মীভূত হয়ে যায়, তখন তার পুনর্জন্ম আর কি করে সম্ভব?

* * *

আত্মা ও পরমাত্মা

দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসার-বন্ধন কাহাঁ তার।

(শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর)

যিনি জানেন যে তিনি দেহ নন, দুঃখ থাকলেও তিনি দুঃখ অনুভব করেন না। অথবা, পারমার্থিক উন্নতির ফলে যিনি দেহস্মৃতি থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁর আর সংসার-বন্ধন কোথায়?

অহং ব্রহ্মাস্মি

(বৃহদারণ্যক উপঃ ১/৪/১০)

অহম্—আমি; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; অস্মি—হই।

আমি ব্রহ্ম।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

(গীতা ২/১৩)

দেহিনঃ—দেহীর; অস্মিন্—এই; যথা—যেমন; দেহে—দেহে; কৌমারম্—কৌমার; যৌবনম্—যৌবন; জরা—বার্ধক্য; তথা—তেমনই; দেহান্তর—দেহান্তর; প্রাপ্তিঃ—লাভ হয়; ধীরঃ—স্থিরবুদ্ধি; তত্র—তাতে; ন—না; মুহ্যতি—মোহগ্রস্ত হন।

দেহীর দেহ যেভাবে কৌমার, যৌবন ও জরার মাধ্যমে তার রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।

অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ ইতি শ্রুতেঃ

(অজ্ঞাত উৎস)

অসঙ্গঃ—জড় সঙ্গ থেকে মুক্ত; হি—নিশ্চিতরূপে; অয়ম্—এই; পুরুষঃ—জীবাত্মা (বা ভগবান); ইতি—এই রকম; শ্রুতেঃ—শাস্ত্র থেকে শ্রবণ করা যায়।

জীবের সঙ্গে এই জড় জগতের কোন সম্বন্ধ নেই, কিন্তু তার জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার বাসনা থেকে সে জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শাস্ত্র থেকে এই কথাই জানা যায়।

অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥

(গীতা ২/১৭)

অবিনাশি—বিনাশ রহিত; তু—কিন্তু; তৎ—তা; বিদ্ধি—জানবে; যেন—যার দ্বারা; সর্বম্—সমগ্র শরীর; ইদম—এই; ততম্—ব্যাপ্ত; বিনাশম্—বিনাশ; অব্যয়স্য—অক্ষয়ের; অস্য—এই; ন—নয়; কশ্চিৎ—কেউ; কর্তুম—করতে; অর্হতি—সমর্থ।

যা সমগ্র শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, তাকে তুমি অবিনাশী বলে জানবে। সেই অব্যয় আত্মাকে কেউ বিনাশ করতে সক্ষম নয়।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥

(গীতা ২/১৮)

অন্তবন্তঃ—বিনাশশীল; ইমে—এই সমস্ত; দেহাঃ—জড় দেহসকল; নিত্যস্য—নিত্যস্থায়ী; উক্তাঃ—বলা হয়; শরীরিণঃ—দেহী আত্মার; অনাশিনঃ—অবিনাশী; অপ্রমেয়স্য—অপরিমেয়; তস্মাৎ—অতএব; যুধ্যস্ব—যুদ্ধ কর; ভারত—হে ভরতবংশীয়।

অবিনাশী, অপরিমেয় ও শাশ্বত আত্মার জড় দেহ নিঃসন্দেহে বিনাশশীল। অতএব হে ভারত! তুমি শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম পরিত্যাগ না করে যুদ্ধ কর।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

(গীতা ২/২০)

ন—না; জায়তে—জন্ম হয়; ম্রিয়তে—মৃত্যু হয়; বা—অথবা; কদাচিৎ—কখনও (অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে), ন—না; অয়ম—এই; ভূত্বা—উৎপন্ন হয়ে; ভবিতা—উৎপন্ন হবে; বা—অথবা; ন—না; ভূয়ঃ—উৎপন্ন হয়েছে; অজঃ—জন্মরহিত; নিত্যঃ—নিত্য; শাশ্বতঃ—চিরস্থায়ী; অয়ম্—এই; পুরাণঃ—পুরাতন; ন—না; হন্যতে—নিহত হয়; হন্যমানে—হত হলেও; শরীরে—দেহ।

আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না, অথবা পুনঃপুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং পুরাতন হলেও চির নবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য-
ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

(গীতা ২/২২)

বাসাংসি—বস্ত্র; **জীর্ণানি**—জীর্ণ; **যথা**—যেমন; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **নবানি**—নতুন বস্ত্র; **গৃহ্ণাতি**—গ্রহণ করে; **নরঃ**—মানুষ; **অপরাণি**—অন্য; **তথা**—তেমনই; **শরীরাণি**—শরীর; **বিহায়**—ত্যাগ করে; **জীর্ণানি**—জীর্ণ; **অন্যানি**—অন্য; **সংযাতি**—ধারণ করে; **নবানি**—নতুন দেহ; **দেহী**—শরীরী।

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করেন।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

(গীতা ২/২৩)

ন—না; **এনম্**—এই আত্মাকে; **ছিন্দন্তি**—ছেদন করতে পারে; **শস্ত্রাণি**—অস্ত্রসমূহ; **ন**—না; **এনম্**—এই আত্মাকে; **দহতি**—দহন করতে পারে; **পাবকঃ**—অগ্নি; **ন**—না; **চ**—ও; **এনম্**—এই আত্মাকে; **ক্লেদয়ন্তি**—আর্দ্র করতে পারে; **আপঃ**—জল; **ন**—না; **শোষয়তি**—শুষ্ক করতে পারে; **মারুতঃ**—বায়ু।

আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, অথবা হাওয়াতে শুকানোও যায় না।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥

(গীতা ২/২৪)

অচ্ছেদ্যঃ—অচ্ছেদ্য; **অয়ম্**—এই আত্মা; **অদাহ্যঃ**—পোড়ানো যায় না; **অয়ম্**—এই আত্মাকে; **অক্লেদ্যঃ**—ভিজানো যায় না; **অশোষ্যঃ**—শুকানো যায় না; **এব**—অবশ্যই; **চ**—এবং; **নিত্যঃ**—চিরস্থায়ী; **সর্ব-গতঃ**—সর্বব্যাপ্ত; **স্থাণুঃ**—অপরিবর্তনীয়; **অচলঃ**—নিশ্চল; **অয়ম্**—এই আত্মা; **সনাতনঃ**—নিত্য বর্তমান।

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। তিনি চিরস্থায়ী, সর্বব্যাপ্ত, অপরিবর্তনীয়, অচল ও সনাতন।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥

(গীতা ৬/৪৩)

তত্র—তার ফলে; **তম্**—সেই; **বুদ্ধি-সংযোগম্**—পরমার্থ-বিষয়িণী বুদ্ধির সঙ্গে সংযোগ; **লভতে**—লাভ করেন; **পৌর্ব**—পূর্ব; **দেহিকম্**—জন্মকৃত; **যততে**—যত্ন করেন; **চ**—ও; **ততঃ**—তারপর; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **সংসিদ্ধৌ**—সিদ্ধি লাভের জন্য; **কুরুনন্দন**—হে কুরুপুত্র।

হে কুরুনন্দন! সেই প্রকার জন্মগ্রহণ করার ফলে তিনি পুনরায় তাঁর পূর্ব জন্মকৃত পারমার্থিক চেতনার বুদ্ধিসংযোগ লাভ করে সিদ্ধি লাভের জন্য পুনরায় যত্নবান হন।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥

(গীতা ১৫/৮)

শরীরম্—দেহ; **যৎ**—যেমন; **অবাপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **যৎ**—যা; **চ অপি**—ও; **উৎক্রামতি**—নিষ্ক্রান্ত হয়; **ঈশ্বরঃ**—দেহের ঈশ্বর; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **এতানি**—এই সমস্ত; **সংযাতি**—গমন করে; **বায়ুঃ**—বায়ু; **গন্ধান্**—গন্ধ; **ইব**—মতন; **আশয়াৎ**—ফুল থেকে।

বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে অন্যত্র গমন করে, তেমনই এই জড় জগতে দেহের ঈশ্বর জীব এক শরীর থেকে অন্য শরীরে তার জীবনের বিভিন্ন ধারণাগুলি নিয়ে যায়।

জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস' ।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি,' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১০৮)

জীব তার স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। সে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, তাই সে যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণের ভেদ ও অভেদ প্রকাশ। (সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা)

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

(গীতা ৭/৫)

অপরা—নিকৃষ্টা; **ইয়ম্**—এই; **ইতঃ**—ইহা ব্যতীত; **তু**—কিন্তু; **অন্যাম্**—আর একটি; **প্রকৃতিম্**—প্রকৃতি; **বিদ্ধি**—অবগত হয়; **মে**—আমার; **পরাম্**—উৎকৃষ্টা; **জীবভূতাম্**—জীবস্বরূপা; **মহাবাহো**—হে মহাবীর; **যয়া**—যার দ্বারা; **ইদম্**—এই; **ধার্যতে**—ধারণ করে আছে; **জগৎ**—জড় জগৎ।

হে মহাবাহো, এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

(গীতা ১৫/৭)

মম—আমার; **এব**—অবশ্যই; **অংশঃ**—বিভিন্নাংশ; **জীবলোকে**—জড় জগতে; **জীবভূতঃ**—বদ্ধ জীব; **সনাতনঃ**—নিত্য; **মনঃ**—মনসহ; **ষষ্ঠানি**—ছয়; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়কে; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতিতে; **স্থানি**—স্থিত; **কর্ষতি**—কঠোর সংগ্রাম করছে।

এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্নাংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥

(ভাগবত ১০/৮৭/৩১)

কেশাগ্র—কেশাগ্র; শতভাগস্য—একশো ভাগের একভাগ; শতাংশ—একশো ভাগের এক ভাগ; সদৃশ—সমান; আত্মকঃ—যার প্রকৃতি; জীবঃ—জীব; সূক্ষ্ম—সূক্ষ্ম; স্বরূপঃ—স্বরূপ; অয়ম্—এই; সংখ্যাতীতঃ—অসংখ্য; হি—অবশ্যই; চিৎকণঃ—চিৎকণ।

কেশের অগ্রভাগকে শত ভাগ করলে তার শত শতাংশ-সদৃশ স্বরূপই জীবের সূক্ষ্ম স্বরূপ; জীব—চিৎকণ ও সংখ্যাতীত।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ ॥

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৫/৯)

বালাগ্র—কেশাগ্র; শতভাগস্য—শত ভাগের; শতধা—শত ভাগ; কল্পিতস্য—বিভক্ত; চ—এবং; ভাগঃ—খণ্ড; জীবঃ—জীব; সঃ—সেই; বিজ্ঞেয়—জ্ঞাতব্য; ইতি—এভাবেই; চ—এবং; আহ—বলা হয়; পরা—শ্রেষ্ঠ; শ্রুতিঃ—বৈদিক মন্ত্র।

কেশাগ্রের শতভাগকে শতভাগ বিভক্ত করলে যে সূক্ষ্মভাগ হয়, জীব—সেরূপই সূক্ষ্ম, প্রধান শ্রুতিতে এই কথা বলা হয়েছে।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥

(গীতা ১৩/৩৪)

যথা—যেমন; প্রকাশয়তি—প্রকাশ করেন; একঃ—এক; কৃৎস্নম—সমগ্র; লোকম্—জগৎকে; ইমম্—এই; রবিঃ—সূর্য; ক্ষেত্রম্—এই দেহকে; ক্ষেত্রী—আত্মা; তথা—সেই রকম; কৃৎস্নম্—সমগ্র; প্রকাশয়তি—প্রকাশিত করে; ভারত—হে ভারত।

হে ভারত! এক সূর্য যেমন সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে, সেই রকম ক্ষেত্রী আত্মাও সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্ ।

(কঠ উপঃ ১/২/২০)

অণোঃ অণীয়ান্—ক্ষুদ্র থেকেও ক্ষুদ্রতর; মহতঃ মহীয়ান্—মহৎ থেকেও মহত্তর; আত্মাস্য—আত্মার; জন্তোঃ—দেহধারী জীবের; নিহিতঃ—অবস্থিত; গুহায়াম্—হৃদয়ে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই জীবের একই হৃদয়ে অবস্থিত।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

(গীতা ১০/৪২)

অথবা—অথবা; বহুনা—বহু; এতেন—এই প্রকার; কিম্—কি প্রয়োজন; জ্ঞাতেন—জ্ঞান দ্বারা; তব—তোমার দ্বারা; অর্জুন—হে অর্জুন; বিষ্টভ্য—ব্যাপ্ত হয়ে; অহম্—আমি; ইদম্—এই; কৃৎস্নম্—সমগ্র; এক-অংশেন—এক অংশের দ্বারা; স্থিতঃ—অবস্থিত; জগৎ—জগৎ।

হে অর্জুন! অথবা এই প্রকার বহু জ্ঞানের দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থিত থাকি।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া

(মুণ্ডক উপঃ ৩/১/১)

দ্বা—দুই; সুপর্ণা—পাখি (সু—সুন্দর; পর্ণা—পাখা); সযুজা—একত্রে; সখায়া—বন্ধুত্বপূর্ণ।

জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে একই বৃক্ষে একত্রে অবস্থিত বন্ধুত্বপূর্ণ দুটি পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়।

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৫)

একঃ—এক; অপি—যদিও; অসৌ—তিনি; রচয়িতুম্—রচনা করতে; জগৎ-অণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডের; কোটিম্—কোটি কোটি; যৎ—যার; শক্তিঃ—শক্তি; অস্তি—আছে; জগৎ-অণ্ড-চয়াঃ—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড; যৎ-অন্তঃ—যার মধ্যে; অণ্ড-অন্তরস্থ—ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিক্ষিপ্ত; পরমাণু-চয়—পরমাণুসমূহ; অন্তরস্থম্—অভ্যন্তরে অবস্থিত; গোবিন্দম্—গোবিন্দকে; আদি-পুরুষম্—আদিপুরুষ; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব-প্রযুক্ত তিনি একতত্ত্ব। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনাকার্যে তাঁর শক্তি অপৃথগ্‌রূপে আছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণ তাঁর মধ্যে বর্তমান এবং তিনি যুগপৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত পরমাণুতে পূর্ণরূপে অবস্থিত। এবম্ভূতে আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥

(গীতা ১৩/৩)

ক্ষেত্রজ্ঞম্—ক্ষেত্রজ্ঞ; চ—ও; অপি—অবশ্যই; মাম্—আমাকে; বিদ্ধি—জানবে; সর্ব—সমস্ত; ক্ষেত্রেষু—ক্ষেত্রে; ভারত—হে ভারত; ক্ষেত্র—ক্ষেত্র (শরীর); ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ—ক্ষেত্রজ্ঞ; জ্ঞানম্—জ্ঞান; যৎ—যা; তৎ—সেই; জ্ঞানম্—জ্ঞান; মতম্—অভিমত; মম—আমার।

হে ভারত! আমাকে সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার অভিমত।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥

(গীতা ১৩/২৩)

উপদ্রষ্টা—সাক্ষী; অনুমন্তা—অনুমোদনকারী; চ—ও; ভর্তা—পালক; ভোক্তা—ভোগকর্তা; মহেশ্বরঃ—পরমেশ্বর; পরমাত্মা—পরমাত্মা; ইতি—এভাবেই; চ—এবং; অপি—ও; উক্তঃ—বলা হয়; দেহে—শরীরে; অস্মিন্—এই; পুরুষঃ—পুরুষ; পরঃ—পরম।

এই শরীরে আর একজন পরম পুরুষ রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং তাঁকে পরমাত্মাও বলা হয়।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

(গীতা ১৮/৬১)

ঈশ্বরঃ—পরমেশ্বর ভগবান; সর্বভূতানাম্—সমস্ত জীবের; হৃদ্দেশে—হৃদয়ে; অর্জুন—হে অর্জুন; তিষ্ঠতি—অবস্থান করছেন; ভ্রাময়ন্—ভ্রমণ করান; সর্বভূতানি—সমস্ত জীবকে; যন্ত্র—যন্ত্র; আরূঢ়ানি—আরোহণ করিয়ে; মায়য়া—মায়ার দ্বারা।

হে অর্জুন! পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন এবংসমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ
স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

(গীতা ১৫/১৫)

সর্বস্য—সমস্ত জীবের; চ—এবং; অহম্—আমি; হৃদি—হৃদয়ে; সন্নিবিষ্টঃ—অবস্থিত; মত্তঃ—আমার থেকে; স্মৃতিঃ—স্মৃতি; জ্ঞানম্—জ্ঞান; অপোহনম্—বিলোপ; চ—ও।

আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিলোপ হয়।

জড় জগৎ ও চিন্ময় জগৎ

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥

(গীতা ১৫/৫)

নিঃ—শূন্য; মান—অভিমান; মোহাঃ—মোহ; জিত—বিজিত; সঙ্গ—সঙ্গের; দোষাঃ—দোষ; অধ্যাত্ম—পারমার্থিক জ্ঞানে; নিত্যাঃ—নিত্যত্ব; বিনিবৃত্ত—বর্জিত; কামাঃ—কামনা-বাসনা; দ্বন্দ্বৈঃ—দ্বন্দ্বসমূহ থেকে; বিমুক্তাঃ—মুক্ত; সুখদুঃখ—সুখ ও দুঃখ; সংজ্ঞৈঃ—নামক; গচ্ছন্তি—লাভ করেন; অমূঢ়াঃ—মোহমুক্ত ব্যক্তিগণ; পদম্—পদ; অব্যয়ম্—নিত্য; তৎ—সেই।

যাঁরা অভিমান ও মোহশূন্য, সঙ্গদোষ রহিত, নিত্য-অনিত্য বিচার-পরায়ণ, কামনা-বাসনা বর্জিত, সুখ-দুঃখ আদি দ্বন্দ্বসমূহ থেকে মুক্ত এবং মোহমুক্ত, তাঁরাই সেই অব্যয় পদ লাভ করেন।

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

(গীতা ১৫/৬)

ন—না; তৎ—তা; ভাসয়তে—আলোকিত করতে পারে; সূর্যঃ—সূর্য; ন—না; শশাঙ্কঃ—চন্দ্র; ন—না; পাবকঃ—অগ্নি, বিদ্যুৎ; যৎ—যেখানে; গত্বা—গেলে; ন—না; নিবর্তন্তে—ফিরে আসে; তৎ ধাম—সেই ধাম; পরমম্—পরম; মম—আমার।

সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি বা বিদ্যুৎ আমার সেই পরম ধামকে আলোকিত করতে পারে না। সেখানে গেলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা
পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্ ।
তদ্‌বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ
সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥

(ঋগ্‌সংহিতা ১/২২/২০ অথবা ঋগ্বেদ)

ওম্—প্রার্থনাকালে আহ্বান; তদ্—সেই; বিষ্ণোঃ—ভগবান বিষ্ণুর; পরমম্—পরম; পদম্—পদ, ধাম; সদা—সব সময়; পশ্যন্তি—দেখে; সূরয়ঃ—ভক্তগণ; দিবীব—দিব্য; চক্ষুঃ—চোখ;

আততম্—সূর্যের কিরণ; তদ্—সেই; বিপ্রাসঃ—বিপ্রগণ; বিপন্যবঃ—প্রশংসনীয়; জাগৃবাংষঃ—পারমার্থিকভাবে জাগ্রত; সমিন্ধতে—তাঁরা প্রকাশ করেন; বিষ্ণোঃ—বিষ্ণুর; যৎ—যাঁ; পরমম্—পরম; পদম্—ধাম।

আকাশে প্রসারিত সূর্যরশ্মি যেমন জড় চক্ষুর দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনই বিজ্ঞ ভক্তগণ বিষ্ণুর সেই পরম ধামকেও সর্বদা দর্শন করেন। সেই বিশেষভাবে প্রশংসনীয় ও পরমার্থে জাগ্রত সেই বিপ্রগণ বিষ্ণুর ধামকে দর্শন করতে সক্ষম, তাই সেই পরম ধামকে প্রকাশ করতেও তারা সক্ষম।

অথবা

শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মযুগল সুরগণেরও আরাধ্য বস্তু। আকাশে সূর্য যেমন অন্ধকার নাশক, ভগবানের চরণও তেমনই তমোনাশকারী।

অথবা

পরমেশ্বর বিষ্ণুই হচ্ছেন পরম সত্য। সুরগণ তাঁর পাদপদ্ম দর্শনে সর্বদাই উদ্‌গ্রীব। সূর্যের মতেই ভগবান তাঁর শক্তিরশ্মির বিস্তার করে সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তিনি নিরাকার বলে প্রতীত হন।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥

(গীতা ৮/১৫)

মাম্—আমাকে; উপেত্য—লাভ করে; পুনঃ—পুনরায়; জন্ম—জন্ম; দুঃখালয়ম্—দুঃখালয়; অশাশ্বতম্—অনিত্য; ন—না; আপ্নুবন্তি—প্রাপ্ত হন; মহাত্মানঃ—মহাত্মাগণ; সংসিদ্ধিম্—সিদ্ধি; পরমাম্—পরম; গতাঃ—প্রাপ্ত হয়েছেন।

মহাত্মা, ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেন না তাঁরা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

(গীতা ৮/১৬)

আব্রহ্ম—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত; ভুবনাৎ—পৃথিবী থেকে; লোকাঃ—লোকসমূহ; পুনঃ—পুনরায়; আবর্তিনঃ—আবর্তনশীল; অর্জুন—হে অর্জুন; মাম্—আমাকে; উপেত্য—প্রাপ্ত হলে; তু—কিন্তু; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; পুনর্জন্ম—পুনর্জন্ম; ন—না; বিদ্যতে—হয়।

হে অর্জুন! এই ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু ।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪৩)

গোলোক-নাম্নি—গোলোক বৃন্দাবন নামে পরিচিত গ্রহে; নিজধাম্নি—পরমেশ্বর ভগবানের স্বীয় ধাম; তলে—তলে; চ—ও; তস্য—তার; দেবী—দুর্গাদেবীর; মহেশ—শিবের; হরি—নারায়ণের; ধামসু—ধামসমূহে; তেষু তেষু—তাদের প্রত্যেকটিতে; তে তে—সেই সেই; প্রভাব-নিচয়াঃ—ঐশ্বর্যসমূহ; বিহিতাঃ—বিহিত; চ—ও; যেন—যাঁর দ্বারা; গোবিন্দম্—গোবিন্দকে; আদি-পুরুষম্—আদিপুরুষ; তম—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিধাম এবং সর্বোপরি গোলোক-নামা নিজধাম। সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাবসকল যিনি বিধান করেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

কূজৎ-কোকিল-হংস-সারসগণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানারত্ন-নিবদ্ধ-মূলবিটপ শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনে ।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥

(শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বামী অষ্টক ৫)

কূজৎ—কূজনশীল; কোকিল—কোকিল; হংস—হাঁস; সারস—সারস; গণ—দল; আকীর্ণে—আকীর্ণ; ময়ূরা—ময়ূরসমূহে; কুলে—ভীড়ে; নানা—নানা; রত্ন—রত্ন; নিবদ্ধ—নিবদ্ধ; মূল—মূল; বিটপ—বৃক্ষ; শ্রীযুক্ত—খুব ঐশ্বর্যময়; বৃন্দাবনে—বৃন্দাবনে; রাধা-কৃষ্ণম্—রাধা ও কৃষ্ণ; অহর্নিশম্—দিন ও রাত্রি; প্রভজতৌ—ভজনে নিযুক্ত; জীব—জীবের; অর্থদৌ—জীবনের লক্ষ্য প্রদান করে; যৌ—যিনি বা যাঁরা; মুদা—আনন্দে।

কোকিল, হংস, সারস, ময়ূর আদি পক্ষীগণের মধুর কলধ্বনি-নিনাদিত ও বিবিধ আদি রত্ন-নিবদ্ধ-মূলবিশিষ্ট বৃক্ষরাজি সুশোভিত শ্রীবৃন্দাবনে যাঁরা দিবানিশি শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভজন করতেন এবং যাঁরা হৃষ্টচিত্তে জীবের মনোবাসনা পূর্ণ করতেন, আমি বারবার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি।

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্ ।

কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৫৬)

শ্রিয়ঃ—সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীগণ; **কান্তাঃ**—প্রিয়তমা সঙ্গিনী; **কান্তঃ**—ভোক্তা, প্রেমিক; **পরম-পুরুষঃ**—পরম পুরুষ ভগবান; **কল্প-তরবঃ**—কল্পবৃক্ষ; **দ্রুমাঃ**—বৃক্ষসমূহ; **ভূমিঃ**—ভূমি; **চিন্তামণি-গণ-মযী**—দিব্য চিন্তামণি নির্মিত; **তোয়ম্**—জল; **অমৃতম্**—অমৃত; **কথা**—কথা; **গানম্**—গান; **নাট্যম্**—নৃত্য; **গমনম্**—গমন; **অপি**—ও; **বংশী**—বাঁশি; **প্রিয়-সখী**—নিত্য সঙ্গিনী; **চিৎ-আনন্দম্**—চিদানন্দ; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **পরম্**—পরম; **অপি**—ও; **তৎ**—সেই; **আস্বাদ্যম্**—সর্বত্র আস্বাদ্য; **অপি চ**—ও; **সঃ**—সে; **যত্র**—যেখানে; **ক্ষীর-অব্ধিঃ**—ক্ষীরসমুদ্র; **স্রবতি**—প্রবাহিত হয়; **সুরভীভ্যঃ**—সুরভী গাভী থেকে; **চ**—এবং; **সুমহান**—সুমহান; **নিমেষ-অর্ধ**—অর্ধ-নিমেষ; **আখ্য**—বলা হয়; **বা**—অথবা; **ব্রজতি**—অতিক্রান্ত হয়; **ন**—না; **হি**—নিশ্চয়ই; **যত্র**—যেখানে; **অপি**—এমন কি; **সময়ঃ**—সময়; **ভজে**—আমি ভজনা করি; **শ্বেতদ্বীপম্**—শ্বেতদ্বীপ; **তম্**—তাকে; **অহম্**—আমি; **ইহ**—এখানে; **গোলোকম্**—গোলোক; **ইতি**—এভাবেই; **যম্**—যাকে; **বিদন্তঃ**—জানে; **তে**—তারা; **সন্তঃ**—আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্তগণ; **ক্ষিতি**—এই জগতে; **বিরল**—বিরল; **চারাঃ**—বিচরণশীল; **কতিপয়ে**—কতিপয়।

যে-স্থলে চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণ কান্তারূপা, পরম পুরুষ কৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষমাত্রই চিদ্গত কল্পতরু, ভূমিমাত্রই চিন্তামণি অর্থাৎ চিন্ময় মণিবিশেষ, জলমাত্রই অমৃত, কথামাত্রই গান, গমনমাত্রই নাট্য, বংশী—প্রিয়সখী, জ্যোতি—চিদানন্দময়, পরম চিৎপদার্থ মাত্রই আস্বাদ্য বা ভোগ্য; যে-স্থলে কোটি কোটি সুরভী হইতে চিন্ময় মহা-ক্ষীরসমুদ্র নিরন্তর স্রাবিত হচ্ছে, তথা ভূত ও ভবিষ্যদ্রূপ খণ্ডত্ব রহিত চিন্ময়কাল—নিত্য বর্তমান, সুতরাং নিমেষার্দ্ধ ও ভূতধর্ম প্রাপ্ত হয় না, সেই শ্বেতদ্বীপরূপ পরম পীঠকে আমি ভজন করি। সেই ধামকে এই জড় জগতে বিরলচর অতি স্বল্পসংখ্যক সাধুব্যক্তিই গোলোক বলে জানেন।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥

(গীতা ৮/২০)

পরঃ—শ্রেষ্ঠ; **তস্মাৎ**—সেই; **তু**—কিন্তু; **ভাবঃ**—প্রকৃতি; **অন্যঃ**—অন্য; **অব্যক্তঃ**—অব্যক্ত; **অব্যক্তাৎ**—অব্যক্ত থেকে; **সনাতনঃ**—নিত্য; **যঃ**—যা; **সঃ**—তা; **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—প্রকাশ; **নশ্যৎসু**—বিনষ্ট হলেও; **ন**—না; **বিনশ্যতি**—বিনষ্ট হয়।

কিন্তু আর একটি অব্যক্ত প্রকৃতি রয়েছে, যা নিত্য এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তুর অতীত। সমস্ত ভূত বিনষ্ট হলেও তা বিনষ্ট হয় না।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

(গীতা ৮/২১)

অব্যক্তঃ—অব্যক্ত; **অক্ষরঃ**—অক্ষর; **ইতি**—এভাবেই; **উক্তঃ**—বলা হয়; **তম্**—তাকে; **আহুঃ**—বলে; **পরমাম্**—পরম; **গতিম্**—গতি; **যম্**—যাঁকে; **প্রাপ্য**—পেয়ে; **ন**—না; **নিবর্তন্তে**—ফিরে আসে; **তদ্ধাম**—সেই ধাম; **পরমম্**—পরম; **মম**—আমার।

সেই অব্যক্তকে অক্ষর বলে, তাই সমস্ত জীবের পরমা গতি। কেউ যখন সেখানে যায়, তখন আর তাকে এই জগতে ফিরে আসতে হয় না। সেটিই হচ্ছে আমার পরম ধাম।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥

(নরোত্তম দাস ঠাকুর, গৌরাঙ্গের দুটি পদ)

শ্রীধাম নবদ্বীপকে যিনি চিন্তামণিময় শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে অভিন্ন বলে উপলব্ধি করেন, তিনি বস্তুত ব্রজভূমি বৃন্দাবনেই বাস করেন।

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥

(লঘুভাগবতামৃত ১/৫/৪৬১)

কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; **অন্যঃ**—ব্রজেন্দ্রনন্দন থেকে ভিন্ন, বাসুদেব; **যদুসম্ভূতঃ**—যদু-কুলোদ্ভূত; **যঃ**—যিনি; **পূর্ণঃ**—পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান কৃষ্ণ; **স**—তিনি; **অস্তি**—হন; **অতঃ**—(বাসুদেব) থেকে; **পরঃ**—ভিন্ন; **বৃন্দাবনম্**—বৃন্দাবন; **পরিত্যজ্য**—পরিত্যাগ করে; **স**—তিনি; **ক্বচিৎ**—কখনও; **নৈব গচ্ছতি**—যান না।

যদুকুমার কৃষ্ণ—বাসুদেব কৃষ্ণ, অতএব তিনি—ব্রজেন্দ্রনন্দন থেকে পৃথক; তিনি মথুরা ও দ্বারকায় লীলা করেন। যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে কোথাও যান না।

⁂

শ্রীমদ্ভাগবত

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ।
উত্তমশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ॥
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥

(ভাগবত ১/৩/৪০)

ইদম্—এই; ভাগবতম্—পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের বর্ণনা সমন্বিত গ্রন্থ; নাম—নামের; পুরাণম্—পুরাণ; ব্রহ্ম-সম্মিতম্—শ্রীকৃষ্ণের অবতার; উত্তম-শ্লোক—পরমেশ্বর ভগবানের; চরিতম্—কার্যকলাপ; চকার—সংকলিত হয়েছে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবানের অবতার; ঋষিঃ—শ্রীল ব্যাসদেব; নিঃশ্রেয়সায়—পরম মঙ্গলের জন্য; লোকস্য—সমস্ত মানুষদের; ধন্যম্—সম্পূর্ণরূপে সার্থক; স্বস্তি-অয়নম্—পূর্ণ আনন্দময়; মহৎ—পরিপূর্ণ।

এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বাঙ্ময় বিগ্রহ এবং তা সংকলন করেছেন ভগবানের অবতার শ্রীল ব্যাসদেব। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মানুষের পরম মঙ্গল সাধন করা এবং এটি সর্বতোভাবে সার্থক, পূর্ণ আনন্দময় এবং সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ।

(সূত গোস্বামী)

তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরম্ ।
সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥

(ভাগবত ১/৩/৪১)

তৎ—তা; ইদম্—এই; গ্রাহয়ামাস—গ্রহণ করতে বাধ্য করানো হয়; সুতম্—তাঁর পুত্রকে; আত্মবতাম্—আত্মতত্ত্ব জ্ঞানীদের; বরম্—সব চাইতে সম্মানিত; সর্ব—সমস্ত; বেদ—বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থ; ইতিহাসানাম্—সমস্ত ইতিহাসের; সারম্—সার; সারম্—সার; সমুদ্ধৃতম্—উদ্ধৃত।

শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের সারতত্ত্ব আহরণ করার পর, সমস্ত আত্মজ্ঞানীদের মুকুটমণি-স্বরূপ তাঁর পুত্রকে তা দান করেছিলেন।

(সূত গোস্বামী)

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥

(ভাগবত ১/৭/৬)

অনর্থ—যা অর্থহীন; উপশমম্—উপশম; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; ভক্তি-যোগম্—ভক্তিযোগ; অধোক্ষজে—ইন্দ্রিয়াতীত; লোকস্য—জনসাধারণের; অজানতঃ—যারা অজ্ঞান; বিদ্বান্—বিদ্বান; চক্রে—সংকলন করেছেন; সাত্বত—পরম সত্য সম্বন্ধীয়; সংহিতাম্—বৈদিক শাস্ত্র।

জীবের জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, যা হচ্ছে তার কাছে অনর্থ, ভক্তিযোগের মাধ্যমে অচিরেই তার উপশম হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না এবং তাই মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব পরমতত্ত্ব সমন্বিত এই সাত্বত সংহিতা সংকলন করেছেন।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥

(ভাগবত ১/৩/৪৩)

কৃষ্ণে—শ্রীকৃষ্ণ; স্ব-ধাম—তাঁর ধামে; উপগতে—ফিরে গেলে; ধর্ম-জ্ঞান-আদিভিঃ সহ—ধর্ম, জ্ঞান আদি সহ; কলৌ—এই কলিযুগে; নষ্ট-দৃশাম্—পারমার্থিক জ্ঞান রহিত জীবদের; এষঃ—এই; পুরাণ-অর্কঃ—পুরাণরূপ সূর্য; অধুনা—এখন; উদিতঃ—উদিত হয়েছে।

ধর্ম, জ্ঞান আদি সহ শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করলে, পারমার্থিক দৃষ্টিরহিত কলিযুগের জীবদের হিত সাধনের জন্য এই পুরাণরূপ সূর্য এখন উদিত হয়েছে। (সূত গোস্বামী)

ভাগবত গিয়া পড় ভাগবত-স্থানে

(ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)

ব্যক্তি ভাগবতের কাছে গ্রন্থ ভাগবত শ্রবণ ও অধ্যয়ন করতে হবে।

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫/১৩১)

তুমি যদি ভাগবত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে চাও, তা হলে শুদ্ধ বৈষ্ণবের কাছে গিয়ে ভাগবত পাঠ কর। (বঙ্গদেশী কবির প্রতি স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর উপদেশ)

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

(ভাগবত ১/২/৮)

ধর্মঃ—বর্ণাশ্রম-ধর্ম; স্বনুষ্ঠিতঃ—যথাযথভাবে সম্পাদিত; পুংসাম্—মানুষের; বিষ্বক্সেন-কথাসু—বিষ্বক্সেনের বা পরমেশ্বর ভগবানের কথা; যঃ—যা; ন—না; উৎপাদয়েৎ—জাগরিত; যদি—যদি; রতিম্—রুচি; শ্রম—পরিশ্রম; এব—নিঃসন্দেহে; হি—অবশ্যই; কেবলম্—কেবল।

মানুষের উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম যদি কৃষ্ণকথায় রতি উৎপাদন না করে, তা হলে সেই ধর্মও শ্রম মাত্র।

(সূত গোস্বামী)

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাম্

(গরুড় পুরাণ)

অর্থ-অয়ম্—এই অর্থ; ব্রহ্ম-সূত্রাণাম—বেদান্ত-সূত্রের।

এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ।

ভাষ্যং ব্রহ্মসূত্রাণাম্
বা
ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে

ভাষ্যম্—ভাষ্য; ব্রহ্ম-সূত্রাণাম—বেদান্তসূত্রের।

শ্রীমদ্ভাগবতই হচ্ছে বেদান্তসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য।

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥

(ভাগবত ১/১/২)

ধর্মঃ—ধর্ম; প্রোজ্ঝিত—সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে; কৈতবঃ—ভুক্তিমুক্তি বাসনাযুক্ত; অত্র—এখানে; পরমঃ—সর্বোচ্চ; নির্মৎসরাণাম্—যাঁর হৃদয় সম্পূর্ণভাবে নির্মল হয়েছে; সতাম্—ভক্ত; বেদ্যম্—বোধগম্য; বাস্তবম্—বাস্তব; অত্র—এখানে; বস্তু—বস্তু; শিবদম্—পরম আনন্দদায়ক; তাপ-ত্রয়—ত্রিতাপ; উন্মূলনম্—সমূলে উৎপাটিত করে; শ্রীমৎ—সুন্দর; ভাগবতে—ভাগবত পুরাণ; মহামুনি—মহামুনি (ব্যাসদেব); কৃতে—রচিত; কিম্—কি; বা—প্রয়োজন; পরৈঃ—অন্য কিছু; ঈশ্বরঃ—পরমেশ্বর ভগবান; সদ্যঃ—অবিলম্বে; হৃদি—হৃদয়ে; অবরুধ্যতে—অবরুদ্ধ হয়; অত্র—এখানে; কৃতিভিঃ—সুকৃতি-সম্পন্ন মানুষদের দ্বারা; শুশ্রূষুভিঃ—অনুশীলনের ফলে; তৎক্ষণাৎ—অবিলম্বে।

জড় বাসনাযুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে, যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছেন পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু। সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়। মহামুনি বেদব্যাস (উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থায়) এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন এবং ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এই গ্রন্থটিই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আর কি প্রয়োজন? কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এবং একাগ্রতা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ ।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥

(ভাগবত ১/১/৩)

নিগম—বৈদিক শাস্ত্রসমূহ; কল্প-তরোঃ—কল্পবৃক্ষ; গলিতম্—অত্যন্ত সুপক্ব; ফলম্—ফল; শুক—শ্রীমদ্ভাগবতের আদি বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী; মুখাৎ—মুখ থেকে; অমৃত—অমৃত; দ্রব—ঈষৎ কঠিন এবং কোমল হওয়ার ফলে যা সহজে গেলা যায়; সংযুতম্—সর্বতোভাবে পূর্ণ; পিবত—আস্বাদন করেন; ভাগবতম্—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ; রসম্—রস (যা আস্বাদন করা যায়); আলয়ম্—মুক্তি পর্যন্ত, অথবা মুক্ত অবস্থাতে; মুহুঃ—নিরন্তর; অহো—হে; রসিকাঃ—যাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-প্রীতিরস সম্পর্কে অবগত; ভুবি—এই পৃথিবীতে; ভাবুকাঃ—বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল।

হে বিচক্ষণ এবং চিন্তাশীল মানুষ, কল্পবৃক্ষরূপী বৈদিক শাস্ত্রের অত্যন্ত সুপক্ব ফল শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদন করুন। তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। তাই ফলটি আরও অধিক উপাদেয় হয়েছে, যদিও এই অমৃতময় রস মুক্ত পুরুষেরা পর্যন্ত আস্বাদন করে থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্

(ভাগবত ১২/১৩/১৮)

শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীমদ্ভাগবত; পুরাণম্—পুরাণ; অমলম্—অমল; যৎ—যা; বৈষ্ণবানাম্—বৈষ্ণবদের; প্রিয়ম্—প্রিয়।

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে অমল পুরাণ। এটি বৈষ্ণবদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ।

(সূত গোস্বামী)

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

(ভাগবত ১/২/১৮)

নষ্ট—বিনাশ প্রাপ্ত হয়; প্রায়েষু—প্রায় সম্পূর্ণরূপে; অভদ্রেষু—যা কিছু অমঙ্গলজনক; নিত্যম্—নিয়ত; ভাগবত—শ্রীমদ্ভাগবত, অথবা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত; সেবয়া—সেবার দ্বারা; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানকে; উত্তম—উৎকৃষ্ট; শ্লোকে—বন্দনা; ভক্তি—প্রেমময়ী সেবা; ভবতি—হয়; নৈষ্ঠিকী—সুদৃঢ়।

নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করলে এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং তখন উত্তমশ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং ।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্ ।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরঃ ন পরঃ ॥

(চৈতন্যমতমঞ্জুষা, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা)

আরাধ্যঃ—আরাধ্য; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; ব্রজেশ-তনয়ঃ—বৃন্দাবন ধামের অধিপতি নন্দ মহারাজের পুত্র; তৎ-ধাম—তাঁর ধাম; বৃন্দাবনম্—বৃন্দাবন; রম্যা—রমণীয়, সুখকর; কাচিৎ—যে; উপাসনা—উপাসনার পন্থা; ব্রজবধূ—বৃন্দাবনের গোপীগণ; বর্গেণ—বৃন্দ; যা—যা; কল্পিতা—সম্পাদিত; শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ; প্রমাণম্—প্রমাণ; অমলম্—অমল; প্রেমা—শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম; পুমর্থো—মনুষ্য-জীবনের পরম লক্ষ্য; মহান্—মহান; শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর; মতম্—মত; ইদম্—এই; তত্র—তাতে; আদরঃ—আদর; নঃ—আমাদের; পরঃ—পরম।

পরমেশ্বর ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই তাঁর ধাম বৃন্দাবন সহ আরাধ্য। বৃন্দাবনের গোপীদের দ্বারা সম্পাদিত উপাসনাই সবচেয়ে রমণীয়। শ্রীমদ্ভাগবতই হচ্ছে অমল পুরাণ এবং সর্বতোভাবে প্রামাণিক। কৃষ্ণপ্রেমই সমস্ত মানুষের জীবনের লক্ষ্য। এটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত এবং তা আমাদের পরম আদরের বিষয়।

০০০

কাল ও ইতিহাস

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥

(গীতা ১/১)

ধর্মক্ষেত্রে—ধর্মক্ষেত্রে; কুরুক্ষেত্রে—কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে; সমবেতাঃ—সমবেত হয়ে; যুযুৎসবঃ—যুদ্ধকামী; মামকাঃ—আমার দল (পুত্ররা); পাণ্ডবাঃ—পাণ্ডুর পুত্ররা; চ—এবং; এব—অবশ্যই; কিম্—কি; অকুর্বত—করেছিল; সঞ্জয়—হে সঞ্জয়।

হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করার মানসে সমবেত হয়ে আমার পুত্র এবং পাণ্ডুর পুত্রেরা তারপর কি করল? (ধৃতরাষ্ট্র)

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্তয়া ॥

(ভাগবত ২/৩/১৭)

আয়ুঃ—আয়ু; হরতি—হরণ করে; বৈ—অবশ্যই; পুংসাম্—মানুষদের; উদ্যন্—উদিত হয়ে; অস্তম্—অস্তগত হয়ে; চ—ও; যন্—ভ্রমণ করে; অসৌ—সূর্য; তস্য—যিনি ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন; ঋতে—বিনা; যৎ—যাঁর দ্বারা; ক্ষণঃ—সময়; নীত—ব্যবহৃত; উত্তমশ্লোক—সর্ব মঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবান; বার্তয়া—বার্তায়।

সূর্যদেব প্রতিদিন উদিত ও অস্তগত হয়ে সকলের আয়ু হরণ করেন, কিন্তু যাঁরা সর্ব মঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবানের কথা আলোচনা করে তাঁদের সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, তাঁদেরই আয়ু কেবল তিনি হরণ করেন না।

আয়ুষঃ ক্ষণ একোঽপি ন লভ্য স্বর্ণকোটিভিঃ ।
ন চেন্নিরর্থকং নীতিঃ কা চ হানিস্ততোঽধিকা ॥

(চাণক্য পণ্ডিত)

আয়ুষঃ—জীবনের; ক্ষণঃ—একমুহূর্ত; একঃ—এক; অপি—এমন কি; ন—না; লভ্যঃ—লভ্য; স্বর্ণ-কোটিভিঃ—কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে; ন চেৎ—যদি না; নিরর্থকম্—নিরর্থক; নীতিঃ—ব্যবহার; কা—কি; চ—এবং; হানিঃ—হানি; ততঃ—তার থেকে; অধিকা—অধিকতর।

জীবনের একটি মাত্র ক্ষণও যদি বৃথা ব্যয় করা হয়, তা হলে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও তা আর ফেরৎ পাওয়া যায় না। সুতরাং বৃথা সময় নষ্ট করা থেকে অধিকতর হানি আর কি হতে পারে?

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥

(গীতা ৪/১)

ইমম্—এই; বিবস্বতে—সূর্যদেবকে; যোগম্—ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান; প্রোক্তবান্—বলেছিলাম; অহম্—আমি; অব্যয়ম্—অব্যয়; বিবস্বান্—বিবস্বান (সূর্যদেবের নাম); মনবে—মানবজাতির জনক বৈবস্বত মনুকে; প্রাহ—বলেছিলেন; মনুঃ—মনু; ইক্ষ্বাকবে—মহারাজ ইক্ষ্বাকুকে; অব্রবীৎ—বলেছিলেন।

আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্য তা মানবজাতির জনক মনুকে বলেছিলেন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন।

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥

(গীতা ৮/১৭)

সহস্র—সহস্র; যুগ—চতুর্যুগ; পর্যন্তম্—ব্যাপী; অহঃ—দিন; যৎ—যা; ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্মার; বিদুঃ—যাঁরা জানেন; রাত্রিম্—রাত্রি; যুগ—চতুর্যুগ; সহস্রান্তাম্—তেমনই, সহস্র চতুর্যুগের অন্তে; তে—সেই; অহোরাত্র—দিন ও রাত্রি; বিদঃ—তত্ত্ববেত্তা; জনাঃ—মানুষেরা।

মনুষ্য মানের সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং সহস্র চতুর্যুগে তাঁর এক রাত্রি হয়। এভাবেই যাঁরা জানেন, তাঁরা দিবা-রাত্রির তত্ত্ববেত্তা।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥

(গীতা ৮/১৯)

ভূতগ্রামঃ—জীবসমষ্টি; সঃ—সেই; এব—অবশ্যই; অয়ম্—এই; ভূত্বা ভূত্বা—পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে; প্রলীয়তে—লয় প্রাপ্ত হয়; রাত্রি—রাত্রি; আগমে—সমাগমে; অবশঃ—আপনা থেকেই; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; প্রভবতি—প্রকাশিত হয়; অহঃ—দিনের বেলা; আগমে—আগমনে।

হে পার্থ! সেই ভূতসমূহ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয় প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় দিনের আগমনে তারা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো

(গীতা ১১/৩২)

কালঃ—কাল; অস্মি—হই; লোক—লোক; ক্ষয়কৃৎ—ধ্বংসকারী; প্রবৃদ্ধঃ—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল।

***

বর্ণাশ্রম

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥

(গীতা ৪/১৩)

চাতুর্বর্ণ্যম্—মানব-সমাজের চারটি বিভাগ; ময়া—আমার দ্বারা; সৃষ্টম্—সৃষ্ট হয়েছে; গুণ—গুণ; কর্ম—কর্ম; বিভাগশঃ—বিভাগ অনুসারে; তস্য—তার; কর্তারম্—স্রষ্টা; অপি—যদিও; মাম্—আমাকে; বিদ্ধি—জানবে; অকর্তারম্—অকর্তারূপে; অব্যয়ম্—পরিবর্তন রহিত।

প্রকৃতির তিনটি গুন ও কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজে চারটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি এই প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা ও অব্যয় বলে জানবে।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥

(ভাগবত ১১/৫/২)

মুখ—মুখ; বাহু—হস্ত; ঊরু—ঊরু; পাদেভ্যঃ—পা থেকে; পুরুষস্য—পরম পুরুষের; আশ্রমৈঃ—বিভিন্ন আশ্রম; সহ—সহ; চত্বারঃ—চার; জজ্ঞিরে—উদ্ভূত হয়েছে; বর্ণাঃ—চার বর্ণ; গুণৈঃ—বিশেষ গুণাবলী সহ; বিপ্র-আদয়ঃ—ব্রাহ্মণ আদি; পৃথক—পৃথকভাবে।

ভগবানের বিশ্বরূপের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, ঊরু থেকে বৈশ্য ও পদ থেকে শূদ্র—এই চারটি বর্ণ পৃথক পৃথক আশ্রমসহ এবং স্বীয় বর্ণগত গুণসহ উদ্ভূত হয়েছে।

(মহারাজ নিমির প্রতি শ্রীচমসের উক্তি)

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥

(ভাগবত ৭/১১/৩৫)

যস্য—যার; যৎ—যা; লক্ষণম্—লক্ষণ; প্রোক্তম্—উক্ত বর্ণিত হয়েছে; পুংসঃ—ব্যক্তির; বর্ণ-অভিব্যঞ্জকম্—বর্ণ অভিব্যঞ্জক লক্ষণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আদি); যৎ—যদি; অন্যত্র—অন্যত্র; অপি—ও; দৃশ্যেত—দৃশ্য হয়; তৎ—তা; তেন—সেই লক্ষণের দ্বারা; এব—নিশ্চিতভাবে; বিনির্দিশেৎ—নির্দেশ করবে।

কোনও ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের উপরোক্ত লক্ষণগুলি প্রদর্শন করে, তা হলে সে যদি অন্য বর্ণেও জাত হয়, তবুও তাকে ওই সমস্ত লক্ষণ অনুসারেই বিশেষ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করতে হবে।

(মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদ মুনির উক্তি)

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥

(গীতা ১৮/৪২)

শমঃ—অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম; দমঃ—বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম; তপঃ—তপস্যা; শৌচম্—শৌচ; ক্ষান্তিঃ—ক্ষমা; আর্জবম্—সরলতা; এব—অবশ্যই; চ—এবং; জ্ঞানম্—শাস্ত্রজ্ঞান; বিজ্ঞানম্—তত্ত্ব-উপলব্ধি; আস্তিক্যম্—ধর্মপরায়ণতা; ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণের; কর্ম—কর্ম; স্বভাবজম্—স্বভাবজাত।

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এইগুলি ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম।

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥

(গীতা ১৮/৪৩)

শৌর্যম্—পরাক্রম; তেজঃ—তেজ; ধৃতিঃ—ধৈর্য; দাক্ষ্যম্—কর্মে কুশলতা; যুদ্ধে—যুদ্ধে; চ—এবং; অপি—ও; অপলায়নম্—পলায়ন না করা; দানম্—দান; ঈশ্বর—প্রভুত্ব; ভাবঃ—ভাব; চ—এবং; ক্ষাত্রম্—ক্ষত্রিয়ের; কর্ম—কর্ম; স্বভাবজম্—স্বভাবজাত।

শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দানশীলতা ও শাসন ক্ষমতা—এগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম।

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥

(গীতা ১৮/৪৪)

কৃষি—কৃষি; গোরক্ষা—গোরক্ষা; বাণিজ্যম্—বাণিজ্য; বৈশ্য—বৈশ্য; কর্ম—কর্ম; স্বভাবজম—স্বভাবজাত; পরিচর্যা—পরিচর্যা; আত্মকম্—আত্মক; কর্মঃ—কর্ম; শূদ্রস্য—শূদ্রের; অপি—ও; স্বভাবজম্—স্বভাবজাত।

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য—এই কয়েকটি বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম এবং পরিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রের স্বভাবজাত।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥

(গীতা ১৮/৪৬)

যতঃ—যাঁর থেকে; প্রবৃত্তিঃ—প্রবৃত্তি; ভূতানাম্—সমস্ত জীবের; যেন—যাঁর দ্বারা; সর্বম্—সমস্ত; ইদম্—এই; ততম্—ব্যাপ্ত; স্বকর্মণা—তার নিজের কর্মের দ্বারা; তম্—তাঁকে;

অভ্যর্চ্য—অর্চনা করে; সিদ্ধিম্—সিদ্ধি; বিন্দতি—লাভ করে; মানবঃ—মানুষ।

যাঁর থেকে সমস্ত জীবের পূর্ব বাসনারূপ প্রবৃত্তি হয়, যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁকে মানুষ তার নিজের কর্মের দ্বারা অর্চন করে সিদ্ধি লাভ করে।

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥

(গীতা ১৮/৪৫)

স্বে স্বে—নিজ নিজ; কর্মণি—কর্মে; অভিরতঃ—নিরত; সংসিদ্ধিম্—সিদ্ধি; লভতে—লাভ করে; নরঃ—মানুষ; স্বকর্ম—স্বীয় কর্মে; নিরতঃ—যুক্ত; সিদ্ধিম্—সিদ্ধি; যথা—যেভাবে; বিন্দতি—লাভ করে; তৎ—তা; শৃণু—শ্রবণ কর।

নিজ নিজ কর্মে নিরত মানুষ সিদ্ধি লাভ করে থাকে। স্বীয় কর্মে যুক্ত মানুষ যেভাবে সিদ্ধি লাভ করে, তা শ্রবণ কর।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পর পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥

(বিষ্ণু পুরাণ ৩/৮/৯)

বর্ণ-আশ্রম-আচারবতা—চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রম অনুসারে যিনি আচরণ করেন; পুরুষেণ—মানুষের দ্বারা; পরঃ পুমান—পরম পুরুষ; বিষ্ণুঃ—শ্রীবিষ্ণু; আরাধ্যতে—আরাধিত হন; পন্থা—উপায়; ন—না; অন্যৎ—অন্য; তৎ-তোষ-কারণম্—ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের কারণ।

পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্মের আচারযুক্ত পুরুষদের দ্বারা আরাধিত হন। বর্ণাশ্রম আচার ব্যতীত তাঁকে পরিতুষ্ট করার অন্য কোন উপায় নেই।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

(ভাগবত ১১/৫/৩)

য—যিনি; এষাম্—এই বর্ণ ও আশ্রমের; পুরুষম্—পরমেশ্বর ভগবান; সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ; আত্ম-প্রভবম্—সকলের উৎস; ঈশ্বরম্—পরম ঈশ্বর; ন—না; ভজন্তি—ভজনা করে; অবজানন্তি—অবজ্ঞা করে; স্থানাৎ—যথাস্থান থেকে; ভ্রষ্টাঃ—ভ্রষ্ট হয়ে; পতন্তি—পতিত হয়; অধঃ—নিম্নাভিমুখে নারকীয় অবস্থায়।

এই চার বর্ণাশ্রমের মধ্যে যারা তাদের প্রভু ভগবান বিষ্ণুর সাক্ষাৎ ভজন না করে, নিজের নিজের বর্ণ ও আশ্রমের অহঙ্কারে তাঁর ভজনে অবজ্ঞা করে, তারা স্থান ভ্রষ্ট হয়ে অধঃ পতিত হয়।

(নিমি মহারাজের প্রতি শ্রীচমসের উক্তি)

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

(ভাগবত ১/২/৮)

ধর্মঃ—ধর্ম; স্বনুষ্ঠিতঃ—ব্যক্তিগত অবস্থা অনুসারে অনুষ্ঠিত; পুংসাম্—মানুষদের; বিষ্বক্‌সেন—পরমেশ্বর ভগবান; কথাসু—বাণীতে; যঃ—যা; ন—না; উৎপাদয়েৎ—উৎপাদন করা; যদি—যদি; রতিম্—আসক্তিরূপ রুচি; শ্রম—অনর্থক পরিশ্রম; এব—কেবল; হি—অবশ্যই; কেবলম্—সম্পূর্ণরূপে।

স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্বধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা বৃথা শ্রম মাত্র।

(সূত গোস্বামী)

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

(ভাগবত ১/২/১৩)

অতঃ—অতএব; পুম্ভিঃ—মানুষের দ্বারা; দ্বিজ-শ্রেষ্ঠাঃ—হে শ্রেষ্ঠ (দ্বিজ) ব্রাহ্মণগণ; বর্ণাশ্রম—বর্ণাশ্রম-ধর্ম; বিভাগশঃ—বিভাগের দ্বারা; স্বনুষ্ঠিতস্য—স্বধর্মের; ধর্মস্য—ধর্মের; সংসিদ্ধিঃ—চরম সিদ্ধি; হরি—পরমেশ্বর ভগবান; তোষণম্—সন্তুষ্টি-বিধান।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি-বিধান করাই হচ্ছে স্বধর্মের চরম ফল।

বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥

(ভাগবত ৭/৯/১০)

বিপ্রাৎ—ব্রাহ্মণের থেকে; দ্বি-ষট্-গুণ-যুতাৎ—ব্রাহ্মণোচিত বারোটি গুণযুক্ত; অরবিন্দ-নাভ—পদ্মসদৃশ নাভি যাঁর, সেই শ্রীবিষ্ণুর; পাদ-অরবিন্দ—শ্রীপাদপদ্মে; বিমুখাৎ—ভগবদ্ভক্তি বিমুখ ব্যক্তির থেকে; শ্ব-পচম্—কুকুর ভক্ষণকারী চণ্ডাল; বরিষ্ঠম্—শ্রেষ্ঠ; মন্যে—আমি মনে করি; তৎ-অর্পিত—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পিত; মনঃ—মন; বচন—বাক্য; ঈহিত—কার্যকলাপ; অর্থ—ধন-সম্পদ; প্রাণম্—প্রাণ; পুনাতি—পবিত্র করেন; সঃ—তিনি; কুলম্—তাঁর কুল; ন—না; তু—কিন্তু; ভূরি-মানঃ—অত্যন্ত গর্বিত।

যাঁর মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত হয়েছে, তিনি যদি

চণ্ডাল কুলেও জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তা হলেও তিনি কৃষ্ণ-পাদপদ্ম বিমুখ দ্বাদশ গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের থেকেও শ্রেষ্ঠ বলে আমি মনে করি, কেন না তিনি (শ্বপচ কুলোদ্ভূত) স্বীয় কুল পবিত্র করেন। কিন্তু অতি গর্বিত অভক্ত ব্রাহ্মণ তা করতে পারেন না।

(ভগবান নৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের প্রার্থনা)

কামং ববর্ষ পর্জন্যঃ সর্বকামদুঘা মহী ।
সিষিচুঃ স্ম ব্রজান্ গাবঃ পয়সোধস্বতীর্মুদা ॥

(ভাগবত ১/১০/৪)

কামম্—প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ; ববর্ষ—বর্ষিত হয়েছিল; পর্জন্যঃ—বৃষ্টি; সর্ব—সব কিছু; কাম-দুঘা—অভীষ্ট প্রদায়িনী; মহী—পৃথিবী; সিষিচুঃ স্ম—সিক্ত হয়েছিল; ব্রজান্—গোচারণ ভূমি; গাবঃ—গাভী; পয়সা উধস্বতীঃ—স্ফীত স্তন থেকে; মুদা—আনন্দিত হওয়ার ফলে।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে মেঘরাজি মানুষের প্রয়োজন মতো যথেষ্ট বারি বর্ষণ করত এবং পৃথিবী মানুষের সমস্ত প্রয়োজনই পর্যাপ্তভাবে পূর্ণ করত। দুগ্ধবতী প্রফুল্লমনা গাভীদের স্ফীত স্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধে গোচারণভূমি সিক্ত হত। (সূত গোস্বামী)

সাম দান ভেদ দণ্ড

(অজ্ঞাত উৎস)

সাম—মধুর বাক্য; দান—ধন বা পদ দান; ভেদ—ভেদ; দণ্ড—শাস্তি।

এগুলি রাজনীতির চারটি প্রধান নীতি।

পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ

(অজ্ঞাত উৎস)

পঞ্চাশ—পঞ্চাশ; ঊর্ধ্বম্—ঊর্ধ্বে; বনম্—বনে; ব্রজেৎ—যাওয়া উচিত।

পঞ্চাশ বছর বয়সের পর বানপ্রস্থ গ্রহণ করা উচিত।

বেদ

বেদপ্রণিহিতো ধর্মো হ্যধর্মস্তদ্বিপর্যয়ঃ ।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম ॥

(ভাগবত ৬/১/৪০)

বেদ—(সাম, যজু, ঋক ও অথর্ব)—এই চার বেদের দ্বারা; প্রণিহিতঃ—নির্দেশিত; ধর্মঃ—ধর্ম; হি—বাস্তবিকপক্ষে; অধর্মঃ—অধর্ম; তৎ-বিপর্যয়ঃ—তার বিপরীত (যা বেদসম্মত নয়); বেদঃ—বেদসমূহ; নারায়ণঃ সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ (যেহেতু তা নারায়ণেরই বাণী); স্বয়ম্-ভূঃ—স্বয়ং জাত, স্বয়ংসম্পূর্ণ (নারায়ণের নিঃশ্বাস থেকে জাত এবং যাকে অন্য কারও কাছে জ্ঞান অর্জন করতে হয় না); ইতি—এভাবেই; শুশ্রুম—আমরা শুনেছি।

বেদে নির্দেশিত পন্থাই হচ্ছে ধর্ম এবং তার বিপরীত পন্থাই হচ্ছে অধর্ম। বেদ হচ্ছে স্বয়ম্ভু এবং সাক্ষাৎ নারায়ণ। আমরা যমরাজের কাছ থেকে এই কথা শুনেছি।

(যমদূতগণের উক্তি)

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ।

(গীতা ১৫/১৫)

বেদৈঃ—বেদসমূহের দ্বারা; চ—ও; সর্বৈঃ—সমস্ত; অহম্—আমি; এব—অবশ্যই; বেদ্যঃ—জ্ঞাতব্য; বেদান্তকৃৎ—বেদার্থকর্তা; বেদবিৎ—বেদজ্ঞ; এব—অবশ্যই; চ—এবং; অহম্—আমি।

আমিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য এবং আমিই বেদান্তকর্তা ও বেদবিৎ।

অপৌরুষেয়

(অজ্ঞাত উৎস)

অপৌরুষেয়—জড়-জাগতিক জীব কর্তৃক রচিত নয়।

বেদ হচ্ছে অপৌরুষেয়।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান ।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১২২)

মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন বদ্ধ জীব তার নিজের চেষ্টায় কৃষ্ণস্মৃতি জাগরিত করতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে জীবকে বেদ ও পুরাণ আদি শাস্ত্রগ্রন্থাবলী দান করেছেন।

(সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা)

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতি ।
ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষণম্ ।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ ॥

(পদ্ম পুরাণ)

জলজাঃ—জলজ প্রাণী; নব—নয় সংখ্যক; লক্ষাণি—লক্ষ; স্থাবরাঃ—বৃক্ষজাতীয় স্থাবর প্রাণী; লক্ষ—লক্ষ; বিংশতি—কুড়ি; ক্রিময়ঃ—কীট-পতঙ্গ; রুদ্র-সংখ্যকাঃ—এগারো লক্ষ; পক্ষিণাম্—পাখিদের; দশ—দশ; লক্ষণম্—লক্ষ; ত্রিংশৎ—ত্রিশ; লক্ষাণি—লক্ষ; পশবঃ—পশু; চতুঃ—চার; লক্ষাণি—লক্ষ; মানুষাঃ—মানুষ।

নয় লক্ষ প্রকার জলজ প্রাণী রয়েছে। বৃক্ষ-লতারূপে কুড়ি লক্ষ স্থাবর প্রাণী রয়েছে। কীট-পতঙ্গ ও সরীসৃপ রয়েছে এগারো লক্ষ। পাখি হচ্ছে দশ লক্ষ। ত্রিশ লক্ষ পশু এবং চার লক্ষ প্রকার মানুষ রয়েছে।

দ্রষ্টব্যঃ বেদ যে কত নিখুঁত ও অভ্রান্ত, তা বুঝাতে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করতেন।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥

(গীতা ২/৪২)

যাম্ ইমাম্—এই সমস্ত; পুষ্পিতাম্—পুষ্পিত; বাচম্—বাক্য; প্রবদন্তি—বলে; অবিপশ্চিতঃ—অবিবেকী মানুষ; বেদ-বাদরতাঃ—বেদের তথাকথিত অনুগামী; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; ন—না; অন্যৎ—অন্য কিছু; অস্তি—আছে; ইতি—এভাবে; বাদিনঃ—মতবাদী।

হে পার্থ! বিবেকবর্জিত লোকেরাই বেদের পুষ্পিত বাক্যে আসক্ত হয়ে সকাম কর্মকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। এই সমস্ত তথাকথিত বেদানুগ ব্যক্তিরা বলে যে, তার উর্ধ্বে আর কিছু নেই।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

(গীতা ২/৪৫)

ত্রৈগুণ্য—প্রকৃতির তিন গুণ সম্পর্কিত; বিষয়াঃ—বিষয়ে; বেদাঃ—বৈদিক শাস্ত্রসমূহ; নিস্ত্রৈগুণ্যঃ—জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের অতীত; ভব—হও; অর্জুন—হে অর্জুন; নির্দ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্বরহিত; নিত্যসত্ত্বস্থঃ—শুদ্ধ সত্ত্ব চিন্ময় অস্তিত্বে; নির্যোগক্ষেমঃ—অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং তার রক্ষার চিন্তা থেকে মুক্ত; আত্মবান্—অধ্যাত্ম চেতনায় অবস্থিত।

বেদে প্রধানত জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। হে অর্জুন! তুমি সেই গুণগুলিকে অতিক্রম করে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হও। সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হও এবং লাভ-ক্ষতি ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অধ্যাত্ম চেতনায় অধিষ্ঠিত হও।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥

(গীতা ২/৪৬)

যাবান্—যে সমস্ত; অর্থঃ—প্রয়োজন; উদপানে—ক্ষুদ্র জলাশয়ে; সর্বতঃ—সর্বতোভাবে; সংপ্লুতোদকে—অতি বৃহৎ জলাশয়ে; তাবান্—তেমনই; সর্বেষু—সমস্ত; বেদেষু—বৈদিক শাস্ত্রে; ব্রাহ্মণস্য—পরব্রহ্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির; বিজানতঃ—পূর্ণ জ্ঞানবান।

ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে সমস্ত প্রয়োজন সাধিত হয়, সেগুলি বৃহৎ জলাশয় থেকে আপনা হতেই সাধিত হয়ে যায়। তেমনই, ভগবানের উপাসনার মাধ্যমে যিনি পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করে সব কিছুর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কাছে সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে।

উর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥

(গীতা ১৫/১)

উর্ধ্বমূলম্—উর্ধ্বমূল; অধঃ—নিম্নমুখী; শাখম্—শাখাবিশিষ্ট; অশ্বত্থম্—অশ্বত্থ বৃক্ষ; প্রাহুঃ—বলা হয়েছে; অব্যয়ম্—নিত্য; ছন্দাংসি—বৈদিক মন্ত্রসমূহ; যস্য—যার; পর্ণানি—পত্রসমূহ; যঃ—যিনি; তম্—সেই; বেদ—জানেন; সঃ—তিনি; বেদবিৎ—বেদজ্ঞ।

উর্ধ্বমূল এবং অধঃশাখা-বিশিষ্ট একটি অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে। বৈদিক মন্ত্রসমূহ সেই বৃক্ষের পত্রস্বরূপ। যিনি সেই বৃক্ষটিকে জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

(গীতা ১৬/২৩)

যঃ—যে; শাস্ত্রবিধিম্—শাস্ত্রবিধি; উৎসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; বর্ততে—বর্তমান থাকে; কামকারতঃ—কামাচারে; ন—না; সঃ—সে; সিদ্ধিম্—সিদ্ধি; অবাপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়; ন—না; সুখম্—সুখ; ন—না; পরাম্—পরম; গতিম্—গতি।

যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে কামাচারে বর্তমান থাকে, সে সিদ্ধি, সুখ অথবা পরাগতি লাভ করতে পারে না।

ওঁ শাস্ত্র যোনিত্বাৎ

(বেদান্তসূত্র ১/১/৩)

শাস্ত্র—বেদ; যোনিত্বাৎ—উৎস।

শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

ওঁ ঈক্ষতের্নাশব্দম্

(বেদান্তসূত্র ১/১/৫)

ঈক্ষতেঃ—পরমেশ্বরের; ন—না; অশব্দম্—অবর্ণনীয়।

পরমেশ্বর অবর্ণনীয় নন।

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।

(তৈত্তিরীয় উপঃ ২/৪/১)

যতঃ—যেখান থেকে; বাচঃ—বাক্য; নিবর্তন্তে—ফিরে আসে; অপ্রাপ্য—অপ্রাপ্য; মনসা—মন দিয়ে; সহ—সহ।

বাক্যের বর্ণনাশক্তি পরম সত্যকে বর্ণনা করতে অক্ষম। মনের কল্পনাশক্তি তাঁকে লাভ করতে অক্ষম।

অথবা

জড়-জাগতিক অভিধানের সাহায্যে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর নিরূপণ করা যায় না।

সর্বে সুখিনো ভবন্তু

(অজ্ঞাত উৎস)

সর্বে—সকলে; সুখিনঃ—সুখী; ভবন্তু—হোক ।

সকলেই সুখী হোক।

দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "এটিই বৈদিক ব্রত।"

স্ত্রী শূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা ।
কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্ ॥

(ভাগবত ১/৪/২৫)

স্ত্রী—স্ত্রী জাতি; শূদ্র—শ্রমিক শ্রেণী; দ্বিজবন্ধুনাম্—দ্বিজোচিত গুণাবলীবিহীন দ্বিজকুলোদ্ভূত মানুষদের; ত্রয়ী—তিন; ন—না; শ্রুতি-গোচরা—বোধগম্য; কর্ম—কার্যকলাপে; শ্রেয়সি—কল্যাণ সাধনে; মূঢ়ানাম্—মূর্খদের; শ্রেয়ঃ—পরম কল্যাণ; এবম্—এভাবেই; ভবেৎ—প্রাপ্ত হয়; ইহ—এটির দ্বারা; ইতি—এভাবেই বিবেচনা করে; ভারতম্—মহাভারত; আখ্যানম্—ঐতিহাসিক তথ্য; কৃপয়াঃ—কৃপাপূর্বক; মুনিনা—মুনির দ্বারা; কৃতম্—রচিত হয়েছিল।

স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজোচিত গুণাবলীবিহীন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত মানুষদের বেদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা নেই, তাই তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত নামক ইতিহাস রচনা করলেন, যাতে তারা তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পারে।

(সূত গোস্বামী)

❋❋❋

যোগ

তপশ্চর্যা, বৈরাগ্য ও আত্মসমর্পণ

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥

(গীতা ৬/১৭)

যুক্ত—নিয়ন্ত্রিত; আহার—ভোজন; বিহারস্য—বিহার; যুক্ত—নিয়ন্ত্রিত; চেষ্টস্য—চেষ্টাবিশিষ্ট; কর্মসু—কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠানে; যুক্ত—নিয়ন্ত্রিত; স্বপ্নাববোধস্য—নিদ্রিত ও জাগ্রত ব্যক্তির; যোগঃ—যোগ অভ্যাস; ভবতি—হয়; দুঃখহা—দুঃখনাশক।

যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যাঁর নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন।

যোগ ইন্দ্রিয় সংযমঃ

(অজ্ঞাত উৎস)

যোগঃ—যোগ; ইন্দ্রিয়ঃ—ইন্দ্রিয়সমূহ; সংযমঃ—সংযম করা।

যোগ অভ্যাস মানেই ইন্দ্রিয় সংযম করা।

মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর ।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর ॥

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শরণাগতি)

আমার মন, দেহ, গৃহ, যা কিছু রয়েছে, সবই আমি তোমার চরণে অর্পণ করলাম, হে নন্দকিশোর!

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥

(গীতা ৬/৪১)

প্রাপ্য—লাভ করে; পুণ্যকৃতাম—পুণ্যবানদের; লোকান্—লোকসমূহ; উষিত্বা—বাস করে; শাশ্বতীঃ—বহু; সমাঃ—বৎসর; শুচীনাম্—সদাচারী; শ্রীমতাম্—ধনীর; গেহে—গৃহে; যোগভ্রষ্টঃ—যোগ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তি; অভিজায়তে—জন্মগ্রহণ করেন।

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যবানদের প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকসমূহে বহুকাল বাস করে সদাচারী ব্রাহ্মণদের গৃহে অথবা শ্রীমান ধনী বণিকদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

(গীতা ৬/৪৭)

যোগিনাম্—যোগীদের; অপি—ও; সর্বেষাম—সর্ব প্রকার; মদ্গতেন—আমাতেই আসক্ত; অন্তরাত্মনা—অন্তরে সব সময় আমার কথা চিন্তা করে; শ্রদ্ধাবান্—পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে; ভজতে—ভজনা করেন; যঃ—যিনি; মাম্—আমাকে (পরমেশ্বর ভগবানকে); সঃ—তিনি; মে—আমার; যুক্ততমঃ—সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; মতঃ—অভিমত।

যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।
সেটিই আমার অভিমত।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥

(নারদ-পঞ্চরাত্র)

আরাধিতঃ—আরাধিত; যদি—যদি; হরিঃ—শ্রীহরি; তপসা—তপস্যার দ্বারা; ততঃ—তা হলে; কিম্—কি; ন—না; আরাধিতঃ—আরাধিত; যদি—যদি; হরিঃ—শ্রীহরি; তপসা—তপস্যার দ্বারা; ততঃ—তা হলে; কিম্—কি।

যদি শ্রীহরির আরাধনা করা হয়, তা হলে কঠোর তপস্যার কি প্রয়োজন, কেন না তপস্যার লক্ষ্যবস্তু তো লাভ হয়েই গেছে। আর সমস্ত রকমের তপস্যা করেও যদি শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা না যায়, তা হলে তপস্যার কোনও মূল্য নেই, কেন না শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া সকল তপস্যাই বৃথা শ্রম মাত্র।

অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥

(নারদ-পঞ্চরাত্র)

অন্তঃ—অন্তরে; বহিঃ—বাইরে; ন—না।

শ্রীহরি যে সর্বব্যাপক, তিনি যে অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্রই আছেন, এই উপলব্ধি যার হয়েছে, তপস্যায় তার কি প্রয়োজন। আর শ্রীহরি যে সর্বব্যাপক, এই উপলব্ধিই যদি না হল, তা হলে সব তপস্যাই বৃথা।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥

(গীতা ৭/১)

ময়ি—আমাতে; আসক্তমনাঃ—অভিনিবিষ্ট চিত্ত; পার্থ—হে পৃথার পুত্র; যোগম্—যোগ; যুঞ্জন্—যুক্ত হয়ে; মদাশ্রয়ঃ—আমার ভাবনায় ভাবিত হয়ে (কৃষ্ণভাবনা); অসংশয়ম্—নিঃসন্দেহে; সমগ্রম্—সম্পূর্ণরূপে; মাম্—আমাকে; যথা—যেরূপে; জ্ঞাস্যসি—জানবে; তৎ—তা; শৃণু—শ্রবণ কর।

হে পার্থ! আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে, আমাতে মনোনিবেশ করে যোগাভ্যাস করলে, কিভাবে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর।

শ্মশানবৈরাগ্য

(বাংলা প্রবাদ)

ক্ষণস্থায়ী বৈরাগ্য যা কেবল শ্মশানেই জাগে।

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

(ভাগবত ১২/১৩/১)

যম্—যাঁকে; ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ—এবং বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুতগণ; স্তুন্বন্তি—স্তব করেন; দিব্যৈঃ—দিব্য; স্তবৈঃ—স্তবের দ্বারা; বেদৈঃ—বেদের দ্বারা; স—সহ; অঙ্গ—শাখা; পদ-ক্রম—মন্ত্রের পদগুলির বিশেষ ক্রমিক বিন্যাস; উপনিষদৈঃ—এবং উপনিষদের দ্বারা; গায়ন্তি—তাঁরা গান করেন; যম্—যাঁকে; সামগাঃ—সামবেদের কীর্তনকারীগণ; ধ্যান—ধ্যান; অবস্থিত—অবস্থিত; তদ্গতেন—কৃষ্ণগত; মনসা—মনের দ্বারা; পশ্যন্তি—তাঁরা দর্শন করেন; যম্—যাঁকে; যোগিনঃ—অষ্টাঙ্গ-যোগিগণ; যস্য—যাঁর; অন্তম্—অন্ত; ন বিদুঃ—তাঁরা জানে না; সুর-অসুর-গণাঃ—দেবতা ও অসুরগণ; দেবায়—পরমেশ্বর ভগবানকে; তস্মৈঃ—তাঁকে; নমঃ—প্রণাম।

যাঁকে ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুতগণ দিব্যস্তবের মাধ্যমে এবং উপনিষদ, পদক্রম ও বেদাঙ্গ সহ বেদধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে স্তব নিবেদন করেন, সামবেদের কীর্তনকারীগণ যাঁর সম্বন্ধে কীর্তন করেন, সিদ্ধযোগিগণ ধ্যানাবস্থিত তদ্গত চিত্তে যাঁকে দর্শন করেন, দেবতা ও অসুরগণ যাঁর অন্ত খুঁজে পান না, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার বিনম্র প্রণতি নিবেদন করছি। (সুত গোস্বামী)

পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্ ।
সোঽপ্যস্তি যৎ প্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৪)

পন্থাঃ—পথ; তু—কিন্তু; কোটি-শত—শত কোটি; বৎসর—বৎসর; সংপ্রগম্যঃ—সম্যকরূপে গমন করেও; বায়োঃ—বায়ুর; অথ অপি—অথবা; মনসঃ—মনের; মুনি-পুঙ্গবানাম্—শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের; সঃ—সেই পথ; অপি—শুধু; অস্তি—হয়; যৎ—যার; প্রপদ—পায়ের আঙ্গুল; সীম্নি—সীমানায়; অবিচিন্ত্য-তত্ত্বে—জড় চিন্তার অতীত; গোবিন্দম্—গোবিন্দকে; আদি-পুরুষম্—আদিপুরুষ; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

সেই প্রাকৃত চিন্তাতীত তত্ত্বে গমনেচ্ছু প্রাণায়ামগত যোগীদিগের বায়ু-নিয়ামনপথ অথবা অতন্নিরসনকারী নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকারী মুনিশ্রেষ্ঠদিগের জ্ঞানচর্চারূপ পন্থা শত-কোটি বৎসর চলেও যাঁর চরণারবিন্দের অগ্রসীমা মাত্র প্রাপ্ত হয়, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে ।
ভাল না খহিবে আর ভাল না পরিবে ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬/২৩৬)

জড়-জাগতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে না এবং সেই সমস্ত বিষয়ে শ্রবণ করবে না। ভাল খাবার খাবে না এবং ভাল কাপড় পরবে না।

(রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ)

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥

(গীতা ২/৫৯)

বিষয়াঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয়সমূহ; বিনিবর্তন্তে—নিবৃত্ত হয়; নিরাহারস্য—কৃত্রিমভাবে বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিবৃত্ত করে; দেহিনঃ—দেহীর; রসবর্জম্—বিষয়রস বর্জন করে; রসঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; অপি—যদিও; অস্য—তাঁর; পরম্—উৎকৃষ্ট বস্তু; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; নিবর্ততে—নিবৃত্ত হন।

দেহবিশিষ্ট জীব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন করার ফলে তিনি সেই বিষয়তৃষ্ণা থেকে চিরতরে নিবৃত্ত হন।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥

(গীতা ৩/৬)

কর্মেন্দ্রিয়াণি—পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়; সংযম্য—সংযত করে; যঃ—যে; আস্তে—অবস্থান করে; মনসা—মনের দ্বারা; স্মরন্—স্মরণ করে; ইন্দ্রিয়ার্থান্—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; বিমূঢ়—মূঢ়; আত্মা—আত্মা; মিথ্যাচারঃ—কপটাচার; স—তাকে; উচ্যতে—বলা হয়।

যে ব্যক্তি পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় সংযত করেও মনে মনে শব্দ, রস আদি ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি স্মরণ করে, সেই মূঢ় অবশ্যই নিজেকে বিভ্রান্ত করে এবং তাকে মিথ্যাচারী ভণ্ড বলা হয়ে থাকে।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১/২/২৫৫-৬)

অনাসক্তস্য—অনাসক্ত ব্যক্তির; বিষয়ান্—জড় বিষয়ে; যথা-অর্হম্—যথোপযুক্তভাবে; উপযুঞ্জতঃ—নিযুক্ত করে; নির্বন্ধঃ—বন্ধন ছাড়া; কৃষ্ণ-সম্বন্ধে—কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; যুক্তম্—যথার্থ; বৈরাগ্যম্—বৈরাগ্য; উচ্যতে—বলা হয়; প্রাপঞ্চিকতয়া—জড়-জাগতিকরূপে; বুদ্ধ্যা—এই বুদ্ধিতে; হরি-সম্বন্ধি-বস্তুনঃ—শ্রীহরির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর; মুমুক্ষুভিঃ—মুক্তিকামী ব্যক্তিদের দ্বারা; পরিত্যাগ—ত্যাগ; বৈরাগ্যম্ ফল্গু—নিকৃষ্ট বৈরাগ্য; কথ্যতে—বলা হয়।

কেউ যখন বিষয়ে অনাসক্ত হয়েও কৃষ্ণসেবার জন্য সব কিছু গ্রহণ করেন, তিনিই প্রকৃত বৈরাগ্যে স্থিত হয়েছেন। অপরপক্ষে, যিনি সমস্ত বস্তুর সঙ্গেই যে কৃষ্ণের সম্পর্ক রয়েছে, তা না জেনে সব কিছুই ত্যাগ করেন, তিনি পূর্ণ বৈরাগ্য লাভ করতে পারেননি।

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥

(হরিভক্তি-বিলাস ১১/৪১৭)

আনুকূল্যস্য—কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয়ের; সঙ্কল্পঃ—গ্রহণ; প্রাতি-কূল্যস্য—কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল বিষয়ের; বর্জনম্—বর্জন; রক্ষিষ্যতি—তিনি রক্ষা করবেন; ইতি—এই প্রকার; বিশ্বাসঃ—দৃঢ় বিশ্বাস; গোপ্তৃত্বে—পিতা, পতি বা প্রভুরূপে; বরণম্—বরণ; তথা—তদোপরি; আত্ম-নিক্ষেপ—সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন; কার্পণ্যে—দৈন্য; ষট্‌-বিধা—ছয় প্রকার; শরণ-আগতিঃ—শরণাগত হওয়ার পন্থা।

শরণাগতির ছয় প্রকার লক্ষণ—কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যা গ্রহণ করা, কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল বিষয় বর্জন করা, কৃষ্ণ সব সময়ই রক্ষা করবেন এই বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণকে প্রভুরূপে গ্রহণ করা, সর্বতোভাবে শরণাগত হওয়া এবং দৈন্য।

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥

(গীতা ৬/১)

অনাশ্রিতঃ—আশ্রয় বা অপেক্ষা না করে; কর্মফলম্—কর্মফলের; কার্যম্—কর্তব্য; কর্ম—কর্ম; করোতি—অনুষ্ঠান করেন; যঃ—যিনি; সঃ—তিনি; সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী; চ—ও; যোগী—যোগী; চ—ও; ন—না; নিরগ্নিঃ—অগ্নি রহিত; ন—না; চ—ও; অক্রিয়ঃ—নিষ্ক্রিয়।

যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ত্যাগ করেছেন এবং দৈহিক চেষ্টাশূন্য তিনি সন্ন্যাসী বা যোগী নন। যিনি কর্মফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে তাঁর কর্তব্যকর্ম করেন, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী বা যোগী।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

(গীতা ১৮/৬৬)

সর্বধর্মান্—সর্ব প্রকার ধর্ম; পরিত্যজ্য—পরিত্যাগ করে; মাম্—আমাকে; একম্—কেবল; শরণম্—শরণাগত; ব্রজ—হও; অহম্—আমি; ত্বাম্—তোমাকে; সর্ব—সমস্ত; পাপেভ্যঃ—পাপ থেকে; মোক্ষয়িষ্যামি—মুক্ত করব; মা—করো না; শুচঃ—শোক।

সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি শোক করো না।

হরিসেবায় যাহা হয় অনুকূল।
বিষয় বলিয়া তাহার ত্যাগে হয় ভুল ॥

(ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী)

হরিসেবার অনুকূল বস্তুকে যিনি জড় বিষয় জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন, তিনি মহাভুল করছেন।

❁❁❁

অনুক্রমণিকা

অ

অকামঃ সর্বকামঃ ৯৬
অক্রূরস্তভিবন্দনে ১০০
অঘং ধুন্বন্তি ৮৪
অঙ্গানি যস্য ১৭১
অচিন্ত্যাঃ ১৪৩
অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ ২১৪
অজাগলস্তন ১৯৭
অজাতশত্রবঃ ৬২
অজোঽপি সন্ ১৭২
অজো নিত্যঃ ২১৩
অণোরণীয়ান্ ২১৬
অণ্ডান্তরস্থ পরমাণু ২১৭
অতএব মায়া ১৯০
অতঃ গৃহ ৫৭
অতঃ পুম্ভির্দ্বিজ ২৩৪
অতঃ শ্রীকৃষ্ণ ১৬৯
অতি ভক্তি ৩১
অতোঽস্মি ১৬৪
অত্যাহারঃ ১০৪
অথবা বহুনৈতেন ২১৭
অথাপি তে দেব ১৪৫
অথাসক্তিঃ ৯২
অদান্তগোভির্বিশতাং ২০৮
অদ্বৈতম্ ১৬৭
অধর্মাভিভবাৎ ২৪
অনন্যচেতাঃ ৯৮
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো ৯৬
অনর্পিতচরীংচিরাৎ ৮
অনর্থোপশমং ২২৪
অনাঢ্যতৈবাস ১৩৬
অনাদি করমফলে ১৮৯
অনাদিরাদির্গোবিন্দ ১৪৯
অনাবৃষ্ট্যা ১৩৮
অনাশিনো ২১৩
অনাশ্রিতঃ ২৪৫
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ ২৪৪
অনিত্যম্ ১৮৬
অন্তকালে ৩৬
অন্তবন্ত ইমে ২১৩
অন্তবত্তু ফলম্ ৪১
অন্তর্গতিঃ ১৩২
অন্তর্বহিঃ ১৪১
অন্ধ-পঙ্গু ৩৩
অন্ধাঃ যথান্ধৈঃ ১২৫
অন্নাদ্ ভবন্তি ১১০
অন্বয় ১৪৩
অন্য দেবাশ্রয় ৪২
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং ১০৭
অপরস্পর ২০৬
অপরেয়মিতঃ ২১৫
অপশ্যতাম্ ২০৩
অপশ্যৎপুরুষং ১৯৬
অপাণিপাদো ১৭১
অপৌরুষেয় ২৩৬
অপি চেৎ ১৭৯
অপ্রাণস্যেব ২০৩
অপ্রাপ্য মাং ৯১
অপ্রারব্ধ ১৮৪
অপ্যাত্মক্ষেনা ১৩৩
অবজানন্তি মাং ২০৬
অবতারা হ্য ১৫৯
অবশ্য রক্ষিবে ১০৪
অবিচ্যুতো ১৪৭
অবিবং ১১১
অবিদ্যা কর্ম ১৫৬
অবিদ্যাং জীবনং ২৯
অবিনাশি ২১২
অবিশ্রান্তি ২২
অবৃত্ত্যা ন্যায় ১৩৬
অবৈষ্ণব ২১১
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন ১১৬

অব্যক্তং ব্যক্তিম্ ২০৫
অব্যক্তা হি ১৩১
অব্যক্তোঽক্ষর ২২৩
অভ্যাসযোগ ৯৮
অভ্যাসেন তু ৫৯
অভ্যুত্থানম্ ১৫৯
অমানিনা মানদেন ২০
অরণ্যম্ তেন ২৫
অর্চনং বন্দনং ১০৩
অর্চায়ামেব ৬৭
অর্চ্যে বিষ্ণৌ ২০১
অর্থোঽয়ম্ ২২৫
অর্ধ কুক্কুটি ৩২
অলক্ষ্যং ১৬৪
অশিতিং চতুরশ্চৈব ১২৬
অশুদ্ধাঃ শূদ্র ১৩৪
অশোচ্যান ১১৯
অশ্রদ্দধানাঃ ৯১
অশ্রদ্দধানে ২১
অশ্বত্থামা ৩০
অশ্বমেধং ১৩৯
অসংশয়ম্ মহাবাহো ৫৯
অসংশয়ং সমগ্রং ১৪১
অসংস্কৃতাঃ ১৩৫
অসঙ্গো হি অয়ম্ ২১২
অসৎসঙ্গত্যাগ ৫০
অসতো মা ১২৬
অসত্যমপ্রতিষ্ঠিতম্ ২০৬
অসমোর্দ্ধ ১৫১
অসিতো দেবলো ১৫৪
অহং আদির্হি ১৬৬
অহংকার ইতীয়ং ১৫৬
অহংকার বিমূঢ়া ১৯৪
অহংকারে মত্ত ৬
অহং তরিষ্যামি ৮৬
অহং ত্বাং ২৪৫
অহং ব্রহ্মা ২১২
অহং মমাদি ২২
অহং সর্বস্য ১৫৩
অহং হি সর্ব ১০৯
অহন্যহনি ১৯৭
অহস্তানি ১৮৭
অহমিহ নন্দং ৬৭
অহমেবাসম্ ১৫৬
অহৈতুকী অপ্রতিহতা ১০২
অহো বকী ১৭৫
অহো বত শ্বপচো ১১
অয়ি নন্দতনুজ ১৯৫

আ

আগমাপায়িনো ৫৪
আচরন্ দাসবন্ ১১২
আচার্যং মাম্ ১২০
আচার্যবান্ ১১৪
আচার্যোপাসনম্ ১১২
আচ্ছিন্ন ১৩৭
আজানুলম্বিত ভুজৌ ৭
আত্মমাতা ২৮
আত্মনিক্ষেপ ২৪৪
আত্মবৎ মন্যতে ১৯৫
আত্মবৎ সর্ব ২৬
আত্মবিৎ সম্মতঃ ১৪২
আত্মারামাঃ ১৭৫
আত্মাস্য জন্তোঃ ২১৬
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ১৯১
আত্মৈব ৫৮
আদ্যন্তবন্তঃ ২০০
আদৌ শ্রদ্ধা ৯১
আধার শক্তিম্ ১৬০
আনন্দচিন্ময়রস ১৬৩
আনন্দচিন্ময়সদ্ ১৭১
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং ১৭
আনুকূল্যস্য ২৪৪
আনুকূল্যেন ১০৭
আপন করম ১৯১
আপন রুচিতে ৩১
আপনার ধন ৩২
আপনার হিতাহিত ১১৮
আপনি করিমু ৬৪

আপনি আচরি' ভক্তি করিল ৬৫
আপনি আচরি' ভক্তি শিখাইমু ৬৪
আপয়ঃ সংসৃতিং ১৫
আবেশ্য তদঘং ৯৯
আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ ২২০
আমার আজ্ঞায় ৬৫
আর কবে নিতাইচাঁদের ৫
আরাধনানাম্ ৪৬
আরাধিতো যদি ২৪১
আরাধ্যো ভগবান্ ২২৮
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ ১৩৩
আর্তো জিজ্ঞাসু ৬৬
আলোলচন্দ্রক ১৭৭
আশানন্ধঃ ৭১
আশ্রিয্য বা ৭৬
আসক্তিস্তদ্ ৭১
আসুরীং যোনিম্ ২০৭
আহারনিদ্রা ১২৮
আহস্তাম্ ১৫৪
আয়ুর্হরতি ২২৯
আয়ুষঃক্ষণ ২২৯

ই

ইচ্ছাদ্বেষ ১৯৪
ইচ্ছানুরূপম্ ১৯৮
ইতি তে জ্ঞানম্ ১০৬
ইতি পুংসার্পিতা ১০৩
ইতি মত্বা ১৫৩
ইতি মাং যো ১৬৯
ইতি ভারতং ২৩৯
ইতি রামপদেন ১২
ইতি ষোড়শকং ১৬
ইত্যাদয়ো ৭১
ইত্থং নৃতির্যগ্ ২
ইত্থং সতাম্ ৭৪
ইদং তু তে ১৪৪
ইদং ভাগবতং ২২৪
ইদং হি পুংসঃ ১৪৭
ইদং হি বিশ্বং ১৬৫
ইন্দ্রারি ১৫৯
ইন্দ্রিয়ানাং হি ১৯৯
ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্য ২০০
ইন্দ্রিয়ার্থান্ ২৪৩
ইমং বিবস্বতে ২২৯
ইষ্টান্ ভোগান্ ৩৮
ইহা হইতে ১৪০
ইহা নাহি জানি ১১৯

ঈ

ঈশাবাস্যমিদং ২৪
ঈশ্বরঃ পরমঃ ১৪৯
ঈশ্বরঃ সর্ব ২১৮
ঈশ্বরে তদ্ ৬৬
ঈশ্বরোঽহমহম্ ২০৮
ঈহা যস্য ৮৭

উ

উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ ১০৪
উৎসৃজ্যৈতান্ ১৯২
উত্তমশ্লোক ২২৪
উত্তিষ্ঠত ১২৯
উদরম্ভরতা ১৩৭
উদরেন্দ্রিয়ানাম্ ৮১
উদিল অরুণ ১
উদ্ধরেদ্ ৫৮
উপদেক্ষ্যন্তি ১১২
উপদেশো হি ২১১
উপদ্রষ্টানুমন্তা ২১৮
উপাড়ে বা ছিণ্ডে ২০
উভয়োরপি ১৯৬

ঊ

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি ১৮৭
ঊর্ধ্বমূলং ২৩৮

ঋ

ঋণং কৃত্বা ২১১
ঋণকর্তা ২৫
ঋতেঽর্থং যৎ ১৯৬
ঋষিভির্বহুধা ১১৫
ঋষি শ্রাদ্ধে ২৮

এ

এই ছয় গোসাঞি ৪৫
এই ভাল, এই মন্দ ১৮৭
এই মত ভক্তভাব ৬৫
এ-ও ত' এক ২০৫
একং ব্রহ্ম ১৫১
এক দেশ ১৫৭
এককলে ঈশ্বর ১৫১
এক হরিনামে ১৬
একশ্চন্দ্র ৫২
একেনাপি কুবৃক্ষেণ ২৭
একেনাপি সুবৃক্ষেণ ২৭
একোঽপ্যসৌ ২১৭
একো নারায়ণ ১৫৬
একো বহু ১৫৩
একো বহূনাম্ ১৫৩
এতদীশনম্ ১৬৮
এতন্নির্বিদ্যমানানাম্ ১৫
এতাং দৃষ্টিং ২০৭
এতাং মাংসে ৫৫
এতাং স আস্থায় ৮৬
এতাদৃশী তব কৃপা ১৯
এতান্ বেগান্ ১১৫
এতাবদেব ১৪৩
এতাবজ্জন্ম ৬৩
এতাবানেব ১০৩
এতাবান্ সাংখ্য ৩৬
এতে চাংশকলা ১৫৯
এবং জন্ম ১১৩
এবং ত্রয়ী ১৮৬
এবং পরম্পরা ১১৪
এবং প্রজাভিঃ ১৩৭
এবং প্রসন্ন ৮৩
এবং ব্রতঃ ১৮
এ বিষয় ১৮৯

ঐ

ঐকান্তিকী হরের্ভক্তি ১০৪
ঐশ্বর্যস্য ১৭৭
ঐহিষ্টং যৎ ২৮

ও

ওঁ অজ্ঞান ১২৪
ওঁ অথাতো ১২৯
ওঁ অনাবৃত্তিঃ ১৩
ওঁ অপবিত্রঃ ৯৭
ওঁ আনন্দময় ১৭৩
ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ১১
ওঁ ঈক্ষতের্নাশব্দং ২৩৯
ওঁ তদ্বিষেয়ঃ ২১৯
ওঁ জন্মাদ্যস্য ১৫০
ওঁ নমো ১৫০
ওঁ পূর্ণং ১৫৩
ওঁ শাস্ত্র ২৩৮

ক

ক উত্তমশ্লোক ১৪
কত নিদ্রা যাও ১৯৫
কথয়ন্তশ্চ ৬৩
কথা গানং ২২২
কন্দর্পকোটি ১৭৭
কবে হাম ৫০
কবে হাম হেরব ১৯২
কমলদল ১৮৫
কর্ত্রী হরে ১০১
কর্মকাণ্ড ১৪৮
কর্মণা কর্ম ১১১
কর্মণা দৈব ১৮৮
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে ১০৮
কর্মশ্রেয়সি ২৩৯
কর্মাণি নির্দহতি ৮৮
কর্মেন্দ্রিয়াণি ২৪৩
কলিং সভ্য ১২৩
কলিং সভা ১৩৯
কলিকালে ১৩৯
কলিকালের ধর্ম ৬৫
কলের্দোষ ১৩৮
কলৌ তদ্ ১৩৮
কলৌ তু নাম ১৩৯
কলৌ নষ্ট ২২৫
কলৌ নাস্ত্যেব ১৮
কলৌ শূদ্রা ১৩৪
কল্মষক্ষয়ে ১৫২

কস্মাদ্ ভজন্তি ৫৩
কাচং বিচিন্বন্ ৯৪
কানা ছেলের ৩৩
কাণেন চক্ষুষা ২৬
কামং ক্রোধং ১০০
কামং চ দাস্যে ১০২
কামং ববর্য ২৩৫
কাম এষ ক্রোধ ১৯৯
কাম কৃষ্ণ-কর্মার্পণে ১৯৩
কামস্য ১২৯
কামাদ্ দ্বেষাদ্ ৯৯
কামাদীনাং ১৯২
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ ৪০
কারণং গুণ ১৮৮
কার্পণ্য ১১৯
কার্যতে ১০৮
কালেন বলিনা ১৩৫
কালোঽস্মি লোক ২৩০
কিং পুনঃ ১৮৬
কিন্তু প্রভো ১২১
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল ৮০
কিবা বিপ্র ১১৫
কিরাতহূণান্ধ্র ৪৪
কীটজন্ম হউ ৬৯
কীর্তনাদেব ১৩৮
কীর্তির্যস্য ৩৭
কুতঃ পুনঃ ১৮৩
কুবিষয়-কূপে ১১৮
কুরু পুণ্যং ৪৯
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ১৭৫
কূজন্ত-কোকিল ২২১
কূপমণ্ডূক ১৪৯
কৃতে যদ্ ১৩৮
কৃত্বাত্মা স্যাৎ ১১৩
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ১২৩
কৃপয়া তব ১৯৫
কৃপাম্বুধি ৬২
কৃমিগো ২৩২
কৃষ্ণঃ স্বয়ং ১৫৮
কৃষ্ণ-গুরু ১২২
কৃষ্ণ ত্বদীয় ৩৫
কৃষ্ণবর্ণং ১
কৃষ্ণ-বহির্মুখ ১৯০
কৃষ্ণভজনে নাহি ৭৩
কৃষ্ণভক্ত ৭০
কৃষ্ণভক্তি ১০৬
কৃষ্ণ ভুলি ১৯০
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা ৬৫
কৃষ্ণ—সূর্যসম ১৭৪
কৃষ্ণ সে তোমার ৬৭
কৃষ্ণার্থে অখিল ১০৭
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য ২
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ১৯১
কৃষ্ণে ভক্তি ৯১
কৃষ্ণের তটস্থা ২১৫
কৃষ্ণের সংসার ৫২
কৃষ্ণে স্ব ২২৫
কৃষ্ণেঽন্যো ২২৩
কৃষ্ণোৎকীর্তনগান ৯
কে আমি ১১৯
কেবল আনন্দ ৮৪
কেশব তুয়া ১৭৩
কেশব ধৃতকল্কি ১৬৩
কেশব ধৃতনরহরি ১৬১
কেশব ধৃতবামন ১৬২
কেশব ধৃতবুদ্ধ ১৫৮
কেশব ধৃতমীন ১৬১
কেশব ধৃতশূকর ১৬১
কেশাগ্র শত ২১৬
কৈবল্যং ৯৪
কোঽর্থঃ পুত্রেণ ২৬
কোচিৎ কেবলয়া ৮৪
কোটি-কর্মনিষ্ঠ ৬৯
কোটিজ্ঞানী-মধ্যে ৬৯
কোটিমুক্ত-মধ্যে ৬৯
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ১৭৯
কৌমার আচরেৎ ১২৮
ক্রমেনৈব ১৮৪
ক্রিময়ো রুদ্র ২৩৭
ক্রিয়েত ভগবতি ১০৩
ক্রোধাদ্ ভবতি ১৯৯
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ ১৩১
ক্বচিন্ নিবর্ততে ১১০

খ

খাবো কি ৩১
খাঁচার চোর্ ২৯

ক্ষ

ক্ষান্তিরব্যর্থ ৭১
ক্ষিপাম্যজস্রং ২০৭
ক্ষিপ্রং ভবতি ১৭৯
ক্ষীরং যথা দধি ৩৯
ক্ষীয়ন্তে চাস্য ৮৩
ক্ষুরস্য ১২৯
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী ২১৬
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো ২১৮
ক্ষেত্রজ্ঞং ২১৮

গ

গড্ডলিকা প্রবাহ ৩২
গতাসূন ১১৯
গবয়া ধনবান ২৪
গরীব মানুষ ৩৪
গামাবিশ্য ১৭৪
গায়ে গু ৩৮
গুরু-কৃষ্ণ ১২২
গুরুপদাশ্রয় ৫১
গুরু মারা ১২১
গুরুমুখ ১১২
গুরু মোরে ১১৯
গুরুর্ন স ১১৫
গুরোরবজ্ঞা ২১
গৃহম্ শত্রুনপি ৩৩
গৃহীত্বৈতানি ২১৫
গোড়া ডিঙিয়ে ১২১
গোপীজনবল্লভ ২৫
গোপীভাব ৭৫
গোলোক এব ১৬৩
গোলোক নাম্নী ২২১
গোলোকের প্রেম ১২
গৌর আমার ৫৩
গৌরাঙ্গ বলিতে ১৯
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে ৭
গৌড়োদয়ে ৭
গ্রাম্যকথা ২৪৩
গ্রাম্য-ব্যবহারে ১১৮

ঘ

ঘটাকাশ ১৩১
ঘুটে পোড়ে ১৮৫
ঘোষয়ন্তাবিতি ৭৭
ঘ্রাণং চ তৎপাদ ১০২

চ

চক্ষুদান ১১৮
চক্ষুরুন্মীলিতং ১২৪
চঞ্চলং হি ৫৯
চণ্ডালোঽপি ৮২
চতুর্বিধ শ্রীভগবদ্ ১২৩
চতুর্বিধা ৬৬
চত্বারো জজ্ঞিরে ২৩১
চরণ-সীধু ৮৪
চাতুর্বর্ণং ২৩১
চেত এতৈ ৮৩
চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু ১৭৬
চেতোদর্পণ ১৭
চৈতন্যাখ্যং ৮
চোখে যদি ১৯৪

ছ

ছন্দাংসি ২৩৮
ছলয়সি ১৬২
ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা ৪৫
ছিন্দন্তি ৯৯

জ

জগদ্ধিতায় ১৭৪
জগাই মাধাই ৬৮
জঘন্য গুণ ১৮৭
জন্মে জন্মে ১২২
জনমে জনমে হয় ৪৫
জনসঙ্গশ্চ ১০৪

জনয়ত্যাশু ৮৯
জন্ম কর্ম ৮৯
জন্মনা জায়তে ১১৭
জন্ম মৃত্যু ১৪৫
জন্মলাভঃ ৩৬
জন্ম সার্থক ৬৫
জন্মাদ্যস্য ১৫০
জন্মৈশ্বর্য ১৯২
জলজা নব ২৩৭
জয়তি জন ১৭৬
জড়বিদ্যা ১৪৮
জাতস্য হি ৩৫
জানাতি তত্ত্বং ১৪৫
জিহ্বাসতী ২০৪
জীবঃ সূক্ষ্ম ২১৬
(জীব) কৃষ্ণদাস ৮৫
জীব জাগ ১৯৫
জীব ভূতাং ২১৫
জীবনং সর্ব ১৭৩
জীবন অনিত্য ১৬
জীব বা ৩০
জীবস্য ১২৯
জীবের স্বরূপ ২১৫
জীবেরে কৃপায় ২৩৬
জেল স্বরাজ ১৭২
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং ৮৭
জ্ঞানং তেঽহম্ ১৪৪
জ্ঞানং পরম ১৪৩
জ্ঞানং বিজ্ঞান ১৪৪
জ্ঞানং বিজ্ঞানং ২৩২
জ্ঞানবৈরাগ্যয়ো ১৭৭
জ্ঞানিনাং চাস্ম ১৬৭
জ্ঞানে প্রয়াসম্ ১৩

ঢ

ঢেঁকি স্বর্গে ১৮৭

ত

তং তং নিয়মং ৪০
তং তমেবৈতি ৩৬
ত এব পশ্যন্তি ১২
তজ্জুষ্ঠধানা ১৪০
তজ্জোষণাদ্ ৪৭
তণ্ডুল ১৪৮
ততঃ কলৌ ১৫৮
ততশ্চানু ১৩৫
ততঃ সদ্যো ১৫
ততস্ততো ৫৯
ততোঽনর্থ ৯১
ততো মাং ৮৯
তত্ত্বদেব ১৫৪
তত্ত্বাখিসর্গো ১৪৬
তৎ ত্বং পুষন্ ১৩২
তৎ সাধু মন্যে ২০৯
তত্তেঽনুকম্পাং ৫৪
তত্র কো মোহঃ ৭৮
তত্র তং ২১৪
তত্র লৌল্যং ১০৬
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ৭৩
তথা দীক্ষা ১২২
তথা দেহান্তর ২১২
তথা শরীরাণি ২১৩
তদ্ ঐক্ষত ১৫৫
তদ্বন রিক্তমতয়ো ৫১
তদ্ বিজ্ঞানার্থং ১১৪
তদ্ বিদ্ধি ১১২
তদ্বায়সং তীর্থ ১৪৬
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং ১৯৬
তদ্বিশ্রাসো বিপন্ন্যবো ২১৯
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ১৩০
তদপ্যভলতাং ১২৬
তদবধি বত ৯৫
তদর্থং কর্ম ১০৯
তদস্য হরতি ১৯৯
তদহং ভক্ত্যু ১০৫
তদা রজস্ ৮৩
তদিদং গ্রাহয়ামাস ২২৪
তদ্ধামমায়াতো ১৯০
তপসা ব্রহ্মচর্যেণ ৫৮
তপো দিব্যং ১২৮

তপ্তস্য তং ১৮২
তব করকমলবরে ১৬১
তমেব বিদিত্বা ৩৭
তরবঃ কিং ১২৭
তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ ১৪২
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ ৪৯
তল্লভাতে ২০০
তস্মাৎ কেনাপ্যু ১০১
তস্মাৎ পরতরং ৪৬
তস্মাৎ পুত্রং ১২০
তস্মাৎ সংকীর্তনং ১৭
তস্মাদপরিহার্যার্থে ৩৫
তস্মাদ্ গুরুং ১১৩
তস্মাদ্ ভারত ৯৯
তস্মৈ দেয়ং ১১৬
তস্য-কর্তারং ২৩১
তস্যার্থে যৎ ২২৯
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি ৭৯
তস্যাহং নিগ্রহং ৫৯
তস্যাহং সুলভঃ ৯৮
তস্যারবিন্দ ১৩২
তস্যৈতে কথিতা ৯১
তস্যৈব হেতোঃ ২০০
তাঁদের চরণ সেবি ৪৫
তাঁর বাক্য ৭৪
তাঁ সবার পদরেণু ৪৫
তাতল সৈকতে ১৮৬
তানহং ২০৭
তান্যহং বেদ ১৭২
তাবৎ কর্তুং ১৭
তাবান্ সর্বেষু ২৩৮
তার মধ্যে ১৮৫
তাসাং ব্রহ্ম ১৫৫
তিতিক্ষবঃ ৬২
তীর্থযাত্রা পরিশ্রম ৫৪
তীর্থীকুর্বন্তি ৭১
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন ৯৬
তুমি ত ঠাকুর ৬৮
তুলয়াম ৪৮
তূর্ণং যতেত ১২৬
তৃণাদপি ২০
তৃপ্যন্তি নেহ ৫৭
তেঽপি মামেব ৪২
তেজীয়সাং ন দোষায় ২৫
তেজোবারি ১৫০
তে তং ভুক্ত্বা ১৮৬
তে তে প্রভাব ২২১
তে দ্বন্দ্বমোহ ১০৫
তেন ত্যক্তেন ২৪
তেনে ব্রহ্ম ১৫০
তেপুস্তপস্তে ১১
তেষাং নিত্য ৯৬
তেষাং প্রমত্তো ২০৩
তেষাং সতত ১৮০
তেষামসৌ ১৪৫
তেষামহং ১৮৩
তেষামেবানুকম্পা ১৮০
তৈর্দত্তান্ ৩৮
তোর শীল ৬৩
ত্যক্ত্বা তূর্ণং ৭৫
ত্যক্ত্বা দেহং ৮৯
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ ৩
ত্যক্ত্বা স্বধর্মং ৯৫
ত্যজ দুর্জন ৪৯
ত্যাগেন সত্য ৫৮
ত্রিংশল্লক্ষাণি ২৩৭
ত্রিভির্গুণ ১৯৪
ত্রৈগুণ্য ২৩৭
ত্বং নঃ ১২৩

দ

দন্তে নিধায় ৬৪
দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি ৫১
দদামি বুদ্ধি ১৮০
দম্পত্যোঃ কলহো ২৭
দলিত ১৬১
দস্যুপ্রায়েষু ১৩৭
দহ্যতে তত্বনং ২৭
দাক্ষ্যং কুটুম্ব ১৩৭

দানমীশ্বর ২৩২
দাম্পত্যোঽভি ১৩৬
দাম্পত্য কলহে ২৮
দারিদ্র দোষো ২৯
দিনকা ডাকিনী ২০৮
দিবা চার্থেহয়া ২০৩
দিল্লীকা লাড্ডু ৫৬
দীনহীন যত ৬
দীপার্চিরেব ১৬০
দীয়মানং ৫৩
দুই কান ১৪৮
দুনিয়া সব ২০৮
দুর্গং পথঃ ১২৯
দুর্জনঃ ৪৯
দুর্লভং ১২৮
দুষ্ট মনঃ ২২
দুষ্টা ভার্যা ৩০
দূরে বার্যয়নং ১৩৭
দেবত্রেণ ১৩৯
দেবর্ষিভূত ৮২
দেবান্ দেবযজো ৪১
দেহ দেহি ১৭১
দেহস্মৃতি নাহি ২১২
দেহাপত্যকলত্র ২০৩
দেহিনোঽস্মিন্ ২১২
দৈবং ন তৎ ১১৫
দৈবী হ্যেষা ১৯৭
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ ২১৯
দ্বাপরীয়ৈ ১৩৯
দ্বাপরে ১৩৮
দ্বা সুপর্ণা ২১৭
দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র ১৮৭
দ্বৌ ভূতসর্গৌ ২১০
দ্রব্য মূল্যেন ৩৩

ধ

ধনং দেহি ৪১
ধরি মাছ ৩১
ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ২৩
ধর্মং মহাপুরুষ ২
ধর্মক্ষেত্রে ২২৮
ধর্মন্যায় ১৩৫
ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত ২২৬
ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ ২২৫/২৩৪
ধর্ম-ব্রত ২১
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় ১৬০
ধর্মস্য তত্ত্বং ৪৯
ধর্মস্য হ্য ২৩
ধর্মাচারি ৬৯
ধর্মাবিরুদ্ধো ৫৬
ধর্মোঃ হি ১২৮
ধাম্না স্বেন ১৫০
ধূমকেতুম্ ১৬৩
ধেনুর্ধাত্রী ২৮
ধ্যানাবস্থিত ২৪২
ধ্যায়ংস্তবং ১২১
ধ্যায়তো ১৯৮
ধ্যেয়ং সদা ৩

ন

নক্ষত্রাণাং ১৭৫
ন খাদন্তি ১২৭
নগ্ন মাতৃকা ৩২
ন চ তস্মাৎ ৬২
ন চেন্নিরর্থকং ২২৯
ন চৈনং ক্লেদয়ন্তি ২১৪
ন চৈব ন ১৩০
নাচ্ছন্দসা ৪৬
ন জায়তে ২১৩
ন তত্ত্বজ্ঞেষু ৬৭
ন তদ্ ভাসয়তে ২১৯
ন তস্য কার্যং ১৭০
ন তীর্থ ২০২
ন তু মাং ১০৯
ন তে বিদুঃ ১২৫
ন ত্বেবাহং ১৩০
ন ধনং ন ৭১
ন ভজন্তি ২৩৩
নমস্যান্তশ্চ ১০
নমস্যে পুরুষং ১৬৪

ন মর্তা ১২০
ন মাং কর্মাণি ১৬৯
ন মাং দুষ্কৃতিনো ২০৫
ন মে বিদুঃ ১৬৬
ন মেঽভক্ত ১১৬
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ১৭৪
নমো মহাবদান্যায় ২
ন যৎ কর্ণ ২০৪
ন যদ্বচঃ ১৪৬
ন যুজ্যতে ১৬৮
ন লক্ষ্যসে ১৬৫
নয়নং গলদশ্রু ১৮
নরোত্তমদাস কয় ৬৯
ন শৌচং নাপি ২০৬
নষ্টপ্রায়েষু ২২৭
নষ্টো মোহঃ ১২৩
ন স সিদ্ধিং ২৩৮
ন সাধয়তি ১০৭
ন সাধু মনো ১৮৮
ন স্ত্রীয়ং ৩০
ন স্বাধ্যায় ১০৭
ন হি অস্য ১৬৬
ন হি কশ্চিৎ ১০৮
ন হি তে ৯০
ন হি সুপ্তস্য ১০৮
নাচতে উঠে ১০৮
নানা যোনি ১৪৮
নানা শাস্ত্র ৭৪
নাম-অক্ষর ১৯
নান্তর্বহির্যদি ২৪১
নাপ্সুবন্তি ২২০
নাম চিন্তামণিঃ ১১
নাম হৈতে ১৩৯
নামানি ১৪৬
নামাপরাধ ২২
নামাশ্রয় করি ১৬
নাম্নামকারি ১৯
নাম্নো বলাদ্ ২১
নাম্নো হি যাবতী ১৭
নারাধিতো ২৪১
নারায়ণপরাঃ ৬৩
নারায়ণ পরো ১৬৪
নারীস্তনা ৫৫
নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য ২৩
নাশয়াম্যাশু ১৮০
নাসতো বিদ্যতে ১৯৬
নাহং তিষ্ঠামি ১৮১
নাহং প্রকাশঃ ২০৫
নাহং বিপ্রো ৮০
নায়ং দেহো ১২৮
নায়ং সুখাপো ১৬৭
নায়মাত্মা প্রবচনেন ১৬৮
নায়মাত্মা বল ১৮৩
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ২২৪
নিকটস্থ ১৯০
নিখিলাস্বপি ৮৭
নিগমকল্প ২২৬
নিতাই-পদকমল ৫
নিত্যং হরৌ ১০০
নিত্যঃ সর্ব ২১৪
নিত্যদাস-প্রতি ১৮২
নিত্য নব ১৭৩
নিত্যসিদ্ধ ১৩
নিত্যো নিত্যানাং ১৫৩
নিদ্রয়া হ্রিয়তে ২০৩
নিন্দসি যজ্ঞ ১৫৮
নিবৃত্ত তর্ষৈঃ ১৪
নিমিত্তমাত্রং ৫১
নিম্নগানাং ৩৮
নির্দ্বন্দ্বো ২৩৭
নির্মাণমোহা ২১৯
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণঃ ২৪৪
নির্বেদ ব্রহ্ম ৫২
নিয়তং কুরু ১০৯
নীচ জাতি ১১৮
নীচাদপি ২৮
নূনং প্রমত্তঃ ১৮৮
নৃদেহং ১২৭

নেহ যৎ ২০২
নেহাভিক্রম ৮৮
নৈতৎ সমাচরে ২৫
নৈতান্ বিহায় ৬০
নৈনং ছিন্দন্তি ২১৪
নৈবোদ্বিজে ৬১
নৈবাহতি ১৯২
নৈষাং মতি ৪৭
নৈষ্কর্মং ১৮৩
নোৎপাদয়েদ্ যদি ২২৫/২৩৪

প

পঞ্চাশোর্দ্ধং ২৩৫
পতিতপাবন হেতু ৫
পতিতানাং পাবনেভ্যোঃ ৪৩
পত্রং পুষ্পং ১০৫
পদনখ ১৬২
পদ্মান্ত কোটি ২৪২
পরং ব্রহ্ম ১৫৪
পরং ভাবং ২০৫
পরং ভাবমজানন্তো ২০৬
পরমং পুরুষং ৯৮
পরমাত্মেতি ২১৮
পরস্তস্মাৎ ২২২
পরস্য ব্রহ্মণঃ ১৫৭
পরাস্য শক্তি ১৭০
পরাভব ১৮৯
পরিচর্যাত্মকং ২৩২
পরিত্রাণায় ১৬০
পরোঽপি মনুতে ১৯৭
পশ্চাদহং ১৫৬
পশ্যাত্যচক্ষুঃ ১৭১
পশ্যাম্যাত্মনি ১৪০
পয়ঃপানং ২১১
পাগলে কি না ১৪৬
পাথর পুজে ২০২
পাদৌ হরেঃ ১০২
পিবত ভাগবতং ২২৭
পিশাচী ১৯৫
পুংসঃ স্ত্রিয়া ৫৭
পুণ্যো গন্ধঃ ১৭৩
পুত্রহীনং ২৯
পুত্রার্থে ক্রিয়েৎ ২৬
পুনর্মুষিকো ১৯০
পুরীষের কীট ৬৮
পুরুষং শাশ্বতং ১৫৪
পুরুষঃ প্রকৃতি ১৮৮
পুলকৈর্নিচিতং ১৮
পুষ্ণামি ১৭৪
পূর্ণঃ শুদ্ধো ১১
পূর্ণস্য ১৫৩
পৃথিবীতে আছে ৯
পৃথিবীতে যাহা কিছু ২৪
পৃথিবীতুষণং ১৪১
প্রকৃতিং স্বাম্ ১৭২
প্রকৃতিভাঃ ১৪৩
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি ১৯৪
প্রকৃষ্ট রূপেন ৩৪
প্রজান্তে ১৩৫
প্রজা হি ১৩৭
প্রতাক্ষাবগমং ১৪৪
প্রণবঃ সর্ব ১৭৩
প্রাপঞ্চিকতয়া ২৪৪
প্রপদ্যমানস্য ৯০
প্রবিষ্টানি ১৬৫
প্রবৃত্তিং চ ২০৬
প্রবৃত্তিরেষা ১২৪
প্রভবস্থাগ্র ২০৭
প্রভু কহে—মায়াবাদী ১৩২
প্রমাণেষু ১৪১
প্রলয় ১৬১
প্রসঙ্গমজরং ৪৩
প্রহ্লাদো জনকো ২৩
প্রাণ আছে যার ৬৫
প্রাণপ্রয়ান ৩৫
প্রাণৈরর্থৈ ৬৩
প্রাণোপহারাৎ ৮১
প্রাপ্তস্য কল্যাণ ১৯৩
প্রাপ্তে তু ১২০

প্রাপ্য পুণ্য ২৪০
প্রায়শ্চিত্তমথো ১১০
প্রায়েণ দেব ৬০
প্রায়েণাল্পায়ুষঃ ১৩৪
প্রেম মৈত্রী ৬৬
প্রেমাঞ্জন ৯২
প্রেমের স্বভাব ৬৮

ফ

ফল্গুনি ১৮৭

ব

বজ্র অপি ১৭৪
বদন্তি তত্ত্ববিদ ৭৯
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৭
বদ্ধায় বিষয় ৬০
বদ্ধ্যা কি ৩২
বরং একো ৫২
বরীয়ানেষ তে ১৪২
বর্ণাশ্রমাচারবতা ২৩৩
বলং বলবতাম্ ৫৬
বলবানিন্দ্রিয় ৫৬
বসতি ১৬১
বহসি ১৬২
বহবো জ্ঞান ৮৯
বহির্মুখ ব্রহ্ম ৬৯
বহূনাম্ জন্মনাম্ ১৪৪
বহুশাখা ৭০
বহূনি মে ১৭২
বয়ং তু ন ৭২
বাচো বেগং ১১৫
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ ৪৩
বাল্যস্য নেহ ১৮২
বালাগ্রশত ২১৬
বাসাংসি জীর্ণানি ২১৩
বাসুদেবং পরিত্যজ্য ৪২
বাসুদেবঃ সর্বং ১৪৪
বাসুদেব পরং ১৫১
বাসুদেব পরা ১৫১
বাসুদেব পরো ১৫১
বাসুদেবে ভগবতি ৮৯
বাস্যতে তত্ত্বনং ২৭
বিকর্ম যৎ ১৭৯
বিক্রীড়িতং ব্রজ ৯২
বিচার করিলে ১৪২
বিত্তমেব ১৩৫
বীতরাগ ৮৯
বিদ্যা দদাতি ১৪০
বিদ্যাবিনয় ৭৮
বিদ্যাহীনা ১১৭
বিনশ্যত্যাচরন্ ২৫
বিনাশং ২১২
বিপদঃ সন্তু ৫৫
বিপ্রাদ্ দ্বিষড় ২৩৪
বিবস্বাম্মনবে ২২৯
বিমৃশ্যৈতদ্ ১০৬
বিলে বতোরুক্রম ২০৪
বিশ্বং পূর্ণ ৯৪
বিশ্বম্ভরৌ ৭
বিশ্বাসো নৈব ২৬
বিষ নেই কুলো ৯৫
বিষয় ছাড়িয়া সে ১৬
বিষয় ছাড়িয়া কবে ১৯২
বিষয়া বিনিবর্তন্তে ২৪৩
বিষাদপ্যমৃতং ২৮
বিষ্টভ্যাহং ২১৭
বিষ্ণুঃ আদ্য ৭৩
বিষ্ণুভক্তঃ ২১০
বিষ্ণুর্মহান্ ৩৯
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা ১৫৬
বিষ্ণুরারাধ্যতে ২৩৩
বিহিত ১৬১
বুদ্ধির্যস্য ১৪১
বুদ্ধো ১৫৮
বৃন্দাবনং ২২৩
বৃদ্ধকাল ১৮৪
বেণুং কণন্তং ১৭৭
বেত্তি যত্র ন ৭৯
বেথ ত্বং ১১৮
বেদপাঠাদ্ ১১৭

বেদপ্রণিহিতো	২৩৬
বেদবাদরতাঃ	২৩৭
বেদান্তকৃদ্	২৩৬
বেদাহং	১৬৬
বেদাহমেতং	৩৭
বেদেষু দুর্লভম	১৬৭
বেদৈশ্চ সর্বৈঃ	২৩৬
বেদো নারায়ণঃ	২৩৬
বৈরাগ্যং ফল্গু	২৪৪
বৈরাগ্যবিদ্যা	৬
বৈষ্ণবানাম্ যথা	৩৮
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ	১৯৮
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ	৭০
ব্যবস্থিতিস্তেষু	১৮৪
ব্রজেন্দ্রনন্দন	৬
ব্রহ্মচারী গুরু	১১২
ব্রহ্মণো হি	১৩১
ব্রহ্মবিদ্	১৩৭
ব্রহ্মভূতঃ	৭৮
ব্রহ্ম সত্য	১৩২
ব্রহ্মসূত্র	১১৫
ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে	২২৬
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে	১২২
ব্রহ্মা য এব	৪০
ব্রহ্মার্পণং	১৫৭
ব্রহ্মেতি	৭৯
ব্রহ্মৈব	১৫৭
ব্রুয়ুঃ স্নিগ্ধস্য	১১৮
ভ	
ভকত-সেবা	৪৫
ভক্তিং পরাং	৯২
ভক্তিং ময়ি	৬২
ভক্তিযোগেন	১৯৬
ভক্তিযোগো	১০৩
ভক্তিঃ পরেশানুভবো	৯০
ভক্তিঃ পুনাতি	৮২
ভক্তিস্ত্বয়ি	৯৩
ভক্তোঽসি মে	১৪৩
ভক্ত্যাহমেকয়া	৮২
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া	৮৭
ভক্ত্যা মাম্	৮৯
ভগবান্ ভক্ত	১৮০
ভগবৎসঙ্গি	৪৮
ভগবত্তত্ত্ব	৮৩
ভগবত্যুত্তম	২২৭
ভগবদ্ভক্তি	২০৩
ভজ গোবিন্দম্	৩৭
ভজন কর	৩৫
ভজন্ত্যনন্য	৭৩
ভজে শ্বেতদ্বীপং	২২২
ভবতো দর্শনম্	৫৫
ভবদ্বিধা	৭১
ভবামি ন	১৮৩
ভবাম্বুধি	৮৬
ভবিতা ন চ	৬২
ভবিষ্যাণি	১৬৬
ভবেৎস্মিন্	৮৮
ভস্মীভূতস্য	২১১
ভয়ং দ্বিতীয়	১৯০
ভাগবত কহে	২৪
ভাগবত গিয়া	২২৫
ভাগো জীবঃ	২১৬
ভাবগ্রাহী	১৮০
ভারত-ভূমিতে	৬৫
ভার্যা রূপবতী	২৫
ভাল না	২৪৩
ভাষ্যম্ ব্রহ্ম	২২৬
ভাস্বান্ যথাশ্ম	৩৯
ভিদ্যতে হৃদয়	৮৩
ভীষাস্মাদ্	১৪৯
ভুক্তি-মুক্তি	৭০
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে	৫১
ভুঞ্জতে তে	১০৯
ভূতগ্রামঃ	২৩০
ভূতানি ভগবত্য	৬৬
ভূতানি যান্তি	৪২
ভূমিরাপো	১৫৬
ভূতার্তিহং	৩

ভোক্তারং যজ্ঞ	৮৫
ভোগৈশ্বর্য	১৯৮
ভ্রম প্রমাদ	১৮৬
ভ্রাময়ন্ সর্ব	২১৮
ম	
মচ্চিত্তা মদ্গত	৬৩
মণিনা ভূষিতঃ	৪৯
মৎস্থানি	১৬৪
মতির্ন কৃষ্ণে	২০৮
মত্তঃ পরতরং	১৫২
মদন্যৎ তে	৬৮
মদ্ভক্তপূজা	৪৬
মদ্ভক্তানাং	৪৬
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি	১৮১
মন এব	৬০
মনঃ ষষ্ঠানি	২১৫
মনস্তত্ত্ব	২০০
মনুষ্য জনম্	১২৪
মনুষ্যাণাং	১৬৭
মনোঽভিরমতে	৫৭
মন্ত্রৌষধি	২১০
মন্দাঃ সুমন্দ	১৩৪
মন্মনা ভব	৯৮/৯৯
মন্যো তদর্পিত	২৩৪
মম জন্মনি	৭১
মম বর্ত্ম	১৭৮
মম যোনি	১৫৪
মমৈবাংশো	২১৫
ময়া ততম্	১৬৪
ময়াধ্যক্ষেণ	১৫২
ময়ানুকূলেন	১২৭
ময়ি সর্বং	১৫২
ময়ৈব বিহিতং	১৩২
ময্যাসক্ত	২৪১
মহৎসেবাং দ্বারং	৪৪
মহতামপি	১৭
মহদ্বিচলনং	৬১
মহান্তস্তে সম	৪৪
মহাত্মানস্তু	৭৩
মহান্ প্রভু	২
মহাপ্রসাদে	৯১
মহাশনো মহাপাপ্মা	১৯৯
মহীয়সাং পাদ	৪৭
মাং চ যো	৮১
মাংসে	১৮৫
মাং হি পার্থ	১১৭
মা কর্মফল	১০৮
মাতা যস্য	২৫
মাতৃবৎ	২৬
মাত্রাস্পর্শ	৫৪
মাত্রা স্বস্রা	৫৬
মানস দেহ	২৪০
মামকাঃ	২২৮
মামপ্রাপ্যৈব	২০৭
মামুপেত্য তু	২২০
মামুপেত্য পুনঃ	২২০
মামেব যে	১৯৭
মামেবৈষ্যসি	৯৮
মামেবৈষ্যসি সত্যং	৯৯
মারবি রাখবি	১৮২
মারে কৃষ্ণ	১৮২
মালী হঞা	১৩
মায়য়াপহৃত	২০৫
মায়াগ্রস্ত	১৯৫
মায়াবাদং	১৩২
মায়াবাদি ভাষ্য	১৩২
মায়ামুগ্ধ	২৩৬
মায়ামৃগং	৩
মায়াজবনিকা	১৬৫
মায়াশ্রিতানাং	৭৪
মিছে মায়ার	১৯১
মুকুন্দলিঙ্গালয়	১০২
মুক্তানামপি	৬৯
মুক্তিং দদাতি	৮৪
মুক্তিপ্রদাতা	৮৬
মুক্তির্হিত্বান্যথা	৮৭
মুক্তিঃ স্বয়ং	৯৩
মুখবাহূরু	২৩১

মুচি হয়ে ১১৭
মুনয়ঃ সাধু ১৪২
মুমুক্ষুভিঃ ২৪৪
মূকং করোতি ১২২
মূর্খাঃ যত্র ২৭
মূঢ়োঽয়ং ২০৫
মৃত্যুঃ সর্ব ৩৫
মোঘাশা মোঘ ২০৬
মোর নাম ৬৮
'মোহ' ইষ্ট ১৯৩
মোহিতং ন ১৯৪
ম্লেচ্ছনিবহ ১৬৩

য

যং প্রাপ্য ন ২২৩
যং ব্রহ্মা ২৪২
যং লব্ধা ৫৫
যং শ্যামসুন্দরং ৯২
যং যং বাপি ৩৬
যং হি ন ৫৫
যঃ কারণার্ণব ১৬০
যঃ শত্রুতামপি ৩৯
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ ১১
যঃ প্রয়াতি স ৩৬
যঃ শাস্ত্রবিধিং ২৩৮
যঃ স সর্বেষু ২২২
যঃ স্মরেৎ ৯৭
য ইদং পরমং ৬২
য এবাং পুরুষং ২৩৩
যচ্চন্দ্রুরেষ ৪০
যচ্ছ্রুতাং ৭২
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যাৎ ১১৯
যজ্জ্ঞাত্বা ১৪৪
যজ্ঞদান ১১০
যজ্ঞ শিষ্টাশিনঃ ১০৯
যজ্ঞাদ্ ভবতি ১১০
যজ্ঞার্থাৎ ১০৯
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন ১
যজ্ঞো দানম্ ১১০
যজ্ঞো বৈ ১১০
যৎকরোষি ১০৫
যৎ কীর্তনং ৮৫
যৎ কৃতঃ কৃষ্ণ ১৪২
যৎ কৃপা তং ১২২
যৎ পাদপঙ্কজ ৫১
যৎপাদসংশ্রয়াঃ ৭০
যতঃ প্রবৃত্তি ২৩২
যততামপি ১৬৭
যততে চ ততো ২১৪
যত মত ১৩১
যতো বা ইমানি ১৫৫
যতো বাচো ২৩৯
যতো যতো ৫৯
যত্তপস্যসি ১০৫
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ ২০৯
যত্র ক ৯৫
যত্র যোগেশ্বরঃ ৭৩
যত্র সংকীর্তনেনৈব ১৩৯
যথা কাঞ্চনতাং ১২২
যথা তথা ৭৬
যথা তরো ৮১
যথা প্রকাশয়তি ২১৬
যথা মহান্তি ১৬৫
যথা বিলাসিনঃ ১৫৯
যথা বীজং ২৭
যথোল্মুকাদ্ ১৩৩
যদ্ গত্বা ন ২১৯
যদ্ বিজিজ্ঞাসয়া ১৬৬
যদ্ যদাচরতি ৩১
যদ্ যদ্ বিভূতি ১৫৪
যদনুধ্যাসিনা ৯৯
যদন্যত্রাপি ২৩১
যদবধি মম ৯৫
যদা যদা হি ১৫৯
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ ২০
যদি যাবে ১৮৪
যন্নামধেয় ১০
যন্মুহূর্তং ৯৭
যন্মৈথুনাদি ৫৭
যমেবৈষ ১৬৮
যস্তাদৃগ ১৬০
যস্তু নারায়ণং ৪১
যস্তিপ্রগোপ ৮৮
যস্মাৎ ক্ষরং ১৬৪
যস্মিন্ তুষ্টে ১৮০
যস্মিন বিজ্ঞাতে ১৭০
যস্মিন্ স্থিতো ৫৫
যস্মিন্ সর্বাণি ৭৮
যস্য দেবে ৯১
যস্য যল্লক্ষণং ২৩১
যস্য প্রভা ১৩০
যস্য প্রসাদাদ্ ১২১
যস্য হি যঃ ৩৪
যস্যাং জাগ্রতি ৭৭
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি ৪০
যস্যাত্মবুদ্ধিঃ ২০৯
যস্যাস্তি ভক্তিঃ ৭২
যস্যাহমনুগৃহ্নামি ১৮১
যস্যৈকনিশ্বসিত ৩৯
যয়া সম্মোহিতো ১৯৭
যাত্রা দলে ৩৩
যা নিশা সর্ব ৭৭
যান্তি দেবব্রতা ৪২
যাবৎ ক্রিয়া ১৮৯
যাব কি ৩১
যাবদর্থ ২৯
যাবানর্থ ২৩৮
যামিমাং ২৩৭
যাঁর চিত্তে কৃষ্ণ ৭৪
যারে দেখ তারে ৬৫
যারে যৈছে ১৫১
যাহ ভাগবত ২২৫
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা ১৭৪
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ ৯৬
যুক্তস্বপ্ন ২৪০
যুক্তাহার ২৪০
যুগায়িতং ৭৫
যুবতীনাং ৫৭
যেহন্যে চ পাপা ৪৪
যেহন্যোঽরবিন্দাক্ষ ১৩৩
যেঽপ্যন্যদেবতা ৪২
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ১১৫
যেই জন্য কৃষ্ণ ৭৪
যেই ভজে সেই ৭৩
যেন তেন প্রকারেণ ১০১
যে দিন গৃহে ৮৪
যে ভজন্তি ১৭৮
যে মে ভক্তজনা ৪৬
যে যথা ১৭৮
যেষাং ত্বন্তগতং ১০৫
যে হি সংস্পর্শজা ২০০
যোগিনাং নৃপ ১৫
যোগিনামপি ২৪১
যোগ ইন্দ্রিয় ২৪০
যো মাং পশ্যতি ৭৯
যো মামেব ১৭০
যো বা এতদক্ষরং গার্গ্য ১২৫
যো বা এতদক্ষরং গার্গি ১২৫

র

রক্ষিষ্যতীতি ২৪৪
রমন্তে যোগিনো ১২
রম্যা কাচিদ্ ২২৮
রসবর্জং ২৪৩
রসোঽহমপ্সু ১৭৩
রসো বৈ ১৭৩
রহূগণৈতৎ ৪৬
রাক্ষসাঃ কলিং ১৩৪
রাক্ষসীমাসুরীং ২০৬
রাখে কৃষ্ণ ১৮২
রাজপুত্র ৩০
রাজবিদ্যা ১৪৪
রাজার দোষে ৩০
রাত্রিং যুগ ২৩০
রাত্র্যাগমে ২৩০
রাধাকৃষ্ণ-গুণ ৭৬
রাধাকৃষ্ণমহ ২২১
রাধাকৃষ্ণ পদ ৭৪

রাধা কৃষ্ণপ্রণয় ৮
রামাদিমূর্তিষু ১৫৮
রূপ-রঘুনাথ ৫০
রূপ যৌবন ১১৭

ল

লক্ষ্মীসহস্র ১৭৬
লবমাত্র ৪৮
লব্ধা সুদুর্লভম্ ১২৬
লভতে চ ততঃ ৪১
লালনে বহবো ১২০
লালয়েৎ পঞ্চবর্ষ ১২০
লিঙ্গমেব ১৩৬
লেভে গতিং ১৭৫
লোকস্য সদ্যো ৮৫
লোকস্যাজানতো ২২৪
লোকে ব্যবায়ামিষ ১৮৪

শ

শক্তি শক্তিমতয়োঃ ১৫৭
শঠে শাঠ্যমাচরেৎ ৩১
শব্দ ব্রহ্মাণি ১৪৭
শমো দম ২৩২
শরীর অবিদ্যা ১৮৫
শরীরং যদ ২১৫
শরীরযাত্রাপি ১০৯
শর্বরীভূষণং ১৪১
শশিনি ১৬১
শাকমূলামিষ ১৩৮
শাখাচন্দ্র ১৪৮
শাব্দে পরে ১১৩
শাশ্বতস্য ১৩১
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোঃ ২০
শুচি হয়ে ১১৭
শুচীনাং ২৪০
শুদ্ধ ভকত ৪৫
শুনি চৈব ৭৮
শুশ্রূষোঃ ৪৫
শূন্যায়িতং ৭৫
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ ১৪
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি ১২
শেষাঃ স্থাবরং ১৯৭
শোচে ততঃ ৬১
শৌর্যং তেজো ২৩২
শ্মশান ২৪২
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে ২৪১
শ্রদ্ধা-শব্দে ৯১
শ্রবণং কীর্তনং ১০৩
শ্রবণং নৈব ২১১
শ্রবণকীর্তনজলে ১৩
শ্রবণস্মরণ ৮৮
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে ১৩
শ্রমস্তস্য ১৪৭
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ ২২১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া ১৪২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ ৯
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী ৬
শ্রীগৌড় ২২৩
শ্রীচৈতন্যকৃপাভরৌ ৯
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভো ২২৮
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং ৫০
শ্রীবিগ্রহারাধন ৯৬
শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে ১০০
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি ২০১
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণং ২২৭
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণং ২২৮
শ্রীমদ্ভাগবতে ২২৬
শ্রুতিমপরে ৬৭
শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষং ১৪১
শ্রুতি-স্মৃতি ১০৪
শ্রুত্বাপি নাম ২২
শ্রেয়ঃ সৃতিং ১৪৫
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্য ৯৯
শ্রোতব্যাদীনি ২০৩
শ্ববিড় ২০৪
শ্ব যদি ৩৪
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ ১০
শ্যামং ত্রিভঙ্গং ১৭৭

ষ

ষট্‌কর্ম ১১৬
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ ৪

স

সংখ্যাপূর্বক ৭৬
সংসার-দাবানল ১৯৩
সংসার বিষানলে ১২
সংসারে মজিয়া ১৯১
সঃ ভগবান্ ১৫২
স ইমাল্লোকান্ ১৫৫
স এব সাধুষু ৪৩
স এবায়ং ১৪৩
স ঐক্ষত ১৫৫
স কালেনেহ ১১৪
স গুণান্ ৮১
সঙ্গত্যাগাৎ ১০৫
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে ১৯৮
সৎসঙ্গ ছাড়ি ২০৮
সততং কীর্তয়ন্তো ১০
স তয়া শ্রদ্ধয়া ৪১
সতাং নিন্দা ২০
সতাং প্রসঙ্গান্ ৪৭
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ৭৭
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ৭৭
সতাং দিশতা ১৮১
সতাং ক্রয়াৎ ৬৪
সদয় হৃদয় ১৫৮
সদ্ধর্ম ৫১
সদ্যঃ পুনন্তি ৭০
সন্ন্যাসকৃৎ ১
সবুরে মেওয়া ৫৩
স বৈ পুংসাং ১০২
স বৈ মনঃ ১০১
সমঃ সর্বেষু ৭৮
সমক্ষেনৈব ৪১
সম দুঃখ ৫৫
সমাশ্রিতা যে ৮৬
সম্মোহহং ১৭৮
সম্প্রদায় ২২
সম্প্রাপ্তে সন্নিহিতে ৩৭
সম্ভবঃ ১৫৪
স যৎ প্রমাণং ৩১
স যত্র ২২২
সরস্বতী ১৪১
সরহস্যং ১৪৩
সর্পঃ ক্রূরঃ ২১০
সর্বং খল্বিদং ১৫৭
সর্বত্র প্রচার ৯
সর্বত্র লভ্যতে ২০১
সর্বত্র হয় নিজ ৭৯
সর্বধর্মান্ ২৪৫
সর্ববেদেতিহাসানাং ২২৪
সর্বভূতানি কৌন্তেয় ১৫২
সর্বভূতানি সম্মোহং ১৯৪
সর্বভূতেষু ৬৬
সর্বমেতদ্ ৯৩
সর্ব যোনিষু ১৫৫
সর্বস্য চাহং ২১৮
সর্বাত্মনা যঃ ৮২
সর্বে বিধিনিষেধাঃ ৯৭
সর্বে বিধি ১০১
সর্বে সুখিনো ২৩৯
সর্বোপাধি ১০৬
স সন্ন্যাসী ২৪৫
সসর্পে চ ৩০
স সর্বদৃগ্ ১৬৯
স সর্ববিদ্ ১৭০
সহজ ভজন ২০৫
সহস্রযুগ ২৩০
স হ্লাদিস্ ৯৭
সাক্ষাদ্ধরিত্বেন ১২১
সাচ্ বলে ৩৪
সাধকানাম্ ৯২
সাধবো হৃদয়ং ৬৮
সাধুবর্ত্মা ৫১
সাধুরেব ১৭৯
সাধু-শাস্ত্র ১২১
সাধুসঙ্গ ৪৮

সাধুসঙ্গ সতোবরে ৪৮
সাম দান ২৩৫
সালোক্যসার্ষ্টি ৫৩
সিদ্ধান্ত বলিয়া ১৪০
সিষিচুঃ স্ম ২৩৫
সুখমাত্যন্তিকম্ ৭৯
সুখমৈন্দ্রিয়কম্ ২০১
সুদুর্লভঃ ৬৯
সুবর্ণবর্ণো ১
সুহৃদং সর্বভূতানাম্ ৮৫
সৃষ্টিস্থিতি ১৯৮
সেই মানে—'কৃষ্ণে ৬৮
সেনয়োরুভয়ো ১৮১
সেবোন্মুখে ১৬৯
সে সব স্থান ৫৩
সোঽপাস্তি যৎ ২৪২
স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট ১৮৮
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা ১১৭
স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে ১৩৬
স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ ২৩৯
স্ত্রীসঙ্গী ৫০
স্ত্রীষু দুষ্টাসু ২৪
স্থানাভিলাষী ৯৪
স্থানে স্থিতাঃ ১৩
স্থাবর-জঙ্গম ৭৯
স্থিতোঽস্মি ১২৩
স্থিরচর ১৭৬
স্বকর্মণা ২০২
স্বকর্মনিরতঃ ২৩৩
স্বজনাখ্য ২০৯
স্বজাতি আশয়া ৪৮
স্বনুষ্ঠিতস্য ২৩৪
স্বপাদমূলং ১৭৯
স্বমাতরম্ পরিত্যাজ্য ৪২
স্বর্গাপবর্গ ৬৩
স্বল্পপুণ্যবতাং ৯১
স্বল্পমপ্যস্য ৮৮
স্বয়ং বিধত্তে ১৮১
স্বয়ং রূপঃ কদা ৫০
স্বয়ম্ভুর্নারদঃ ২৩
স্বীকার এব ১৩৬
স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ ২৩৩
স্মর্তব্যঃ সততং ৯৭
স্মৃতিভ্রংশাদ্ ১৯৯
সাম্যহৎসেবয়া ৪৫

হ

হয় 'মায়াদাস' ১৯৪
হরাবভক্তস্য ৭২
হরিং বিনা ৩৭
হরিঃ পুরট ৮
হরিভক্তি ৮২
হরিসেবায় যাহা ২৪৫
হরি! হরি! ১২৪
হরির্হি ১৬৯
হরেকৃষ্ণ ১৬
হরের্নাম ১৮
হসত্যথো ১৮
হলহতি ১৬২
হা হা প্রভু নন্দ ৬৯
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ ৫
হিত্বাত্মপাতং ২০৯
হিরণ্ময়েন ১৩২
হৃদ্যাত্মপু ৫৪
হৃদ্যন্তঃস্থো ১৪
হৃষীকেণ ১০৬
হেতুনানেন ১৫২
হে রাধে ৭৬
হে সাধবঃ ৬৪